THE

ŚABDAŚAKTI PRAKĀŚIKĀ

OF

JAGADĪŚA TARKĀLAṂKĀRA

VOLUME TWO

Edited

WITH

BENGALI TRANSLATION AND ELABORATE EXPOSITION

By

MADHUSUDAN BHATTACHARYA NYĀYĀCHĀRYA

TARKATĪRTHA, TARKARATNA, TARKĀLAṂKĀRA

Professor of Indian Philosophy (Retired),

Department of Post Graduate Training and Research,

Sanskrit College, Calcutta



SANSKRIT COLLEGE

CALCUTTA

1981

Published by
The Principal Sanskrit College
1 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

Printed by
S. Mitra, Bodhi Press
5 Sankar Ghosh Lane, Calcutta 700 006

कलिकाता संस्कृतमहाविद्यालय-गवेषणाग्रन्थमाला–ग्रन्थाङ्कः १२०

जगदीशतर्कालङ्कारविरचिता

शब्दशक्तिप्रकाशिका

द्वितीयः खण्डः

वङ्गभाषयाऽनूद्य विवृत्या समलङ्कृत्य

कलिकाता राष्ट्रिय संस्कृतमहाविद्यालयस्य गवेषणाविभागीय-
प्राक्तन-भारतीयदर्शनशास्त्राध्यापकेन

तर्कतीर्थ-तर्करत्न-तर्कालङ्कारोपाधिमता

श्रीमधुसूदनभट्टाचार्य-न्यायाचार्येण

सम्पादिता



१३८८ बङ्गाब्दे कलिकाता नगर्यां प्रकाशिता

মুখবন্ধ

মনীষী জগদীশ তর্কালঙ্কার রচিত শব্দশক্তি প্রকাশিকার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। তৃতীয় খণ্ডের মুদ্রণও অনেকাংশে অগ্রসর হইয়াছে—আশা করা যায় শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
১০. ১২. ৮২

নিবেদন

বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা'র দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশনের ব্যাপারে আমাদের সংস্কৃত কলেজের মাননীয় সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহোদয় যে প্রেরণা প্রদান করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এইজন্য তাঁহার নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রকাশন বিভাগীয় প্রধান শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রকাশনে অপরিসীম পরিশ্রম ও আনুকূল্য করার জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কল্যাণীয়া শ্রীমতী মিনতি কর ডি, লিট্, শ্রীমতী সবিতা দত্ত এম. এ লিখনাদি কার্যে এবং শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করায় শ্রীভগবানের নিকট ইঁহাদের সমৃদ্ধি ও কল্যাণময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ইতি

তাং ২১. ২. ৮২ — শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য

ভূমিকা

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে মহামনীষী গঙ্গেশ উপাধ্যায় গৌতমীয় ন্যায়দর্শনের 'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি' এই তৃতীয় সূত্রকে উপজীব্য করিয়া উদ্দেশ, বিভাগ, লক্ষণ ও পরীক্ষা বিধি অনুসারে যে অভূতপূর্ব অভিনব তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ রচনা করেন ইহারই নাম 'নব্যন্যায়'। এই মণিগ্রন্থে প্রসঙ্গ-ক্রমে মহর্ষি গৌতম সম্মত ও বৈশেষিক সম্মত বিভিন্ন পদার্থরাশি বিবেচিত হইলেও প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই প্রমাণ চতুষ্টয় নিরূপণ করা হইয়াছে। যদিও মহর্ষি গৌতম আধি-ভৌতিক, আধি-দৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ তাপপীড়িত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তথাপি প্রমাণ ব্যতীত আত্মা, শরীর প্রভৃতি কোনও প্রমেয় পদার্থের নিরূপণ সম্ভবপর নহে। কেননা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ চতুষ্টয় হইতেই জাগতিক সকল পদার্থ ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। এইজন্য প্রমাণ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। অতএব মহর্ষি গৌতমও ন্যায়-দর্শনের প্রথম সূত্রে প্রমাণ পদার্থেরই প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। মণিকার নিজেই বলিয়াছেন—"প্রমাণাধীনা হি সর্বেষাং ব্যবস্থিতিরিতি প্রমাণতত্ত্বমত্র বিবিচ্যতে" অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত কোনও পদার্থের যথার্থ নির্ণয় সম্ভাবিত নহে। এজন্য প্রথমেই সপরিকর প্রমাণতত্ত্ব বিবেচিত হইতেছে। মণিকার সর্বজ্যেষ্ঠ এবং সকল প্রমাণের উপজীব্য বলিয়া প্রথমেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিরূপণ করেন। অনন্তর প্রত্যক্ষের কার্য অনুমান নিরূপণের পরে অবসরক্রমে উপমান ও শব্দপ্রমাণ নিরূপণ করিয়াছেন। এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে অবলম্বন করিয়া গঙ্গেশ উপাধ্যায় অভিনব পরিভাষার মাধ্যমে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারশৈলী প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে ন্যায় ও বৈশেষিক অপরাপর পদার্থরাশির পর্যালোচনা করিয়াছেন—ইহাই মণিগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। গঙ্গেশের পরবর্তীকালে মিথিলায়, বঙ্গদেশে এবং অন্যান্য প্রদেশে যে সকল নব্যন্যায়ের গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থের আকররূপে 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ গৃহীত হইয়াছে। মণিকার প্রত্যক্ষ-খণ্ডে মঙ্গলবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রামাণ্যবাদ, প্রমাণলক্ষণ, অন্যথাখ্যাতিবাদ, সন্নিকর্ষবাদ, সমবায়বাদ, অনুপলব্ধির অপ্রামাণ্যবাদ, অভাববাদ, প্রত্যক্ষকারণত্ব-

বাদ, মনের অণুত্ববাদ, অনুব্যবসায়বাদ, নির্বিকল্পকত্ববাদ এবং সবিকল্পকত্ববাদ আলোচনা করিয়াছেন। অনুমানখণ্ডে অনুমিতি লক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া অনুমান লক্ষণ, অনুমানের প্রামাণ্য পরীক্ষা, ব্যাপ্তিবাদ, সামান্যলক্ষণা প্রকরণ, উপাধি প্রকরণ, পক্ষতা প্রকরণ, পরামর্শ প্রকরণ, কেবলান্বয়ী প্রকরণ, অর্থাপত্তি প্রকরণ, অবয়বপ্রকরণ, হেত্বাভাস প্রকরণ, ঈশ্বরবাদ, শক্তিবাদ ও মুক্তিবাদ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাই অনুমানখণ্ডের প্রধান বিষয়। উপমানখণ্ডে উপমান বা উপমিতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইলেও উপমান প্রমাণ এবং উপমিতিরূপ প্রমাণের ফল সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে। উপমান নিরূপণের পরে বিশদভাবে শব্দ পরিচ্ছেদের পর্যালোচনা করা হইয়াছে। এই শব্দখণ্ড বা শব্দচিন্তামণি প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের ন্যায় অতি বিস্তৃত। এই শব্দখণ্ডের শব্দপরিচ্ছেদে প্রথমতঃ শব্দ প্রমাণের লক্ষণ, দ্বিতীয়তঃ চার্বাক, সৌগত, বৈশেষিক এবং মীমাংসক প্রভৃতির শঙ্কিত শব্দের অপ্রামাণ্য নির্ব্যূঢ় ভাবে পরীক্ষিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। অনন্তর শাব্দপ্রামাণ্যবাদ, আকাঙ্ক্ষাবাদ, যোগ্যতাবাদ, আসত্তিবাদ, তাৎপর্যবাদ, শব্দানিত্যত্ববাদ, উচ্ছন্নপ্রচ্ছন্নবাদ, বিধিবাদ, অপূর্ববাদ, শক্তিবাদ, জাতিশক্তিবাদ, সমাসবাদ প্রভৃতি অতি বিস্তৃতভাবে পর্যালোচিত হইয়াছে। মণিকারের এই শব্দখণ্ডকে আকরগ্রন্থ রূপে অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে বহু প্রকরণ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। মহামনীষী সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জগদীশ তর্কালঙ্কারের অতুলনীয় কীর্তি 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা'ও একখানি প্রকরণ গ্রন্থ। 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' শব্দতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের প্রকরণ গ্রন্থ হইলেও জগদীশ তর্কালঙ্কার অন্ধভাবে গঙ্গেশোক্ত শব্দতত্ত্বচিন্তামণির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন নাই। পরন্তু স্থলবিশেষে স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভাবলে মণিকারের মত খণ্ডন করিয়া নিজের অভিনব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, এবং স্থলবিশেষে ভর্তৃহরি এবং কাতন্ত্র পরিশিষ্টকার শ্রীপতি দত্ত প্রভৃতি শাব্দিক সম্প্রদায়ের মত পরিগ্রহ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। শব্দশক্তি প্রকাশিকার প্রথম খণ্ডেও শব্দপ্রামাণ্য হইতে আরম্ভ করিয়া নামের লক্ষণও রূঢ়, লক্ষক, যোগরূঢ় এবং যৌগিক ভেদে চতুর্বিধ নামের বিভাগ প্রদর্শন পূর্বক রূঢ়নামের নিরূপণ প্রসঙ্গে ভট্ট শ্রীকর মণ্ডনাচার্য ও প্রভাকর মীমাংসক সম্মত জাতিশক্তিবাদ বিস্তৃতভাবে আলোচনাপূর্বক খণ্ডন করা হইয়াছে। উক্ত প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকার 'জাতিশক্তিবাদ' বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলেও প্রভাকর মতাবলম্বী কোনও সম্প্রদায়ের অভিমত 'কুব্জশক্তিবাদ' সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই। উক্ত কুব্জশক্তিবাদী প্রভাকর সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, গোঘটাদি পদের গোত্ব-ঘটত্বাদিরূপ জাতি

এবং গো-ঘটাদি ব্যক্তি উভয়েই শক্তি স্বীকার করিলেও 'গোপদং গোত্বশক্তং', 'ঘটপদং ঘটত্বশক্তম্' এই আকারের গোত্ব-ঘটত্বাদি জাতিশক্তি জ্ঞান গোত্ব ঘটত্বাদি প্রকারক অন্বয় বুদ্ধির কারণ। গো-ঘটাদি ব্যক্তিতে, গোঘটাদিপদের শক্তি স্বীকৃত হইলেও এই ব্যক্তিশক্তি জ্ঞানগোচর না হইয়াই অর্থাৎ স্বরূপসতী গো প্রভৃতি ব্যক্তিগোচর অন্বয়বোধের কারণ হয়। কুব্জশক্তিবাদিমতে এই ব্যক্তিশক্তি স্বরূপসতী অর্থাৎ জ্ঞায়মান না হইয়াই পদার্থোপস্থিতির মাধ্যমে যদ্রূপ অন্বয়-বোধের উপযোগী হয় তদ্রূপ অন্বিতাভিধানবাদিগণের মতেও একপদার্থে অপর পদার্থের অন্বয়ে শক্তি কল্পিত হয় বটে কিন্তু এই অন্বয়গত শক্তিও ব্যক্তিগত শক্তির ন্যায় কুব্জাশক্তি, সুতরাং অজ্ঞায়মান হইয়াই অন্বয়গত শক্তি শাব্দবোধের উপযোগী হইয়া থাকে—ইহাই অন্বিতাভিধানবাদিগণের সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে। আবার কেহ বলেন, গোত্বাদিজাতি পুরস্কারে গবাদি ব্যক্তি বোধক গো-প্রভৃতি পদস্থলে ন্যায় সিদ্ধান্তে গোত্বাদি জাতিতে, গবাদি ব্যক্তিতে এবং জাতি ব্যক্তির সমবায় সম্বন্ধে যেরূপ একই শক্তির জ্ঞান কল্পিত হইয়া থাকে। কার্যান্বিতশক্তি বাদী প্রভাকর মতেও গোত্বাদি জাতি, গবাদি ব্যক্তি এবং গো-প্রভৃতি ব্যক্তিগত যে কার্যত্বের অন্বয় তাহাতেও একই শক্তি কল্পিত হইয়া থাকে পরন্তু একই শক্তি গোত্বাদি জাত্যংশে জ্ঞায়মান এবং গোপ্রভৃতি ব্যক্তিও ব্যক্তিগত অন্বয়াংশে স্বরূপসতী অর্থাৎ অজ্ঞায়মান থাকিয়াই অন্বয়বোধে মিলিতভাবে জাতি, ব্যক্তি ও অন্বয় ভাসমান হইয়া থাকে। গদাধর ভট্টাচার্য তৎকৃত শক্তিবাদ গ্রন্থের সামান্যকাণ্ডে অন্বিতাভিধানবাদিমতের আলোচনা প্রসঙ্গে 'ইতরান্বিত ঘটো ঘটপদবাচ্যঃ' অথবা 'অন্বিতঘটো ঘটপদবাচ্যঃ' এই আকারের শক্তিগ্রহ স্বীকৃতি-মূলে ঘটত্বাদি জাতির ন্যায় ঘটাদি ব্যক্তি এবং ঘটাদি পদার্থগত, তদিতর পদার্থের অন্বয়ও জ্ঞায়মান হইয়াই উক্ত মীমাংসকমতে শাব্দবোধের উপযোগী হইয়া থাকে। এইভাবে অন্বিতাভিধানবাদীর মত উপস্থাপিত করিয়া তৎসংসর্গক বোধ কিঞ্চিদ্ধর্ম পুরস্কারে সংসর্গক বিষয়ক না হওয়ায় বৃত্তিজ্ঞান হইতে উপস্থিতি ব্যতিরেকেও আকাঙ্ক্ষাভাস্য অন্বয়কে বিষয় করিয়া শাব্দবোধ হইতে পারে অতএব অন্বয়ে বৃত্তি স্বীকার করা অনাবশ্যক। এই যুক্তিতে অন্বিতাভিধানবাদি-গণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়সিদ্ধান্ত অনুসারে মীমাংসক সম্মত অন্বিতা-ভিধানবাদ খণ্ডনের পক্ষে আরও যুক্তি এই—ইতরান্বিত ঘটে শক্তি স্বীকৃত হইলে 'ঘটমানয়' ইত্যাদি স্থলে 'ইতরান্বিতো ঘটো ঘটপদবাচ্যঃ' এই আকারের শক্তি-গ্রহ হইতে কার্যান্বিত ঘট প্রভৃতির উপস্থিতি হইতে কার্যান্বিত ঘট বিষয়ক অন্বয়বোধ অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, কারণ অন্বয়বোধের

পূর্বে তাদৃশ অন্বিত ঘটাদির উপস্থিতি সম্ভব নহে, অতএব মীমাংসক সম্মত এই অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকৃত হইতে পারে না।

ভট্ট সম্প্রদায় বলেন, 'গামানয়' ইত্যাদি স্থলে 'গোত্বশক্তং গোপদং' এই আকারের গোপদার্থ গোচর অন্বয়বোধের অনুকূল শক্তিজ্ঞানের বিষয় গোপদকে অথবা গোপদজ্ঞানকে গোত্বপ্রকারক গো বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক বলা যায় না, কারণ, শক্তি বিশিষ্ট গো প্রভৃতি পদে অন্বয়বোধের জনকত্ব স্বীকৃত হইলে 'পশ্যতঃ শ্বেতিমা রূপং হ্রেষা শব্দঞ্চ শৃণ্বতঃ। খুরবিক্ষেপশব্দাভ্যাং শ্বেতোঽশ্বো ধাবতীতি ধীঃ'॥ ইত্যাদি স্থলে এবং কবিকাব্যাদি স্থলে উৎপ্রেক্ষা সহকৃত মানস চিন্তাবিশেষ হইতেও কোন সময়ে বিলক্ষণ পদার্থের উপস্থিতি হইতে 'শ্বেতোঽশ্বো ধাবতি' এবং কবিকাব্যাদি হইতে বিচিত্র অর্থেরবোধ জন্মিয়া থাকে। অতএব কবি-কাব্যস্থলে উৎপ্রেক্ষার সহিত চিন্তাবিশেষরূপ কারণ সহকৃত মনোরূপ অসাধারণ কারণ হইতেই দোষবিশেষ সহকারে উপস্থিত পদার্থসমূহ হইতে অথবা অনুমান প্রমাণ হইতেই উক্ত স্থলে সংসর্গজ্ঞান বা অসংসর্গের অগ্রহ হইবে। যেখানে শব্দ হইতেই আকাঙ্ক্ষাদি যুক্ত পদার্থসমূহের উপস্থিতি হইবে সেখানে কিন্তু পদার্থই শাব্দবোধের কারণ হইবে। কারণ 'শাব্দী আকাঙ্ক্ষা শব্দের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে'।[১] এই ন্যায় অনুসারে শব্দ ব্যতিরেকে প্রকারান্তরে উপস্থিত পদার্থ সমূহের শব্দের দ্বারা উপস্থিত পদার্থের সহিত অন্বয়বোধ হয় না। বাস্তবিকপক্ষে যেখানে প্রকারান্তরে অর্থাৎ অর্থবিশেষের বোধক জ্ঞায়মান পদব্যতিরেকেও পদার্থের উপস্থিতি হইতে অন্বয়বোধ হয় সেখানে জ্ঞায়মান পদ বা পদজ্ঞানকে অন্বয়বোধের কারণ স্বীকার না করিয়া প্রকারান্তরে উপস্থিত যে গো-ঘটাদিরূপ পদার্থ তাহাতেই পদার্থ বিষয়ক অন্বয়বোধের কারণত্ব স্বীকৃত হইবে। ভট্ট সম্প্রদায় উক্ত রীতিতে উপস্থিত তত্তৎ পদার্থে অন্বয়বোধের কারণত্ব স্বীকার করিলেও নৈয়ায়িক সম্প্রদায় কিন্তু উক্ত ভট্টমত সমর্থন করেন না। কারণ ন্যায়-সিদ্ধান্তে 'পশ্যতঃ শ্বেতিমা রূপম্' ইত্যাদি স্থলে উপস্থিত পদার্থ হইতে 'শ্বেতোঽশ্বো ধাবতি' এই আকারের যে বোধ হয় উক্ত বোধ অন্বয়বোধ নহে। পরন্তু দৃষ্ট শ্বেতরূপ প্রভৃতিকে লিঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া অনুমান প্রমাণ হইতে 'শ্বেতোঽশ্বো ধাবতি' এই আকারের অনুমান জনিত অনুমিত্যাত্মক বোধ স্বীকৃত হইবে। 'মুখং বিকশিত স্মিতম্' ইত্যাদি কবিকাব্যস্থলেও উৎপ্রেক্ষা সহকৃত মানস চিন্তা বিশেষ হইতে উপস্থিতিরূপ জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষমূলে অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষ-রূপ বোধ অঙ্গীকৃত হইবে, অন্বয়বোধ নহে।

---

১ "শাব্দী হ্যাকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব প্রপূর্যতে।"

জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রাভাকর সম্মত কার্যান্বিত শক্তিবাদ খণ্ডন করিবার জন্য আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভেই শক্তি গ্রাহক বর্ণনা প্রসঙ্গে 'কার্যত্বস্যা-ন্বয়জ্ঞানে' ইত্যাদি কারিকার মাধ্যমে বলিয়াছেন, প্রাথমিক স্তরে ব্যুৎপন্ন কোনও উত্তমবৃদ্ধের শব্দপ্রয়োগজনিত ব্যুৎপন্ন মধ্যমবৃদ্ধের যে ব্যবহার তাহা হইতে সম্মুখস্থ অব্যুৎপন্ন বালকের 'গামানয়' ইত্যাদি শ্রুতবাক্য হইতে কার্যান্বিত স্বার্থে গো প্রভৃতি কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ পদত্বাবচ্ছেদে কার্যত্বাবিষয়ক অন্বয়বোধের প্রতি কারণতা গৃহীত হইলেও পরবর্তীকালে অর্থবাদ বাক্য হইতেও কোষ, আপ্তবাক্য প্রভৃতি শক্তিগ্রহের মাধ্যমে অন্বয়বোধ উৎপন্ন হওয়ায় প্রভাকর সম্মত উক্ত হেতুতা উপেক্ষিত হইবে, অতএব প্রাভাকর মতসিদ্ধ কার্যান্বিত শক্তিবাদ স্বীকৃত হইতে পারে না। এইভাবে প্রাভাকর মত পর্যালোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

ইহার পর আকাশ প্রভৃতি পদের উভয়াবৃত্তিশব্দপ্রভৃতি ধর্মপুরস্কারে শব্দাশ্রয় প্রভৃতির বাচকত্ব ব্যবস্থিত করিয়া আকাশপদের নিরবচ্ছিন্ন শক্তিবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পটত্ব প্রভৃতি জাতির দ্বারা উপলক্ষিত যে পটরূপধর্মী তদ্বিশেষ্যক শক্তিগ্রহের পটত্বাদি পুরস্কারে পটাদির অন্বয়বোধের কারণত্ববাদী রঘুনাথশিরোমণির মত খণ্ডন করা হইয়াছে। অনন্তর যাহারা জাতিবিশিষ্ট পদার্থে সংকেতবিশিষ্ট হইলেও চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি পদের এবং শাস্ত্রকারীয় সংকেত অনুসারে পক্ষতা, পরামর্শ প্রভৃতি পদের বা নদী, বৃদ্ধি প্রভৃতি পদকে পারিভাষিক বলেন তাঁহাদের মত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আজানিক এবং আধুনিক ভেদে ভর্তৃহরি সম্মত দ্বিবিধ সংকেত প্রদর্শন পূর্বক আজানিক অর্থাৎ নিত্য সংকেতকে শক্তি রূপে নদী, বৃদ্ধি, পক্ষতা প্রভৃতি পদের এবং পিতা প্রভৃতি কর্তৃক কল্পিত পুত্রাদির চৈত্র প্রভৃতি নামের পারিভাষিকত্ব ও গগন প্রভৃতি নামের ঔপাধিকত্ব ব্যবস্থিত করিয়াছেন। ইহার পরে চৈত্রাদি পদের ন্যায় আধুনিক সংকেত স্বীকৃত হইলেও কঙ্গু প্রভৃতি শব্দ ধার্মিক ক্রিয়া-কলাপে প্রয়োগ করা চলিবে না, কারণ 'সাধুভির্ভাষিতব্যম্, ন বা অপভ্রংশিতবৈ, ন বা ম্লেচ্ছিতবৈ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ঐ সকল শব্দ ধার্মিক কার্যে নিষিদ্ধ হইবে এইমত সমর্থিত হইয়াছে। গদাধর ভট্টাচার্য গাছ, মাছ প্রভৃতি শব্দের বৃক্ষ, মৎস্য প্রভৃতি অর্থে শক্তি ভ্রম হইতে যেরূপ যথার্থ অন্বয়বোধ স্বীকার করেন তদ্রূপ ম্লেচ্ছমাত্র সংকেতিত কঙ্গু (কাউন) প্রভৃতি শব্দকেও অপভ্রংশ বলেন, সুতরাং ঐ সকল ম্লেচ্ছমাত্রে সংকেতিত শব্দের শক্তিভ্রম বশতঃ কাউন প্রভৃতি অর্থ বিষয়ক যথার্থ অন্বয়বোধ স্বীকার করেন। কিন্তু জগদীশ তর্কালঙ্কার চৈত্র,

মৈত্র প্রভৃতি নামের শক্তি স্বীকার না করিয়া নদী, বৃদ্ধি প্রভৃতি শব্দের ন্যায় আধুনিকসংকেতরূপ পরিভাষা স্বীকার পূর্বক এই সকল শব্দের পারিভাষিকত্ব ব্যবস্থিত করিয়া ভর্তৃহরির মতই সমর্থন করিয়াছেন। ভট্টাচার্য কিন্তু 'দ্বাদশেঽহনি পিতা নাম কুর্যাৎ' এই শ্রুতি অনুসরণ করিয়া চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি শব্দেরও মিশ্রসম্মত 'ঈশ্বরসংকেতরূপ শক্তি' ব্যবস্থিত করিয়াছেন। আবার কোনও নবীন সম্প্রদায় সংকেতের অংশে নিত্যত্ব বা ঈশ্বরীয়ত্ব বর্জন করিয়া 'ইদং পদমিমমর্থং বোধয়তু' বা 'অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ' এই সংকেত মাত্রকে শক্তি স্বীকার করিয়া শাস্ত্রকারীয় সংকেতিত নদী, বৃদ্ধি প্রভৃতি পদের ন্যায় চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি আধুনিক নাম এবং প্রাদেশিক ও ম্লেচ্ছ সংকেতিত কঙ্গু প্রভৃতি শব্দেরও বাচকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই মতটি বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদের শব্দখণ্ডে উল্লেখ করিয়াছেন। আশঙ্কা হইতে পারে প্রাদেশিক ও ম্লেচ্ছসংকেতিত 'পারসিক শব্দে'রও যদি বাচকত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল শব্দ ধার্মিক ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করা হয় না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে ঐ সকল শব্দ সাধুশব্দ নহে, "সাধুভির্ভাষিতব্যম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে সাধুশব্দই ধার্মিক কার্যে প্রয়োগ করিতে হইবে। সাধুশব্দের দ্বারা যে শব্দগত সাধুত্বের কথা বলা হইয়াছে এখানেও তত্ত্বচিন্তামণিকার তৎকৃত শব্দখণ্ডে বেদের অঙ্গ ব্যাকরণ প্রভৃতির দ্বারা নিষ্পাদ্যত্বই শব্দগত সাধুত্ব বলিয়াছেন। ইহার পরে জগদীশ তর্কালঙ্কার গো প্রভৃতি শব্দের ন্যায়সিদ্ধান্ত অনুসারে কোথায় শক্তি কল্পিত হইবে এই আশঙ্কা করিয়া 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ' এই গৌতমসূত্র উল্লেখ পূর্বক প্রাচীন সম্প্রদায়ের বিস্তৃত সমালোচনা পূর্বক জাতি, ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত জাতির সম্বন্ধ এই ত্রিতয়ে অর্থাৎ গো প্রভৃতি পদের গোত্বজাতি, গো ব্যক্তি এবং জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ, সমবায় এই ত্রিতয়ে একই শক্তি সিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। গদাধর ভট্টাচার্য কিন্তু বলিয়াছেন তত্তৎ পদজন্য বোধ বিষয়তার ঐক্য নিবন্ধন শক্তির ঐক্য ব্যবহার হইলেও বাস্তবিক পক্ষে জাতিগত, ব্যক্তিগত এবং আকৃতি রূপ সম্বন্ধগত শক্তি বিভিন্ন হইবে, এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক—জগদীশ তর্কালঙ্কার জাতি, ব্যক্তি এবং জাতি-ব্যক্তির সম্বন্ধ এই তিনটিতে যে শক্তি স্বীকার করিয়াছেন ইহা নিজের গুরু রামভদ্র সার্বভৌমের সিদ্ধান্ত। 'আজানিকশ্চাধুনিকঃ' ইত্যাদি (২৩ সংখ্যক) কারিকার বিবৃতিতে এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইহার পরে লক্ষক নামের পর্যালোচনার মাধ্যমে মীমাংসক সম্মত

বাক্যগত লক্ষণার খণ্ডনও আলঙ্কারিক সম্মত ব্যঞ্জনা বৃত্তির খণ্ডনপূর্বক 'অয়ং গৌরবিতো মহান্', 'মুখং বিকশিতস্মিতম্' এবং 'বয়স্থা নাগরাসঙ্গাৎ শরীরং হন্তি বেদনাম্' ইত্যাদি স্থলে শক্তি বা লক্ষণা রূপ বৃত্তি হইতে শক্যার্থ গোচর অন্বয় বোধের অব্যবহিত পরে আলঙ্কারিক সম্প্রদায় ব্যঞ্জনা বৃত্তি হইতে রমণীয় একটি বিলক্ষণ বোধ স্বীকার করেন কিন্তু ন্যায়সিদ্ধান্তে ইহা সঙ্গত নহে। ঐ সকল বাক্য হইতে শক্তি ও লক্ষণার দ্বারা উপস্থাপিত একবিধ পদার্থসমূহের অন্বয়বোধ হওয়ার পবে অন্যবিধ পদার্থসমূহের যে বোধ হয়, উক্ত বোধ উপনয় অর্থাৎ জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের মাধ্যমে মনোরূপ করণের সাহায্যে অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হইতে পারে এবং মানোরথিক সুখবিশেষরূপে পর্যবসিত যে চমৎকারিতা তাহার প্রতি শাব্দজ্ঞান যেরূপ কারণ হয় তদ্রূপ মানস বোধেরও বিশেষভাবে কারণতা এবং 'গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত পন্থানঃ সন্তু তে শিবাঃ' ইত্যাদি স্থলেও অনুমান প্রমাণ জনিত অনুমিত্যাত্মক বোধের কারণতা কল্পিত হইতে পারে। সুতরাং স্বরূপতঃ ব্যঞ্জনাবৃত্তিরূপ পদার্থান্তর ও অন্বয় বোধে তাহার কারণতা কল্পনার অনুকূল কোনও প্রমাণ না থাকায় ব্যঞ্জনা বৃত্তি স্বীকৃত হইতে পারে না, এই সকল যুক্তির দ্বারা জগদীশ তর্কালঙ্কার ব্যঞ্জনা বৃত্তির খণ্ডন করিয়াছেন।

অনন্তর জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ, নিরূঢ় এবং আধুনিকপ্রভৃতি ভেদে বিবিধ লক্ষণা ও লক্ষক নামের ভেদ ব্যবস্থিত করিয়াছেন। প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মতে লাক্ষণিক পদ, অন্বয়বোধের জনক নহে এই মতে "অগ্নৌ শৈত্যং স্পৃশেৎ" অর্থাৎ অগ্নিতে বর্তমান শৈত্যকে স্পর্শ করিবে। এই সকল স্থলে যেরূপ অগ্নিপদের শক্যার্থ বহ্নির সহিত অগৃহীতাসংসর্গক সপ্তমী বিভক্তির অর্থ শৈত্যগত আধেয়ত্ব, উক্ত বাক্যজনিত অন্বয়বোধে প্রবিষ্ট হয় তদ্রূপ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই সকল লাক্ষণিক পদঘটিত বাক্যস্থলেও গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ তীরের সহিত অগৃহীতা-সংসর্গক সপ্তমী বিভক্তির অর্থ আধেয়ত্ব অন্বয়বোধে প্রবিষ্ট হইবে সুতরাং লাক্ষণিক পদ শাব্দানুভবের জনক নহে। ন্যায়সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া উক্ত প্রাভাকর মত খণ্ডন করিবার জন্য জগদীশ তর্কালঙ্কার বলেন, উক্ত প্রাভাকর মত সমীচীন নহে, কারণ প্রকৃতির অর্থের দ্বারা বিশেষিত যে প্রত্যয়ার্থ তাহারই পদার্থান্তরে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে—ইহাই ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। অতএব গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ তীরের দ্বারা বিশেষিত নহে—এইরূপ সপ্তমীবিভক্তির অর্থ আধেয়ত্বের ঘোষপদার্থে অন্বয় বোধ হইতে পারে না। প্রাভাকর সম্প্রদায় যদি বলেন ঘোষ প্রভৃতি শক্ত পদেরই নিজের সহিত সাকাঙ্ক্ষ গঙ্গাদি পদান্তরের দ্বারা উপস্থাপিত

যে পদার্থান্তর তাহার দ্বারা বিশেষিত ঘোষাদিপদার্থধর্মিক অন্বয়বোধের প্রতি কারণতা স্বীকৃত হইতে পারে। অতএব এইভাবে অন্বয়বোধে লক্ষ্যার্থের প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে। প্রাভাকর সম্প্রদায়ের এই উক্তিও সমীচীন নহে। কারণ 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি' এই সকল স্থলে কুন্ত পদের লক্ষ্যার্থ যে কুন্তধর তাহাতে অন্বয়বোধীয় বিশেষ্যতার অনুপপত্তি এবং 'ধূমাৎ', 'কুমতিঃ পশুঃ' এই সকল সার্বলাক্ষণিক বাক্য স্থলে কোনও শক্তপদ উক্ত বাক্যের অন্তর্গত না হওয়ায় গুরুমতে সর্বানুভবসিদ্ধ অন্বয়বোধের অনুপপত্তি হইবে। অতএব তত্তৎ পদার্থের উপস্থিতিকে দ্বার করিয়া শক্তিপ্রকারক পদজ্ঞান যেরূপ অন্বয়বোধের জনক হয় তদ্রূপ তত্তৎ পদার্থোপস্থিতির মাধ্যমে লক্ষণা প্রকারক গঙ্গাদি পদবিশেষ্যক জ্ঞানও অবশ্য অন্বয়ানুভবের জনক হইবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া লাক্ষণিক নাম নিরূপণের উপসংহার করিয়াছেন।

লক্ষক নাম নিরূপণ করিবার পর, লক্ষণ ও বিভাগ প্রভৃতির মাধ্যমে যোগরূঢ় নাম নিরূপণ করিতেছেন। যেই নাম স্বকীয় অবয়বগত বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের সহিত স্বকীয় সমুদায় শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত অর্থগোচর অন্বয় বোধের জনক হয় সেই নাম যোগরূঢ় হইবে। যোগরূঢ় নামের লক্ষণ করিয়া পঙ্কজ, কৃষ্ণসর্প প্রভৃতি নামকে লক্ষ্যরূপে পরিগ্রহ করিয়াছেন। যোগরূঢ় শব্দটির অর্থ পর্যালোচনা করিলে 'যোগ' শব্দ হইতে অবয়ব শক্তি এবং 'রূঢ়' শব্দ হইতে সমুদায় শক্তি প্রতীয়মান হওয়ায় গ্রন্থকার পঙ্কজ প্রভৃতি নামস্থলে 'পঙ্ক' পদোত্তর, 'জন' পদোত্তর 'ড' পদত্বরূপ আনুপূর্বী পুরস্কারে সাকাঙ্ক্ষ পঙ্কজ পদজ্ঞান হইতে পঙ্কজ পদের অবয়ব শক্যার্থ যে পঙ্ক— জনি—কর্তৃত্ব, তৎপ্রকারক সমুদায় শক্যার্থ যে পদ্ম তদ্বিশেষ্যক অন্বয়বোধ ব্যবস্থিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন যোগরূঢ় পদ হইতে কেবলমাত্র পঙ্ক—জনি কর্তৃত্বরূপ যোগার্থ প্রকারক কৈরবাদি বিশেষ্যক কিম্বা কেবলমাত্র সমুদায় শক্যার্থ পদ্মাদি বিষয়ক বোধকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য রূঢ্যর্থভিন্ন পদার্থবিশেষ্যক যোগার্থ প্রকারক অন্বয়-বোধের প্রতি রূঢ়িজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইবে। এইরূপ প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব কল্পনা করার ফলে পঙ্কজ প্রভৃতি পদের রূঢ়িজ্ঞান না থাকা কালেই কেবলমাত্র অবয়ব শক্তির দ্বারা 'পঙ্কজং কুমুদম্' এই আকারের 'পঙ্কজনি' কর্তৃত্ব প্রকারক, কুমুদ-বিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইবে এবং পঙ্কজ প্রভৃতি পদের অবয়ব শক্তির অনুপস্থিতি কালে 'ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নম্' এই সকল স্থলে পদ্মত্ব প্রকারক স্থল-পদ্মাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে। এই মীমাংসক মত এবং অপর মীমাংসক মত উপস্থাপিত করিয়া বৈয়াকরণ মত ও মণিকারের মতের সমালোচনা

পূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার পরে *গ্রন্থকার লক্ষণ* ও *বিভাগ প্রভৃতির মাধ্যমে* যৌগিক নামের *নিরূপণ* পূর্বক নাম প্রকরণের উপসংহার করেন।

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা

শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য

সূচীপত্র

शब्दशक्तिप्रकाशिका

[वङ्गानुवाद-विवृतिभ्यां समेता]

द्वितीयः खण्डः

कलिकाता-संस्कृतमहाविद्यालयगवेषणाविभागीय-
भारतीयदर्शनशास्त्राध्यापकेन
श्रीमधुसूदनभट्टाचार्य न्यायाचार्येण
सम्पादिता

शब्दशक्तिप्रकाशिका

द्वितीयः खण्डः

सार्थकशब्दे रूढ़नाम्नि शक्तिग्राहकवर्णनम्

मूलम्

स्यादेतत्, निरुक्तस्यैव सङ्केतस्य कुतः कथमतो ग्रहः, नोपमानान्न कोषान्न विवरणान्न प्रसिद्धार्थशब्दसामानाधिकरण्यान्नापि वाक्यशेषादमीषां शक्तिग्रहमूलकत्वेन पूर्वं पृथुकस्य कस्यापि तदसत्त्वादत आह—

सङ्केतस्य ग्रहः पूर्वं वृद्धस्य व्यवहारतः।
पश्चादेवोपमानाद्यैः शक्तिधीपूर्वकैरसौ ॥ २० ॥

অনুবাদ

ইহা (গোত্বাদিবিশিষ্ট গবাদি ব্যক্তিতে গোপ্রভৃতি পদের সংকেত) স্বীকৃত হইলেও উক্ত সংকেত প্রথমতঃ কোন্ উপায় হইতে গৃহীত হইবে ? (যদি বলা হয়) উপমান, কোষ, বিবরণ, প্রসিদ্ধার্থক শব্দের সামানাধিকরণ্য এবং বাক্যশেষ হইতে সংকেতগ্রহ হইবে। এই উক্তি কিন্তু ঠিক নহে ; কারণ, উক্ত উপায়সমূহ হইতে যে সংকেতগ্রহ হয় তাহার মূলে (কারণরূপে) শক্তিগ্রহ অপেক্ষিত। সুতরাং অব্যুৎপন্ন কোনও বালকের পক্ষে পূর্বে শক্তিগ্রহ না থাকায় উপমান প্রভৃতি উপায় হইতেও শক্তিগ্রহ হইতে পারে না। এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

অব্যুৎপন্ন বালকপ্রভৃতির বৃদ্ধব্যবহাররূপ উপায় হইতে পদ ও পদার্থের প্রাথমিক সংকেতগ্রহ হইয়া থাকে। পরবর্তীকালে উক্ত শক্তিগ্রহমূলক উপমান, ব্যাকরণ এবং কোষপ্রভৃতি উপায় হইতে শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইবে। ২০ ॥

বিবৃতি

পূর্বোক্ত ক্রমে প্রাভাকর সম্প্রদায়ের জাতিশক্তিবাদ খণ্ডিত হইলে প্রাভাকর সম্প্রদায় অভ্যুপগমবাদ অবলম্বনপূর্বক প্রশ্ন করিতেছেন—গোত্বাদিজাতিবিশিষ্ট গবাদিব্যক্তিতে গোপ্রভৃতি পদের সংকেত স্বীকৃত হইলেও কোনও উপায় না থাকায় উক্ত সংকেতগ্রহ কি করিয়া উৎপন্ন হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয়, প্রাচীন শাব্দিকসম্প্রদায়ের মতে, ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবরণ এবং প্রসিদ্ধার্থক শব্দের সামানাধিকরণ্যরূপ উপায় হইতে সংকেতগ্রহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ সকল উপায়ের অন্যতম উপমান প্রভৃতি উপায় হইতে সংকেতগ্রহ সম্ভবপর হইতে পারে। এই বক্তব্যের উত্তরে ন্যায়সিদ্ধান্ত অবলম্বনপূর্বক গ্রন্থকার বলিতেছেন, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, প্রসিদ্ধার্থক শব্দের সামানাধিকরণ্য এবং বাক্যশেষ হইতে অব্যুৎপন্ন বালক প্রভৃতির প্রাথমিক শক্তিগ্রহ হইতে পারে না; কারণ উপমান প্রভৃতি উপায় হইতে যেখানে শক্তিগ্রহ হইবে সেখানে উপমান প্রভৃতি উপায়ও শক্তিগ্রহমূলক হইয়া থাকে, সুতরাং উপমানাদিরূপ উপায় হইতে অব্যুৎপন্ন বালক প্রভৃতির শক্তিগ্রহ কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে গ্রন্থকার "সংকেতস্য গ্রহঃ পূর্বমি"ত্যাদি কারিকার অবতারণা করিতেছেন। "সংকেতস্য গ্রহঃ পূর্বম্" এখানে 'পূর্ব' শব্দের দ্বারা উপমান প্রভৃতি শক্তিগ্রাহক যে উপায়ান্তর তাহার পূর্বে অর্থাৎ প্রথমে এইরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। 'বৃদ্ধস্য ব্যবহারতঃ' অর্থাৎ প্রযোজ্য বৃদ্ধের সহিত প্রযোজক বৃদ্ধের ব্যবহার হইতে প্রাথমিক সংকেতগ্রহ অর্থাৎ শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইবে। তাৎপর্য এই যে, কোনও একজন নিয়োগকর্তা বৃদ্ধ ব্যক্তি যখন নিয়োগযোগ্য মধ্যম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে 'গো আনয়ন কর' (গামানয়) এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন প্রযোজ্য বৃদ্ধ ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গোব্যক্তিকে আনয়ন করিলে, পার্শ্বে অবস্থিত বালক গোকর্মক আনয়নরূপ কার্যটি গো আনয়ন কর (গামানয়) এইরূপ বাক্য হইতে সম্পন্ন হইয়াছে ইহা অবধারণ করে। সম্মুখস্থ বালকের উক্ত অবধারণ হওয়ার পরে আবার প্রযোজক বৃদ্ধ যখন বলেন গো-ব্যক্তিকে লইয়া যাও (গাং নয়), ঘট আনয়ন কর (ঘটমানয়), এই সকল বাক্য হইতে উক্ত বালকের অন্বয়ব্যতিরেকক্রমে, লোট্‌ হি বিভক্তির অর্থ যে কার্যত্ব তদন্বিতস্বার্থে গোপ্রভৃতি পদের সংকেতগ্রহ অর্থাৎ শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হয়।

পদের সহিত পদার্থের যে সম্বন্ধরূপ বৃত্তি-বিশেষ তাহার নাম সংকেত। এই সংকেতও কখনও পদবিশেষ্যক কখনও বা অর্থবিশেষ্যক হইয়া থাকে। আবার সংকেতপ্রকারক পদবিশেষ্যক বা অর্থবিশেষ্যক জ্ঞান হইতে পদার্থের উপস্থিতির মাধ্যমে একপদার্থে অপর পদার্থের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য উক্ত পদজ্ঞানজনিত পদার্থোপস্থিতি, শাব্দবোধে ব্যাপাররূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এই সংকেতও নিত্য, অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। নিত্য সংকেতকে আজানিক সংকেত বলা হইয়া থাকে। এই নিত্য

সংকেতই শক্তিরূপে কীর্তিত হইয়াছে। ভর্তৃহরিও এই অভিপ্রায়েই আজানিক এবং আধুনিক এই দ্বিবিধ সংকেতের কথা বলিয়াছেন। গ্রন্থকার নিজেও ত্রয়োবিংশতি কারিকার বিবরণে বিশদভাবে আলোচনাপূর্বক ভর্তৃহরির উক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই নিত্য সংকেত অর্থাৎ শক্তি সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। ন্যায়-সিদ্ধান্তে 'অস্মাৎ শব্দাৎ অয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ' অথবা 'ইমং পদং ইমমর্থং বোধয়তু' এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছা বিষয়ত্ব শক্তিরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। পক্ষধর মিশ্রের মতে তাদৃশ ইচ্ছাপ্রযুক্ত ভগবদুচ্চরিতত্বকে শক্তি বলা হয়। মীমাংসকমতে বহ্নিতে যেরূপ দাহের অনুকূল শক্তি স্বীকৃত হয় তদ্রূপ গবাদিপদেও গোত্বাদিপ্রকারক শাব্দবোধের অনুকূল অর্থাৎ শাব্দ-বোধের জনকতাবচ্ছেদক পদার্থান্তররূপ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। আবার কোনও মীমাংসক পদগত অভিধানামক অতিরিক্ত পদার্থকে শক্তি বলিয়া থাকেন। ন্যায়সিদ্ধান্তবিরোধী ঐ সকল মত মীমাংসকসম্মত জাতিশক্তিবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে নিরাকৃত হইয়াছে।

শক্তির স্বরূপ যাহাই হউক না কেন শক্তিগ্রহ যে, কোনও উপায় ব্যতিরেকে হয় না ইহা সর্বসম্মত। এই অভিপ্রায়ে কারিকায় বলা হইয়াছে, প্রাথমিক শক্তিগ্রহ, প্রযোজ্য প্রযোজক বৃদ্ধের ব্যবহাররূপ উপায় হইতে সম্পন্ন হইলে উক্ত ব্যবহারাধীন শক্তিগ্রহমূলে উপমান প্রভৃতি উপায় হইতে উক্ত শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইবে। উপমানাদি এই আদিপদের দ্বারা কোষ, আপ্তবাক্য প্রভৃতি গৃহীত হইবে। ন্যায়সিদ্ধান্তে উপমানরূপ উপায় হইতে গবয় প্রভৃতি পদার্থে গবয়পদবাচ্যত্বরূপ শক্তিগ্রহ স্বীকৃত হইলেও, মীমাংসকমতে, গবয় প্রভৃতি পদার্থে গো সাদৃশ্যের জ্ঞানরূপ উপমান প্রমাণ হইতে 'মদীয়া সা গৌঃ এতৎ সদৃশী' এইরূপ গোধর্মিক গবয়াদি সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমান-প্রমাণের ফল স্বীকৃত হওয়ায় এই মতে উপমান শক্তির গ্রাহকরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। স্থলবিশেষে কোষ প্রভৃতি উপায় হইতে শক্তিগ্রহ, নৈয়ায়িক, মীমাংসক প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

মূলম্

প্রথমং পদেষু সঙ্কেতগ্রহো বৃদ্ধস্য ব্যুৎপন্নস্য শব্দাধীনব্যবহারাদেব বালানাম্, তথা হি, গামানয়েতি কেনচিন্নিপুণেন নিযুক্তঃ কশ্চন ব্যুৎপন্ন-স্তদ্বাক্যতোঽর্থং প্রতীত্য গবানয়নং করোতি, তচ্চোপলভমানো বাল ইদং গবা-নয়নং স্বগোচরপ্রবৃত্তিজন্যং চেষ্টাত্বান্মদীয়স্তনপানাদিবদিত্যনুমায়, সা গবানয়নপ্রবৃত্তিঃ স্ববিষয়ধর্মিককার্যতাজ্ঞানজন্যা, প্রবৃত্তিত্বান্নিজপ্রবৃত্তি-বদিতি প্রবৃত্তের্গবানয়নধর্মিককার্যতাজ্ঞানজন্যত্বং প্রসাধ্য গবানয়নগোচর-

तज्ज्ञानमसाधारणहेतुकं कार्यत्वाद्‌घटवदित्येवमनुमिन्वानः समुपस्थितत्वाल्लाघवाच्च श्रुतं वृद्धवाक्यमेव तदसाधारणकारणत्वेनावधारयति। तदनन्तरञ्च, गवादिपदानां प्रत्येकमावापोद्वापेन गवादिबुद्धौ जनकत्वमवगत्यानतिप्रसक्तये गवादिसङ्केतस्य तदनुकूलत्वं कल्पयति। पश्चात्तु, क्वचिदुपमानाच्छक्तिग्रहो यथा गवादिपदशक्तिधीसाचिव्येन गोसादृश्यातिदेशवाक्यात् गवयपदवाच्यत्वबोधोत्तरं गवयत्वजात्यवच्छिन्ने गोसादृश्यग्रहात्, गवयो गवयपदवाच्य इत्याकारः।

অনুবাদ

ব্যুৎপন্ন (কোনও) বৃদ্ধের শব্দপ্রয়োগজনিত ব্যবহার হইতে (অব্যুৎপন্ন) বালকের প্রথমে (গোঘটাদিপদে) শক্তিগ্রহ হয়। যেরূপ, কোনও নিপুণ (বৃদ্ধ) কর্তৃক "গো আনয়ন কর" (গামানয়) এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কোনও একজন ব্যুৎপন্ন পুরুষ উক্ত বাক্যের অর্থবোধপূর্বক গোকর্মক আনয়নরূপ কার্যটি সম্পন্ন করেন, উক্ত গবানয়নরূপ ক্রিয়াটি অবলোকন করিয়া পার্শ্বস্থিত অব্যুৎপন্ন বালক এই গবানয়নরূপ ক্রিয়াটি যেহেতু চেষ্টাবিশেষ অর্থাৎ চেষ্টাত্বের আশ্রয় অতএব উক্ত গবানয়ন কার্যগোচর প্রবৃত্তিজনিত (হইবে)। যেরূপ মদীয় স্তন্যপানাদিক্রিয়া। এইরূপ গবানয়নপক্ষক তদ্‌গোচরপ্রবৃত্তিজন্যত্বসাধ্যক চেষ্টাত্বহেতুক অনুমান করিবার পরে, নিজপ্রবৃত্তিকে দৃষ্টান্তরূপে তাদৃশ গবানয়নগোচর প্রবৃত্তিকে পক্ষরূপে প্রবৃত্তিত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া গবানয়নধর্মিক কার্যতাজ্ঞানজন্যত্বরূপ সাধ্যের অনুমান করে। এইভাবে তাদৃশ প্রবৃত্তিরূপ ধর্মীতে গবানয়নধর্মিক কার্যতাজ্ঞানজনিতত্বের আনুমানিক নিশ্চয় করিয়া পুনরায় গবানয়নগোচরকার্যতাজ্ঞানরূপ পক্ষে ঘটাদিরূপ দৃষ্টান্তমূলে কার্যত্বরূপ হেতুর দ্বারা অসাধারণকারণজন্যত্বের অনুমান করিয়া 'গাম্ আনয়' এই বৃদ্ধবাক্যটির সমুপস্থিতি ও লাঘবপ্রযুক্ত শ্রুত বৃদ্ধবাক্যকেই (তাদৃশকার্যতাজ্ঞানের) অসাধারণকারণরূপে অবধারণ করিয়া থাকে। তদনন্তর গোপ্রভৃতি প্রত্যেকটি পদের অন্বয়ব্যতিরেকপ্রযুক্ত গো প্রভৃতি প্রাণিবিষয়ক বুদ্ধির প্রতি গোপ্রভৃতি পদের জনকত্ব অবগত হইয়া অতিপ্রসক্তি বারণের জন্য গোপ্রভৃতিপদগত সঙ্কেতকেই গবাদিবুদ্ধির অনুকূল কল্পনা করিয়া থাকে। (এইভাবে প্রথমতঃ কার্যতান্বিতস্বার্থে গবাদিপদের সঙ্কেতগ্রহ হইলে)

তাহার পরে কোনও সময়ে উপমান (প্রমাণ) হইতে শক্তিগ্রহ (উৎপন্ন হয়)। যেরূপ—গবাদিপদের শক্তিজ্ঞানসহকারে গোসাদৃশ্যবোধক অতিদেশ বাক্য হইতে গবয়পদবাচ্যত্ববোধের পরে গবয়ত্বজাতিবিশিষ্টে গোসাদৃশ্যজ্ঞানের (প্রত্যক্ষের) মাধ্যমে "গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ" এই আকারে গবয়পদার্থে গবয়পদের শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিবৃতি

গ্রন্থকার "সংকেতস্য গ্রহঃ পূর্বম্" ইত্যাদি কারিকার পূর্বার্ধে প্রযোজকবৃদ্ধের কার্যতাবোধক "আনয়", "নয়" প্রভৃতি পদঘটিত বাক্যজনিত প্রযোজ্যবৃদ্ধের যে, গবানয়নাদিরূপ ব্যবহার তাহা হইতে অব্যুৎপন্ন বালকের গবাদিপদের প্রথম সংকেতগ্রহ (শক্তিগ্রহ) উৎপন্ন হয় ইহা বলিয়াছেন। কিভাবে তাদৃশ বৃদ্ধব্যবহারমূলে অব্যুৎপন্ন বালকের শক্তিগ্রহ হইবে—তাহার বিবরণ প্রদর্শন করিবার জন্য "তথা হি" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন।

কোনও একজন নিপুণ অর্থাৎ 'গো' প্রভৃতি পদগত শক্তিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ পুরুষ, যখন অপর একজন ব্যুৎপন্নকে অর্থাৎ যিনি 'গো' প্রভৃতি পদের অর্থ অবগত আছেন তাঁহাকেই "গো আনয়ন কর" (গামানয়) এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া গবানয়ন কার্যে নিযুক্ত করেন, গবানয়নে নিযুক্ত উক্ত পুরুষও তাদৃশ বাক্যের অর্থ অবগত হইয়া একটি গো আনয়ন করেন। গো আনয়ন কর ('গামানয়') এই বাক্যটি প্রয়োগের পরক্ষণে নিযুক্ত পুরুষ একটি গো আনয়ন করিলেন, ইহা প্রত্যক্ষতঃ অবগত হইয়া সম্মুখস্থিত বালক, গোপদের, অম্‌পদের, আঙ্‌পূর্বক নী ধাতুর বা আখ্যাতের কোনরূপ অর্থ অবগত না হইলেও বালক এইটুকু বুঝিল—'গামানয়' এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইলে যাহার উদ্দেশ্যে উক্ত বাক্যটি প্রযুক্ত হইবে, তৎকর্তৃক গবানয়নরূপ কার্যটি সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর আমার স্তন্যপানাদি চেষ্টার ন্যায় গবানয়নরূপ কার্যটি যখন চেষ্টাবিশেষ, অতএব তদ্‌গোচর প্রবৃত্তিজনিত,—বালকের এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে। বিবরণগ্রন্থে যে স্বগোচরপ্রবৃত্তি জন্যত্ব সাধ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেখানেও 'স্ব'পদের দ্বারা গবানয়নরূপ কার্যটিই গৃহীত হইয়াছে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে—জগদীশ যে উক্ত অনুমানে 'মদীয়স্তনপানকে' দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, তরল কোন বস্তুর গলাধঃকরণের অনুকূল ব্যাপারকেই 'পান' বলা হইয়া থাকে। সুতরাং, স্তন্যের আধার যে স্তন, তাহার পান সম্ভবপর নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে—লক্ষণা করিয়া স্তনপদটির স্তন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বিবৃতিতে আমরাও স্তন্যরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, প্রস্তাবিত অনুমানে চেষ্টাত্বকে যে হেতু করা হইয়াছে, উক্ত হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইবে না কেন? কারণ, শারীরিক ক্রিয়াগত জাতিবিশেষকে

চেষ্টাত্ব বলা হয়। শাস্ত্রেও হিত বা অহিতের প্রাপ্তি বা পরিহারের উপযোগী শরীরগত ক্রিয়াই চেষ্টারূপে অভিহিত হইয়াছে। অতএব আনয়নরূপ ক্রিয়াটি কর্তৃশরীরগত না হইয়া গবাদিগত হওয়ায় তাহাতে চেষ্টাত্ব রূপ হেতু থাকিতে পারে না।

এই আশঙ্কা সমীচীন নহে। আমরা পক্ষরূপে গৃহীত আনয়ন পদার্থটি পর্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারি—গমনের অনুকূল ব্যাপার বিশেষ আনয়নপদার্থরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং 'আনয়' ইত্যাদি স্থলীয় আঙ্‌পূর্বক নী ধাতুর দ্বারা কর্তৃগত চেষ্টাই উক্ত গমনানুকূল ব্যাপাররূপে গৃহীত হইবে, গবাদিকর্মগত ক্রিয়া নহে। সুতরাং গোগত যে গতি, তদনুকূল ক্রিয়া যেরূপ গোতে থাকিবে, তদ্রূপ গবানয়নের কর্তা যে পুরুষ, তদ্গত গতিরূপ ক্রিয়ার অনুকূল চেষ্টা কর্তৃশরীরগত অবশ্যই হইবে। উক্ত শারীরিক ক্রিয়ারূপ আনয়নকেই পক্ষরূপে গ্রহণ করায় চেষ্টাত্বরূপ হেতু পক্ষে অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং তাহা স্বরূপাসিদ্ধ হইবে না। ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

চেষ্টাত্বরূপ হেতুর সাহায্যে অব্যুৎপন্ন বালকের গবানয়নরূপ পক্ষে তদ্গোচর প্রবৃত্তি-জনিতত্বরূপ সাধ্যের যে অনুমান প্রদর্শিত হইল, এই অনুমানের উপযোগিতা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে—অগ্রিম অনুমানের উপযোগী পক্ষতার অবচ্ছেদকধর্মপ্রকারক নিশ্চয় লাভের জন্যই এই অনুমানের অবতারণা করা হইয়াছে। কারণ, পক্ষতাবচ্ছেদক-প্রকারে পক্ষের নিশ্চয় না হইলে কোন স্থলেই অনুমিতি হইতে পারে না।

এইভাবে চেষ্টাত্বলিঙ্গক অনুমিতি হওয়ার পরে উক্ত বালকের নিজপ্রবৃত্তিকে দৃষ্টান্ত-রূপে গ্রহণ করিয়া প্রবৃত্তিত্বকে লিঙ্গ করিয়া প্রস্তাবিত গবানয়নগোচর প্রবৃত্তিকে পক্ষ করিয়া প্রবৃত্তির বিষয় যে গবানয়নরূপ কার্য, তদ্বিশেষ্যক কার্যত্বপ্রকারক জ্ঞানজন্যত্বকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় অনুমান হইয়া থাকে। অনুমানের আকার বিবরণগ্রন্থেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে 'কার্যতা' পদের অর্থরূপে কিন্তু কৃতিসাধ্যত্বকে গ্রহণ করিতে হইবে। "নিজপ্রবৃত্তি" পদের দ্বারাও স্বকীয় স্তন্যপানাদিগোচর কৃতি বুঝিতে হইবে। "প্রবৃত্তিবৎ ইতি"—এই সন্দর্ভের 'ইতি' এই পদটির অর্থ 'এ প্রকারে'। 'প্রবৃত্তেঃ'—এখানে ষষ্ঠী-বিভক্তির অর্থ যে বৃত্তিত্ব তাহা অগ্রিম কার্যতাজ্ঞানজন্যত্বের ঘটক জন্যত্বপদার্থে অন্বিত হইবে। 'প্রসাধ্য' অর্থাৎ অনুমান করিয়া উক্ত বালকের তৃতীয় অনুমান হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অনুমানও তৃতীয় অনুমানের পক্ষতাবচ্ছেদকপ্রকারক নিশ্চয় লাভের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

জগদীশ যে তৃতীয় অনুমানে গবানয়নগোচর তজ্‌জ্ঞানকে পক্ষ করিয়াছেন, এই 'তজ্‌জ্ঞান' পদের দ্বারা কার্যতাবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে। "অসাধারণ হেতুকত্ব"কে সাধ্য করা হইয়াছে, এখানেও "অসাধারণ হেতুক" পদের দ্বারা গবানয়নবিশেষ্যককার্যতা-প্রকারকজ্ঞানমাত্রগত যে কার্যতা, তন্নিরূপিত কারণতার আশ্রয় কোনও বস্তুনিরূপিত যে কার্যতা, তাহার আশ্রয়ত্ব বুঝিতে হইবে।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝিতে পারি—উক্ত অনুমানে পক্ষ হইবে গবানয়নবিষয়ক কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান (কার্যতাজ্ঞান), সাধ্য হইবে পূর্বোক্তার্থক

অসাধারণহেতুকত্ব,[১] হেতু হইবে কৃতিসাধ্যত্বরূপ কার্যত্ব। ঘটকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ঘটে যেরূপ কৃতিসাধ্যত্ব এবং দণ্ডচক্রাদিরূপ অসাধারণকারণজন্যত্ব উভয়বাদিসিদ্ধ, সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তমূলে কার্যত্বজ্ঞানরূপ পক্ষে কৃতিসাধ্যত্বরূপ হেতুটি থাকায় উক্ত হেতুর সাহায্যে কার্যতাজ্ঞানরূপ পক্ষে "গামানয়" প্রভৃতি কোনও একটি বাক্যরূপ যে অসাধারণকারণ তজ্জন্যত্বের অনুমান হইয়া থাকে। কোন্ বাক্যটি তাদৃশ কার্যতাবোধের জনক হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ নিজেই বলিতেছেন—উপস্থিত হওয়ায় এবং লাঘববশতঃ শ্রাবণ-প্রত্যক্ষের বিষয় নিপুণ বৃদ্ধ কর্তৃক প্রযুক্ত ('গামানয়') বাক্যটিই তাদৃশ কার্যতাবোধের অসাধারণ কারণরূপে অবধারিত হইয়া থাকে।

সম্মুখস্থ বালকের এইভাবে বৃদ্ধকথিত উক্ত বাক্যের সহিত কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের কার্যকারণভাব নিশ্চয় এবং ঐ বাক্যের অন্তর্গত 'গো' পদের, 'অম্' পদের, আঙ্ পূর্বক 'নী' ধাতুর বা 'হি' পদের সমষ্টিগত বাক্যার্থের বোধ হইলেও 'গো' প্রভৃতি পদের ব্যষ্টিগত অর্থের অবগতি হয় নাই। জগদীশ যে শ্রুত বৃদ্ধবাক্যকে প্রথম উপস্থিতিমূলে বা লাঘবমূলে গবানয়নধর্মিক কার্যতাজ্ঞানের অসাধারণ কারণ বলিয়াছেন, এখানে 'শ্রুত' পদটির অর্থ জ্ঞায়মানরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। মীমাংসকগণের মতে শব্দের নিত্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহারা জ্ঞায়মান শব্দকে শাব্দবোধের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন।

জগদীশ উক্ত মীমাংসক মত অনুসরণ করিয়াই 'গামানয়' এই শ্রুতবাক্যকে তাদৃশ কার্যতাবোধের অসাধারণ কারণ বলিয়াছেন। ন্যায়সিদ্ধান্তে শব্দ অনিত্য হওয়ায় শব্দজ্ঞানই শাব্দবোধের হেতু স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়মত অনুসারে গোপদোত্তর অম্ পদোত্তর আ-নী পদোত্তর হি পদত্বরূপ আনুপূর্বীপুরস্কারে 'গামানয়' এই বাক্যজ্ঞান গোগত কর্মতার নিরূপক যে আনয়ন তদ্বিশেষ্যককৃতিসাধ্যত্ব প্রকারক অন্বয়বোধের অসাধারণ কারণ স্বীকৃত হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয়, গ্রন্থকার যে 'সমুপস্থিতত্বাল্লাঘবাচ্চ' এই দুইটি শ্রুত বাক্যার্থাবধারণের কারণ বলিয়াছেন ইহারও একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তাৎপর্য এই যে, 'সমুপস্থিতত্বাৎ' এই অংশের প্রাথমিক উপস্থিতির বিষয়ত্ব রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া যদি 'গামানয়' এই বাক্যটি প্রাথমিক উপস্থিতির বিষয় হওয়ায় জ্ঞায়মান

১। 'অসাধারণহেতুকত্ব' এখানে 'অসাধারণো হেতুর্যস্য (কার্যস্য) তত্ত্বং' এইরূপ বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন অসাধারণহেতুক পদের পরে ভাববিহিত ত্বল্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'অসাধারণহেতুকত্ব' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে অসাধারণ হেতুর দ্বারা কোন্ হেতুকে বুঝিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে অসাধারণ পদটি সাধারণ হেতুর ব্যাবর্তক। ফলে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন কার্যতানিরূপিত কারণত্বকে অসাধারণ কারণত্ব বলা হয়। সুতরাং কার্যমাত্রের প্রতি কারণ যে অদৃষ্ট প্রভৃতি তাহারাই কার্যমাত্রের সাধারণ কারণ। অতএব প্রকৃত স্থলে অসাধারণ হেতুকত্বকে সাধ্য না করিয়া কেবলমাত্র কারণজন্যত্বকে যদি সাধ্য করা হয় তাহা হইলে তাদৃশ জন্যত্বরূপ সাধারণহেতুকত্ব কার্যমাত্রে থাকায় পক্ষেও অবশ্যই থাকিবে। ফলে সিদ্ধসাধনদোষ অবশ্য হইবে। কারণ ইহা উভয়বাদিসিদ্ধ। এই জন্যই অসাধারণকারণজন্যত্বকেই সাধ্য করা হইয়াছে।

উক্ত বাক্য বা উক্ত বাক্যজ্ঞানকে তাদৃশ অবধারণের অসাধারণ কারণরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে যেখানে যোগ্যতাজ্ঞান হওয়ার পরে আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান উৎপন্ন হইবে সেখানে বাক্যজ্ঞানটি প্রথমে উপস্থিত না হওয়ায় তদর্থাবধারণের জনক হইতে পারে না। এইজন্য 'লাঘবাৎ' এই দ্বিতীয় হেতুটির অনুসরণ করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে শাব্দবোধের পূর্বক্ষণে অবস্থিত 'গামানয়' এই বৃদ্ধবাক্যকে পরিহার করিয়া তদতিরিক্ত কোনও পদার্থে যদি উক্ত শাব্দবোধের কারণতা কল্পনা করা হয় তাহা হইলে অবশ্যই গৌরব স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাদৃশ বৃদ্ধবাক্যটি গবানয়নধর্মিক কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক শাব্দবোধের জনক বলিয়া কল্পিত হইলেই লাঘব হইবে। এইভাবে অবধারণ করিবার পরে গোকে লইয়া যাও (গাং নয়), অশ্বকে আনয়ন কর (অশ্বমানয়) এইরূপও বাক্যান্তর শ্রবণ করিবার পর গো—আ+নী প্রভৃতি পদের অন্বয়ব্যতিরেকমূলে গবাদিগোচর অন্বয়বোধের জনকত্ব অবগত হইয়া 'গামানয়' এই বাক্যের অন্তর্গত গবাদি পদে লাক্ষণিক অর্থান্তরের অন্বয়বোধজনকত্বরূপ অতিপ্রসক্তি পরিহার করিবার জন্য গবাদিরূপ অর্থে গোপদগত শক্তিকেই শাব্দবোধের অনুকূল সম্বন্ধরূপে কল্পনা করিয়া থাকে।

'পশ্চাৎ তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে কারিকার দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইভাবে প্রযোজ্য প্রযোজকবৃদ্ধের শব্দপ্রয়োগ, ব্যবহার এবং তন্মূলক গোপ্রভৃতির আনয়নাদিরূপ কার্য প্রত্যক্ষ করিয়া গবাদিপদের গোত্বাদিবিশিষ্টে বৃদ্ধব্যবহারমূলক শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হওয়ার পরে কালান্তরে উপমান প্রমাণ হইতে কিঞ্চিদ্ ধর্মবিশিষ্টে শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিভাবে উপমানপ্রমাণ হইতে শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য জগদীশ 'যথা' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন।

"গবাদিপদশক্তিধীসাচিব্যেন" এই অংশের "গবাদিপদং গোত্বাদ্যবচ্ছিন্নে শক্তম্"—এই আকারের শক্তিজ্ঞান সহকারে—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। তাৎপর্য এই যে, ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই প্রমাণচতুষ্টয় স্বীকৃত হইয়াছে। তৃতীয় প্রমাণ উপমান। সংজ্ঞাসংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞানকে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উপমিতি বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র এবং নবীন সম্প্রদায় উক্ত সংজ্ঞা-সংজ্ঞিসম্বন্ধকে বাচ্যবাচক ভাবরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'সংজ্ঞা' পদের অর্থ গবয়াদি শব্দ। 'সংজ্ঞি'পদের দ্বারা গবয়াদিরূপ পদার্থ গৃহীত হইবে। এতদুভয়ের সম্বন্ধ, বাচ্য-বাচকভাব অর্থাৎ শক্তি। সুতরাং "গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ"—এই আকারে গবয়ত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যক গবয়পদবাচ্যত্বপ্রকারক যে যথার্থ অবধারণ, ইহাই উপমান প্রমাণের ফলীভূত উপমিতি। উপমিতির করণ কে হইবে—এই সম্বন্ধে নবীন ও সাম্প্রদায়িক মতে কিছু বৈষম্য আছে। সাম্প্রদায়িক মতে—'কোনও গ্রামীণ পুরুষের গবয় কাহাকে বলে' (কো গবয়ঃ) এই প্রশ্নের উত্তরে অভিজ্ঞ আরণ্যক পুরুষ কর্তৃক 'গোসদৃশ জন্তু গবয়পদের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে' (গোসদৃশো গবয়পদবাচ্যঃ) এইরূপ বাক্য প্রয়োগের ফলে গ্রামীণ পুরুষের গোসাদৃশ্যবিশিষ্টে গবয়পদবাচ্যত্বপ্রকারক যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয়, উক্ত বাক্যার্থবোধ উপমিতির করণ হইয়া থাকে। পরে ঐ গ্রামীণ ব্যক্তি কোনও একটি গোসদৃশ জন্তুকে দর্শন করে। এই দর্শনের আকার হইবে—

'অয়ং গোসদৃশঃ'। এই দর্শনকেই সাম্প্রদায়িকগণ উপমিতির সহকারী কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাদৃশ সাদৃশ্যদর্শনরূপ উদ্‌বোধকের দ্বারা 'গোসদৃশো গবয়পদবাচ্যঃ'—এই আকারের অতীত বাক্যার্থ-বোধজনিত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় তাদৃশ অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ হইয়া থাকে। এই অতিদেশবাক্যার্থ স্মরণই উপমিতিতে ব্যাপার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত স্মরণের অব্যবহিত পরেই 'গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ' এই আকারের গবয়ত্ববিশিষ্টে গবয়পদের বাচ্যত্বরূপ শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। নবীনমতে অতিদেশ বাক্যার্থবোধ পরম্পরায় কারণ হইলেও উপমিতির করণ নহে। তাঁহারা গবয়রূপপিণ্ডে গোসাদৃশ্য দর্শনকে উপমান প্রমাণ স্বীকার করেন। ব্যাপার কিন্তু এই মতেও অতিদেশ বাক্যার্থস্মরণই হইবে। ফল অর্থাৎ উপমিতি 'গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ' এই আকারের শক্তিজ্ঞান। যদিও গবয়বিশেষে সাদৃশ্যজ্ঞান হইয়া থাকে তথাপি ফলীভূত উপমিতি কিন্তু লাঘবতঃ গবয়ত্বরূপ সামান্য ধর্মাবচ্ছিন্নে শক্তিজ্ঞান উভয়মতেই স্বীকৃত। এই অভিপ্রায়ে জগদীশ বলিতেছেন 'গোসদৃশো গবয়পদবাচ্যঃ' ইত্যাদি। তাৎপর্য এই যে, উপমিতির কারণ উক্ত অতিদেশবাক্যার্থবোধ হইতে গেলে বৃদ্ধব্যবহারজনিত গবাদিপদের শক্তিজ্ঞান সহকারে 'গোসদৃশো গবয়পদবাচ্যঃ' এইরূপ অতিদেশ বাক্য জ্ঞান হইতে গোসাদৃশ্যবিশিষ্টে গবয়পদবাচ্যত্বপ্রকারক উক্ত বাক্যার্থবোধ হইবে। উক্ত বাক্যার্থ-স্মরণের মাধ্যমে 'গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ' এই আকারের উপমানপ্রমাণমূলক শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইবে।

मूलम्

क्वचिच्च व्याकरणात्, यथा 'कर्मणि द्वितीया', 'कर्त्तरि परस्मैपद-मि'त्याद्यनुशासनात् कर्मत्वादौ द्वितीयादेः। क्वचित् कोषादपि,' यथा "गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति"। "शीतं गुणे तद्वदर्थाः सुषीमः शिशिरो जड़ः"। "चूर्णे क्षोदः समुत्पिञ्जपिञ्जलौ भृशमाकुले" इत्यादिकोषेभ्यः श्वैत्यादौ शुक्लादिशब्दस्य। क्वचिद् विवरणादपि, यथा—पचति पाकं करोतीति तुल्यार्थकवाक्यात् कृत्यादौ तिङादेः। क्वचित् प्रसिद्धार्थकशब्दसामानाधिकरण्यादपि, यथा 'नीरूपस्पर्शवान् वायुर्निस्पर्शं मूर्त्तिमन्मन' इत्यादौ रूपशून्यस्पर्शवदादिषु वाय्वादिपदस्य, वायुत्वादिजा-तेरतीन्द्रियत्वेन स्वरूपतस्तदवच्छिन्नस्यानुपस्थित्या तत्र शक्तिग्रहायोगात्,

यथा वा—"सत्कृत्यालङ्कृतां कन्यां ददानः कूकुदः स्मृत" इत्यादावुक्तरीत्या कन्यादात्रादिषु कूकुदादिपदस्य। "इह सहकारतरौ मधुरं रौति पिकः" इत्यादिकन्तु न युक्तमुक्तक्रमेण शक्तिग्रहस्योदाहरणं तिङर्थे धर्मिण्यभेदेन नामार्थान्वयस्याव्युत्पन्नत्वात्, प्रत्यक्षसिद्धकोकिलत्वजात्यवच्छिन्न एव लाघवेन पिकशब्दस्य शक्त्यवच्छेदाच्च ॥

অনুবাদ

কোনও স্থলে ব্যাকরণ হইতে (শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে,) যেরূপ 'কর্মণি দ্বিতীয়া' 'কর্তরি পরস্মৈপদম্' ইত্যাদি অনুশাসন অনুসারে কর্মত্ব প্রভৃতিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির (শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে)। আবার স্থলবিশেষে কোষ হইতেও শক্তিগ্রহ হয়। যেরূপ 'গুণবোধক শুক্ল শব্দ পুংলিঙ্গে এবং গুণিবোধক শুক্লাদিশব্দ গুণিগত লিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়া থাকে,' 'গুণবোধক শীত শব্দ ক্লীবলিঙ্গে এবং শৈত্যবিশিষ্ট অর্থের বোধক সুশীম, শিশির এবং জড়শব্দ পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হইবে,' 'চূর্ণ অর্থে ক্ষোদশব্দ ও অত্যন্ত আকুল অর্থে সমুৎপিঞ্জ এবং পিঞ্জল শব্দ পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হইবে'—এই সকল কোষবাক্য হইতে শৈত্যাদিরূপ অর্থে শুক্ল প্রভৃতি শব্দের শক্তিগ্রহ হইবে।

কোনও স্থলে বিবরণ হইতেও শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। যেরূপ 'পচতি' এই শব্দটি প্রয়োগ করিবার পরে 'পাকং করোতি' এইরূপ তুল্যার্থক বিবরণবাক্য হইতে তিঙ্‌ বিভক্তির প্রযত্নরূপ অর্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। আবার স্থলবিশেষে প্রসিদ্ধার্থক শব্দের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সান্নিধ্যবশতঃ শক্তিগ্রহ হয়। যেরূপ 'নীরূপস্পর্শবান্ বায়ুঃ', 'নিস্পর্শং মূর্তিমন্মনঃ' এই সকল স্থলে রূপশূন্য স্পর্শবিশিষ্টে বায়ুপদের ও স্পর্শশূন্য মূর্তপদার্থে মনঃপদের (প্রসিদ্ধপদের সন্নিধানবশতঃ) শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। বায়ুত্ব-জাতি বা মনস্ত্ব-জাতি অতীন্দ্রিয় হওয়ায় স্বরূপতঃ বায়ুত্ববিশিষ্টের বা মনস্ত্ববিশিষ্টের উপস্থিতি সম্ভবপর নহে বলিয়া শুদ্ধ বায়ুত্বাবচ্ছিন্নে বা মনস্ত্বাবচ্ছিন্নে শক্তিগ্রহ হইতে পারে না। অথবা, 'সৎকার সহকারে যিনি অলঙ্কৃত কন্যা দান করেন, সেই কন্যা দাতাকে কূকুদ বলা হয়'—এই সকল (শাস্ত্রীয়) বাক্য হইতে ('সৎকৃত্য' প্রভৃতি পদের সন্নিধানবশতঃ) কূকুদ প্রভৃতি পদের কন্যাদাতা প্রভৃতি অর্থে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। "এখানে আম্রবৃক্ষে পিক মধুর ধ্বনি করিতেছে"—এখানে আম্রবৃক্ষরূপ প্রসিদ্ধপদের সান্নিধ্য-

বশতঃ 'পিক' শব্দের কোকিলে শক্তিগ্রহ হয়—ইহা যাঁহারা বলেন, তাহা সঙ্গত নহে। এই বাক্যটি ('ইহ সহকারতরৌ মধুরং রৌতি পিকঃ') প্রসিদ্ধ পদসান্নিধ্যের উদাহরণ হইতে পারে না, কারণ—তিঙ্‌ প্রত্যয়ের অর্থ যে কর্তা, তাহাতে অভেদসম্বন্ধে নামার্থের অন্বয় ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নহে। (আরও বক্তব্য)—প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে কোকিলত্ব জাতি, তদ্‌বিশিষ্টে লাঘববশতঃ 'পিক' শব্দের শক্তিনিশ্চয় সম্ভবপর হওয়ায় উক্ত বাক্যটি প্রসিদ্ধ পদসান্নিধ্যপ্রযুক্ত শক্তিগ্রহের উদাহরণ হইতে পারে না।

বিবৃতি

ব্যাকরণ হইতে শক্তিগ্রহের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য 'ক্বচিচ্চ ব্যাকরণাৎ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'ব্যাক্রিয়ন্তে, ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন'—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'ব্যাকরণ' শব্দটির শব্দানুশাসনরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। মহর্ষি পতঞ্জলিও তাঁহার মহাভাষ্যের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"অথ শব্দানুশাসনম্।"

'কর্মণি দ্বিতীয়া' এখানে কর্ম পদটি এবং 'কর্তরি পরস্মৈপদম্' এখানে কর্তৃপদটিও ভাবপ্রধানরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় 'কর্মপদের কর্মত্বরূপ অর্থ এবং কর্তৃ পদটিরও কর্তৃত্ব অর্থাৎ কৃতিরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। 'দ্বিতীয়াদেঃ' এই আদিপদের দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তি এবং পরস্মৈপদ প্রভৃতি গৃহীত হইবে। তাৎপর্য এই যে, উপমান প্রমাণ হইতে যেরূপ 'গবয়' প্রভৃতি পদের শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তির বিধায়ক 'কর্মণি দ্বিতীয়া,' তৃতীয়া বিভক্তির বিধায়ক 'করণে তৃতীয়া' এবং পরস্মৈপদাদির বিধায়ক 'কর্তরি পরস্মৈপদম্' এই সকল বৈয়াকরণ অনুশাসন হইতে দ্বিতীয়া বিভক্তির কর্মত্বরূপ অর্থে, তৃতীয়া বিভক্তির করণত্বরূপ অর্থে, তিপ্‌, তস্ প্রভৃতি পরস্মৈপদী বিভক্তি প্রভৃতিরও কর্তৃত্ব প্রভৃতি অর্থে শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোষ বাক্যজনিত শক্তিগ্রহের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য "ক্বচিৎ কোষাদপি" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'কোষাদপি' অর্থাৎ কোষ বাক্য হইতে, এই পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ অনুষঙ্গক্রমে পূর্বকথিত শক্তিগ্রহের সহিত অন্বিত হইবে। জগদীশ অমরকোষের তিনটি বাক্য শক্তিগ্রাহকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম বাক্যটি "গুণে শুক্লাদয়ঃ পুংসি"[১] ইত্যাদি। ইহার অর্থ—শুক্ল, নীল, পীত প্রভৃতি শব্দ রূপের বোধক

১। "গুণে শুক্লাদয়ঃ পুংসি গুণি লিঙ্গাস্তু তদ্বতি" ইত্যাদি কোষবাক্য হইতে জগদীশ যে শুক্ল প্রভৃতি পদের শুক্লাদি গুণবিশিষ্টে শক্তি গৃহীত হয় বলিয়াছেন ইহা কিন্তু বিশ্বনাথ এবং গদাধর প্রভৃতি নবীনদের সম্মত নহে। বিশ্বনাথ স্বকৃত সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকায় এবং গদাধর ভট্টাচার্য স্বকৃত ব্যুৎপত্তিবাদ গ্রন্থে এই কোষকারমতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—"গুণিলিঙ্গাস্তু তদ্বতি" এই কোষবাক্য হইতে শুক্লাদিরূপবিশিষ্টে শুক্লাদিপদের শক্তি গৃহীত হয়, এই মতবাদ নৈয়ায়িকসম্মত নহে ; কারণ শুক্লনীলাদিপদের

হইলে 'শুক্লো বর্ণঃ' এইরূপে শুক্ল প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গে বিহিত হইবে। সুতরাং কোষবাক্য হইতে শুক্ল, নীল প্রভৃতি শব্দের 'গুণ' অর্থাৎ শুক্লরূপ, নীলরূপ প্রভৃতি অর্থে শক্তিগ্রহ হইবে। আবার যখন শুক্ল প্রভৃতি শব্দ শুক্লরূপাদিবিশিষ্টের বোধক হইবে, তখন শুক্লো ঘটঃ, নীলঃ পটঃ প্রভৃতি স্থলে শুক্ল, নীল প্রভৃতি শব্দ শুক্লনীলাদি রূপবিশিষ্টের বোধক হওয়ায় গুণী যে ঘট-পটাদি তদ্‌গত লিঙ্গ অনুসারে প্রযুক্ত হইবে। অতএব 'গুণিলিঙ্গাস্তু তদ্বতি' এই কোষবাক্য হইতে শুক্লাদিপদের শুক্লাদিরূপবিশিষ্টে শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইবে। টীকাকার কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ এস্থলে 'গুণে'—এই সপ্তম্যন্ত গুণপদটির সার্থকতা প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলেন—যেস্থলে গুণত্ব উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইবে, তাদৃশস্থলেই শুক্ল প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হইবে। এই অভিপ্রায়েই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত 'গুণে' এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। দীধিতিকারও যে, নঞ্‌বাদে 'রক্তং রূপং নাস্তি' এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানেও 'রক্ত' পদের অব্যবহিতোত্তরবর্তী 'রূপ' পদটি উদ্দেশ্যবোধক নহে, পরন্তু রক্তত্ব ধর্মটি উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় 'রক্ত' পদটি উদ্দেশ্যবোধক বুঝিতে হইবে। সুতরাং "শুক্লো গুণঃ" ইত্যাদিস্থলেও 'গুণ' পদ উদ্দেশ্য-বোধক, 'গুণে শুক্লাদয়ঃ' ইত্যাদি কোষের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ব্যক্ত করিবার জন্য জগদীশ বলিতেছেন, 'শীতং গুণে তদ্বদর্থাঃ সুষীমঃ শিশিরো জড়ঃ' অর্থাৎ—'শীত' প্রভৃতি শব্দ গুণবোধক হইলেও ক্লীবলিঙ্গ হইবে। সুতরাং 'শীত' প্রভৃতি শব্দ যখন গুণবোধক হইবে, তখন শৈত্য প্রভৃতি গুণরূপ অর্থের বাচক হইবে। সেই সকল শব্দের দিগ্‌দর্শন করিবার জন্য কোষকার বলিয়াছেন, 'সুষীমঃ শিশিরো জড়ঃ'। এখন আমরা বুঝিতে পারি 'শীত' শব্দটি গুণবোধক হইয়া ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হইলে শীত শব্দের অর্থ হইবে শৈত্যরূপ গুণ। উক্ত অর্থে তাদৃশ কোষবাক্য হইতে 'শীত' পদের শক্তি গৃহীত হইবে। এবং শৈত্যবিশিষ্টের বোধক 'সুষীম', 'শিশির', 'জড়' এই তিনটি শব্দের কোষবাক্যানুসারেই শৈত্যবিশিষ্টরূপ (গুণী) অর্থে শক্তি গৃহীত হইবে।

জগদীশ 'চূর্ণে ক্ষোদঃ সমুৎপিঞ্জপিঞ্জলৌ ভৃশমাকুলে'—এই কোষ বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াও চূর্ণঅর্থে 'ক্ষোদ' শব্দের এবং অতিশয় আকুল অর্থে 'সমুৎপিঞ্জ' ও 'পিঞ্জল' এই দুইটি শব্দের উক্ত কোষবাক্যাধীন শক্তি গৃহীত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রথম দুইটি কোষবাক্যে গুণের প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া পরে গুণাতিরিক্তে শক্তিগ্রহের উদাহরণ রূপে তৃতীয় কোষবাক্যটি গ্রহণ করা হইয়াছে। 'চূর্ণ'—দ্রব্যবিশেষরূপে, এবং 'আকুলতা' মনঃক্রিয়ার বোধক রূপে গৃহীত হইবে। 'শ্বৈত্যাদৌ শুক্লাদিশব্দস্ত' এখানে প্রথম 'আদি' পদের দ্বারা নীলিমা প্রভৃতিরূপ গৃহীত হইবে। দ্বিতীয় আদি পদের দ্বারা 'নীল' প্রভৃতি শব্দকে গ্রহণ করিতে হইবে। ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত শুক্লাদিশব্দের অনুষঙ্গক্রমে পূর্বকথিত শক্তিগ্রহের সহিত অন্বয় করিতে হইবে।

নানা শক্তি কোথাও কল্পিত হয় নাই। সুতরাং 'শুক্ল'প্রভৃতি শব্দ শুক্লরূপ প্রভৃতি অর্থের বাচক হইবে এবং গুণিবোধক হইলে, অর্থাৎ শুক্লরূপাদি বিশিষ্টের বোধক হইলে তাদৃশ অর্থে শুক্লাদিপদের লক্ষণাই স্বীকৃত হইবে।

শক্তিগ্রহের বিবিধ উপায়ের মধ্যে বিবরণও একটি উপায়। 'বিবরণ' শব্দের দ্বারা প্রকৃত বাক্যার্থবোধের অনুকূল সুস্পষ্ট তুল্যার্থক বাক্যান্তর কথনকেই বুঝিতে হইবে। বিবরণের উদাহরণ প্রসঙ্গে জগদীশ বলিতেছেন—'পচতি' এই বাক্যটির 'পাকং করোতি' —এইরূপ বিবরণ অর্থাৎ তুল্যার্থক বাক্যান্তর হইতে 'পচ' ধাতুর উত্তরবর্তী তিঙাদি-প্রত্যয়ের কৃতি প্রভৃতি অর্থে শক্তি গৃহীত হয়। 'তিঙাদেঃ'—এই ষষ্ঠ্যন্ত তিঙাদি পদেরও অনুষঙ্গক্রমে পূর্বোপস্থাপিত শক্তিগ্রহের সহিত অন্বয় করিতে হইবে।

এইভাবে বিবরণকে শক্তিগ্রহের উপায়রূপে প্রতিপন্ন করিয়া স্থলবিশেষে প্রসিদ্ধার্থক শব্দের সামানাধিকরণ্য হইতেও যে শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য দৃষ্টান্ত-স্বরূপে 'নীরূপস্পর্শবান্ বায়ুঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। জগদীশ যে প্রসিদ্ধ পদের সামানাধিকরণ্যকে শক্তিগ্রহের উপায় বলিয়াছেন, উক্ত সামানাধিকরণ্য পদের দ্বারা উত্তরকাল ও পূর্বকালকে পরিহার করিয়া বর্তমান কাল অন্তর্ভাবে সামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে।[১] সুতরাং 'নীরূপ' এবং 'স্পর্শবৎ' এই দুইটি শব্দের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে স্বাধিকরণ যে কাল তন্নিরূপিত কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বরূপ পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য 'বায়ু'পদে থাকায় 'বায়ু'পদের রূপরহিত, অথচ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষে শক্তিগ্রহ হইবে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে প্রাচীন মতে বায়ুর প্রত্যক্ষ[২] স্বীকৃত না হইলেও রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার নবীন সিদ্ধান্তে (পদার্থতত্ত্বনিরূপণ গ্রন্থে) বায়ুর প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই নবীন মতে যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতেই 'বায়ু'পদের রূপশূন্য-স্পর্শবিশিষ্টে শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইতে পারে, তখন প্রকারান্তরে অর্থাৎ প্রসিদ্ধ পদসামানাধি-করণ্যকে শক্তিগ্রহের উপায় কল্পনা করা নিরর্থক। এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে জগদীশ 'নীরূপ'—ইত্যাদি প্রথম স্থলটি পরিহার করিয়া 'নিঃস্পর্শং মূর্তিমন্মনঃ'—এই স্থলান্তর অনুসরণ করিয়াছেন। মনের প্রত্যক্ষত্ব নব্য বা প্রাচীন—কাহারও সম্মত নহে। সুতরাং মনস্ত্ব জাতিও প্রত্যক্ষের অযোগ্য হওয়ায় প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলে মনস্ত্ব জাতিবিশিষ্টে মনঃ-পদের শক্তিগ্রহ সম্ভবপর নহে। সুতরাং 'নিঃস্পর্শমূর্তিমৎ' এই পদদ্বয়েই সান্নিধ্যরূপ সামানাধিকরণ্য হইতে স্পর্শশূন্যত্বসমানাধিকরণমূর্তত্ববিশিষ্টে মনঃ পদের শক্তিগ্রহ যে উৎপন্ন হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

১। টীকাকার কৃষ্ণকান্ত এস্থলে 'সামানাধিকরণ্য' পদের স্বাব্যবহিত পূর্বোত্তরান্য-কালাবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'অবচ্ছিন্ন' এখানে কালগত অবচ্ছেদকতা অধিকরণতাবিশেষ বুঝিতে হইবে।

২। কৃষ্ণকান্ত যে বলেন যেহেতু প্রাচীনমতে বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকৃত এইজন্য স্থলান্তর অনুসরণ করা হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে 'স্পর্শশ্চ বায়োঃ' এই সূত্রের দ্বারা এবং প্রশস্তপাদভাষ্যের 'স্পর্শশব্দ ধৃতিকম্পলিঙ্গ' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে বায়ুর অনুমেয়ত্বই প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তে প্রতিপাদিত হইয়াছে পরন্তু কুত্রাপি বায়ুর প্রত্যক্ষত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং কৃষ্ণকান্তের এই উক্তিটি আমরা সমীচীন মনে করি না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—বিভিন্ন শাস্ত্রে 'বায়ু' পদের উল্লেখ থাকায় 'বায়ু'পদকে প্রসিদ্ধ পদরূপে গণ্য করা হইবে না কেন? যদি ইষ্টাপত্তি করা হয়, তাহা হইলে নিজের সান্নিধ্যবশে বায়ুপদের শক্তিগ্রহ স্বীকার করা যাইতে পারে। সুতরাং শক্তিগ্রহের উপায়-রূপে 'নীরূপ' প্রভৃতি পদকে প্রসিদ্ধ পদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বায়ু যে প্রসিদ্ধ পদ নহে, ইহা ছলতঃ প্রতিপাদন করিবার জন্য 'বায়ুত্বাদিজাতের-তীন্দ্রিয়ত্বেন' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য-ব্যক্তি-গত যে জাতি, তাহাই তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেহেতু গৃহীত হইয়া থাকে, অতএব বায়ু অতীন্দ্রিয় হওয়ায় বায়ুত্বাদি জাতিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, ফলে স্বরূপতঃ বায়ুত্বাবচ্ছিন্নের উপস্থিতি না থাকায় স্বরূপতঃ বায়ুত্বাবচ্ছিন্নে শক্তিগ্রহ সম্ভবপর নহে। যদিও 'বায়ু'পদ প্রসিদ্ধ বটে, তথাপি শুদ্ধ বায়ুত্বপুরস্কারে বায়ুপদার্থের উপস্থিতি না থাকায় শক্তিগ্রহ হইতে পারে না। কারণ স্বরূপতঃ তদ্ধর্মগত প্রকারতার প্রতি স্বরূপতঃ শক্তিগ্রহনিরূপিত বিশেষ্যতার অবচ্ছেদকত্ব প্রযোজক হইয়া থাকে। সুতরাং 'বায়ু' পদ প্রসিদ্ধার্থক পদরূপে গৃহীত হইলেও তাহার সামানাধিকরণ্য বায়ুত্বপ্রকারক শাব্দবোধের উপযোগী নহে। 'আদি' পদের দ্বারা মনস্ত্বাদি জাতিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

রঘুনাথ শিরোমণির মতে অণু পরিমাণ নবম দ্রব্য মন স্বীকৃত নহে। সুতরাং তাঁহার মতে পার্থিবাদি ত্রসরেণুস্বরূপ স্বীকৃত মন চক্ষুরিন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অতএব প্রত্যক্ষসিদ্ধ ত্রসরেণুত্বপুরস্কারে মনঃপদের শক্তি প্রসিদ্ধ-পদসান্নিধ্য ব্যতিরেকেও গৃহীত হইতে পারে। এইরূপে দ্বিতীয় কল্পটিও প্রসিদ্ধ-পদসান্নিধ্যবশতঃ শক্তিগ্রহের সর্ববাদি-সম্মত উদাহরণ না হওয়ায় 'যথা বা' ইত্যাদি তৃতীয় কল্প অনুসরণ করিতেছেন। 'সৎকৃত্যালঙ্কৃতাং কন্যাং দদানঃ কুকুদঃ স্মৃতঃ'—এই কারিকাংশের মাধ্যমে, সৎকারপূর্বক অলঙ্কৃতা কন্যাকে যিনি দান করেন, তাদৃশ কন্যাদাতা কুকুদ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন—ইহা বলা হইয়াছে। এখানে কুকুদ পদের শক্যতার অবচ্ছেদক তাদৃশ বিশিষ্ট-কন্যাদাতৃত্বরূপ ধর্মটি অতীন্দ্রিয় কালঘটিত হওয়ায় অতীন্দ্রিয় হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলে 'কুকুদ' পদের শক্তিগ্রহের সম্ভাবনা না থাকায় এখানে প্রসিদ্ধ পদসান্নিধ্যভিন্ন অন্য কোনও উপায় হইতে শক্তিগ্রহ সম্ভাবিত নহে।

'ইহ সহকারতরৌ মধুরং রৌতি পিকঃ'—গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রদর্শিত প্রসিদ্ধ পদ-সান্নিধ্যের এই উদাহরণ 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে। জগদীশ উক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিবার জন্য 'ইহ সহকারতরৌ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। কেন উক্ত উদাহরণটি প্রসিদ্ধ পদসান্নিধ্যের উদাহরণরূপে গৃহীত হইবে না, 'ধর্মিণি' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা তাহা বলা হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, 'ইহ সহকারতরৌ মধুরং রৌতি পিকঃ'—এই বাক্যজ্ঞান হইতে, যে (পক্ষীবিশেষ) সহকারতরুরূপ অধিকরণে মধুর রব করিতেছে, সেই (পক্ষী বিশেষ) 'পিক' পদবাচ্য হইবে—এইরূপ বোধ হইয়া

থাকে। বৈয়াকরণমতে আখ্যাতবিভক্তির কৃতিবিশিষ্টে শক্তি স্বীকৃত হওয়ায় আখ্যাতার্থ যে কর্তৃরূপ ধর্মী, তাহাতে 'পিক' পদের বাচ্য যে কোকিল তাহার অভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধ হইতে পারে না। কারণ আখ্যাতার্থের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নামার্থের অন্বয় ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নহে। বৈয়াকরণমত অনুসরণ করিয়াই জগদীশ 'ইহ সহকারতরৌ' ইত্যাদি মণিকারসম্মত উদাহরণটিকে খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়মতে কিন্তু কৃতিবিশিষ্টে আখ্যাতবিভক্তির শক্তি কল্পিত হয় নাই। পরন্তু কৃতিতেই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। তদনুসারে 'তিঙর্থে ধর্মিণি'—ইহার, তিঙর্থ যে কৃতি, তদ্‌বিশিষ্ট ধর্মীতে—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। তাদৃশ ধর্মীতে অভেদসম্বন্ধে কেন নামার্থের অন্বয় হইবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে—কৃত্যবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি নামপদজন্য কৃতিবিষয়ক উপস্থিতি অথবা তিঙ্‌ভিন্নপদজনিত কৃতিবিষয়ক উপস্থিতি কারণ। এইরূপ কার্য-কারণভাব কল্পিত হওয়ায় আলোচ্যস্থলে নামপদ হইতে বা তিঙ্‌ভিন্ন পদ হইতে কৃতির উপস্থিতি না থাকায় তাদৃশ কৃত্যবচ্ছিন্নবিশেষ্যক অভেদসম্বন্ধে পিকপদবাচ্যত্বপ্রকারক অন্বয়বোধ সম্ভবপর নহে। যদি উক্ত কার্য-কারণভাব স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে 'পাচকো গচ্ছতি'—এইস্থলে যেরূপ পাককৃত্যবচ্ছিন্নে গমনানুকূল কৃতির অন্বয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ 'পচতি', 'গচ্ছতি' এই স্থলেও 'পচতি'—এই তিঙন্ত পদের ঘটক তিঙ্‌ প্রত্যয়ের অর্থ যে কৃতি, তদবচ্ছিন্নবিশেষ্যক গমনানুকূল কৃতিপ্রকারক অন্বয়বোধের আপত্তি হইতে পারে। 'পচতি', 'গচ্ছতি' এইরূপ বাক্যজনিত পাককৃত্যবচ্ছিন্নবিশেষ্যক অন্বয়বোধ কিন্তু স্বীকৃত নহে।

মণিকারের সমর্থকগণ উক্ত খণ্ডনের প্রতিবাদে বলিতে পারেন—'চৈত্রঃ পচতি চৈত্রত্বাৎ' ইত্যাদিন্যায়বাক্যজনিত মহাবাক্যার্থবোধ মণিকার স্বীকার করেন, সুতরাং নামপদজন্য বা তিঙ্‌ভিন্ন পদজন্য কৃতির উপস্থিতিরূপ কারণ না থাকিলেও তিঙ্‌পদজনিত উপস্থিতিমূলে 'চৈত্রঃ পচতি' ইত্যাদি ন্যায়বাক্য হইতে কৃত্যবচ্ছিন্নবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত কার্য-কারণভাব মণিকারের মতে স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব 'ইহ সহকারতরৌ' ইত্যাদি বাক্য হইতেও কৃত্যবচ্ছিন্নবিশেষ্যক অভেদসম্বন্ধে পিকপদবাচ্যপ্রকারক অন্বয়বোধ হইতে পারে। উক্ত কার্য-কারণভাব অঙ্গীকৃত না হইলেও এই উদাহরণ যে গ্রহণযোগ্য হইবে না, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য জগদীশ 'প্রত্যক্ষসিদ্ধ' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দোষান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, পিকপদার্থ চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষগোচর হওয়ার ফলে তদ্‌গত পিকত্ব (কোকিলত্ব) জাতিও অবশ্যই প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইবে। সুতরাং প্রসিদ্ধ পদসান্নিধ্যবশতঃ পিকপদের শক্তিগ্রহ অপেক্ষা লাঘববশতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোকিলত্বজাত্যবচ্ছিন্নেই পিকশব্দের শক্তি নিশ্চিত হইবে। পরন্তু সহকারবৃক্ষাধিকরণক-মধুরস্বরণকর্তৃত্বরূপ গুরুধর্মাবচ্ছিন্নে পিকপদের শক্তিগ্রহ স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব, উক্ত উদাহরণ প্রসিদ্ধ পদসান্নিধ্যপ্রযুক্ত শক্তিগ্রহের উপযোগী নহে।

मूलम्

क्वचिद्वाक्यशेषादपि, यथा यवपदस्य कङ्गुप्रभृतौ म्लेच्छानां, दीर्घ-शूके च शिष्टानां, व्यवहारादेकमात्रे शक्तेः परिच्छेत्तुमशक्यत्वात्, नानार्थत्वस्य चान्याय्यत्वात्, "यवमयश्चरुर्भवतीति" श्रुतौ यवपदस्यार्थ-सन्देहे—

'वसन्ते सर्वशस्यानां जायते पत्रशातनम् ।
मोदमानास्तु तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः' ॥

इति विध्यर्थाकाङ्क्षया प्रवर्त्तमानाद्वाक्यशेषाद्दीर्घशूक एव यवपदस्य शक्तिग्रहः, कणिशं शस्यमञ्जरी । यथा वा—"स्वाराज्यकामोऽग्निष्टोमेन यजेते"त्यादिविधिशेषीभूतेभ्यः—

यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् ।
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम् ॥
इत्यादिवाक्येभ्यः स्वरादिपदस्य ॥ २० ॥

অনুবাদ

কোনও স্থলবিশেষে বাক্যশেষ হইতেও (শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হয়)। যেমন—'যব' পদের কঙ্গু প্রভৃতি অর্থে ম্লেচ্ছদের, এবং দীর্ঘশূকবিশেষরূপ অর্থে আর্যদের ব্যবহারের ফলে (অর্থাৎ ম্লেচ্ছগণ ধান্যবিশেষের প্রতিপাদকরূপেই এবং আর্যগণ দীর্ঘশূকবিশেষরূপ অর্থের বোধকরূপেই 'যব' পদের ব্যবহার করেন। সুতরাং ব্যবহার হইতে পূর্বোক্ত অর্থদ্বয়ের মধ্যে) একটি মাত্র অর্থে ('যব' পদের) শক্তি নিশ্চিত হইতে পারে না। (ঐ সকল পদস্থলে) নানার্থ কল্পনা করাও উচিত নহে। (অতএব) "যবময় চরু উৎপন্ন করিতে হইবে" ('যবময়শ্চরুর্ভবতি') এই প্রকার শ্রুতির অন্তর্গত শ্রুত 'যব' পদের অর্থসন্দেহ উপস্থিত হইলে "বসন্তকালে সকল শস্যের পত্র ঝরিয়া যায়, (তখন) শস্যমঞ্জরীর সহিত যবসমূহ সানন্দে অবস্থিত থাকে"—বিধিবাক্যার্থের দ্বারা উথাপ্য আকাঙ্ক্ষা (নিবৃত্তির জন্য) প্রযুক্ত এই বাক্যশেষ হইতে দীর্ঘশূকবিশেষেই যবপদের শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

('কণিশশালিনঃ'—এখানে) 'কণিশ' শব্দটির শস্যমঞ্জরীরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। আবার—"স্বারাজ্যকাম ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম (নামধেয়) যাগ করিবেন" (স্বারাজ্যকামোঽগ্নিষ্টোমেন যজেত)—ইত্যাদি বিধায়ক বাক্যের পরিপূরক "যে (সুখ) দুঃখের সমানকালীন নহে, যাহা দুঃখের দ্বারা গ্রস্ত নহে, যে (সুখ) দুঃখপ্রাগভাবের অসমানকালীন এবং অভিলাষমাত্রই উপনীত হয়, তাদৃশ সুখ 'স্বর্' পদের প্রতিপাদ্য [অর্থ] হইবে"—এই সকল বিধিশেষ বাক্য হইতে 'স্বর্' প্রভৃতি পদের (তাদৃশ অর্থে শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হয়)।

বিবৃতি

"ক্বচিদ্‌বাক্যশেষাদপি" ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে বাক্যশেষজনিত শক্তিগ্রহের স্থল প্রদর্শন করিতেছেন। ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক কঙ্গু প্রভৃতি অর্থে অর্থাৎ ধান্যবিশেষরূপ অর্থে 'যব' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু শিষ্টগণ, যাহা যজ্ঞীয় চরুর উপকরণবিশেষ, তাদৃশ অর্থে 'যব' পদের ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং আর্য ও ম্লেচ্ছ উভয়-সম্প্রদায়ই বিভিন্ন অর্থে 'যব' শব্দের ব্যবহার করেন। অতএব "যবময়শ্চরুর্ভবতি" ইত্যাদি বাক্য, প্রযুক্ত হইলে, স্বভাবতঃই 'যব' পদের দীর্ঘশূকবিশেষরূপ অর্থে শক্তি গৃহীত হইবে—অথবা ধান্যবিশেষরূপ অর্থে (কঙ্গুতে) শক্তি গৃহীত হইবে—এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহাই জগদীশোক্ত 'অর্থসন্দেহ' শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। উক্ত সংশয় হওয়ায় পরে সন্দিগ্ধ ব্যক্তির সংশয়প্রযুক্ত তাদৃশ বিধিবাক্য শ্রবণের অনন্তর আকাঙ্ক্ষার অর্থাৎ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির অনুকূল, 'বসন্তকালে সকল শস্যের পত্র ঝরিয়া পড়ে' কিন্তু শস্যমঞ্জরীসমন্বিত যব (শস্যবিশেষ) তখন সানন্দে অবস্থান করে (অর্থাৎ পুষ্ট অবস্থায় থাকে)—এইভাবে প্রযুক্ত বাক্যশেষরূপ উপায় হইতে 'যব' পদের শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হয়। ফলপাকান্ত তৃণসমূহকে শস্য বলা হইয়া থাকে। ধান্য, যব, গোধূম প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। 'শস্য' শব্দ তৃণ ও তাহার ফল—উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

জগদীশ যে 'বাক্যশেষাৎ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, এই 'বাক্যশেষ' পদের দ্বারা বিধিবাক্যের অন্তর্গত পদবিশেষে অর্থবিশেষের সংশয় উপস্থিত হইলে, বিধিবাক্যের অন্তর্গত উক্ত পদটি কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এই প্রকার জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। এই জিজ্ঞাসার নিবর্তক অর্থবিশেষের শক্তিনিশ্চায়ক বাক্যকেই বাক্যশেষ বলা হয়। বাক্যশেষ অর্থবাদ বাক্যের প্রকারবিশেষ। কারণ, স্তুতি ও নিন্দাবোধকবাক্য, যেরূপ বিধিবাক্য প্রয়োগজনিত আকাঙ্ক্ষার নিবর্তক হইয়া থাকে, বাক্যশেষও অনুরূপভাবে প্রযুক্ত বিধিবাক্য হইতে সমুদ্ভূত আকাঙ্ক্ষার নিবর্তক।

'ব্যবহারাৎ'—এখানে শক্তিগ্রহের অনুকূল ব্যবহারের অবগতির জন্য পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। 'পরিচ্ছেত্তুম্'—এখানে পরিপূর্বক ছিদ্ ধাতুর নিশ্চয়রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। 'শক্তেঃ' এই ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত 'শক্তি' পদটি শক্তিপ্রকারত্বরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

'ম্লেচ্ছানাং' ও 'শিষ্টানাং' এই কর্তরি বিহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদদ্বয়ের প্রতিপাদ্য ম্লেচ্ছকর্তৃকত্ব এবং শিষ্টকর্তৃকত্ব—এতদুভয় ব্যবহার পদার্থে অন্বিত হইবে। ইহার ফলে ম্লেচ্ছকর্তৃক এবং শিষ্টকর্তৃক 'যব' পদের উক্ত দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহারবশতঃ কেবলমাত্র কঙ্গুপ্রভৃতিতে অথবা দীর্ঘশূকমাত্রে 'যব' পদের শক্তিনিশ্চয় করা সম্ভবপর নহে—ইহাই 'যথা যবপদস্য' ইত্যাদি বাক্যের সমুদিত অর্থ প্রতীয়মান হইবে।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে—'যব' প্রভৃতি পদস্থলে প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলে শক্তিগ্রহ যখন উৎপন্ন হইতে পারে, তখন বাক্যশেষের শক্তিগ্রাহকত্ব অঙ্গীকার করা অযৌক্তিক হইবে না কেন? এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলে যেখানে শক্তিগ্রহ সম্ভব নহে, সেখানে বিবরণ হইতে অথবা প্রসিদ্ধ পদসান্নিধ্য হইতে শক্তিগ্রহ অঙ্গীকার করিলে ক্ষতি কি? এই জিজ্ঞাসার প্রকারান্তরে উত্তর দেওয়ার অনুকূলে, জগদীশ যেখানে প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা নাই অথবা বিবরণ বা প্রসিদ্ধ পদসান্নিধ্যরূপ উপায়ান্তরের সম্ভাবনাও নাই—এমন একটি স্থল আবিষ্কার করিবার জন্য "যবময়শ্চরুর্ভবতি" এই স্থলটি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিধায়ক শ্রুতি-বাক্যস্থলে যবপদার্থ ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট না হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে যেরূপ শক্তিগ্রহ সম্ভাবিত হইতে পারে না, তদ্রূপ 'যব' পদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ 'চরু' পদটির সান্নিধ্যপ্রযুক্তও দীর্ঘশূকবিশেষে 'যব'পদের শক্তিগ্রহ সম্ভব নহে। কারণ দীর্ঘশূকবিশেষ হইতে যেরূপ চরু উৎপন্ন হয়, কঙ্গু (ধান্যবিশেষ) হইতেও সেইরূপ চরু উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং সন্নিহিত 'চরু'পদ একমাত্র দীর্ঘশূকবিশেষরূপ অর্থে 'যব' পদের শক্তিগ্রাহক হইতে পারে না। 'বিবরণের সম্ভাবনা' এইস্থলে একেবারেই তিরোহিত। সুতরাং উপায়ান্তর না থাকায় উক্তস্থলে বাক্যশেষকেই শক্তিগ্রহের উপায় বলিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—বিষ্ণু, চন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে 'হরি' শব্দের ব্যবহারমূলে বিভিন্ন অর্থে যেরূপ 'হরি' পদের শক্তিগ্রহ স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ "যবময়শ্চরুর্ভবতি" —এই স্থলে প্রযুক্ত 'যব' পদটির দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহারমূলে 'হরি' শব্দের ন্যায় নানার্থক স্বীকৃত হইবে না কেন? দীর্ঘশূক হইতে যেরূপ চরুর নিষ্পত্তি হয়, তদ্রূপ কঙ্গু হইতেও চরুর নিষ্পত্তি হইতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন—'যব' পদের বিভিন্ন অর্থে নানা শক্তি কল্পনা করা ন্যায্য নহে। তাৎপর্য এই যে, পদবিশেষের একটি মাত্র অর্থে শক্তি কল্পনা করিয়া উক্ত শক্তিগ্রহমূলক পদার্থের উপস্থিতির মাধ্যমে শাব্দবোধ সম্ভাবিত হইলে, সেই পদের একটিই শক্তি লাঘবতঃ কল্পনা করা সমীচীন। সুতরাং দীর্ঘশূকবিশেষরূপ একটি অর্থে 'যব' পদের শক্তি কল্পনা করিলেই যখন অভীষ্ট অন্বয়বোধ এবং তজ্জনিত শিষ্টাচার প্রভৃতি সম্পন্ন হইতে পারে, তখন অনর্থক বিভিন্ন অর্থে 'যব' পদের নানাশক্তি কল্পনাবশতঃ গৌরব স্বীকার করা সমীচীন নহে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে—শিষ্টগণ দীর্ঘশূকবিশেষরূপ অর্থে যখন 'যব' পদের ব্যবহার করেন, তখন শিষ্টগণের ব্যবহাররূপ উপায় হইতেই 'যব' পদের দীর্ঘশূকবিশেষে শক্তির যথার্থ নিশ্চয় হইবে, সুতরাং 'যব' পদে অর্থসংশয়ের অবকাশ না থাকায় বাক্যশেষ 'যব' পদের শক্তিগ্রহের উপায় হইতে পারে না, এইজন্য জগদীশ, বাক্যশেষ হইতে

শক্তিগ্রহের উদাহরণরূপে "স্বারাজ্যকামোঽগ্নিষ্টোমেন যজেত" এই বিধি বাক্য প্রদর্শন করিয়া বাক্যশেষরূপে "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নম্" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

উক্তবিধি বাক্যের অন্তর্গত 'স্বারাজ্য' শব্দটির অর্থ পর্যালোচনা করিলে 'স্বঃ স্বর্গে রাজতে ইতি স্বরাট্'—(অর্থাৎ ইন্দ্র,) তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যম্—এই ব্যুৎপত্তিমূলে 'স্বারাজ্য' শব্দটির অর্থ হইবে ইন্দ্রত্ব। সুতরাং 'ইন্দ্রত্বলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ উক্ত ফলপ্রদ অগ্নিষ্টোম নামক যাগ অনুষ্ঠান করিবেন'—ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। 'বিধিশেষীভূতেভ্যঃ'—এই বাক্যটির 'বিধিপ্রযুক্ত আকাঙ্ক্ষার নিবর্তক বাক্য হইতে'—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এখানেও 'স্বারাজ্যকামো' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত 'স্বর্' প্রভৃতি পদের অর্থসন্দেহ উপস্থিত হইলে তাদৃশ শ্রুতিবাক্য 'স্বর্' পদঘটিত হওয়ায় উক্তশ্রুতি বাক্যার্থেরও যথাযথ নিশ্চয় হইতে পারে না। বিধিবাক্যার্থের নিশ্চয় ব্যতিরেকে অগ্নিষ্টোম যাগগোচর প্রবৃত্তিও সম্ভবপর নহে। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যার্থের যথার্থ নিশ্চয়ের অনুরোধে 'স্বর্' পদের শক্তিনিশ্চয় আবশ্যক। উপায় ব্যতিরেকে শক্তিনিশ্চয়ও সম্ভব নহে। সুতরাং উপায়ান্তরের সম্ভাবনা না থাকায় উক্ত বিধিবাক্য হইতে উত্থাপিত আকাঙ্ক্ষার নিবর্তক—'যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নম্' ইত্যাদি বাক্যশেষই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত স্বর্ পদের শক্তিগ্রাহকরূপে স্বীকৃত হইবে।

উক্ত শ্লোকটির পর্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, যে সুখ দুঃখের দ্বারা সম্ভিন্ন নহে, অর্থাৎ দুঃখসমানকালীন নহে, যে সুখ দুঃখের দ্বারা গ্রস্ত নহে, অর্থাৎ দুঃখের অবচ্ছেদক যে শরীর, তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, যে সুখ অনন্তর, অর্থাৎ দুঃখ প্রাগভাবের অসমানকালীন এবং যে সুখ অভিলাষোপনীত অর্থাৎ অন্যেচ্ছার অনধীন ভোগের বিষয় হইবে, এতাদৃশ অনির্বচনীয় সুখই 'স্বরাট্', 'স্বারাজ্য' প্রভৃতি বাক্যের অন্তর্গত 'স্বর্' পদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে। ইহার ফলে দুঃখাসমানকালীন অথচ দুঃখের অবচ্ছেদক শরীরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে—এবং দুঃখ প্রাগভাবের অসমানকালীন ও অপরের ইচ্ছার অনধীন—ভোগের বিষয় এবম্ভূত যে সুখ, তাহাই 'স্বর্' পদের শক্যার্থরূপে গণ্য হইবে॥ ২০ ॥

॥ শক্তি গ্রাহক বর্ণন সমাপ্ত ॥

मूलम्

ननु व्यवहारादनुमितेर्गवाद्यानयनधर्मिककार्यत्वस्यान्वयज्ञाने, पदानां प्रथमतः कारणत्वं साकाङ्क्षपदत्वावच्छेदेन गृहीतमुपस्थितत्वादतस्तदुपपत्तये शाब्दसामान्यं प्रत्यवश्यं कार्यतावाचिपदस्य, तत्साकाङ्क्षपदस्य वा हेतुत्वमुपेतव्यम्, तथा च कथं केवलकोषादितः शक्तिग्रहस्तस्य विध्यनाकाङ्क्षत्वेनार्थवादतया शाब्दबोधानार्जकत्वादिति प्राभाकराशङ्कां निरस्यति—

कार्यत्वस्यान्वयज्ञाने प्रागगृहीतापि हेतुता।
पदानामर्थवादेभ्यः पश्चाद्बोधादुपेक्ष्यते ॥ २१ ॥

অনুবাদ

ব্যবহার জ্ঞানের অনন্তর (অব্যুৎপন্ন বালকাদিকর্তৃক) অনুমিত যে গোপ্রভৃতিগত কর্মতার নিরূপক আনয়নধর্মিক কার্যত্বপ্রকারক অন্বয়বোধ, তাহার প্রতি জ্ঞায়মান গবাদিপদসমূহে যে প্রাথমিক কারণতা গৃহীত হয়, উক্ত কারণতা কার্যত্বসাকাঙ্ক্ষপদত্বাবচ্ছেদেই গৃহীত হইয়া থাকে, (যেহেতু কার্যতাসাকাঙ্ক্ষপদসমূহের) প্রাথমিক উপস্থিতি হইয়া থাকে। উক্ত কার্যকারণভাবের উপপত্তির জন্য অন্বয় বোধমাত্রের প্রতি কার্যতাবোধক পদের অথবা কার্যতা সাকাঙ্ক্ষ পদের কারণত্ব অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব কেবল কোষ প্রভৃতি হইতে কেমন করিয়া শক্তিগ্রহ উৎপন্ন হইবে? কোষ প্রভৃতি কার্যতাবোধক পদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ না হওয়ায় অর্থবাদরূপে গণ্য হইবে। সুতরাং (ঐ সকল বাক্য) শাব্দবোধের জনক হইতে পারে না—প্রাভাকর সম্প্রদায়ের এই আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন :—প্রথমতঃ কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ পদত্বাবচ্ছেদে কার্যত্ববিষয়ক অন্বয়বোধের প্রতি কারণতা গৃহীত হইলেও পরবর্তীকালে অর্থবাদবাক্য হইতে অন্বয়বোধ উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত হেতুতা উপেক্ষিত হইবে, অর্থাৎ স্বীকৃত হইবে না।

বিবৃতি

একবিংশতি সংখ্যক কারিকার অবতরণিকা প্রসঙ্গে 'ননু' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে প্রাভাকর মীমাংসকদের আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন। 'ব্যবহারাৎ'—এইস্থলে ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী বিভক্তি বিহিত হওয়ায় 'ব্যবহার উপলব্ধি করিয়া'—এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে।[১] তাৎপর্য এই যে, প্রযোজকবৃদ্ধকর্তৃক 'গো আনয়ন কর'—এইরূপ বাক্যপ্রয়োগের পরে প্রযোজ্য বৃদ্ধকর্তৃক গবানয়নরূপ কার্যটি সম্পন্ন হইলে পার্শ্বস্থ বালক তাহা উপলব্ধি করিয়া গবানয়নগোচর প্রবৃত্তিকে পক্ষরূপে গবায়নধর্মিক কার্যতা-জ্ঞানজন্যত্বকে সাধ্যরূপে তাদৃশ প্রবৃত্তিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া অনুমিতি করিয়া থাকে। এইভাবে কার্যতাজ্ঞানজন্যত্ব সাধন করিবার পর শ্রুত বৃদ্ধবাক্যকে তাদৃশ জ্ঞানের জনকত্ব-রূপে কল্পনা করে। উক্ত কার্যতার সহিত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত গবাদি পদের প্রাথমিক উপস্থিতি-বশতঃ কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ গবাদিপদত্বাবচ্ছেদে কার্যতাবিষয়ক অন্বয়বোধের জনকত্ব গৃহীত হয়। সুতরাং যে রূপ বৃদ্ধব্যবহারস্থলে বিধ্যর্থবোধক লোট্ বা বিধিলিঙের সহিত উচ্চারিত গবাদিপদ তাদৃশ কার্যতাগোচর অন্বয়বোধের জনক হইয়া থাকে, তদ্রূপ যেখানেই অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে, সেখানে বিধিলিঙ্ বা লোট্ প্রভৃতি বিধ্যর্থবোধক পদসাকাঙ্ক্ষ অপরাপর পদের উপস্থিতি অবশ্যই অপেক্ষিত হইবে। এই অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে —কার্যতাবোধক লিঙ্ প্রভৃতি পদ অথবা তাদৃশ লিঙ্ প্রভৃতি পদের সহোচ্চারিত পদসমূহ অন্বয়বোধমাত্রের প্রতি কারণ হইবে। সুতরাং পূর্বকথিতগুণে 'শুক্লাদয়ঃ পুংসি' ইত্যাদি কোষ বা উপমান প্রভৃতিস্থলে বিধ্যর্থের আকাঙ্ক্ষাশূন্য পদঘটিত ঐ সকল বাক্য অর্থবাদ-বাক্যে পর্যবসিত হওয়ায় অন্বয়বোধের জনক হইবে না।

প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মতে যে বাক্যটি বিধি সাকাঙ্ক্ষ নহে, সেই বাক্যটি বিশিষ্ট অন্বয়বোধের জনক নহে। সেই সকল অর্থবাদবাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ হইতে পদার্থ সমূহের উপস্থিতি এবং একপদার্থে অপর পদার্থের অসংসর্গের অগ্রহবশতঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ কার্য নির্বাহ হইয়া থাকে। অতএব কোষাদিবাক্য বিধিবোধক পদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ না হওয়ায় শক্তিগ্রহের উপায় হইতে পারে না। ঐ সকল অর্থবাদ বাক্য অন্বয় বোধের জনক নহে—অতএব কি করিয়া শক্তিগ্রহের উপযোগী হইবে? এইরূপ প্রভাকর সম্প্রদায়ের আশঙ্কার উত্তরে ন্যায়মত অবলম্বন করিয়া জগদীশ 'কার্যত্বস্যান্বয়জ্ঞানে'—এই কারিকার মাধ্যমে বিধ্যর্থপদের সহিত আকাঙ্ক্ষাশূন্য অর্থবাদ বাক্য হইতেও অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে —ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।

'কার্যত্বস্য' এখানে 'কার্যত্ব' পদটি কৃতিসাধ্যতার বোধক। 'অন্বয়জ্ঞানে' ইহার অর্থ সংসর্গবিশেষের মাধ্যমে এক পদার্থে অপর পদার্থ গোচর বোধে। এইরূপ অর্থ হইলেও

১। ব্যবহারাদিতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, তথা চ ব্যবহারং প্রতীত্যেত্যর্থঃ।
কৃষ্ণকান্তী টীকা

কিন্তু সাক্ষাৎ পরম্পরা সাধারণ কার্যত্ববিষয়তা নিরূপিত বিষয়তাশালী বোধরূপ অর্থেই উক্ত বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

একটু লক্ষ্য করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, 'ঘটমানয়' এই সকল বাক্য হইতে প্রাভাকর সম্প্রদায় অন্বয়বোধ স্বীকার করেন। উক্ত বাক্যের অর্থ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়—'ঘট' পদের অর্থ ঘট, 'অম্' পদের অর্থ কর্মত্ব, 'আঙ্+নী' ধাতুর অর্থ আনয়ন, 'হি' পদের অর্থ কার্যত্ব বা কৃতিসাধ্যত্ব। উক্ত কার্যত্ব আখ্যাতিক লোট্ 'হি' বিভক্তির অর্থ হওয়ায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধাত্বর্থ যে আনয়ন, তাহাতে অন্বিত হইবে। অতএব আনয়ন অংশে কার্যত্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (স্বরূপ সম্বন্ধে) বিশেষণ হওয়ায় আনয়নগত বিষয়তার সহিত কার্যত্ব বিষয়তার (প্রকারতার) সাক্ষাৎ নিরূপ্য নিরূপক ভাব থাকিবে। 'ঘট' পদার্থ যে ঘট, 'অম্' পদার্থ যে কর্মত্ব, ইহাদের অন্যতরে কার্যত্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষণ না হওয়ায় উক্ত ঘটাদিবিষয়তার সহিত কার্যত্ব বিষয়তার সাক্ষাৎ নিরূপ্য-নিরূপকভাব থাকা সম্ভবপর নহে। অথচ কার্যত্বগোচর অন্বয়বোধে ঘট বা কর্মত্ব বিষয় হইয়া থাকে। এই জন্য সাক্ষাৎ পরম্পরা সাধারণ নিরূপ্য-নিরূপক ভাবাপন্ন কার্যত্ববিষয়তা নিরূপিত বিষয়তাশালি অন্বয়বোধ সামান্যের প্রতি কার্যতাবোধক পদসাকাঙ্ক্ষ জ্ঞায়মান পদত্ব পুরস্কারে কারণতা কল্পনা করা হইয়াছে। গদাধর ভট্টাচার্য প্রাভাকার মত অবলম্বন করিয়া তাদৃশ অন্বয়-বোধরূপ যে কার্য তদনুকূল শক্তি 'গো' প্রভৃতি পদে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই প্রাভাকর মতের প্রতিবাদে জগদীশ বলিতেছেন—প্রথমতঃ, অর্থাৎ প্রযোজ্য প্রযোজক বৃদ্ধব্যবহারকালে কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ পদত্বপুরস্কারে সাক্ষাৎ পরম্পরা সাধারণ কার্যত্ববিষয়ক অন্বয়বোধ অঙ্গীকৃত হইলেও লট্, লিঙ্ প্রভৃতি কার্যতাবোধক পদের সহিত নিরাকাঙ্ক্ষ "কাঞ্চ্যাং ত্রিভুবনত্রিলোকভূপতিঃ", 'গুণে শুক্লাদয়ঃ পুংসি' এই সকল অর্থবাদ বাক্য হইতেও পরবর্তীকালে যেহেতু অন্বয়বোধ উৎপন্ন হয়, অতএব অন্বয়বোধমাত্রের প্রতি কার্যতা সাকাঙ্ক্ষ পদত্বপুরস্কারে প্রাভাকর সম্প্রদায় যে কার্যকারণভাব স্বীকার করেন, তাহা নৈয়ায়িক সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে।

मूलम्

साकाङ्क्षपदत्वावच्छेदेन कार्यताधीजनकत्वं पूर्वगृहीतमप्युत्तरकाल-मर्थवादेभ्यः शाब्दबोधानुरोधादुपेक्ष्यते। पूर्वगृहीतस्यापरिहार्यत्वानियमात्, प्रतिविम्बिते वस्तुनि व्यभिचारात्, न वोपस्थितधर्मावच्छेदेनैव जनकत्वस्य ग्रहनियमः, पटजनकं देयद्रव्यमित्यादौ तत्सामानाधिकरण्येनापि ग्रहात्, अन्यथाऽन्यथाख्यात्यापत्तेस्तत्रैव दुर्वारतापत्तेः। न च कार्यतासाकाङ्क्ष-पदान्तर्भावेनैव शब्दानामन्वयानुभवहेतुत्वस्य कॢप्तत्वादर्थवादस्थले न

शाब्दधीः, परन्त्वसंसर्गाग्रहमात्रमाकाङ्क्षान्तरकल्पने गौरवादिति वाच्यं, कार्यतानिराकाङ्क्षपदान्तर्भावेनैव शाब्दधीहेतुत्वस्य कल्पनया विधिस्थले न शाब्दधीरित्यस्यापि सुवचत्वात्, उभयत्राप्यन्वयमतेरानुभविकत्वेनैकशेषस्य दुष्करत्वादिति दिक् ॥ २१ ॥

অনুবাদ

কার্যতাসাকাঙ্ক্ষপদত্বাবচ্ছেদে কার্যত্বগোচর অন্বয়বোধের জনকত্ব পূর্বে গৃহীত হইলেও পরবর্তীকালে অর্থবাদ বাক্য হইতে অন্বয়বোধের অনুরোধে উহা উপেক্ষিত হইবে। পূর্বে কোনও পদার্থ গৃহীত হইলেই (উত্তরকালে যে তাহা) অপরিহার্য হইবে, এইরূপ নিয়ম স্বীকৃত হইতে পারে না, কারণ প্রতিবিম্বিত (আরোপিত) বস্তু স্থলে ইহার ব্যভিচার অনুভূত হইয়া থাকে। উপস্থিত ধর্মাবচ্ছেদে কারণত্বগ্রহ উৎপন্ন হইবে এইরূপ নিয়ম সঙ্গত নহে, কারণ 'দানের যোগ্য দ্রব্যটি পটের জনক' এই সকল স্থলে তাদৃশ দ্রব্যত্বসামানাধিকরণ্যে জনকত্বগ্রহ হইয়া থাকে। (এখানেও যদি) দানযোগ্যদ্রব্যত্বাবচ্ছেদে পটজনকত্বের জ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উক্ত জ্ঞানের ভ্রমত্বাপত্তি নিবারণ করা দুষ্কর। যদি বলা যায়—কার্যতাসাকাঙ্ক্ষপদকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াই শাব্দসমূহে অন্বয়বোধের জনকত্ব প্রসিদ্ধ থাকায় অর্থবাদস্থলে শাব্দবোধ (উৎপন্ন) হইবে না, কিন্তু (অর্থবাদস্থলে উপস্থিত পদার্থসমূহের) অসংসর্গের অগ্রহমাত্র (কল্পিত হইবে), তাহা হইলে তাদৃশ স্থলে কার্যতানিরাকাঙ্ক্ষপদকে অন্তর্ভাব করিয়া অন্বয়বোধের কারণরূপে আকাঙ্ক্ষান্তর কল্পনা করিলে গৌরব হইবে—প্রাভাকর সম্প্রদায়ের এই যে আশঙ্কা, তাহার উত্তরে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় বলেন—(আমরা ও বলিতে পারি) কার্যতানিরাকাঙ্ক্ষপদসমূহকে অন্তর্ভাব করিয়াই অন্বয়বোধের কারণতা কল্পিত হইবে। (অগ্নিষ্টোমেন যজেত' ইত্যাদি) বিধিবাক্যস্থলে শাব্দবোধ উৎপন্ন হইবে না। (কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ এবং কার্যতানিরাকাঙ্ক্ষ) এই উভয়স্থলেই অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় উভয়ের একটি হইবে, অপরটি হইবে না—ইহা বলা দুষ্কর।

বিবৃতি

'কার্যত্বস্যান্বয়জ্ঞানে' ইত্যাদি কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জগদীশ বলিয়াছেন—অর্থবাদবাক্য হইতে যেহেতু অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ, অতএব স্থলবিশেষে কার্যতাসাকাঙ্ক্ষপদত্বাবচ্ছেদে কার্যতাগোচর অন্বয়বোধের জনকত্ব প্রাথমিক স্তরে গৃহীত হইলেও পরবর্তী-

কালে তাহা উপেক্ষিত হইবে। এই প্রসঙ্গে 'কার্যত্বসাকাঙ্ক্ষং পদং কার্যত্ববিষয়কান্বয়বোধজনকম্' অর্থাৎ কার্যতাবোধক পদের সহিত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত জ্ঞায়মান পদ (সমূহ), কার্যতাবিষয়ক অন্বয়বোধের কারণ—এইরূপ কল্পিত কার্যকারণভাবের বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা একটু অবহিত হইলেই বুঝিতে পারি—কোনও একটি বিশেষ্যপদার্থে সম্বন্ধবিশেষে কোন একটি পদার্থকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উক্তজ্ঞান দুইভাগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—(১) ধর্মিতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অথবা (২) ধর্মিতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে। গ্রন্থকারের মতে যেখানে অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, উক্ত জ্ঞানে ভাসমান সংসর্গাংশে ধর্মিতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত ধর্মটির অবচ্ছেদ্যত্ব সংসর্গমর্যাদায় ভাসমান হইবে। সুতরাং কার্যতাসাকাঙ্ক্ষপদত্বাবচ্ছেদ্যত্বজনকত্বগতপ্রকারতার নিয়ামক স্বরূপসম্বন্ধে সংসর্গমর্যাদায় ভাসমান হইবে। ফলে উক্ত জ্ঞানটি কার্যতাসাকাঙ্ক্ষপদত্বের দ্বারা অবচ্ছেদ্য স্বরূপসম্বন্ধে তাদৃশ জনকত্ব প্রকার হইবে। উক্ত বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের অবচ্ছেদ্যত্বও স্বব্যাপক জনকত্বপ্রতিযোগিকত্বস্বরূপ বুঝিতে হইবে। 'স্ব' পদের দ্বারা ধর্মিতাবচ্ছেদক গৃহীত হইবে।

যেখানেই অবচ্ছেদাবচ্ছেদে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, সেখানেই প্রকারতার ঘটক সংসর্গ ধর্মিতাবচ্ছেদকব্যাপকবিশেষণপ্রতিযোগিক হইবে। প্রকৃত স্থলে যে পদবিশেষ্যকজনকত্বপ্রকারক জ্ঞানটি উপদর্শিত হইয়াছে, উক্ত জ্ঞানে কার্যতাসাকাঙ্ক্ষপদত্বরূপ যে ধর্মিতাবচ্ছেদক, তাহার ব্যাপকত্ব কার্যতাবিষয়ক অন্বয়বোধজনকত্বে আছে। আবার ঐ জনকত্ব স্বরূপসম্বন্ধের প্রতিযোগী হইয়াছে। সুতরাং কার্যতা সাকাঙ্ক্ষপদত্বরূপ যে ধর্মিতাবচ্ছেদক তদ্ব্যাপক কার্যতাধীজনকত্ব প্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধবিষয়ক হওয়ায় উক্ত জ্ঞানকে ধর্মিতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদ্যত্ব সংসর্গাবগাহী জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। ধর্মিতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে যে 'ভূতলং ঘটবৎ' এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখানে কিন্তু ঘটগত প্রকারতার নিয়ামক সংযোগরূপ সংসর্গাংশে ভূতলত্বাবচ্ছেদ্যত্ব সংসর্গমর্যাদায় ভাসমান হয় না পরন্তু শুদ্ধসংযোগত্বপুরস্কারে সংযোগ উক্ত জ্ঞানে সংসর্গমর্যাদায় ভাসমান হইয়া থাকে।

প্রাভাকর সম্প্রদায় এই আশয় গ্রহণ করিয়াই সাকাঙ্ক্ষপদত্বাবচ্ছেদে কার্যতাধীজনকত্বের জ্ঞান সর্বত্র স্বীকার করেন। জগদীশ বলিতেছেন—ব্যবহারাধীন শক্তিগ্রহস্থলে প্রথমে সাকাঙ্ক্ষ-পদত্বাবচ্ছেদে তাদৃশ অন্বয়বোধজনকত্ব গৃহীত হইলেও ইহা সার্বত্রিক নহে। সুতরাং কেবল কোষ হইতে অথবা বাক্যশেষ প্রভৃতি হইতে শক্তিগ্রহস্থলে কার্যতাসাকাঙ্ক্ষপদত্বাবচ্ছেদে যে কার্যতাধীজনকত্ব গৃহীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি অর্থবাদ বাক্য হইতে অন্বয়বোধ স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে 'সন্ধ্যামুপাসতে যে তু' ইত্যাদি অর্থবাদ বাক্য হইতে সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্যের ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরূপ ফল প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

নৈয়ায়িকের এই বক্তব্যের উত্তরে যদি প্রাভাকর সম্প্রদায় বলেন—যাহা পূর্বে একবার গৃহীত হইয়াছে, তাহা উত্তরকালে পরিহার্য হইতে পারে না, ইহাই নিয়ম, অর্থাৎ ব্যাপ্তি,

ইহার প্রতিবাদে জগদীশ বলিতেছেন যে ঐরূপ ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না। বস্তু-বিশেষ আশ্রয়বিশেষে পূর্বে গৃহীত হইলেও পরে পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলিতেছেন—কোনও একটি দর্পণে নির্মলতারূপ দোষ প্রযুক্ত মুখের প্রতিবিম্বপাত হয়। ঐ প্রতিবিম্বিত মুখ তৎকালপর্যন্তই দর্পণে গৃহীত হইয়া থাকে, যে সময় পর্যন্ত অব্যবধানে দর্পণ মুখের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত থাকে। পরন্তু দর্পণ অপসারিত হইলে ব্যবহিত উক্ত দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ কখনও দৃষ্ট হয় না। অনুরূপভাবে জবাকুসুমের সান্নিধ্যে জবাকুসুমস্থিত রক্তিম রূপ স্ফটিকে অনুভূত হইলেও মূল জবাকুসুমের অসন্নিধানে পূর্বগৃহীত রক্তিমা স্ফটিকে গৃহীত হয় না। সুতরাং আশ্রয়বিশেষে কোনও বস্তুবিশেষ গৃহীত হইলেই যে তাদৃশ আশ্রয়গত ধর্মাবচ্ছেদে অপরিহার্যরূপে গৃহীত হইবে—এই নিয়মের দর্পণে বা স্ফটিকে ব্যভিচার হওয়ায় আশ্রয়বিশেষে গৃহীত বস্তুর অপরিহার্যত্বের নিয়ম স্বীকার করা সম্ভব নহে। এইভাবে প্রতিবিম্বিত বস্তুতে ব্যভিচার হওয়ার ফলে প্রতিবিম্বরূপে পূর্ব গৃহীত বস্তুর অপরিহার্যতার নিয়মটি বাধিত হইল। পূর্বে যে প্রতি-বিম্বিত বস্তুকে পক্ষ করিয়া অপরিহার্যত্বকে[১] সাধ্য করা হইয়াছে উক্ত সাধ্যটি অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় ব্যভিচারের লক্ষণটি হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণা-ভাব প্রতিযোগিত্বরূপ অথবা প্রতিযোগিব্যধিকরণসাধ্যাভাববদ্ বৃত্তিত্বরূপ স্বীকৃত হইবে। ফলে 'যদ্যৎ পূর্বগৃহীতং তত্তৎ পরিহার্যম্' এইভাবে গৃহীত ব্যাপ্তির বিরোধী ব্যভিচার প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবঘটিত হওয়ায় তদ্ঘটিত ব্যভিচার উক্তস্থলে সম্ভবপর নহে। যদি অপরিহার্যত্ব সাধ্যটি অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবঘটিত ব্যভিচার স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' এই স্থলীয় এতদ্বৃক্ষত্ব হেতুটি মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাববদ্বৃত্তি হওয়ায় উক্ত এতদ্বৃক্ষত্ব হেতুও কপিসংযোগরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অতএব অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবঘটিত ব্যভিচার অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ ব্যভিচার পূর্বোক্ত অপরিহার্যত্বরূপ সাধ্যের সাধক পূর্বগৃহীতত্বে না থাকায় শঙ্কিত নিয়মভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিবে না। কোনও বিশেষ্য পদার্থে কোনও একটি বিশেষণ গৃহীত হইলে উক্ত বিশেষণ পদার্থটি যে বিশেষ্যগত সামান্যধর্মাবচ্ছেদে গৃহীত হইবে এইরূপ নিয়মও স্বীকৃত হইতে পারে না। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য জগদীশ "ন বোপস্থিতধর্মাবচ্ছে-দেনৈব" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, উপস্থিত ধর্মাবচ্ছেদে জনকত্বগ্রহ (নিয়ত না হওয়ায় স্থলবিশেষে কার্যতাসাকাঙ্ক্ষপদে তাদৃশপদত্বাবচ্ছেদে কার্যতাবিষয়কবোধের জনকত্ব গৃহীত হইলেও অর্থবাদস্থলে শাব্দবোধের জনকত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। 'জ্যোতিষ্টোমেন যজেত' ইত্যাদি স্থলে যখন কার্যতাসাকাঙ্ক্ষপদত্বাব-চ্ছেদে কার্যতাগোচর অন্বয়বোধের জনকত্ব গৃহীত) হয়, তখন সর্বত্রই কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ-

১। অপরিহার্যত্ব পদার্থটিকে শেষ পর্যন্ত অপ্রামাণ্য জ্ঞানবিষয়ত্বই বলিতে হইবে। জ্ঞান অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ হওয়ায় যথার্থজ্ঞানবিষয়ত্বও অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে।

পদত্বাবচ্ছেদে অন্বয়বোধের হেতুতা গৃহীত হইবে না কেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলেন, কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ হইলেও সর্বত্র যাগাদিপদস্থলে তাদৃশকারণতাগ্রহ স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ "পটজনকং দেয়দ্রব্যম্" (দান যোগ্য দ্রব্যটি পটরূপ কার্যের জনক) এইরূপ কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ পদস্থলেও দ্রব্যত্বসামানাধিকরণ্যে পটজনকত্বের যথার্থ জ্ঞান সর্বমত সিদ্ধ হওয়ায় কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ পদত্বাবচ্ছেদে কার্যতা বোধজনকত্বের জ্ঞান হইবে— এইরূপ নিয়ম স্বীকৃত হইতে পারে। এখানে 'দেয়' পদটির দ্রব্যের বিশেষণরূপে উল্লেখ করিয়া দ্রব্যত্ব সামানাধিকরণ্যের সূচনা করা হইয়াছে। যদি উক্ত বাক্যস্থলে দ্রব্যত্বাবচ্ছেদে পটজনকত্বের জ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উক্ত বাক্যজনিত অন্বয়বোধের যথার্থ রক্ষিত হইতে পারে না। কারণ দ্রব্যত্বাবচ্ছেদে অর্থাৎ দ্রব্য মাত্রে পটজনকত্ব থাকে না। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞান ভ্রান্তিরূপে পর্যবসিত হইবে। অতএব তাদৃশ বাক্যজনিত অন্বয়বোধের প্রমাত্বের অনুরোধে দ্রব্যত্বসামানাধিকরণ্যে পটজনকত্বের অন্বয়বোধ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই জগদীশ 'অন্যথা'—ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

'ন চ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে জগদীশ প্রাভাকর সম্প্রদায়ের একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ পদসমূহ যে বাক্যের অন্তর্গত থাকিবে, তাদৃশ বিধিবাক্যস্থলে কার্যতা সাকাঙ্ক্ষপদসমূহের অন্বয়বোধের জনকতা যখন উভয়বাদিসিদ্ধ তখন 'অর্থবাদবাক্য অন্বয়বোধের জনক নয়'—প্রাভাকর সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্তের উপর যদি নৈয়ায়িক পক্ষ আশঙ্কা করেন—বিধিবাক্যস্থলে কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ পদত্বাবচ্ছেদে কার্যতাবোধজনকত্ব আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু অর্থবাদবাক্যে অন্বয়বোধের জনকত্ব স্বীকার না করিলে বিধিবাক্য হইতে উত্থাপিত যে আকাঙ্ক্ষা তাহার নিবৃত্তি কিরূপে সম্ভবপর হইবে। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের এই আশঙ্কার উত্তরে প্রাভাকর সম্প্রদায় বলেন— অর্থবাদ বাক্য হইতে অন্বয়বোধ স্বীকৃত না হইলেও অর্থবাদ বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদার্থ বিশেষ্যবিশেষণভাবে উপস্থিতি এবং উপস্থিত পদার্থসমূহের যে অসংসর্গের অগ্রহ অর্থাৎ বাধনিশ্চয়ের অভাব তাহা হইতে অর্থবাদ বাক্যের উত্থাপক আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং অর্থবাদ বাক্যের অন্বয়বোধ জনকত্ব স্বীকৃত নহে। প্রাভাকর সম্প্রদায়ের এই বক্তব্যে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় প্রতিবন্দিমুখে উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, প্রাভাকর সম্প্রদায় যেরূপ বলিতেছেন—বিধিবাক্যস্থলেই কার্যতাসাকাঙ্ক্ষ পদসমূহ অন্বয়বোধের জনক হইবে এবং অর্থবাদস্থলে বাধনিশ্চয়ের অভাব কালীন বাক্যের অন্তর্গত পদার্থসমূহের ধর্মধর্মিভাবের অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবে উপস্থিতি মাত্র হইতে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে তদ্রূপ আমরাও বলিতে পারি, 'সন্ধ্যামুপাসতে যে তু' ইত্যাদি কার্যতা নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থবাদবাক্যের নিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্ন বিষয়তা শালিবিশিষ্ট শাব্দবোধের জনকত্ব কল্পনা করা হইবে, বিধিবাক্যস্থলে কিন্তু কার্যতা সাকাঙ্ক্ষ পদ হইতে অন্বয়বোধ স্বীকার করা হইবে না। আমাদের মতে কিন্তু যেরূপ বিধিবাক্য হইতে অন্বয়বোধের উৎপত্তি হয় অনুরূপভাবে অর্থবাদবাক্য হইতেও শাব্দবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত উভয়বিধ বাক্যের একটি শাব্দবোধের জনক হইবে না, অপরটি শাব্দবোধের জনক

হইবে—এইরূপ একশেষ অর্থাৎ বিশেষ বলা সম্ভবপর নহে। কারণ বিধিবাক্য জনিত অন্বয়বোধের পরে বা অর্থবাদ জনিত অর্থবোধের পরে যে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয় তদ্‌গত কোনরূপ বৈলক্ষণ্য অনুভবসিদ্ধ নহে। এই অভিপ্রায়েই 'কার্যতানিরাকাঙ্ক্ষপদান্ত-র্ভাবেনৈব'—ইত্যাদি হইতে 'দুষ্করত্বাৎ' পর্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

॥ প্রাভাকরমতখণ্ডন সমাপ্ত ॥

रूढनाम्नि पारिभाषिक्यौपाधिकीसंज्ञा-निरूपणम्

मूलम्

पारिभाषिकीमौपाधिकीञ्च संज्ञां क्रमेण लक्षयति—

उभयावृत्तिधर्मेण, संज्ञा स्यात् पारिभाषिकी ।
औपाधिकी त्वनुगतोपाधिना या प्रवर्तते ॥ २२ ॥

অনুবাদ

উদ্দেশক্রমে পরিভাষিকী এবং ঔপাধিকী সংজ্ঞার লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন উভয়ে অবর্তমান যে ধর্ম, তৎপুরস্কারে সংকেত বিশিষ্ট যে নাম, তাহাকে পারিভাষিকী সংজ্ঞা এবং অনুগত ধর্মপুরস্কারে সংকেতবিশিষ্ট যে নাম তাহাকে ঔপাধিকী সংজ্ঞা বলা হয়।

বিবৃতি

"রূঢ়ং সঙ্কেতবন্নাম" ইত্যাদি ১৭ সংখ্যক কারিকায় নৈমিত্তিক, পারিভাষিক এবং ঔপাধিক—এই তিনপ্রকার রূঢ় অর্থাৎ সংজ্ঞা শব্দের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। "জাত্যবচ্ছিন্ন সঙ্কেত" ইত্যাদি ১৯ সংখ্যক কারিকার মাধ্যমে নৈমিত্তিক সংজ্ঞার নিরূপণ করা হইয়াছে। অতঃপর অবসরক্রমে পারিভাষিক ঔপাধিক সংজ্ঞাশব্দের লক্ষণ করিবার জন্য "উভয়াবৃত্তিধর্মেণ" ইত্যাদি কারিকা উপস্থাপিত করিতেছেন। গ্রন্থলাঘবের জন্য একটি কারিকার মাধ্যমে পারিভাষিক ও ঔপাধিক এই দ্বিবিধ সংজ্ঞা শব্দের লক্ষণ বলিতেছেন। উক্ত কারিকার প্রথমার্ধের দ্বারা পারিভাষিক সংজ্ঞা এবং দ্বিতীয়ার্ধের দ্বারা ঔপাধিক সংজ্ঞার লক্ষণ বলা হইয়াছে। 'উভয়াবৃত্তিধর্মেণ'—এখানে ধর্মাংশে যে উভয়াবৃত্তিত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, উক্ত উভয়াবৃত্তিত্ব একব্যক্তিমাত্রবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ একটি মাত্র ব্যক্তিতে বর্তমানত্ব বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ 'আকাশ', 'ডিত্থ' প্রভৃতি শব্দের স্থলে আকাশগত শব্দাশ্রয়ত্বরূপ আকাশত্ব ধর্মটি এবং কাষ্ঠময় হস্তীরূপ যে ডিত্থ পদার্থ, তদ্গত তদ্ব্যক্তিত্বরূপ ধর্ম প্রভৃতি গৃহীত হইবে। ইহার ফলে আকাশত্ব পুরস্কারে সঙ্কেতিত যে আকাশপদ, এবং কাষ্ঠময় হস্তীতে বর্তমান তদ্ব্যক্তিত্ব পুরস্কারে সঙ্কেতিত যে ডিত্থ পদ, উক্তপদসমূহ পারিভাষিক সংজ্ঞা নামে পরিচিত হইবে।

'ভূত', 'দ্যূত' প্রভৃতি শব্দস্থলে ভূতত্ব, দ্যূতত্ব প্রভৃতি অনুগত উপাধি অর্থাৎ অনুগত ধর্ম পুরস্কারে পঞ্চভূতরূপ অর্থে 'ভূত' শব্দ এবং ক্রীড়াবিশেষ রূপ অর্থে 'দ্যূত' শব্দ সঙ্কেত বিশিষ্ট হওয়ায় ঐ সকল পদ পারিভাষিক সংজ্ঞা নামে প্রতীয়মান হইবে। এই অভিপ্রায়েই শ্লোকের শেষার্ধে "অনুগত ধর্ম পুরস্কারে যে সংজ্ঞা প্রবৃত্ত হইবে"—ইহা বলা হইয়াছে। 'প্রবৃত্তি' শব্দটি এখানে শক্তিরই বোধক বুঝিতে হইবে। অন্যান্য বিশদ আলোচনা বিবরণের বিবৃতি প্রসঙ্গে করা হইবে।

मूलम्

उभयावृत्तिधर्मावच्छिन्नसङ्केतवती संज्ञा पारिभाषिकी, यथाऽकाश-डित्थादि, सा हि द्वितयावृत्तिधर्मेणैव शब्दादिना रूपेण तदाश्रयमभिधत्ते; न चाकाशादिपदस्य गगनादौ निरवच्छिन्नैव शक्तिः, पटादिपदस्यापि पटादौ तादृशशक्त्यापत्तेः, पटे शक्तमपि पटपदं न पटत्वावच्छिन्नशक्तिम-दित्यादिग्रहोत्तरं ततः पटत्वविशिष्टस्याननुभवादवश्यं तच्छक्तिरवच्छिन्नेति चेत्, शब्दवत्त्वावच्छिन्नशक्तिमदित्येवं गृहदशायामाकाशादिपदात् न शब्द-वत्त्वेन गगनस्य प्रतीतिरतस्तस्यापि शब्दवत्त्वावच्छिन्नैव तत्र शक्तिरिति विभाव्यताम् ॥

অনুবাদ

উভয় পদার্থে (অর্থাৎ একাধিক পদার্থে) বর্তমান নহে, এইরূপ কোনও ধর্মবিশিষ্টে সঙ্কেতবিশিষ্ট যে নাম, তাহাকে পারিভাষিক সংজ্ঞা শব্দ বুঝিতে হইবে। ইহার উদাহরণ আকাশ এবং ডিত্থ প্রভৃতি শব্দ। ঐ সকল সংজ্ঞা শব্দ উভয়ে অবর্তমান শব্দ প্রভৃতি ধর্মপুরস্কারে শব্দাশ্রয় প্রভৃতি পদার্থের বাচক হইয়া থাকে। (আশঙ্কা হইতে পারে) আকাশ প্রভৃতি পদের গগন প্রভৃতি অর্থে নিরবচ্ছিন্ন শক্তি কল্পিত হইবে (না কেন ? এই আশঙ্কা সমীচীন নহে, কারণ আকাশ পদের নিরবচ্ছিন্ন শক্তি কল্পিত হইলে)। 'ঘট', 'পট' প্রভৃতি শব্দেরও 'ঘট', 'পট' প্রভৃতি অর্থে নিরবচ্ছিন্ন শক্তি কল্পিত হইতে পারে। (যদি বলা হয়) পটরূপ অর্থে শক্তিবিশিষ্ট 'পট' পদ, পটত্ববিশিষ্টে শক্তিমান্ নহে এইরূপ জ্ঞানের পরে পটত্ব-বিশিষ্টবিষয়ক অনুভব উৎপন্ন হয় না, অতএব পটপদের পটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি অবশ্য কল্পনা করিতে হইবে—(এই উক্তিও সমীচীন নহে, কারণ) শব্দাশ্রয়ে শক্তিবিশিষ্ট

'আকাশ' পদ শব্দাশ্রয়ত্ববিশিষ্টে শক্তিবিশিষ্ট নহে এইরূপ জ্ঞান থাকা কালে 'আকাশ' প্রভৃতি পদ হইতে শব্দাশ্রয়ত্বপুরস্কারে গগন বিষয়ক প্রতীতি না হওয়ায় আকাশপদেরও শব্দাশ্রয়ত্ববিশিষ্ট গগনে শক্তি কল্পনা সমীচীন—এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

বিবৃতি

'উভয়াবৃত্তিধর্মেণ' ইত্যাদি কারিকার পূর্বার্ধের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পারিভাষিক সংজ্ঞার লক্ষণ নির্দেশ করিয়া লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য 'উভয়াবৃত্তি ধর্মাবচ্ছিন্ন' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করা হইয়াছে। এখানে ধর্মাংশে যে 'উভয়াবৃত্তিত্ব' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, 'এই উভয়াবৃত্তিত্ব' পদার্থটির পর্যালোচনা করিতে হইবে।

যদি উভয়ে, অর্থাৎ দ্বিত্ব সংখ্যার আশ্রয়ে অবৃত্তি ধর্মকে উভয়াবৃত্তি ধর্ম বলা হয়, তাহা হইলে আকাশত্ব বা তদ্ব্যক্তিত্ব—ইহাদের কোনটিই উভয়াবৃত্তি ধর্ম হইতে পারে না, কারণ আকাশ অথবা কাষ্ঠময় হস্তীরূপ তদ্ব্যক্তি—ইহারাও ঘট এবং আকাশগত, ঘট এবং কাষ্ঠময় হস্তীগত দ্বিত্বের আশ্রয় হইয়া থাকে। যদি উভয়াবৃত্তিত্বের ঘটক উভয়ত্বকে একবিশিষ্টাপরত্ব বলা হয়, তাহা হইলেও সম্বন্ধ বিশেষে তাদৃশ উভয়ত্ব আকাশ প্রভৃতিতেও বিদ্যমান থাকায় আকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম উভয়বৃত্তি হইতে পারে না। একমাত্রবৃত্তিত্বকেও উভয়াবৃত্তিত্ব বলার উপায় নাই, কারণ 'একেতরাবৃত্তিত্বে সতি একবৃত্তিত্ব' রূপ 'মাত্র' পদার্থ অপ্রসিদ্ধ হইবে—কারণ একত্ব সংখ্যাটি কেবলান্বয়ী হওয়ায় 'একেতরত্ব' অপ্রসিদ্ধ হইবে। অতএব 'উভয়াবৃত্তিত্ব' শব্দের যথাশ্রুত কোনও অর্থ নির্দোষ না হওয়ায় পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বপ্রতিযোগিবৃত্তিত্ব ও স্বানুযোগিবৃত্তিত্ব—এই উভয় সম্বন্ধে ভেদ বিশিষ্ট যে ধর্ম, তদ্-ভিন্নত্বকেই উভয়াবৃত্তিত্ব বলিতে হইবে। সুতরাং উক্ত উভয় সম্বন্ধে ভেদবিশিষ্ট নহে—এইরূপ ধর্মই উভয়াবৃত্তি ধর্ম হইবে। "আকাশ" পদস্থলে আকাশত্ব ধর্মটি 'আকাশং ন'—এইরূপ ভেদের প্রতিযোগী আকাশে বৃত্তি হইলেও অনুযোগীতে (ঘটাদিতে) বৃত্তি না হওয়ায় তাদৃশ উভয় সম্বন্ধে ভেদবিশিষ্টান্য হইয়াছে। ঘটত্ব প্রভৃতি ধর্ম 'নীলঘটো ন'—এই ভেদের প্রতিযোগী নীলঘট এবং অনুযোগী পীতঘট—এতদুভয়ে বৃত্তি হওয়ায় তাদৃশ ভেদ বিশিষ্ট হইয়াছে। অতএব ঘটত্বপ্রভৃতিধর্ম উভয়াবৃত্তি ধর্ম নহে।

এইরূপ উভয়াবৃত্তিধর্মবিশিষ্টে সঙ্কেতবিশিষ্ট যে নাম, তাহাই পারিভাষিক সংজ্ঞা নামে অভিহিত হইবে। উক্ত পারিভাষিক সংজ্ঞা শব্দের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য "যথাঽকাশডিত্থাদিঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। 'আকাশ' পদস্থলে শব্দাশ্রয়ত্বরূপ আকাশত্ব ধর্মটি উভয়াবৃত্তিধর্মরূপে গৃহীত হওয়ায় তদ্বিশিষ্ট আকাশরূপ অর্থে 'আকাশ' পদটি সঙ্কেতবিশিষ্ট হইয়াছে। অতএব আকাশপদস্বরূপ সংজ্ঞা শব্দটি পারিভাষিক শব্দ নামে অভিহিত হইবে।

সঙ্কেত ও লক্ষণাভেদে পদ ও পদার্থের বৃত্তি যেরূপ দ্বিবিধ স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ নিত্য এবং অনিত্য ভেদে সঙ্কেতও দ্বিবিধ স্বীকৃত হইয়াছে। আজানিক সঙ্কেতকে বলা হয় নিত্যসঙ্কেত এবং আধুনিক সঙ্কেতকে বলা হয় অনিত্যসঙ্কেত। পারিভাষিক 'আকাশ' পদের নিত্য সঙ্কেত গৃহীত হওয়ায় পারিভাষিক সংজ্ঞা শব্দগত অনিত্য সঙ্কেত প্রদর্শন করিবার জন্য 'আকাশ' পদ উল্লিখিত হওয়ার পর 'ডিত্থ' পদটি উল্লিখিত হইয়াছে। 'ডিত্থ' শব্দটির কাষ্ঠময় হস্তীরূপ অর্থে তদ্‌গত তদ্‌ব্যক্তিত্বরূপ উভয়াবৃত্তিধর্মপুরস্কারে আধুনিক সঙ্কেত গৃহীত হওয়ায় উক্ত সঙ্কেত বিশিষ্ট ডিত্থ পদটি পারিভাষিক সংজ্ঞা শব্দ বুঝিতে হইবে—'সা হি' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা জগদীশ এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। "সা হি" এখানে তৎপদের দ্বারা আকাশ ও ডিত্থ প্রভৃতি পারিভাষিক সংজ্ঞা গৃহীত হইবে। জগদীশ কথিত 'দ্বিতয়াবৃত্তিধর্ম' শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত উভয়াবৃত্তি ধর্মই গৃহীত হইবে। 'শব্দাদিনা'—এই আদি পদের দ্বারা ডিত্থাদি পদার্থগত তদ্‌ব্যক্তিত্বরূপ ধর্মকে গ্রহণ করিতে হইবে। অভিপ্রেত 'আকাশ' পদকে লক্ষ্য করিয়া শব্দরূপ ধর্মটির উল্লেখ করিয়াছেন। এবং আদি পদের দ্বারা ডিত্থ প্রভৃতি পদার্থগত তত্তদ্‌ব্যক্তিত্বরূপ উভয়াবৃত্তিধর্ম গৃহীত হইয়াছে। 'তদাশ্রয়মভিধত্তে' অর্থাৎ শব্দের আশ্রয় যে গগন এবং তদ্‌ব্যক্তিত্বের আশ্রয় যে কাষ্ঠময় হস্তী তাহাদের বাচক হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা শব্দের আশ্রয়ে আকাশ পদের শক্তি, তদ্‌ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে ডিত্থ পদের শক্তি সূচিত হইয়াছে।

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে 'চৈত্র' 'মৈত্র' প্রভৃতি শব্দ পারিভাষিক সংজ্ঞা হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে 'চৈত্রত্ব' 'মৈত্রত্ব' প্রভৃতি ধর্ম বাল্য কৌমার ভেদে নানা শরীরবৃত্তি হওয়ায় জাতিরূপে গণ্য হইবে। সুতরাং চৈত্র প্রভৃতি শব্দ জাতি-বিশিষ্টের বাচক হওয়ায় নৈমিত্তিক সংজ্ঞাই হইবে, পারিভাষিক নহে। "ন চ" ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে জগদীশ একটি আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া সমাধান করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, নিরবচ্ছিন্নশক্তিবাদিগণ বলেন, আকাশপদের যে গগনরূপ অর্থে শক্তি কল্পিত হইয়াছে, ঐ শক্তি নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ শব্দাশ্রয়ত্বরূপ উপাধিবিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। অতএব আকাশ পদের পারিভাষিক সংজ্ঞা হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলেন —যদি আকাশ পদের শব্দাশ্রয়ে নিরবচ্ছিন্ন শক্তি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পটাদি পদেরও নিরবচ্ছিন্ন শক্তি কল্পিত হইবে না কেন? যদি বলা হয় পটরূপ অর্থে শক্তিবিশিষ্ট 'পট' পদ পটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তিবিশিষ্ট নহে, এইরূপ জ্ঞানের পরে পটপদগত শক্তিগ্রহ হইতে পটত্ব-বিশিষ্টের শাব্দানুভব যেহেতু উৎপন্ন হয় না অতএব পটত্বাদি জাতিবিশিষ্টে পটাদিপদের শক্তি অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। এই বক্তব্যের উত্তরে সিদ্ধান্তিগণ বলেন, আকাশপদ স্থলেও শব্দাশ্রয়রূপ অর্থে শক্তিবিশিষ্ট আকাশপদ, শব্দাশ্রয়ত্বাবচ্ছিন্নে শক্তিবিশিষ্ট নহে। এইরূপ জ্ঞান থাকা কালে আকাশপদের শক্তিজ্ঞান হইতে শব্দাশ্রয়ত্বপুরস্কারে গগনের অন্বয়বোধও অনুভব সিদ্ধ নহে। সুতরাং আকাশপদস্থলেও শব্দাশ্রয়ত্বরূপ উপাধিবিশিষ্ট গগনরূপ অর্থে শক্তি অবশ্য কল্পনা করিতে হইবে।

मूलम्

एतेन पटत्वाद्युपलक्षिते धर्मिण्येव शक्तिग्रहस्य तादूरूप्येण पटाद्यनुभवं प्रति हेतुत्वान्मास्तु पटादिपदस्यापि पटत्वाद्यवच्छिन्ने शक्तिः, परन्तु पटत्वाद्युपलक्षितव्यक्तित्वे वेति शिरोमण्युक्तमपि प्रत्युक्तम्, शब्दोपलक्षितधर्मिणि शक्तिग्रहादेवाकाशादिपदात्तदंशे निर्विकल्पकात्मकस्मरणमन्वयानुभवश्चोत्पद्यत इति तु नानुभविकं, न वा यौक्तिकम्। या चानुगतोऽाध्यवच्छिन्ने सङ्केतवती संज्ञा, सा त्वौपाधिकी, यथा भूतद्युतादिः, सा हि सचेतनावृत्तिविशेषगुणवत्त्वं, वार्ताहारकत्वाद्यनुगतोपाधिपुरस्कारेणैव प्रवर्तते, शब्दादिकन्तु सखण्डत्वेनोपाधिरपि नानुगतो द्वितयावृत्तित्वादतः पारिभाषिके गगनादिपदे नातिप्रसङ्गः। घटत्वादिजातेः संस्थानवृत्तित्वमते यदि घटादिपदं विलक्षणसंस्थानवत्त्वेन शक्तं, तदौपाधिकमेव, यदि च परम्परया वैलक्षण्यवत्त्वेन, तदा नैमित्तिकमेव, वस्तुतः सामान्यस्य शाब्दबुद्धौ स्वरूपतः प्रकारत्वं समवायेनैवेत्यभिहितं प्रागिति ॥ २२ ॥

অনুবাদ

ইহার ফলে, পটত্ব প্রভৃতি জাতির দ্বারা উপলক্ষিত যে পটরূপ ধর্মী তদ্বিশেষ্যক শক্তিগ্রহে পটত্বাদি ধর্মপুরস্কারে পটাদিগোচর অন্বয়বোধের কারণত্ব স্বীকৃত হওয়ায় পটাদিপদের পটাত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি স্বীকৃত হইবে না পরন্তু পটত্বাদি ধর্মের দ্বারা উপলক্ষিত যে পটাদি ব্যক্তি তাহাতেই (শক্তি কল্পিত হইবে) রঘুনাথ শিরোমণির এই প্রকার সিদ্ধান্ত ও নিরাকৃত হইল। (যাঁহারা বলেন) আকাশপদের শব্দোপলক্ষিত গগনাদিরূপ ধর্মিতে শক্তিগ্রহ হইতে গগনাংশে নির্বিকল্পাত্মক স্মরণ এবং অন্বয়বোধ উৎপন্ন হয়, ইহা কিন্তু অনুভবসিদ্ধ অথবা যুক্তিযুক্ত নহে।

অনুগত ধর্মবিশিষ্ট সঙ্কেত বিশিষ্ট যে সংজ্ঞা, তাহাকে ঔপাধিক সংজ্ঞা বলে। যেরূপ ভূত এবং দ্যুত প্রভৃতি শব্দ। (ঐ) সকল সংজ্ঞা শব্দ সচেতনে বর্তমান নহে ঈদৃশ বিশেষগুণের আশ্রয়ত্ব এবং বার্তাহারকত্বরূপ যে অনুগত

উপাধি তৎপুরস্কারেই শক্তির আশ্রয় হইয়া থাকে। আকাশাদিপদস্থলে শব্দাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি সখণ্ডধর্ম হওয়ার ফলে উপাধি হইলেও অনুগত ধর্ম নহে। (কারণ) ঐ সকল ধর্ম একাধিক পদার্থে বিদ্যমান নহে। অতএব পারিভাষিক গগন প্রভৃতি পদে ঔপাধিক সংজ্ঞা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। যাঁহারা অবয়বসংযোগরূপ সংস্থানগত ঘটত্বাদি জাতি অঙ্গীকার করেন তাঁহাদের মতে ঘটপ্রভৃতি পদ বিলক্ষণ অবয়ব সংযোগ রূপ সংস্থানের আশ্রয়ত্ব পুরস্কারে যদি শক্তিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঘটাদি শব্দও ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে। যদি পরম্পরা সম্বন্ধে বৈজাত্যের আশ্রয়ত্ব পুরস্কারে ঘটপদের শক্তি অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে (ঘটপদ) নৈমিত্তিক সংজ্ঞা হইবে।

বাস্তবিকপক্ষে শাব্দবোধের (ঘটত্ব প্রভৃতি) জাতিগত প্রকারতা নিয়মিতভাবে সমবায় সম্বন্ধের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হইবে, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

বিবৃতি

'এতেন' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে জগদীশ রঘুনাথ শিরোমণির মত খণ্ডন করিতেছেন। 'এতেন' পদটির যেহেতু, পটরূপ অর্থে শক্তিবিশিষ্ট পটপদটি পটত্বাবচ্ছিন্ন শক্তির আশ্রয় নহে—এই প্রকার জ্ঞানের পরে পটত্ববিশিষ্ট পটের শাব্দানুভব উৎপন্ন হয় না, অতএব, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। গুণকিরণাবলীগ্রন্থে বর্ধমান উপাধ্যায় যে ধর্মটি স্বয়ং বাচ্য হইয়া বাচ্যপদার্থে বর্তমান থাকিবে এবং বাচ্যপদার্থটির স্মরণে বিশেষণরূপে ভাসমান হইবে সেই ধর্মটির (বাচকপদের) প্রবৃত্তিনিমিত্ত হইবে, এইরূপ প্রবৃত্তিনিমিত্তের লক্ষণ বলিয়াছেন[১]। রঘুনাথ শিরোমণি উক্তপ্রবৃত্তি নিমিত্তের লক্ষণে 'বাচ্যত্বে সতি' এই বিশেষণটি নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। রঘুনাথ বলেন—'গো', 'ঘটাদি' পদস্থলে 'গোত্ব' 'ঘটত্ব' প্রভৃতি ধর্মের ন্যায় আকাশ পদস্থলে আকাশত্বরূপ ধর্মের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই অর্থাৎ আকাশ পদস্থলে আকাশত্ব ধর্মটি যেরূপ উপলক্ষণ 'গো', 'ঘটা'দিস্থলে গোত্ব-ঘটত্ব প্রভৃতিধর্ম অনুরূপভাবে উপলক্ষণ হইবে। সুতরাং শব্দাশ্রয়ত্বরূপ আকাশত্বের যেরূপ শক্যত্ব স্বীকৃত হয় না, অনুরূপভাবে গোত্ব-ঘটত্ব প্রভৃতি গোঘটাদিপদের শক্যতাবচ্ছেদক ধর্মেও অনুরূপভাবে শক্তি কল্পিত হইবে না। অতএব উক্ত প্রবৃত্তিনিমিত্তের লক্ষণে 'বাচ্যত্বে সতি' এই সত্যন্তদলটি নিরর্থক। এই অভিপ্রায়ে জগদীশ শিরোমণির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন পটত্বপ্রভৃতি ধর্মের দ্বারা উপলক্ষিত যে পটপ্রভৃতি ধর্ম তদ্‌গতশক্তিগ্রহ পটত্বাদিপুরস্কারে পটাদিবিষয়ক শাব্দানুভবের প্রতি কারণ হওয়ায় পটাদিপদের পটত্বাদি ধর্মাবচ্ছিন্নে শক্তি স্বীকৃত হইবে না। পরন্তু পটত্বাদিধর্মের দ্বারা

১। "বাচ্যত্বে সতি বাচ্যবৃত্তিত্বে সতি বাচ্যোপস্থিতিপ্রকারত্বম্"—গুণকিরণাবলী প্রকাশ।

পটাদিব্যক্তিসমূহে পটাদিপদের শক্তি কল্পিত হইবে। এইরূপ শিরোমণির মতকে খণ্ডন করিবার জন্য রঘুনাথশিরোমণি যে শব্দ (শব্দাশ্রয়ত্ব) রূপ ধর্মের দ্বারা উপলক্ষিত শব্দের আশ্রয়গত আকাশপদের শক্তিজ্ঞান হইতে আকাশের অংশে নির্বিকল্পকাত্মক স্মরণের মাধ্যমে শব্দাশ্রয়ত্বপুরস্কারে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় বলিয়াছেন। রঘুনাথের বক্তব্য এই যে, 'অস্তু বা পদাদপি নির্বিকল্পকম্' অর্থাৎ আকাশাদি পদ হইতে নির্বিকল্পক (জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রাচীন উক্তির অন্তর্গত নির্বিকল্পকপদটি আকাশাদি পদের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থ বিশেষের দ্বারা বিশিষ্ট নহে এইরূপ (শাব্দানুভবের জনক) নির্বিকল্পক স্মরণ বুঝিতে হইবে।[১] জগদীশ শিরোমণির উক্ত মত খণ্ডন করিবার জন্য বলেন—নির্বিকল্পক স্মরণ হইতে যে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়—ইহা অনুভবসিদ্ধ নহে। যদি বলা হয়—ইহা অনুভব সিদ্ধ নহে। যদি বলা হয় অনুকূল যুক্তি তাদৃশ অনুভবের সাধক হইবে—এই উক্তিও সঙ্গত নহে। অর্থাৎ তাদৃশ অনুভবের অনুকূল কোন যুক্তিও অনুভূত হয় না। এই অভিপ্রায়ে জগদীশ বলিয়াছেন—'ন বা যৌক্তিকমিতি'।

কারিকার দ্বিতীয়ার্ধ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ঔপাধিক সংজ্ঞা শব্দের নিরূপণ করিতেছেন—অনুগত উপাধিবিশিষ্ট যে সংজ্ঞা শব্দ তাহাই ঔপাধিক সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। এখানে অনুগত শব্দটি ধর্মের বিশেষণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। নব্যমতে 'বৃত্তিমৎ' অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষে কোনও একটি আশ্রয়ে বর্তমান যে পদার্থ তাহাকেই ধর্ম বলা হইয়াছে। অতএব 'বৃত্তিমত্ত্বং ধর্মত্বম্' এইরূপ ধর্মের লক্ষণ বলা হয়। ধর্মাংশে অনুগতত্ব বিশেষণটি থাকায় তাহার অর্থ পর্যালোচনা করিলে সাধারণতঃ অনেক বৃত্তিত্বকেই 'অনুগতত্ব' বলা হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত ঔপাধিক সংজ্ঞাস্থলে অনেকবৃত্তিত্বরূপ অনুগতত্ব সম্ভব নহে।

কারণ অনেকবৃত্তিধর্মই যদি ঔপাধিক ধর্ম হয়, তাহা হইলে রূপরস প্রভৃতি বিশেষগুণ অনেকবৃত্তি না হওয়ায় ভূত প্রভৃতি নাম ঔপাধিক সংজ্ঞা হইতে পারে না। অতএব এখানে একটি সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে অনেক নিরূপিত বৃত্তিতা, তদবচ্ছেদকবিশিষ্ট ধর্মই অনুগতধর্ম বুঝিতে হইবে,[২] ভূতশব্দস্থলে অনুগত ধর্ম হইবে—সচেতনে অবস্থিত নহে এইরূপ বিশেষগুণ বা তাহার আশ্রয়ত্ব। রূপ রস প্রভৃতি বিশেষগুণ সচেতন যে আত্মা তাহাতে

১। এই ক্ষেত্রে আপত্তি হইতে পারে তৎপ্রকারক তদ্বিশেষ্যক স্মৃতির প্রতি তৎপ্রকারকতদ্বিশেষ্যক অনুভব কারণ হইয়া থাকে। আলোচ্যস্থলে বিশিষ্টানুভব হইতে বিশিষ্ট সংস্কারের মাধ্যমে নির্বিকল্পক স্মরণ কেমন করিয়া উৎপন্ন হইবে—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে বলিতে হইবে তদ্ধর্মগত প্রকারতাভিন্ন প্রকারতা নিরূপিত নহে, এইরূপ ধর্মিবিষয়তার নিরূপক যে স্মরণ তাহার প্রতি তদ্ধর্ম প্রকারতানিরূপিত তদ্ধর্মনিষ্ঠ বিশেষ্যতানিরূপক অনুভবত্বপুরস্কারে কারণতার কল্পনা করার ফলে নির্বিকল্পক স্মরণের প্রতিও বিশিষ্টানুভবের কারণতা সম্ভবপর হইবে।

২। "এক সম্বন্ধাবচ্ছিন্নানেকনিরূপিতবৃত্তিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বম্"—ইহাই অনেকবৃত্তিধর্মের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। টীকাকার কৃষ্ণকান্ত এইভাবে অনুগত ধর্মের পরিষ্কার করিয়াছেন—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা পৃঃ—১৩৫।

অবস্থিত নহে। অতএব এইসকল গুণ যথাক্রমে পঞ্চভূতে বর্তমান থাকায় ইহারাই অনুগত উপাধিরূপে গৃহীত হইবে। যথা 'ভূতদ্যুতাদিঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা সংজ্ঞা শব্দের উদাহরণ এবং তাহাতে ঔপাধিক সংজ্ঞার লক্ষণের সমন্বয় প্রদর্শন করিতেছেন। ভূত ও দ্যুত শব্দস্থলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হইবে, ভূতত্ব ও দ্যুতত্বের ধর্মের স্বরূপ কি? ভূতত্বরূপ অনুগত উপাধির স্বরূপ প্রতিপাদন করিবার জন্য 'সচেতনাবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্ব' এই অংশের অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বর সাধারণ সচেতনকে বুঝাইবার জন্য 'সুখবদ্‌বৃত্তি' না বলিয়া 'সচেতনাবৃত্তি' পদটি বিশেষগুণের বিশেষণপদরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সচেতন শব্দের অর্থ জ্ঞানের আশ্রয়, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষগুণের আশ্রয়ত্ব আত্মাতেও থাকায় ভূতত্বের আপত্তি হইতে পারে। এইজন্য বিশেষগুণাংশে 'সচেতনাবৃত্তিত্ব' বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। সচেতনে অর্থাৎ আত্মাতে বর্তমান নহে এইরূপ বিশেষ গুণ যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ —ইহাদের আশ্রয়ত্বরূপ অনুগত উপাধি পৃথিবীর জল, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপ ভূতবর্গে থাকায় ভূতশব্দে ঔপাধিক সংজ্ঞা লক্ষণ সমন্বয় হইবে। দ্যুতশব্দস্থলে ও বার্তাহারকত্বরূপ দ্যুতত্ব অনুগত উপাধি হওয়ায় তদ্বিশিষ্টে দ্যুতশব্দের সঙ্কেত গৃহীত হইবে। অতএব পঞ্চভূতরূপ অর্থে ভূতশব্দটি সেইরূপ ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে।

জগদীশ যে বার্তাহারকত্বরূপ অনুগত উপাধি বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা ভিন্নদেশস্থ কোনও ব্যক্তিবিশেষের বার্তাবহনের অনুকূল কর্তৃত্বই বার্তাহারকত্বপদের দ্বারা বুঝিতে হইবে। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা বুঝিতে পারি পূর্বোক্তরূপ ভূতত্ব এবং দ্যুতত্ব অনুগত উপাধিবিশেষ হওয়ায় তাদৃশ অনুগত উপাধি (ধর্ম) পুরস্কারে যথাক্রমে ভূতশব্দের এবং দ্যুত শব্দের ভূতবর্গরূপ অর্থের এবং বার্তাহারকরূপ অর্থে সঙ্কেত গৃহীত হওয়ায় উক্তশব্দদ্বয় ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, শব্দ বা শব্দাশ্রয়ত্বাদিরূপ উপাধি পুরস্কারে আকাশপদের শক্তিগৃহীত হওয়ায় আকাশ শব্দ শব্দাশ্রয়রূপ অর্থে ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে না কেন? এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে জগদীশ বলিতেছেন, শব্দ বা শব্দাশ্রয়ত্বরূপ আকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম উপাধি হইলেও অনুগত নহে। কারণ শব্দাশ্রয়ত্বাদিরূপ উপাধি গগনরূপ একটি মাত্র ব্যক্তিতেই অবস্থিত থাকে, একাধিক ব্যক্তিতে নহে। অতএব আকাশ প্রভৃতি পদে ঔপাধিক সংজ্ঞা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। ইহার উপরেও আশঙ্কা হইতে পারে, যাহারা ঘটত্বাদি জাতিকে ঘটাদিব্যক্তিগত স্বীকার না করিয়া অবয়ব সংযোগরূপ সংস্থান স্বীকার করেন তাহাদের মতে সংস্থান বিশেষরূপ ঘটাদিগত সখণ্ড উপাধি বিশেষ পুরস্কারে শক্তি কল্পিত হওয়ায় ঘটাদিপদও ঔপাধিক সংজ্ঞা হইতে পারে। এই আপত্তির উত্তরে ইষ্টাপত্তিপূর্বক জগদীশ বলিতেছেন ঘটপ্রভৃতি শব্দ যদি বিলক্ষণ সংস্থানের আশ্রয়ত্বপুরস্কারে শক্তিমান হয়, তাহা হইলে ঔপাধিক সংজ্ঞাই হইবে। জগদীশ বিজাতীয় অবয়ব সংযোগ অর্থে বিলক্ষণ সংস্থান শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। 'বিলক্ষণ সংযোগবত্ত্বেন' এই তৃতীয়াবিভক্তির অবচ্ছিন্নত্ব অর্থ গৃহীত হইবে।

যদি বলা হয় ঘটাদি পদ ঔপাধিক সংজ্ঞা হইতে পারে না কারণ ঘটে রূপকার্যের

সহিত দণ্ডাদিরূপকারণসমুদায়ের কার্যকারণভাব অবশ্যই কল্পিত হইবে। উক্ত কার্যকারণ ভাবের অবচ্ছেদক হইবে ঘটত্ব এবং দণ্ডত্ব। সুতরাং ঘটত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি দণ্ডত্বাদিরূপে দণ্ডাদির কারণ কল্পিত হওয়ায় তাদৃশ কারণতানিরূপিত কার্যতার অবচ্ছেদক ঘটত্ব হওয়ার ফলে ঘটত্বকে অবশ্যই জাতিবিশেষ স্বীকার করিতে হইবে। এই উক্তির প্রত্যুত্তরে জগদীশ বলেন—হ্যাঁ, যদি উক্ত কার্যকারণভাবের অনুরোধে ঘটাদিগত বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বৈজাত্য স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে ঘটাদিশব্দ জাত্যবচ্ছিন্ন সঙ্কেতবিশিষ্ট হওয়ায় নৈমিত্তিক সংজ্ঞাই হইবে, ঔপাধিক নহে। জগদীশ আরও বলেন, শাব্দবোধে কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিশেষণরূপে যদি সামান্য (জাতি) ভাসমান হয়, তাহা হইলে উক্ত সামান্য সাক্ষাৎ সমবায় সম্বন্ধেই ভাসমান হইবে, পরম্পরা সম্বন্ধে নহে। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভাসমান জাতি পুরস্কারে ঘটাদি শব্দ সাক্ষাৎ শক্তিবিশিষ্ট হওয়ায় ঘটাদিপদ নৈমিত্তিক সংজ্ঞা রূপে গণ্য হইবে। ইহাই সমীচীন।

॥ পারিভাষিক্যৌপাধিকী সংজ্ঞা নিরূপণ সমাপ্ত ॥

रूढ़नाम्नि वैयाकरणमतम्

मूलम्

ये तु जात्यवच्छिन्नसङ्केतवतामपि चैत्रादिपदानां पारिभाषिकत्वमाहुस्तेषां मते त्रैविध्यमन्यथा निर्वक्ति—

यद्वाधुनिकसङ्केतशालि स्यात् पारिभाषिकम् ।
जात्या नैमित्तिकं शक्तमौपाधिकमुपाधिना ।। २३ ।।

অনুবাদ

যাহারা জাতিবিশিষ্ট অর্থে সঙ্কেতবিশিষ্ট হইলেও চৈত্রপ্রভৃতি পদসমূহের পারিভাষিকত্ব বলেন, তাহাদের মতে প্রকারান্তরে (শব্দের) ত্রিবিধ লক্ষণ বলিতেছেন।

অথবা আধুনিক সঙ্কেতবিশিষ্ট নাম পারিভাষিক, জাতিবিশিষ্ট অর্থে সঙ্কেত বিশিষ্ট নাম নৈমিত্তিক, এবং উপাধিবিশিষ্ট অর্থে শক্তিবিশিষ্ট নাম ঔপাধিক সংজ্ঞা রূপে গণ্য হইবে।

বিবৃতি

'যে তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বৈযাকরণদিগের মত উত্থাপন করিতেছেন। 'জাত্যবচ্ছিন্নসঙ্কেতবতামপি' এই অংশের দ্বারা নৈয়ায়িকদের মতে চৈত্র প্রভৃতি শব্দ নৈমিত্তিক সংজ্ঞা হইবে—ইহা সূচিত হইয়াছে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, চৈত্র প্রভৃতি শব্দকে যে জাত্যবচ্ছিন্ন সঙ্কেত বিশিষ্ট বলা হইয়াছে, ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইবে, কারণ কোনও ধর্ম অনেক ব্যক্তিতে সমবেত না হইয়া জাতি হইতে পারে না। চৈত্রত্ব ধর্মটি কিন্তু চৈত্রীয় শরীর রূপ একমাত্র ব্যক্তিতে বিদ্যমান, অতএব চৈত্রত্ব জাতি হইতে পারে না। চৈত্রত্ব জাতি না হইলে চৈত্রত্ব প্রভৃতি শব্দ ন্যায়মতে নৈমিত্তিক সংজ্ঞা বা বৈয়াকরণ মতে ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে না। এই আশঙ্কা কিন্তু সমীচীন নহে। কারণ বাল্য, কৌমার, প্রৌঢ়ত্ব ভেদে চৈত্রীয় শরীরও বিভিন্ন হওয়ায় চৈত্রত্ব ধর্মটি অনেক সমবেত অবশ্যই হইবে। অতএব চৈত্রত্ব ধর্মটির জাতি হওয়ার পক্ষে কোনরূপ বাধক না থাকায় চৈত্র প্রভৃতি শব্দ

জাত্যবচ্ছিন্ন সঙ্কেতের আশ্রয় অবশ্যই হইবে। ফলে বৈয়াকরণ মতে চৈত্র প্রভৃতি শব্দের পারিভাষিকত্ব এবং ন্যায়মতে নৈমিত্তিকত্ব সিদ্ধ হইবে।

বৈয়াকরণ মতেও শব্দের ত্রিবিধ সংজ্ঞা স্বীকৃত। উক্ত ত্রিবিধ সংজ্ঞা নিরূপণ করিবার জন্য 'যত্র' ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। শ্লোকের প্রথমার্ধের দ্বারা পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে। পারিভাষিক সংজ্ঞার স্বরূপ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন, আধুনিক সঙ্কেতবিশিষ্ট যে শব্দ তাহাই পারিভাষিক সংজ্ঞা হইবে। অর্থাৎ যে সকল শব্দ নিত্য সঙ্কেতবিশিষ্ট নহে, সেই সকল শব্দই বৈয়াকরণ মতে পারিভাষিক শব্দ হইবে। যদিও ন্যায়মত অবলম্বন করিয়া জগদীশ প্রথমে নৈমিত্তিক সংজ্ঞা, তাহার পরে পারিভাষিক সংজ্ঞা এবং অন্তে ঔপাধিক সংজ্ঞার কথা বলিয়াছেন। বৈয়াকরণ মতে পারিভাষিক সংজ্ঞার যে স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহা ন্যায়মত বিরুদ্ধ। ঐ জন্য নৈয়ায়িকোক্ত ক্রম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে বৈয়াকরণ সম্মত পারিভাষিক শব্দ নিরূপণ করা হইয়াছে। 'জাত্যা' এই তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত জাতিপদের জাত্যবচ্ছিন্নত্বরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। 'শক্তিমৎ' পদের অর্থ শক্তিবিশিষ্ট। উক্ত শক্তিবিশিষ্টের একদেশ যে শক্তি তাহাতে জাত্যবচ্ছিন্নত্ব অন্বিত হইবে। নাম পদটি অধ্যাহার করিয়া জাত্যবচ্ছিন্ন শক্তিবিশিষ্ট নাম নৈমিত্তিক সংজ্ঞা রূপে পরিচিত হইবে। 'ঔপাধিকমুপাধিনা' এখানেও তৃতীয়াবিভক্তির অর্থ অবিচ্ছিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। 'শক্ত' পদটির অনুষঙ্গ করিয়া তাহার একদেশ শক্তিতে অবচ্ছিন্নত্বের অন্বয় করিতে হইবে। এখানেও শব্দ পদের অধ্যাহার করিয়া উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে শক্তি, তদ্বিশিষ্ট নামকে ঔপাধিক সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, ধর্ম মাত্রই যখন উপাধি তখন গোত্ব ঘটত্ব প্রভৃতি জাতিও উপাধি হওয়ায় তদবচ্ছিন্ন শক্তির আশ্রয় গো ঘটাদিপদ ঔপাধিক হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে—'ঔপাধিকমুপাধিনা'। এখানে উপাধি পদের দ্বারা বৈয়াকরণ সম্প্রদায় সখণ্ড ধর্মকেই গ্রহণ করেন। অতএব গোত্ব, ঘটত্ব প্রভৃতি জাতি অখণ্ড হওয়ায় তদ্বিশিষ্ট শক্তির আশ্রয় গো ঘটাদি পদের ঔপাধিক প্রসক্তি হইবে না। এই মতে চৈত্র প্রভৃতি পদ পারিভাষিক শব্দের, গো ঘটাদি পদ নৈমিত্তিক শব্দের এবং আকাশ প্রভৃতি পদ ঔপাধিক শব্দের উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

মূলম্

यत्रार्थे यन्नामाधुनिकसङ्केतवत्तदेव तत्र पारिभाषिकं, यथा—पित्रादिभिः पुत्रादौ सङ्केतितं चैत्रादि, यथा वा शास्त्रकृद्भिः सिद्धग्भावादौ पद्मवादि। ज्यात्यवच्छिन्नशक्तिमन्नाम नैमित्तिकं यथा गो-गवयादि,

यदुपाध्यवच्छिन्नशक्तिमन्नाम तदौपाधिकं, यथाऽऽकाशपश्वादि। आधुनिकस्तु सङ्केतो न शक्तिर्नित्यस्यैव तस्य तथात्वात। तदुक्तं भर्तृहरिणा—

आजानिकश्चाधुनिकः, सङ्केतो द्विविधो मतः।
नित्य आजानिकस्तत्र, या शक्तिरिति गीयते॥
कादाचित्कस्त्वाधुनिकः शास्त्रकारादिभिः कृत इति।

न च पित्रादिना सङ्केतिते चैत्रादिपदे नित्यसङ्केतवत्त्वे मानमस्ति, "द्वादशेऽहनि पिता नाम कुर्यादिति" श्रुतेः पितृकर्तव्यसङ्केतविधायकमात्रपरत्वात्, चैत्रादिपदस्य शक्तिमत्त्वे पूर्वपूर्वप्रयुक्तत्वापाताच्च, तस्य तन्नियतत्वादित्युक्तत्वात्।

অনুবাদ

যে অর্থে যে নামটি আধুনিক সঙ্কেত বিশিষ্ট হইবে, সেই অর্থে সেই নামটি পারিভাষিক (হইবে) যেরূপ পিতা প্রভৃতি কর্তৃক (তদীয় পুত্র প্রভৃতি অর্থে সঙ্কেতবিশিষ্ট 'চৈত্র' প্রভৃতি নাম এবং শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক সিদ্ধ্যভাবাদিরূপ অর্থে সঙ্কেতবিশিষ্ট 'পক্ষতা' প্রভৃতি (নাম পারিভাষিক হইয়া থাকে). জাতিবিশিষ্ট রূপ অর্থে শক্তির আশ্রয় যে নাম, (তাহা) নৈমিত্তিক হইবে, যেরূপ—গো, গবয় প্রভৃতি নাম। (সখণ্ড) উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন শক্তিবিশিষ্ট (যে) নাম, (তাহা) ঔপাধিক নাম হইবে। যেরূপ—'আকাশ', 'পশু' প্রভৃতি শব্দ। আধুনিক সঙ্কেত কিন্তু শক্তি নহে, (কারণ) নিত্য সঙ্কেতই শক্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ভর্তৃহরি (তাহাই) বলিয়াছেন—"আজানিক ও আধুনিক ভেদে দ্বিবিধ সঙ্কেত স্বীকৃত হইয়াছে উভয়ের মধ্যে আজানিক (শব্দটি) নিত্য অর্থে অভিহিত হওয়ায় (উক্ত নিত্য সঙ্কেত) শক্তি নামে কীর্তিত (হইয়াছে)। যাহা কদাচিৎ শাস্ত্রকার কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক সঙ্কেত।

পিতা প্রভৃতি কর্তৃক সঙ্কেতিত 'চৈত্র' প্রভৃতি পদে যে নিত্য সঙ্কেত বিদ্যমান—এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। (পুত্রাদির জন্মের পরে) 'দ্বাদশ দিনে পিতা (পুত্রাদির) নামকরণ করিবেন'—এই শ্রুতিবাক্য পিতার কর্তব্য যে সঙ্কেত তাহার বিধায়করূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। (আরও বক্তব্য এই, যে—) চৈত্রাদি

পদ যদি শক্তির আশ্রয় হয়, তাহা হইলে চৈত্রাদিপদের পূর্বপূর্বকালীন প্রয়োগ বিষয়ত্বের আপত্তি হইবে। (কারণ নিত্য সঙ্কেত মাত্রই) পূর্বপূর্ব-প্রয়োগ নিয়ত—ইহা বলা হইয়াছে।

বিবৃতি

'যত্র' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা 'যদ্বা' ইত্যাদি কারিকার বিবরণ প্রদর্শন করিতেছেন। যে অর্থে যে নামটি আধুনিক সঙ্কেতের আশ্রয় হইবে, সেই নামটি সেই অর্থে পারিভাষিক। 'সঙ্কেত' পদটির পর্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি—পদ এবং পদার্থের সম্বন্ধ বিশেষকে বৃত্তি বলা হইয়াছে। সঙ্কেত এবং লক্ষণাভেদে বৃত্তিও দ্বিবিধ বিবক্ষিত হইয়াছে।[১] ঐ সঙ্কেতও আবার 'এই শব্দ হইতে অমুক অর্থের বোধ হউক' (অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ) এবং এই পদটি অমুক অর্থ গোচর বোধের জনক হউক (ইদং পদং ইমমর্থং বোধয়তু)—এই দ্বিবিধ ইচ্ছাকে সঙ্কেত রূপ বৃত্তি বলা হইয়াছে। উক্ত ইচ্ছাদ্বয়ের অন্তর্গত প্রথম ইচ্ছাটিতে ('ঘট' ইত্যাদি) পদ বিশেষজনিত বোধবিষয়ত্ব বিশেষণ, এবং অর্থবিশেষ (ঘটাদি বস্তু) বিশেষ্য হওয়ায় উক্ত সঙ্কেতকে তাদৃশ বোধবিষয়ত্ব প্রকারক অর্থবিশেষ্যক সঙ্কেত বলা হয়। আবার দ্বিতীয় ইচ্ছাতে ঘটাদি অর্থগোচর বোধের জনকত্ব বিশেষণ এবং ঘটাদি পদ বিশেষ্য হওয়ায়, উক্ত সঙ্কেতকে তাদৃশ বোধ জনকত্ব প্রকারক এবং ঘটাদি পদ বিশেষ্যক বলা হয়। এই সঙ্কেতও নিত্য সঙ্কেত এবং অনিত্য সঙ্কেত ভেদে দ্বিবিধ। যদি ইচ্ছাবিশেষরূপ উক্ত সঙ্কেত নিত্য, অর্থাৎ ঈশ্বরগত হয়, তাহা হইলে উক্ত সঙ্কেতকে 'শক্তি' বলা হইবে। আবার, উক্ত সঙ্কেত যদি অনিত্য, অর্থাৎ জীবগত হয়, তাহা হইলে উক্ত সঙ্কেত পরিভাষা নামে পরিচিত হইবে। 'ঘট' প্রভৃতি পদস্থলে 'ঘটো ঘটপদশক্যঃ'—এইরূপ শক্তিজ্ঞান হইলে সেখানে 'ঘট' পদ হইতে ঘটত্ববিশিষ্টবিষয়ক বোধ হউক, অর্থাৎ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটটি 'ঘট' পদ জনিত বোধ বিষয়ত্ববিশিষ্ট হউক—এই আকারে ঈশ্বরেচ্ছা রূপ নিত্য সঙ্কেত গৃহীত হইবে। আবার 'ঘট' পদ ঘটত্ববিশিষ্টে শক্ত (ঘটপদং ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তং) এই আকারের শক্তিগ্রহ হইলে শক্তির আকার হইবে—'ঘট পদটি ঘটত্ববিশিষ্টবিষয়ক বোধের জনকতা বিশিষ্ট হউক' (ঘটপদং ঘটত্বাবচ্ছিন্নবিষয়কবোধজনকতাবদ্ ভবতু)। এই আকারের শক্তি গৃহীত হইলে এই পদ বিশেষ্যক ইচ্ছা ঈশ্বরগত হওয়ায় এই ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়াই ভর্তৃহরি নিত্য সঙ্কেতের কথা বলিয়াছেন এবং নিত্যসঙ্কেতকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পিত্রাদি গত অনিত্য সঙ্কেতকে পরিভাষারূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়েই পিত্রাদিসঙ্কেতিত 'চৈত্র' প্রভৃতি পদ বা সিদ্ধ্যভাবাদি অর্থে শাস্ত্রকারাদি সঙ্কেতিত পক্ষতা প্রভৃতি পদকে পারিভাষিক এবং গোত্বাদিজাতিবিশিষ্টরূপ অর্থে শক্তিবিশিষ্ট 'গো' প্রভৃতি পদকে নৈমিত্তিক সংজ্ঞা বলা হইয়াছে।

১। "সঙ্কেতো লক্ষণা চার্থে পদবৃত্তিঃ।"—গদাধর ভট্টাচার্যকৃত শক্তিবাদ পৃঃ ১।

সিদ্ধ্যভাব পদটি এখানে 'সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথম 'আদি' পদের দ্বারা ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষ ধর্মতা নিশ্চয় প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় আদি পদের দ্বারা পরামর্শ প্রভৃতি গৃহীত হইবে। 'জাত্যবচ্ছিন্ন শক্তিমন্নাম'—এখানে পূর্বকথিত 'যত্রার্থে যন্নাম' এই অংশের অনুষঙ্গ করিতে হইবে। ইহার ফলে যে অর্থবিশেষের বোধক রূপে যে নামটি জাত্যবচ্ছিন্ন শক্তিবিশিষ্ট হইবে, সেই নামটি তাদৃশ অর্থে নৈমিত্তিক সংজ্ঞা হইবে।

'যদুপাধ্যবচ্ছিন্ন' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে 'ঔপাধিকমুপাধিনা'—এই অংশের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানেও 'যত্রার্থে' ইত্যাদি অংশটির অনুষঙ্গ করিতে হইবে। ইহার ফলে যাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট শব্দটি যাদৃশ অর্থে সখণ্ড ধর্মাবচ্ছিন্ন শক্তিবিশিষ্ট হইবে, তাদৃশ অর্থে ঐ শব্দটি ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত 'আকাশ' এবং 'পশু' প্রভৃতি শব্দ। 'আকাশ' শব্দটি শব্দাশ্রয়ত্বরূপ সখণ্ড উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন শক্তির আশ্রয়, এবং 'পশু' পদটি লোমবৎলাঙ্গুলবত্ত্বরূপ সখণ্ড উপাধি বিশিষ্ট রূপ অর্থে শক্তির আশ্রয় হইতেছে, অতএব উক্ত উভয় পদই ঔপাধিক সংজ্ঞারূপে গণ্য হইবে। প্রাচীন সিদ্ধান্তে 'আকাশ' পদের নিরবচ্ছিন্ন শক্তি[1] স্বীকৃত হইয়াছে। এই মতে শব্দাশ্রয়ত্বরূপ সখণ্ড ধর্মবিশিষ্টে আকাশপদের শক্তি স্বীকৃত নহে। সুতরাং আকাশপদের ঔপাধিকত্বে বিপ্রতিপত্তি থাকায় গ্রন্থকার সর্ববাদী সম্মত ঔপাধিক শব্দের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য 'পশ্বাদি' পদের উল্লেখ করিয়াছেন। 'পশ্বাদি' এই আদি পদের দ্বারা কুকুদ প্রভৃতি ঔপাধিক নামকে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ কুকুদ শব্দ দান কর্তৃত্ব রূপ সখণ্ড ধর্মাবচ্ছিন্নে শক্ত অর্থাৎ শক্তির আশ্রয় হইয়াছে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, আধুনিক সঙ্কেত বিশিষ্ট 'চৈত্র' 'মৈত্র' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দসমূহও চৈত্রত্ব মৈত্রত্ব প্রভৃতি জাতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন শক্তির আশ্রয় হওয়ায় ঐ সকল শব্দ নৈমিত্তিক সংজ্ঞা হইবে না কেন? এবং 'নদী' 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি শব্দ উপাধিবিশেষাবচ্ছিন্ন শক্তির আশ্রয় হওয়ায় ঔপাধিক শব্দরূপে গণ্য হইবে না কেন? যদি ইষ্টাপত্তি করা হয় অর্থাৎ 'চৈত্র' মৈত্র প্রভৃতি শব্দকে নৈমিত্তিক শব্দরূপে

১। টিপ্পনী—আকাশশব্দের যদি নিরবচ্ছিন্ন শক্তি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আকাশ-শব্দের যেরূপ ঔপাধিকী সংজ্ঞা লক্ষণের অলক্ষ্য হইবে, তদ্রূপ পারিভাষিক সংজ্ঞা এবং নৈমিত্তিক সংজ্ঞাও লক্ষণের অলক্ষ্য হওয়ায় শব্দের ত্রিবিধ বিভাগ ব্যাহত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে নৈমিত্তিক নামের লক্ষণে যে জাত্যবচ্ছিন্ন সঙ্কেতের কথা বলা হইয়াছে এখানে জাত্যবচ্ছিন্ন পদের উপাধ্যনবচ্ছিন্ন শক্তিমত্ত্বরূপ তাৎপর্যার্থ গ্রহণ করিয়া আকাশপদের নিরবচ্ছিন্ন শক্তিবাদিগণের মতে আকাশপদকে নৈমিত্তিক নাম-লক্ষণের লক্ষ্যরূপে গণ্য করিতে হইবে।

এবং 'নদী' 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি শব্দকে ঔপাধিক শব্দরূপে গণ্য করা হয়, তাহা হইলে পারিভাষিক, নৈমিত্তিক এবং ঔপাধিক এই ত্রিবিধ বিভাগ ব্যাহত হইবে। কারণ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মপুরস্কারে ধর্মীর প্রতিপাদনকেই বিভাগ বলা হয়। এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন :—আধুনিক সঙ্কেত অর্থাৎ পিতা প্রভৃতির নিজ পুত্রাদিরূপ অর্থে চৈত্রাদি পদগত যে সঙ্কেত তাহা শক্তি নহে। কারণ নিত্যসঙ্কেতকেই বৈয়াকরণ মতে শক্তি বলা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকারও বলিয়াছেন, "নিত্যস্যৈব তস্য তথাত্বাৎ" অর্থাৎ নিত্য যে সঙ্কেত তাহারই শক্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই বৈয়াকরণ মতটি মহা মনীষী ভর্তৃহরির উক্তির দ্বারা সমর্থন করিবার জন্য বলিতেছেন—"তদুক্তং ভর্তৃহরিণা" ভর্তৃহরি বলেন—"আজানিক ও আধুনিক ভেদে দ্বিবিধ সঙ্কেত বৈয়াকরণ দিগের অভিপ্রেত।" উক্ত উভয়বিধ সঙ্কেতের মধ্যে যে সঙ্কেত নিত্য হইবে তাহাই হইবে আজানিক সঙ্কেত। উক্ত আজানিক সঙ্কেতই শক্তিরূপে কীর্তিত হইয়া থাকে। 'নাস্তি জনিরুৎপত্তির্যস্য অসাবজনিঃ' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন 'অজনি' শব্দের পরে স্বার্থে 'ইকন্' প্রত্যয় করিয়া 'আজানিক' শব্দটি নিষ্পন্ন হওয়ায় নিত্যরূপ অর্থেই আজানিক শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, 'নিত্য আজানিকঃ' এখানে তুল্যার্থক নিত্যপদ এবং আজানিক পদ একসঙ্গে প্রযুক্ত হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ ঘটিবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে 'নিত্য আজানিক' এখানে আজানিক পদটি আজানিক পদ প্রতিপাদ্যত্বরূপ অর্থের বোধক হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ ঘটিবে না। অতএব 'যা শক্তিরিতি গীয়তে' এই অগ্রিম গ্রন্থেও নিত্যসঙ্কেতের প্রত্যায়ক যৎশব্দটি সমানার্থক শক্তিপদের সহিত উচ্চারিত হইলেও পুনরুক্তি দোষ ঘটিবে না, কারণ 'যা শক্তিরিতি গীয়তে' এখানে যৎপদের দ্বারা উপস্থিত যে নিত্যসঙ্কেত তাহাই 'শক্তিপদ-প্রতিপাদ্য' এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এইভাবে 'প্রজাবতী ভ্রাতৃজায়া' এই সকল স্থলেও পুনরুক্তি দোষ বারণ করিতে হইবে।

'কাদাচিৎকস্ত্বাধুনিকঃ' এখানে কাদাচিৎক শব্দটি ধ্বংসের প্রতিযোগিরূপ অনিত্য বোধক এবং আধুনিক পদেরও পূর্বরীতি অনুসরণ করিয়া আধুনিক পদ প্রতিপাদ্যত্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক কৃত দীর্ঘ ঈকার, দীর্ঘ উকার অর্থে নদী প্রভৃতি পদের যে সঙ্কেত তাহা অনিত্য হওয়ায় আধুনিক সঙ্কেত বলা হইয়াছে।

'শাস্ত্রকারাদি' এই আদি পদের দ্বারা ম্লেচ্ছ প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। যেরূপ 'যব' পদের 'কঙ্গু' অর্থাৎ ধান্যবিশেষরূপ অর্থে ম্লেচ্ছ সংকেত গৃহীত হইয়া থাকে।

"ন চ পিত্রাদিনা" এখানে "ন চ" এই অংশটি অগ্রিম "অস্তি" পদের সহিত অন্বিত হইবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে "দ্বাদশেঽহনি পিতা নাম কুর্যাৎ" এই শ্রুতি বাক্যই চৈত্র প্রভৃতি পদে যে নিত্যসংকেত রহিয়াছে তাহার প্রমাণ। এই আশঙ্কার উত্তরে বৈয়াকরণসম্প্রদায় বলেন, উক্ত শ্রুতিবাক্য পুত্রাদিরূপ অর্থে চৈত্রাদিপদগত নিত্য সংকেতের জ্ঞাপক নহে। পরন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্য পিতার কর্তব্য যে সংকেত তাহারই বিধায়ক বুঝিতে হইবে। ইহার ফলে উক্ত শ্রুতি বাক্যের অন্তর্গত নাম পদটি পুত্রবিষয়ক বোধ-

জনক যে পিতৃসংকেত, তদ্বিশেষ্যক ইষ্টসাধনতাপ্রকারক ভগবৎ তাৎপর্যের গ্রাহক স্বীকার করিতে হইবে।[১]

আধুনিক চৈত্রাদিপদগত শক্তির অনুকূল সাধক প্রমাণের অভাব বলার পর এক্ষণে বোধকপ্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য 'চৈত্রাদিপদস্য'—ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে গো ঘটাদিপদসমূহ যেরূপ ইদানীন্তন কালে আমরা তৎ তৎ অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি তদ্রূপ পূর্বতনকালেও ঐ সকল শক্ত পদের প্রয়োগ শাস্ত্র প্রভৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং যে কোনও পদ যে অর্থে শক্তিবিশিষ্ট হইবে, সেই সেই অর্থে সেই সকল পদেরও পূর্ব পূর্বকালীন প্রয়োগ থাকা আবশ্যক। পিত্রাদিসঙ্কেতিত রামপ্রভৃতি স্বপুত্রের নামকরণস্থলে ঐ সকল নাম বিশেষ নিজ নিজ পুত্র অর্থে তাদৃশ নামকরণের পূর্বে কোথাও প্রয়োগ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং রাম প্রভৃতি পদের শক্তিবিষয়ত্বের ব্যাপক যে পূর্বপ্রয়োগবিষয়ত্ব তাহা না থাকায় রাম প্রভৃতিতে শক্তির বিষয়ত্ব স্বীকৃত হইলে ব্যভিচারনিবন্ধন শক্তিবিষয়ত্বের সহিত পূর্বপূর্বপ্রয়োগ বিষয়ত্বের ব্যাপ্যব্যাপকভাব রক্ষিত

১। ন্যায়সিদ্ধান্তে পিতাপ্রভৃতি যে পুত্রাদির যে 'রাম', 'শ্যাম' প্রভৃতি নামকরণ করেন, উক্ত 'রাম', 'শ্যাম' প্রভৃতি নামে রামত্ব, শ্যামত্ব প্রভৃতি ধর্মাবচ্ছিন্ন—বিষয়ক বোধজনকত্বপ্রকারক ভগবদিচ্ছাবিষয়ত্ব, অথবা 'রাম', 'শ্যাম' ইত্যাদি পদজন্য বোধবিষয়ত্বপ্রকারক ভগবদিচ্ছীয় বিশেষ্যতার পরম্পরানিরূপকত্বরূপ বাচকত্ব না থাকায় পুত্রাদিরূপ অর্থের সহিত রাম প্রভৃতি পদের বাচ্যবাচকভাব কিরূপে সম্ভবপর হইবে? বস্তুতঃ "রামপদং মৎপুত্রং বোধয়তু"—এইরূপ পিত্রাদিগত আধুনিক সংকেত বিষয়ত্ব রাম প্রভৃতি পদে প্রতীয়মান হওয়ায় 'রাম' প্রভৃতি পদ বৈয়াকরণদের অভিপ্রেত পারিভাষিক রূপেই গণ্য হইবে নৈমিত্তিকরূপে নহে। এই আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় নামকরণ বিধায়ক 'দ্বাদশেঽহনি পিতা নাম কুর্যাৎ' এই শ্রুতি বাক্যের অন্তর্গত 'নাম' পদটি পদজনিতবোধবিষয়তাবিশিষ্ট পুত্রবিষয়ক সঙ্কেতের বোধক বলেন। 'কুর্যাৎ'—এই 'কৃ' ধাতুর অর্থ আশ্রয়ত্ব। এইরূপ 'নাম' পদ এবং 'কৃ' ধাতুর অর্থ বিশেষ বিবক্ষিত হওয়ায় উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে দ্বাদশাহাধিকরণক ইষ্টসাধনীভূত যে পদজন্য বোধবিষয়তাবিশিষ্ট পুত্রবিষয়ক ইচ্ছার আশ্রয়ত্ব, তদ্বান্ পিতা—এইরূপ শাব্দবোধ স্বীকৃত হইবে। উক্ত শাব্দবোধের অনুকূল যে ঈশ্বর সমবেত বুবোধয়িষা তাহা পদ জন্য বোধবিষয়ত্ব পুরস্কারে পুত্র বিষয়ক হওয়ায় 'রাম' প্রভৃতি পদগত নিত্যসঙ্কেতরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহার উপরেও বৈয়াকরণসম্প্রদায় আপত্তি করিতে পারেন—যাদৃশ আনুপূর্বী পুরস্কারে পদ, এবং যাদৃশ ধর্মপুরস্কারে অর্থ ভগবদিচ্ছারূপ সঙ্কেতের বিষয় হইবে, তাদৃশ আনুপূর্বীবিশিষ্ট পদের সহিত তাদৃশ ধর্মবিশিষ্ট অর্থের বাচ্যবাচকভাব গৃহীত হইবে—ইহাই নিয়ম। 'দ্বাদশেঽহনি পিতা নাম কুর্যাৎ'—এইস্থলে নামত্ব পুরস্কারে 'রাম' প্রভৃতি পদ এবং পুত্রত্ব পুরস্কারে 'রাম' প্রভৃতি পদার্থ উপস্থাপিত হইয়াছে। অতএব রামপ্রভৃতি পদত্বরূপে 'রাম' প্রভৃতি পদের সহিত পুত্রাদিগত রামত্বাদি জাতিপুরস্কারে 'রাম' পদ এবং 'রাম' নামক ব্যক্তি—এতদুভয়ের বাচ্যবাচকভাব কেমন করিয়া গৃহীত হইতে পারে? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় বলেন, উক্ত শ্রুতির অন্তর্গত 'নাম' পদটি নামত্বের সামানাধিকরণ্যের দ্বারা উপলক্ষিত ধর্মবিশিষ্টের বোধক হওয়ায় রামপদত্বপুরস্কারে রামপদের সহিত পুত্রত্বের সামানাধিকরণ্যের দ্বারা উপলক্ষিত রামত্ব পুরস্কারে রাম পদার্থের বাচ্যবাচকভাব থাকিবে।

হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই জগদীশ বলিয়াছেন, "চৈত্রাদিপদস্য শক্তিমত্ত্বে পূর্ব-পূর্বপ্রযুক্তত্বাপাতাৎ" অর্থাৎ চৈত্র বা রাম প্রভৃতি যে কোন আধুনিক শব্দ শক্তিবিশিষ্ট স্বীকৃত হইলে ঐ সকল শব্দের নামকরণের পূর্বেও প্রয়োগের আপত্তি হইবে। কেন আপত্তি হইবে তাহার আপাদক প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন, "তস্য তন্নিয়তত্বাৎ" অর্থাৎ যেহেতু নিতসঙ্কেতবত্ত্বরূপ শক্তিমত্ত্ব পূর্বপূর্ব প্রয়োগবিষয়ত্বের ব্যাপ্য অতএব ব্যাপ্যের আশ্রয় ব্যাপকের অবস্থিতির অনুরোধে রাম প্রভৃতির আধুনিক পদসমূহের পূর্বপূর্বকালীন প্রয়োগবিষয়ত্বের আপত্তি হইবে। ইহাই উক্তসন্দর্ভের তাৎপর্য।

মূলম্

চৈত্রাদিপদানামিব পারসিকাদিশব্দানাং সঙ্কেতবত্ত্বাবিশেষেঽপি, ন তেষাং ধর্মকর্মণ্যুপযোগঃ, "সাধুভির্ভাষিতব্যং নাপভ্রংশিতবৈ ন ম্লেচ্ছিতবৈ" ইতি শ্রুত্যা তত্র তন্নিষেধাত্, ম্লেচ্ছিতবৈ ম্লেচ্ছমাত্রসঙ্কেতিতৈঃ, খরাদি-শব্দাস্তু, রাসভাদৌ ম্লেচ্ছৈরিবার্যৈরপি সঙ্কেতিতাঃ।

অনুবাদ

চৈত্র প্রভৃতি পদের ন্যায় 'কঙ্গু' প্রভৃতি পারসিকশব্দেও অনুরূপভাবে সঙ্কেতবত্ত্ব থাকিলেও ঐ সকল পারসিক শব্দের ধার্মিক কার্যে উপযোগ (ব্যবহার) হইবে না। কারণ ধার্মিক কার্যে সাধুশব্দের ব্যবহার করিতে হইবে। অপভ্রংশ বা ম্লেচ্ছ শব্দ নহে। এই শ্রুতি অনুসারে ধার্মিক কার্যে ঐ সকল শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। "ম্লেচ্ছিতবৈ" এই শব্দটির দ্বারা ম্লেচ্ছমাত্রের দ্বারা সঙ্কেতিত শব্দকে বুঝিতে হইবে। "খর" প্রভৃতি শব্দসমূহ কিন্তু রাসভ (গদর্ভ) প্রভৃতি অর্থে যেরূপ ম্লেচ্ছ কর্তৃক সঙ্কেতিত হইয়া থাকে তদ্রূপ আর্যগণ কর্তৃকও সঙ্কেতিত হয়।

বিবৃতি

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, গো ঘট প্রভৃতি শব্দে যেরূপ নিত্য সঙ্কেত স্বীকৃত হয় তদ্রূপ চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি পদে যদি নিত্য সঙ্কেত স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে আধুনিক সঙ্কেত বিশিষ্ট ঐ সকল পদের দৈব, পৈত্র্য প্রভৃতি ধর্মকার্যে উপযোগ হইতে পারে না অর্থাৎ অভিলাপবাক্যে ঐ সকল পদ উল্লিখিত হইতে পারিবে না। কারণ নিত্য সঙ্কেতরূপ যে শক্তি তদ্বিশিষ্ট পদসমূহই ধার্মিক কার্যে উল্লিখিত হইয়া থাকে। যদি ইহা স্বীকৃত না হয়

তাহা হইলে আধুনিক সঙ্কেতবিশিষ্ট পারসিক অর্থাৎ ম্লেচ্ছসঙ্কেতিত শব্দসমূহও ধর্মকার্যের অভিলাপ বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে জগদীশ বলিতেছেন, চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি পদ যেরূপ আধুনিক সঙ্কেতের আশ্রয় হইয়াছে, অনুরূপভাবে পারসিক বা ঐস্লামিক শব্দসমূহ আধুনিক সঙ্কেতসম্পন্ন হইলেও ধর্মকার্যে ব্যবহৃত হইবে না।

কারণ "সাধুভির্ভাষিতব্যং নাপভ্রংশিতবৈ" এই সকল শ্রুতিবাক্যের দ্বারা শাস্ত্রীয় অভিলাপ বাক্যে ঐ সকল ম্লেচ্ছ শব্দ নিষিদ্ধ হইয়াছে। জগদীশ ম্লেচ্ছমাত্রের দ্বারা সঙ্কেতিত যে শব্দ তাহাই "ন বৈ ম্লেচ্ছিতবৈ।" এখানে "ম্লেচ্ছিতবৈ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন ধর্মশাস্ত্রীয় ক্রিয়া যখন অনুষ্ঠিত হইবে তখন অনুষ্ঠানের অঙ্গ অভিলাপ অর্থাৎ সংকল্প বাক্য প্রভৃতিতে সাধু শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। পরন্তু 'গাছ', 'মাছ' প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দ এবং 'মস্‌জিদ' প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক শব্দ ক্রিয়ায় ব্যবহার যোগ্য নহে। শ্রুতিবাক্যে যে সাধুশব্দের প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে সেখানে, যে শব্দটি ধর্মকার্যে প্রযোগ করিলে বক্তা প্রত্যবায় ভাগী হননা সেই শব্দই সাধুশব্দ রূপে গণ্য হইবে। জগদীশ যদিও 'ম্লেচ্ছিতবৈ' এই শব্দটির ম্লেচ্ছ মাত্র দ্বারা সঙ্কেতিত শব্দরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছেন পানিনীয় ব্যাকরণের বৈদিক অংশে কিন্তু "কৃত্যার্থে তবৈ-কেন-কেন্য-ত্বেনঃ" (বৈদি—৩-৪-১৪) এই সূত্রানুসারে ম্লেচ্ছকৃত্য অর্থে 'ম্লেচ্ছিতবৈ' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহাই হউক অপভ্রংশ শব্দের ন্যায় ম্লেচ্ছ মাত্রের দ্বারা সঙ্কেতিত শব্দের যে ধর্মকার্যে ব্যবহার হইবে না এই বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের সকলেরই মতৈক্য রহিয়াছে।

'ম্লেচ্ছমাত্র সঙ্কেতিত' এখানে জগদীশ মাত্র পদটি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার সার্থক্য প্রদর্শন করিবার জন্য "খরাদিশব্দাস্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, রাসভরূপ অর্থে 'খর' প্রভৃতি শব্দ যে রূপ আর্যগণ কর্তৃক (শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক) সঙ্কেতিত হইয়াছে, অনুরূপ ভাবে ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক ও সঙ্কেতিত। সুতরাং 'খর' প্রভৃতি শব্দ ম্লেচ্ছ মাত্রের দ্বারা সঙ্কেতিত না হওয়ায় ঐ সকল শব্দের ধর্মকার্যে ব্যবহারের পক্ষে কোনও বাধা নাই। এখানে মাত্র পদটির উল্লেখ থাকায় ম্লেচ্ছেতরের দ্বারা অসঙ্কেতিত অথচ ম্লেচ্ছসঙ্কেতিত শব্দ প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং খর প্রভৃতি শব্দ ম্লেচ্ছভিন্ন আর্যগণ কর্তৃক অসঙ্কেতিত না হওয়ায় ম্লেচ্ছমাত্র সঙ্কেতিত হইবে না। ভাষাপরিচ্ছেদের টীকাকার বিশ্বনাথ এবং শক্তিবাদ গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য 'গাছ' 'মাছ' প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দের ন্যায় ম্লেচ্ছ সঙ্কেতিত শব্দসমূহকেও অপভ্রংশ শব্দরূপে গণ্য করিয়াছেন। শক্তিভ্রম হইতে যথার্থ শাব্দবোধ উৎপন্ন হইলে উক্ত শাব্দবোধের জনক শব্দকে অপভ্রংশ শব্দ বলা হয়। যেরূপ বৃক্ষ প্রভৃতি অর্থের বোধক গাছ প্রভৃতি শব্দ বা মৎস্যরূপ অর্থের বোধক 'মাছ' প্রভৃতি শব্দ। "ম্লেচ্ছোহবৈ অপশব্দঃ" এই শ্রুতিতে কিন্তু অপশব্দকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে।

॥ বৈয়াকরণমত সমাপ্ত ॥

मूलम्

ननु गवादिपदं गोत्वादिनेव संस्थानप्रभेदेनापि विशिष्ट एव गवादौ शक्तमिति तत्रापि तदौपाधिकं स्यात्, न स्याच्छक्यत्वाविशेषेऽपि गोत्वाद्यपेक्षया गुरुत्वेन संस्थानस्य गवादिपदशक्यतानवच्छेदकत्वात्। न च संस्थानमशक्यमेव गवादिपदस्येति देशनीयं, गवादिपदाद् गोत्वादि-जात्या इव सास्नादिलक्षण-विलक्षणा कृत्यापि नियमतो गवादेरनुभवेन तस्यापि तच्छक्यत्वात्, तथा च न्यायसूत्रं, "जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः" पदार्थो गवादिपदशक्यः, त्रिष्वेकशक्तेर्लाभार्थमेकवचनम्, अन्यथा विभिन्न-शक्तौ विशकलितानामेव तासामनुभवस्य गोर्गुणो वेत्यादौ लक्षणाद्यभावस्य च प्रसङ्गादिति साम्प्रदायिकाः।

অনুবাদ

(আশঙ্কা) গো প্রভৃতি পদ গোত্বাদিজাতির ন্যায় সংস্থানবিশেষের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়াই গো প্রভৃতি পদার্থে শক্ত হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ অর্থে গোপ্রভৃতি পদ ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে না কেন ?

(সমাধান) এই আশঙ্কা সঙ্গত নহে কারণ সংস্থানে শক্যত্ব তুল্যরূপে থাকিলেও গোত্বাপেক্ষা সংস্থান গুরুধর্ম হওয়ায় গবাদিপদের শক্যতাবচ্ছেদক হইবে না। কেহ কেহ যে সংস্থান গো প্রভৃতি পদের শক্যই নহে—এইরূপ আশঙ্কা করেন, ইহা কিন্তু সমীচীন নহে, কারণ, গো প্রভৃতি পদ হইতে গোত্বাদি জাতি পুরস্কারে যেরূপ (গবাদিব্যক্তির শব্দানুভব হইয়া থাকে) তদ্রূপ সাস্নাদি স্বরূপ বিলক্ষণ আকৃতি পুরস্কারেও নিয়মিতভাবে গবাদিব্যক্তির শব্দানুভব স্বীকৃত হওয়ায় সাস্নাদিস্বরূপ সংস্থানও গোপদের শক্য হইবে। ন্যায়সূত্রেও

বলা হইয়াছে "জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ" অর্থাৎ গোত্ব প্রভৃতি জাতি গোগত সংস্থানরূপ আকৃতি এবং গবাদিব্যক্তির—এই তিনটিই গবাদিপদের অর্থ। সূত্রের অন্তর্গত পদার্থ পদটির গবাদিপদশক্যরূপ অর্থ করিতে হইবে। (জাতি, আকৃতি এবং ব্যক্তি) এতৎ ত্রিতয়ে গবাদি পদের একই শক্তি লাভের জন্য সূত্রে একবচনান্ত পদার্থ পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যথা অর্থাৎ জাতি, আকৃতি এবং ব্যক্তিগত একটি শক্তি স্বীকৃত না হইলে বিভিন্ন শক্তি কল্পনা করার ফলে বিশকলিত অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবানাপন্ন জাতি, আকৃতি এবং ব্যক্তির স্বতন্ত্র-ভাবে অনুভবের আপত্তি হইবে। এবং গৌর্নিত্যা, গৌর্গুণঃ—এই সকল প্রতীতি স্থলে (গোপদের) লাক্ষণিক অর্থ স্বীকারের কোনও উপযোগিতা থাকিবে না। সুতরাং (ঐ সকলস্থলে) লক্ষণা ভাবের প্রসক্তি হইবে ইহাই সাম্প্রদায়িকগণ বলিয়া থাকেন।

বিবৃতি

গ্রন্থকার 'নমু গবাদিপদম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন। প্রশ্নটি এই, গো প্রভৃতি পদে যেরূপ গোত্বাদিজাতি বিশিষ্ট গবাদিরূপ অর্থে শক্তি গৃহীত হয়, তদ্রূপ গবাদি ব্যক্তিগত যে সংস্থানবিশেষ, তদ্বিশিষ্ট গবাদি ব্যক্তিতেও শক্তি গৃহীত হওয়ায় গোত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় গবাদিগত সংস্থানবিশেষ গবাদিগত শক্যতার অবচ্ছেদক হইবে না কেন? যদি ইষ্টাপত্তি করা হয়, তাহা হইলে গো প্রভৃতি শব্দ গোত্বাদিজাত্যবচ্ছিন্নসংকেতবিশিষ্ট হওয়ায় যেরূপ নৈমিত্তিক সংজ্ঞা হইবে, তদ্রূপ সংস্থানবিশেষরূপ উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন সংকেতবিশিষ্ট হওয়ায় ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন গোত্বাদিজাতির ন্যায় গবাদিগত সংস্থান গোপদের শক্য হইলেও শক্যতার অবচ্ছেদক হইবে না, কারণ, সংস্থানবিশেষ গোত্বাদি-জাতি অপেক্ষা গুরুধর্ম হওয়ায় গবাদিগত শক্যতার অবচ্ছেদক হইবে না। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, যে পদার্থটি যে পদের শক্য হইবে না সেই পদার্থটি সেই পদনিরূপিত শক্য-তার অবচ্ছেদক হইতে পারে না। অতএব সাস্নাদিমত্ত্ব বা কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম যখন গো ঘটাদি পদের শক্য নহে, তখন ঐ সকল ধর্মের লাঘব গৌরব বিবেচনাপূর্বক শক্যতাবচ্ছেদকত্বের খণ্ডন করিতে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না কেন? 'ন চ সংস্থানম-শক্যমেবে'ত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা এই আশঙ্কাই ব্যক্ত করিয়া সাস্নাদিমত্ত্ব বা কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব প্রভৃতি সংস্থান যে গো ঘটাদি পদের শক্য ইহাই গ্রন্থকার 'নচ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে প্রতিপাদন করিতেছেন। 'ন চ' এই অংশটি অগ্রিম 'দেশনীয়ম্'—এই 'দেশনীয়' পদের সহিত অন্বিত হইবে। ইহার ফলে সংস্থান অর্থাৎ সাস্নাদিমত্ত্ব প্রভৃতি আকৃতি গো প্রভৃতি পদের শক্য নহে—এইরূপ আশঙ্কা সমীচীন নহে, ইহাই 'ন চ' ইত্যাদি বাক্যের সমুদিতার্থ

প্রতীয়মান হইবে। কেন এরূপ আশঙ্কা সমীচীন নহে ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য 'গবাদি-পদাৎ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'গবাদিপদাৎ' এখানে পঞ্চমী বিভক্তির জন্যত্ব রূপ অর্থ গৃহীত হইবে। উক্ত জন্যত্ব অগ্রিম 'অনুভব' পদার্থে অন্বিত হইবে। গোত্বাদি জাত্যা এবং সাস্নাদিমত্ত্বলক্ষণাকৃত্যা উভয়স্থলেই তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ প্রকারতাকত্ব অগ্রিম অনুভব পদার্থে অন্বিত হইবে। তাৎপর্য এই যে গোপদ হইতে গোব্যক্তিবিষয়ক যে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়, উক্তবোধের বিশেষ্যরূপে গোব্যক্তির যেরূপ ভান হইয়া থাকে তদ্রূপ বিশেষণরূপে গোত্বজাতি ও সাস্নাদিমত্ত্বরূপ আকৃতিও নিয়মতঃ ভাসমান হয়, সুতরাং গোপদজন্যবোধবিষয়ত্ব প্রকারক গোবিশেষ্যক যে শক্তি তাহার বিষয় যেরূপ গো-ব্যক্তি হইবে তদ্রূপ গোত্ব এবং গোগত আকৃতি ও শক্তির বিষয় হওয়ায় গো গোত্বের ন্যায় আকৃতিরূপ সংস্থানও যে গোপদের শক্য, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

গো গত শক্যতার অবচ্ছেদক নহে এইরূপ কোন ধর্মের ও কদাচিৎ গোপদজনিত বোধে বিশেষণরূপে ভান সম্ভবপর হইতে পারে এইজন্য নিয়মিত এই অংশটি দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে গোব্যক্তি প্রভৃতি যেরূপ গবাদি পদের শক্য হইবে অনুরূপভাবে গোত্বজাতি ও সংস্থানরূপ আকৃতিও অবশ্যই গোপদের শক্য হইবে। অভিপ্রায় এই যে সাম্প্রদায়িকমতে যে পদার্থ শক্যতার অবচ্ছেদক হইবে সেই পদার্থই ফলীভূত অন্বয়বোধে গো প্রভৃতি বিশেষ্যাংশে প্রকার হইবে। সুতরাং অন্বয়বোধীয় প্রকারতার নিয়ামক হইবে শক্তিবিষয়তার অবচ্ছেদকত্ব। যদি সংস্থানে শক্তিবিষয়তার অবচ্ছেদকত্ব স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে নিয়মিতভাবে সংস্থান বিশেষণরূপে শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে না। অতএব উক্তবিশেষণতার অনুপপত্তিই আকৃতিগত অবচ্ছেদকতার নিয়ামক ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 'তস্যাপি' অর্থাৎ আকৃতিরূপ সংস্থানেরও। "তচ্ছক্যত্বাৎ" এই অংশে প্রবিষ্ট তচ্ছক্যত্ব পদের গবাদিপদ শক্যত্বরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। যদি আকৃতি গবাদি পদের শক্য না হয় তাহা হইলে নিয়মিতভাবে তৎপ্রকারক শাব্দবোধের অনুপপত্তি হইবে ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। এই প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে, আকৃতিরূপ সংস্থানে শক্যতাবচ্ছেদকত্ব ব্যবস্থাপিত করিবার মত কোনও নিয়ামকও সিদ্ধ নহে। কারণ, অবচ্ছেদ্যতা সম্বন্ধে গবাদিপদজন্য বোধবিষয়তাংশে যে সংকেতীয় প্রকারত্ব ইহাই শক্যতা-বচ্ছেদকত্বের নিয়ামক। উক্ত সংকেতপ্রকারত্ব গোত্বজাতিতে থাকায় গোত্বই গোগত শক্যতার অবচ্ছেদক হইবে, সংস্থান নহে। কারণ গোত্ব অপেক্ষায় আকৃতিরূপ সংস্থান গুরু ধর্ম হওয়ায় অবচ্ছেদ্যতা সম্বন্ধে উক্ত বোধবিষয়ত্বাংশে সংকেত প্রকারত্ব সংস্থানে স্বীকৃত নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে সংস্থান যদি শক্যতাবচ্ছেদক না হয় তাহা হইলে গোপদ-জন্য শাব্দবোধে সংস্থান বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে গোপদজন্যবোধ বিষয়ত্বাংশে সংকেতীয় বিশেষ্যতাই শাব্দবোধীয় বিশেষ্যতার নিয়ামক। সংস্থান তাদৃশ সংকেতীয় প্রকারতাবিশিষ্ট হওয়ায় শাব্দবোধে উভয়ই প্রকার-বিধয়া ভাসমান হইবে বিশেষ্যবিধয়া নহে। সংকেতীয় গোত্বগত প্রকারতা অবচ্ছেদ্যত্ব

সম্বন্ধে এবং সংস্থানগত প্রকারতা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বোধবিষয়ত্বাংশে ভাসমান হইবে। এখানে 'সংস্থানবতী গৌঃ গোপদাদ্ বোদ্ধব্যঃ' এই আকারের ঈশ্বরেচ্ছারূপে সঙ্কেত স্বীকৃত হইবে। উক্ত সংকেতাংশে সংস্থান এবং গোত্ব উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকরূপে এবং বোধবিষয়ত্ব বিধেয়রূপে ভাসমান হইবে। ইহার ফলে গোত্বের ন্যায় সংস্থানেও বোধ-বিষয়ত্বাংশে সংকেতীয় প্রকারত্ব উপপন্ন হইবে। গবাদি ব্যক্তিগত আকৃতিরূপ সংস্থানও যে গবাদিপদের শক্য ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য গ্রন্থকার 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ' এই ন্যায়সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। গুণ-কর্ম-প্রভৃতি পদার্থ আকৃতিশূন্য হওয়ায় গুণ-কর্ম-প্রভৃতি পদের আকৃতিতে শক্তি কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং সামান্যভাবে আকৃতিতে জাতি ও ব্যক্তির অনুরূপ পদার্থত্ব কল্পনা সম্ভবপর নহে। এইজন্য 'পদ' শব্দের দ্বারা পদবিশেষকে অর্থাৎ গবাদি পদকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং অর্থ পদটি যাহাতে লক্ষ্যার্থের বোধক না হয় এইজন্য সূত্রোক্ত 'পদার্থ'—পদের গবাদিপদবিশেষের শক্যরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য 'পদার্থঃ গবাদিপদশক্যঃ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'গবাদি' এই আদি পদের দ্বারা ঘট প্রভৃতি পদকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে আশঙ্কা হইতে পারে অন্বয়বোধ স্থলে উদ্দেশ্যবোধক শব্দের সহিত বিধেয়বোধকপদের প্রায়শঃ সমান বচন নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ' এখানে বিধেয় বাচক পদার্থ পদটির পরে প্রথমাবিভক্তির একবচন নির্দিষ্ট হইলেও উদ্দেশ্যবাচক 'জাত্যা-কৃতিব্যক্তি' শব্দের পরে প্রথমাবিভক্তির বহুবচন নির্দিষ্ট হওয়ায় উদ্দেশ্য বিধেয়বাচক পদের সমানবাচকত্ব নিয়মটি এখানে ব্যাহত হইয়াছে কেন?

এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে সূত্রোক্ত 'পদার্থ' পদের অন্তর্গত অর্থ পদটির শক্য-রূপ অর্থ গৃহীত হওয়ায় 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ' এই পদার্থ পদ হইতে পদশক্যরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। অতএব পদার্থ পদের পরবর্তী প্রথমার একবচন 'সু' বিভক্তির অর্থ একত্ব যদি পদশক্যরূপ পদার্থে অন্বিত হয় তাহা হইলে উক্ত বাক্যটি অযোগ্য হইবে কারণ উক্ত পদার্থ এক নহে এইজন্য পদশক্যরূপ পদার্থের একদেশ যে শক্তি তাহাতেই সু বিভক্তির অর্থ একত্ব সংখ্যা অন্বয় স্বীকার করিয়া উক্ত বাক্যটির যোগ্যতা সম্পাদন করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার জাতি, আকৃতি এবং ব্যক্তি এই ত্রিবিধ অর্থে গবাদি পদের একটি শক্তি ইহা ব্যক্ত করিবার জন্যই 'পদার্থাঃ' এইরূপ বহুবচন নির্দেশ না করিয়া 'পদার্থঃ' এইরূপ একবচন নির্দেশ করিয়াছেন।

যদি বহুবচন নির্দেশমূলে জাতি, আকৃতি এবং ব্যক্তিতে বিভিন্ন শক্তি কল্পিত হয় তাহা হইলে বিশকলিত অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবশূন্য গোত্বাদি রূপ জাতি সংস্থানরূপ আকৃতি গবাদি ব্যক্তি এতদ্ সমুদায়ের স্বতন্ত্রভাবে শাব্দবোধে আপত্তি হইবে।

যদি বলা হয় সিদ্ধান্তিগণ যেরূপ জাতি, আকৃতি এবং ব্যক্তিতে একটি শক্তি কল্পনা করিয়া গৌর্নিত্যা, গৌশুর্ণঃ বা গৌর্দ্রব্যম্—এই সকল প্রয়োগের সাধুত্বের অনুরোধে 'গৌর্নিত্যা' এখানে গো পদটির গোত্বজাতিতে 'গৌশুর্ণঃ' এখানে গোপদটির আকৃতিতে (অবয়ব সংযোগে) এবং 'গৌর্দ্রব্যম্' এখানে গো পদটির গোব্যক্তিমাত্রে লক্ষণা স্বীকার

করিয়া যথার্থ শাব্দবোধের উপপত্তি করেন তদ্রূপ গবাদিপদের জাতি, আকৃতি এবং ব্যক্তিতে যাহারা বিভিন্ন শক্তি স্বীকার করিবেন তাহাদের মতেও 'গৌর্নিত্যা' এইরূপ বাক্যের অন্তর্গত গোপদ হইতে শক্যার্থ গোত্বজাতির উপস্থিতি হইতে উক্ত জাতিতে নিত্য পদার্থের আবার 'গৌশুর্ণঃ' এইরূপ বাক্যের ঘটক গোপদ হইতে শক্যার্থ অবয়ব সংযোগরূপ সংস্থানের উপস্থিতিক্রমে গো পদের শক্যার্থ সংস্থানে গুণপদার্থের এবং 'গৌঃ দ্রব্যম্' এইরূপ বাক্যের অন্তঃপাতী গোপদের শক্যার্থ গোব্যক্তির উপস্থিতির মাধ্যমে গোব্যক্তিতে দ্রব্যপদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের উপপত্তি স্বীকৃত হইবে না কেন? গোপদের বিভিন্নশক্তিবাদিগণের এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার গবাদিপদের নানা শক্তি খণ্ডন করিবার জন্য বলেন 'গৌর্নিত্যা' 'গৌশুর্ণঃ' 'গৌর্দ্রব্যম্' এই সকল স্থলে সর্বানুভবসিদ্ধ গো পদের লক্ষণা স্বীকৃতি মূলে যথাক্রমে গোত্বজাতি, গোগত সংস্থানরূপ গুণ এবং গবাদিব্যক্তিরূপ যে লাক্ষণিক অর্থের উপস্থিতিক্রমে অনুভবসিদ্ধ অন্বয়বোধ উৎপন্ন হয় তাহা অপলাপের প্রসক্তি হইবে: কারণ, গোপদের তাদৃশ বিভিন্ন অর্থে নানা শক্তি কল্পিত হইলে শক্যার্থের উপস্থিতি হইতে তাদৃশ বিভিন্ন অর্থের অন্বয়বোধ যখন উপপন্ন হইতে পারে তখন উক্ত-বোধের অনুরোধে লক্ষণার অনুসরণ করা নিরর্থক হইবে।

গ্রন্থকার যে, "লক্ষণাদ্যভাবঃ প্রসক্তেঃ" অর্থাৎ লক্ষণাদ্যভাবের প্রসক্তির কথা বলিয়াছেন এখানে লক্ষণাদি এই আদি পদের দ্বারা তাৎপর্য প্রভৃতির অনুপপত্তিও গৃহীত হইবে। এখানে আরও বক্তব্য লক্ষণা শক্যসম্বন্ধরূপ স্বীকৃত। সুতরাং কোনও পদের একটি শক্যার্থ যদি থাকে তাহা হইলে শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণার গৃহীত হইতে পারে। পরন্তু যেখানে শক্যপদার্থের উপস্থিতি হইতেই অন্বয়বোধ উপপন্ন হয় সেখানে তাদৃশ অর্থের উপস্থিতিমূলক অন্বয়বোধে কোনও সম্প্রদায়ই লক্ষণার অনুসরণ করেন না। ইহাই গ্রন্থকারের গূঢ় অভিপ্রায়।

উপসংহারে গ্রন্থকারের "ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ" এই উক্তির দ্বারাও একটি বিশেষ তাৎপর্য সূচিত হইয়াছে। কারণ, সাম্প্রদায়িক মত অনুসারে জাতি এবং আকৃতি বিশিষ্ট গো ব্যক্তির উপস্থিতির মাধ্যমে গবাদি পদ হইতে শাব্দবোধ অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু 'গৌরস্তি' 'গামানয়' ইত্যাদি বাক্য হইতে কেবলমাত্র গোত্বাদি জাতি পুরস্কারে গবাদি ব্যক্তির বোধ অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় সাম্প্রদায়িক মত অনুসারে আকৃতিরূপ সংস্থানের অনুপস্থিতিকালে তাদৃশবোধের অনুপপত্তিরূপ অস্বরসই 'সাম্প্রদায়িকাঃ' এই উক্তির দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

মূলম্

নব্যাস্তু, জাতিব্যক্ত্যোরেকশক্তিপ্রাপ্ত্যর্থং সৌত্রমেকবচনম্। আকৃতি-রূপন্তু সংস্থানং পৃথগেব শক্যম্, শক্যত্বঞ্চৈকপদোপস্থাপ্যয়োরপ্যাকৃতিব্যক্ত্যো-

भेदान्वयबोधनं गवादिशब्देन, व्युत्पत्तिवैचित्र्यात्, अतएव, संस्थानानुपस्थितौ केवलगोत्वादिप्रकारेण व्यक्तेरवगमः शक्त्यैव सम्पद्यते। यद्येवं संस्थानव्यक्त्योरेवैकशक्तिर्गोत्वादिजातावेव शक्त्यन्तरं, तद्वैशिष्ट्यं तु पदार्थविधया युष्माकमिवास्माकं वाक्यार्थविधया भासते इत्येव किं न स्यात्, न स्यादेव, समवायेन गोत्वादिमदपेक्षया परम्परया संस्थानवतः परमगुरुत्वेनाशक्यत्वात्, शक्यतायाः किञ्चिद्धर्मावच्छिन्नत्वनियमात्, शुद्धगोत्वादौ तदयोगाच्चेत्याहुः।

অনুবাদ

নবীন সম্প্রদায় বলেন জাতি ও ব্যক্তি এতদ্ উভয়গত একটি শক্তি প্রাপ্তির অনুকূলে (জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ এই সূত্রে) একবচন প্রদত্ত হইয়াছে। আকৃতি স্বরূপ সংস্থান কিন্তু পৃথক্ ভাবে (গবাদি পদের) শক্য হইবে। একপদের দ্বারা উপস্থাপিত শক্যার্থদ্বয়ের অন্বয় অব্যুৎপন্ন—এই ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া গো প্রভৃতি একটি পদের দ্বারা উপস্থাপিত আকৃতি ও ব্যক্তিরূপ শক্যার্থ দ্বয়ের অন্বয় বোধ সমর্থন করা যাইতে পারে। অতএব সংস্থানের অনুপস্থিতিকালে কেবল গোত্বাদিপ্রকারক গবাদিব্যক্তি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ শক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে (নব্যমতে গবাদিপদের জাতি এবং ব্যক্তি এতদুভয়ে একটি শক্তি কল্পনা করিয়া জাতি এবং ব্যক্তি এতদুভয়ের বৈশিষ্ট্য যদি পদার্থরূপে ভাসমান হইতে পারে তাহা হইলে) আমাদের মতেও সংস্থান এবং গবাদি ব্যক্তিতে একটি শক্তি কল্পনা পূর্বক গোত্বাদি জাতিতে পৃথক্ শক্তি কল্পিত হইবে, এবং গোত্বাদিজাতি এবং ব্যক্তি বাক্যার্থরূপে অন্বয়বোধে ভাসমান হইবে এইরূপ স্বীকৃত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে (নব্যমত অবলম্বন করিয়া) গ্রন্থকার বলিতেছেন—না, তাহা হইতে পারে না কারণ সমবায় সম্বন্ধে গোত্বাদিবিশিষ্ট অপেক্ষায় পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্থান বিশিষ্ট অতি গুরুতর হওয়ায় গবাদিপদের শক্য হইতে পারে না (আর ও বক্তব্য), শক্যতা কোন একটি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে ইহাই নিয়ম। অতএব শুদ্ধ গোত্ব প্রভৃতি জাতিতে শক্তি কল্পনা করা সম্ভব নহে।

বিবৃতি

জাতি এবং আকৃতিবিশিষ্ট গবাদিব্যক্তিতে গো প্রভৃতি পদের শক্তি কল্পিত হইলেও আকৃতিরূপ সংস্থানের অনুপস্থিতিকালে গো প্রভৃতি পদ হইতে অনুভবসিদ্ধ গোত্ব প্রকারক গবাদিবিশিষ্যক অন্বয়বোধের অপলাপের প্রসক্তি হইবে। সাম্প্রদায়িক মতে এইরূপ অস্বরস থাকায় 'নব্যাস্তু' ইত্যাদিগ্রন্থের মাধ্যমে নব্যমত প্রদর্শন করিতেছেন। জাতি এবং ব্যক্তি এতদুভয়ের যে একটি শক্তির কথা বলা হইয়াছে এখানে জাতি ও ব্যক্তি এতদুভয় মাত্রেই একটি শক্তি কল্পনা করা হইবে, এইরূপ অবধারণে গ্রন্থকারের তাৎপর্য থাকায় সংস্থান এবং ব্যক্তি এতদুভয়ে একটি শক্তি কল্পনার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে আকৃতি স্বরূপ সংস্থানে যদি গবাদিপদের শক্তি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে গবাদিপদ হইতে গবাদিব্যক্তিতে সংস্থানকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া 'সংস্থানবতী গৌঃ' এই আকারের অন্বয়বোধ কি করিয়া সম্ভবপর হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার নবীন সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন "আকৃতিরূপস্তু সংস্থানং পৃথগেব শক্যম্" তাৎপর্য এই যে, আকৃতি এবং গবাদি ব্যক্তিতে একটি শক্তি কল্পিত না হইলেও আকৃতিস্বরূপ যে সংস্থান অর্থাৎ অবয়বসংযোগবিশেষ তাহাতে গবাদিপদের পৃথগ্ ভাবে একটি শক্ত্যন্তর কল্পিত হওয়ায় গোপদের শক্ত্যন্তরের দ্বারা উপস্থাপিত আকৃতিকে বিশেষণ রূপে এবং গোপদের শক্যার্থ-গোত্ব বিশিষ্ট গোকে বিশেষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া অন্বয় বোধের উপপত্তি হইবে। আকৃতি পদটি যদি আঙ্ পূর্বক কৃধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে বিহিত ক্তিন প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহা হইলে আকৃতি পদটি অভিব্যক্তি রূপ প্রত্যক্ষ বিশেষের বোধক হইয়া থাকে। সূত্রস্থ আকৃতি পদের কিন্তু তাদৃশ অর্থ সম্ভাবিত নহে। কারণ প্রত্যক্ষ বিশেষ আকৃতি গবাদিব্যক্তিতে বিশেষণ রূপে অন্বয়বোধের বিষয় হইতে পারে না। অতএব আকৃতি পদটি যে, ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন নহে ইহা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন "আকৃতি-রূপস্তু সংস্থানম্" অর্থাৎ সূত্রস্থ আকৃতি পদটি 'আক্রিয়তে অভিব্যজ্যতে অনেন' এইরূপ করণ বাচ্যে নিষ্পন্ন আকৃতি পদটির সংস্থানরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যদি গো প্রভৃতি পদের আকৃতিরূপ অর্থে পৃথগ ভাবে শক্ত্যন্তর কল্পিত হয় তাহা হইলে একই গো পদের শক্যার্থ যে আকৃতি তাহার সহিত উক্ত গো পদের অপর শক্যার্থ যে গো ব্যক্তি এতদুভয়ের বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে স্বাশ্রয় সমবেতত্বরূপ ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় বোধ উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ, 'একটি পদের দ্বারা উপস্থাপিত শক্যার্থ দ্বয়ের ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ নহে' এইরূপ ব্যুৎপত্তি থাকায় তাদৃশ অন্বয় বোধ হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন একই গো পদের বিভিন্ন শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত আকৃতি এবং ব্যক্তি এতদ্ উভয়ের অন্বয় বোধ উক্ত ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য স্বীকাব করিয়া সমর্থন করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যে, বলিয়াছেন—"ব্যুৎপত্তিবৈচিত্র্যাৎ" এখানে ব্যুৎপত্তি পদের দ্বারা পূর্বকথিত ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইবে। তাৎপর্য এই যে, পচতি প্রভৃতি স্থলে আখ্যাতিক 'তিপ্' প্রত্যয়ের দ্বারা বর্তমান

কাল ও কৃতিরূপ বিভিন্ন শক্যার্থ এবং 'এব'শব্দের দ্বারা অন্যযোগ ও ব্যবচ্ছেদ রূপ বিভিন্ন শক্যার্থ গৃহীত হইলেও উক্ত ব্যুৎপত্তিতে 'তিবাদি' প্রত্যয় ভিন্নত্ব এবং 'এব' শব্দ ভিন্নত্ব নিবেশ করিয়া যেরূপ উক্ত ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে হইবে, তদ্রূপ ব্যুৎপত্তির অন্তর্গত যে, 'এক' পদ তদংশে গবাদি শব্দ ভিন্নত্বও নিবেশ করিতে হইবে। ইহার ফলে এই সকল পদ হইতে অতিরিক্ত যে 'এক পদ' তাহাই তাদৃশ ব্যুৎপত্তির ঘটক হইবে, ইহাই এখানে ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য বুঝিতে হইবে। নব্য মতে আকৃতিরূপ সংস্থানে গবাদি পদের পৃথক্ শক্তির কেন কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন প্রদর্শন করিবার জন্য 'অতএব' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। এখানে 'অতএব' শব্দটির গবাদি পদের সংস্থান রূপ অর্থে পৃথক্ শক্তি কল্পিত হওয়ার ফলে—এরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। 'কেবলং গোত্বাদি প্রকারেণ' এখানে 'কেবল' শব্দটি থাকার ফলে আকৃতির প্রকারত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, নব্য সম্প্রদায় গবাদি পদের জাতি ও ব্যক্তিতে একটি শক্তি এবং সংস্থানে অপর একটি শক্তি কল্পনা করার ফলে সংস্থানের অনুপস্থিতি কালে সংস্থান বিশেষণরূপে ভাসমান না হইলেও এই মতে শুদ্ধ গোত্ব প্রকারক গোব্যক্তি বিশেষ্যক শাব্দবোধ শক্তির দ্বারাই উপপন্ন হইবে।

গবাদি পদের সংস্থানগত স্বতন্ত্র শক্ত্যন্তর কল্পনার বিরুদ্ধে জগদীশ 'যদ্বৈবং' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে একটি আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, নবীন সম্প্রদায় যেরূপ গবাদি শব্দের গোত্বাদি জাতি এবং তদাশ্রয় গবাদিব্যক্তিতে একটি শক্তি স্বীকার করিয়া সংস্থানরূপ আকৃতিতে অপর একটি শক্তি স্বীকার করেন, তদ্রূপ বিরোধী পক্ষও বলিতে পারেন, বিনিগমনাবিরহ প্রযুক্ত আকৃতি এবং ব্যক্তি মাত্রে গবাদি পদের একটি শক্তি এবং গোত্বাদি জাতিতে অপর একটি শক্তি কল্পনা করা হইবে। যদি বলা হয় জাতিতে ভিন্ন শক্তি কল্পিত হইলে উক্ত জাতি বিশিষ্ট গো ব্যক্তি গো পদের শক্য না হওয়ায় গোত্বজাতি গো ব্যক্তিতে বিশেষণ রূপে ভাসমান হইতে পারে না, এই উক্তির প্রত্যুত্তরে বিরোধী পক্ষও বলিতে পারেন নবীন মতে যেরূপ শক্যার্থ রূপে গোত্ব প্রকারক গোবিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকার করা হয়, আমাদের মতেও বাক্যার্থ রূপে অর্থাৎ গোপদের শক্ত্যন্তরের দ্বারা উপস্থাপিত যে গোত্ব তাহার শক্যার্থ যে সংস্থান বিশিষ্ট গোব্যক্তি তাহাতে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে নব্য মত আশ্রয় করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, না, গোপদের শক্যার্থ গোব্যক্তিতে গোত্বাদিজাতির বাক্যার্থরূপে অন্বয়বোধে ভাণ হইবে না। কেন হইবে না তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'সমবায়েন' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, গোত্ব বিশিষ্ট গোব্যক্তিতে গো পদের শক্তি কল্পিত হইলে গোত্বাদির বৈশিষ্ট্য সমবায় সম্বন্ধ স্বরূপ হওয়ায় লাঘব হইবে। যদি সংস্থান বিশিষ্টগোব্যক্তিতে শক্তি কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত বৈশিষ্ট্য রূপ সম্বন্ধ হইবে পরম্পরা অর্থাৎ স্ব সমবায়িসমবেতত্ব, অতএব গুরু সম্বন্ধকে বৈশিষ্ট্য রূপে গ্রহণ করিয়া শক্তি কল্পনা অপেক্ষা লঘু সম্বন্ধ সমবায়কে গোত্বাদি জাতির বৈশিষ্ট্য রূপে গ্রহণ করিয়া গোত্বাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি কল্পিত হইলে লাঘব

হইবে। সুতরাং লাঘব রূপ বিনিগমনা প্রযুক্ত গোত্বাদি জাতি বিশিষ্টেই গোপদের শক্তি কল্পিত হইবে সংস্থান বিশিষ্টে নহে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, যেই মতে সংস্থান গত গোত্বাদি জাতি স্বীকৃত হয় সেই মতে গবাদিব্যক্তিতে গোত্বাদি জাতির পরম্পরা সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং গোত্বাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে গবাদি পদের শক্তি কল্পিত হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে শক্তি কল্পনা নিবন্ধন গৌরব উভয় পক্ষেই তুল্য। সুতরাং বিনিগমনা বিরহ না থাকায় প্রতি কোন কারণ নাই। এই আশঙ্কার উত্তরে নবীন মতের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া জগদীশ বলিতেছেন—'শক্যতায়াঃ কিঞ্চিত্তদ্ধর্মাবিচ্ছিন্নত্বনিয়মাদিতি'। তাৎপর্য এই যে, যে কোন পদের পদার্থ বিশেষে শক্তি কল্পিত হইলে উক্ত পদার্থগত শক্যতাকে কোন একটি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইতে হইবে। প্রকৃত স্থলে গোপদের সংস্থানবিশিষ্টে শক্তি স্বীকার করিয়া যদি গোত্ব জাতিতে গোপদের পৃথক্ শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গোত্বাদিগত উক্ত শক্যতাকে অবশ্য কোন একটি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইতে হইবে। সেই ধর্মটি কিন্তু গোত্বত্বভিন্ন অন্য কিছু নহে। গোত্বত্ব ধর্মটি আবার গবেতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলগোবৃত্তিস্বরূপ। সুতরাং সংস্থানগত বৈজাত্য অপেক্ষায় গোত্বত্ব ধর্মটি অতি গুরুতর হওয়ায় উক্ত ধর্মে গোপদের পৃথক্ শক্যতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা নিবন্ধন গৌরব হইবে। অতএব, লাঘবতঃ সংস্থানে গবাদি পদের শক্ত্যন্তর কল্পনার ফলে সংস্থানগত বৈজাত্যে শক্যতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকৃত হইবে। আকাশপদের যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন শক্তি স্বীকৃত হয়, গবাদিপদেরও তদ্রূপ গোত্বাদিজাতিতে স্বতন্ত্র নিরবচ্ছিন্ন শক্তি কল্পিত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে নবীন মতে, আকাশ পদেরও নিরবচ্ছিন্ন শক্তি স্বীকৃত নহে, পরন্তু শব্দাশ্রয়ত্বরূপ আকাশত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই জগদীশ বলিয়াছেন, "শক্যতায়াঃ কিঞ্চিদ্ধর্মা-বচ্ছিন্নত্বনিয়মাৎ" এখানে শক্যতাপদের অর্থ করিতে হইবে শক্তি নিরূপিত বিশেষ্যতা। এই রূপ অর্থ বিবক্ষিত না হইলে শুদ্ধগোত্বে শক্তিনিরূপিত নিরবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা রূপ শক্তিবিষয়তা থাকায় শুদ্ধ গোত্বাদিধর্মেও শক্তিবিষয়ত্ব সম্ভবপর নহে—এই উক্তিটি সঙ্গত হইতে পারে না। ইহাই নবীন সিদ্ধান্ত।

মূলম্

মিথো বৈশিষ্ট্যবিধুরাভ্যাং চন্দ্রত্বসূর্যত্বাভ্যামবচ্ছিন্নৈকশক্তিমতঃ পুষ্পবন্তপদস্যেব গোত্বসংস্থানপ্রভেদাভ্যামেবাবচ্ছিন্নৈকশক্তিমতো গবাদিপদস্যাপি জাত্যবচ্ছিন্নশক্তিমত্তয়া নৈমিত্তিকসংজ্ঞাত্বেঽপি নৌপাধিকসংজ্ঞাত্বম্, সখণ্ডোপাধিমাত্রাবচ্ছিন্নশক্তিমত এব নাম্নস্তথাত্বাদিতি বস্তুগতিঃ।

অনুবাদ

পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণ ভাব শূন্য চন্দ্রত্ব এবং সূর্যত্ব পুরস্কারে পুষ্পবন্ত পদের চন্দ্রসূর্যরূপ অর্থে যেরূপ একটি শক্তি কল্পিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ গোত্ব (জাতি) এবং সংস্থান বিশেষ (আকৃতি বিশেষ) এতদুভয় ধর্ম পুরস্কারে গবাদি পদ জাত্যবচ্ছিন্ন শক্তি বিশিষ্ট হওয়ায় নৈমিত্তিক সংজ্ঞা হইলেও ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে না, কারণ সখণ্ড কোন উপাধি বিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে শক্তি তদ্বিশিষ্ট নামকেই ঔপাধিক সংজ্ঞা বলা হয়। ইহাই বস্তুস্থিতি।

বিবৃতি

সাম্প্রদায়িক মতানুসারে এবং নব্যমতে গবাদি পদের নৈমিত্তিক সংজ্ঞা ব্যবস্থাপিত করিবার পরে "মিথো বৈশিষ্ট্যবিধুবাভ্যাম্" ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে নিজ মতানুসারে গবাদিপদের নৈমিত্তিক সংজ্ঞা প্রতিপাদন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, "একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরৌ" ইত্যাদি অমরকোষ অনুসারে পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণ ভাব শূন্য চন্দ্রত্ব এবং সূর্যত্ব এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম পুরস্কারে চন্দ্র ও সূর্য রূপ অর্থে পুষ্পবন্ত পদের যেরূপ একটি শক্তি স্বীকৃত হয়, সেইরূপ গবাদিসংজ্ঞা শব্দ স্থলেও গোত্ব এবং সংস্থান বিশেষরূপ বিশেষ্য-বিশেষণভাবানাপন্ন দুইটি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) গোরূপ অর্থে একটি শক্তি স্বীকৃত হইবে। এখন আপত্তি হইতে পারে গোত্বরূপ জাতি এবং সাস্নাদি রূপ সংস্থান বিশেষ এই উভয় ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন গোব্যক্তিতে গোপদের একটি শক্তি স্বীকৃত হইলে গোপদ জাত্যবচ্ছিন্ন শক্তির আশ্রয়রূপে যেরূপ নৈমিত্তিক সংজ্ঞা হইবে, তদ্রূপ সংস্থান বিশেষরূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন শক্তির আশ্রয় হওয়ার ফলে ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন, গবাদি পদ জাত্যবচ্ছিন্ন শক্তির আশ্রয়রূপে নৈমিত্তিক সংজ্ঞা হইলেও ঔপাধিক সংজ্ঞা হইবে না। কারণ, সখণ্ড উপাধি মাত্রের দ্বারা অবচ্ছিন্ন শক্তির আশ্রয় যে পদ তাহাই হইবে ঔপাধিক সংজ্ঞা। প্রকৃতস্থলে যদিও গবাদি পদ সখণ্ড সাস্নাদিমত্ত্বরূপ উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন শক্তির আশ্রয় হইয়াছে, তথাপি ঐ শক্তি কেবলমাত্র সখণ্ড উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, পরন্তু গোত্বাদি-রূপ জাতির দ্বারাও অবচ্ছিন্ন হইয়াছে অতএব গবাদি পদের ঔপাধিক সংজ্ঞা স্বীকৃত হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে যে নামটি জাতিবিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে না, অথচ সখণ্ড কোন উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে তাহাই হইবে ঔপাধিক সংজ্ঞা। যেরূপ আকাশ প্রভৃতি পদ ঔপাধিক সংজ্ঞারূপে কীর্তিত হইয়াছে। যদি কোনও নামের জাতি এবং উপাধি এতদুভয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন শক্তি স্বীকৃত হয়, সেই নামটি কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নৈমিত্তিক সংজ্ঞাই হইবে, ঔপাধিক সংজ্ঞা নহে। ইহাই গ্রন্থকার বস্তুস্থিতি এই উক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন।

মূলম্

সৌত্রমাকৃতিপদং ন সংস্থানপদং পরন্তু করণব্যুৎপত্ত্যা আকারনিরূপকার্থকং জাতিব্যক্ত্যোঃ সংসর্গপরমেব, অন্যথা সমবায়াদেরপি সম্বন্ধবিধয়া গবাদিপদশক্যত্বেন তদনুক্ত্যা মুনের্ন্যূনত্বাপত্তেঃ। কাদাচিৎকস্তু, জাতিসংস্থানাভ্যাং গবাদেরবগমো, গবাদিপদস্য জাত্যাকৃতিবিশিষ্টে শক্তিভ্রমেণ লক্ষণয়া বা সম্পাদ্য ইতি পুনর্ন্যায়রহস্যে অস্মদ্গুরুচরণাঃ। ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ

ন্যায়সূত্রে যে আকৃতি পদের উল্লেখ আছে উক্ত আকৃতি পদ সংস্থান বিশেষের বোধক নহে। পরন্তু করণ ব্যুৎপত্তি অনুসারে আকার নিরূপকরূপ অর্থের বোধক হওয়ায় আকৃতি পদটি গোত্ব প্রভৃতি জাতি এবং গো প্রভৃতি ব্যক্তি এতদুভয়ের সংসর্গ বোধক রূপে স্বীকৃত হইবে। তাহা না হইলে সমবায়াদি সম্বন্ধেও (জাতি ও ব্যক্তির) সংসর্গরূপে গবাদি পদ নিরূপিত শক্তি বিষয়তা থাকাসত্ত্বেও উক্ত সম্বন্ধগত শক্যতা উক্ত না হওয়ায় মহর্ষির ন্যূনতা প্রসক্তি হইবে। যদি সময় বিশেষে গবাদি পদ হইতে গোত্ব প্রভৃতি জাতি ও আকৃতি এতদুভয়কে বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিয়া গবাদিব্যক্তির অন্বয় বোধ অনুভব সিদ্ধ হয় তাহা হইলে জাতি এবং আকৃতি বিশিষ্ট গো ব্যক্তিতে গবাদিপদের শক্তিভ্রম অথবা লক্ষণার দ্বারা উক্ত অন্বয় বোধের উপপাদন করিতে হইবে। ন্যায় রহস্য টীকায় আমার গুরুদেব ইহাই (প্রতিপাদন করিয়াছেন)।

বিবৃতি

নিজের অধ্যাপক রামভদ্র সার্বভৌমের সিদ্ধান্ত অনুসরণ পূর্বক গ্রন্থকার জগদীশ তর্কালঙ্কার "জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ" এই ন্যায়সূত্রের অন্তর্গত আকৃতি পদের সংস্থানরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া জাতি ও ব্যক্তির (সমবায়) সম্বন্ধরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য "সৌত্রমাকৃতিপদম্" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, সাধারণভাবে "আকৃতি" পদটি যদিও গোপ্রভৃতি ব্যক্তিগত সংস্থানবিশেষের বোধক হয় তথাপি 'আক্রিয়তে অনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে আঙ্ পূর্বক কৃধাতুর পরে করণবাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত আকৃতি পদটি আকারের নিরূপক এইরূপ অর্থের বোধক হইবে।

সুতরাং গবাদিব্যক্তিতে গোত্বাদি জাতির যে সমবায়সম্বন্ধ তাহাই পূর্বোক্ত ন্যায়সূত্রের অন্তর্গত আকৃতিপদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতমের উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য জগদীশও বলিয়াছেন করণব্যুৎপত্তি অনুসারে আকারের নিরূপকরূপ অর্থের প্রত্যায়ক হওয়ায় আকৃতি পদের সংস্থানরূপ যথাশ্রুত অর্থ পরিহার করিয়া জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। কেন উক্ত সম্বন্ধরূপ অর্থ গৃহীত হইবে তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য গ্রন্থকার বলেন, যদি আকৃতি পদের দ্বারা জাতি ও ব্যক্তি এতদুভয়ের সমবায় সম্বন্ধ গৃহীত না হয় তাহা হইলে গোপ্রভৃতি পদস্থলে জাতি ও ব্যক্তির ন্যায় সমবায়ও সংসর্গরূপে গবাদিপদের শক্য ইহা অনুভব সিদ্ধ। সুতরাং শক্য ও শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম যেরূপ শক্তিভাস্য হইবে তদ্রূপ শক্তি নিরূপিত বিশেষ্যতাবচ্ছেদকতার ঘটক সম্বন্ধরূপে জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের সমবায় সম্বন্ধ ও শক্তি ভাস্য হইবে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব শাব্দবোধে একটি পদার্থে অপর পদার্থের সংসর্গ যেরূপ বাক্যগত আনুপূর্বী বিশেষরূপ আকাঙ্ক্ষা ভাস্য হইয়া থাকে তদ্রূপ শাব্দবোধে ভাসমান গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে গোত্ব প্রভৃতি জাতির যে, সমবায় সম্বন্ধ তাহা ও গোব্যক্তি বা গোত্বজাতির ন্যায় শক্তিভাস্য হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত। যদি "জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ" এই সূত্রের অন্তর্গত আকৃতি পদের দ্বারা জাতি ও ব্যক্তি এতদুভয়ের সম্বন্ধ প্রতীয়মান[১] না হয় তাহা হইলে শক্তিভাস্য তাদৃশ সম্বন্ধের কথা না বলায় মহর্ষি গৌতমের ন্যূনতা দোষের প্রসক্তি হইবে, অতএব উক্ত সূত্রের অন্তর্গত আকৃতি পদটির, জাতি ব্যক্তি উভয়ের সংসর্গরূপ অর্থে মহর্ষি গৌতমের তাৎপর্য স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে সূত্রোক্ত আকৃতি পদের তাদৃশ সংসর্গরূপ অর্থে মহর্ষির তাৎপর্য স্বীকৃত হইলে সংস্থান রূপ আকৃতি গোপ্রভৃতি পদের শক্য হইতে পারে না। যদি সংস্থান গোপ্রভৃতি পদের শক্য না হয় তাহা হইলে কোন সময়ে যে গোপ্রভৃতি পদ হইতে জাতি এবং সংস্থান এতদুভয়ধর্ম পুরস্কারে গবাদিব্যক্তির বোধ হয় তাহা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? এই আপত্তির সমাধান-কল্পে জগদীশ[২] 'কাদাচিৎকস্তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন।

তাৎপর্য এই যে, সময় বিশেষে গোপ্রভৃতি পদ হইতে গোত্বজাতি এবং গো প্রভৃতি ব্যক্তিগত সংস্থান এই উভয় ধর্মপুরস্কারে, গো প্রভৃতি ব্যক্তিকে বিষয় করিয়া যে অন্বয় বোধ উৎপন্ন হয় উক্ত—অন্বয়বোধ, গোত্বাদি জাতি ও সংস্থান এই উভয় ধর্ম বিশিষ্ট গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে শক্তির ভ্রম হইতে তাদৃশ উভয় ধর্ম বিশিষ্ট গবাদি ব্যক্তির উপস্থিতির মাধ্যমে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং সময় বিশেষে তাদৃশ অন্বয় বোধের অনুপপত্তি হইবে।

যদি বিরোধী পক্ষ বলেন :—দোষঘটিতসামগ্রী বিদ্যমান না থাকিলে উক্ত ক্রমে

১। তদনুক্তিজ্ঞানজ্ঞাপ্যাতজ্জ্ঞানশূন্যত্বই এখানে গ্রন্থকর্তৃগত ন্যূনত্ব বুঝিতে হইবে।

২। 'কাদাচিৎকস্তু' এই পাঠ কৃষ্ণকান্ত সম্মত। টীকাকার রামভদ্র 'কাচিৎকস্তু' এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

জাতি ও সংস্থানরূপ আকৃতিবিশিষ্ট গবাদিব্যক্তিতে শক্তি ভ্রম হইতে পারে না কারণ দোষ ঘটিত সামগ্রীব্যতীত কোনও ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

বিরোধী পক্ষের এই উক্তির প্রত্যুত্তরে গ্রন্থকার বলেন "লক্ষণয়া বা সম্পাদ্যঃ" অর্থাৎ সর্বত্র শক্তি ভ্রম সম্ভবপর না হইলেও অন্ততঃ গবাদিপদের গোত্বাদি জাতি ও সংস্থান রূপ আকৃতি এতদুভয়বিশিষ্ট গোব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। তাৎপর্যানুপপত্তি মূলক উক্ত লক্ষণা জ্ঞান হইতে উক্ত উভয় ধর্মবিশিষ্ট গবাদি ব্যক্তির উপস্থিতিক্রমে গোত্বাদি জাতি ও সংস্থান রূপ উভয় ধর্মবিশিষ্ট গবাদি ব্যক্তির শাব্দ বোধ উপপন্ন হইবে। এইমতটি প্রকারান্তরে সমর্থন করিবার জন্য জগদীশ উপসংহারে বলিতেছেন "ইতি পুনর্ন্যায়-রহস্যেঽস্মদ্‌গুরুচরণাঃ" অর্থাৎ আমার অধ্যাপক রামভদ্র সার্বভৌম, "জাত্যাকৃতি ব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ" এই সূত্রের ন্যায়রহস্য টীকায় এই মতকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। টীকা-কার কৃষ্ণকান্ত এই মতটির ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলিয়াছেন "দেবীপুত্র মতমাহ সৌত্রমিতি" এই দেবীপুত্র কি রামভদ্র সার্বভৌমের নামান্তর অথবা দেবীপুত্রনামধেয় সার্বভৌমের পূর্ববর্তী কোনও নৈয়ায়িকের উক্ত মতবাদ সমর্থন করিবার জন্য সার্বভৌম নিজ ন্যায়রহস্য টীকায় উক্ত মতবাদ সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শেষোক্ত মতটি আমাদের সমর্থন যোগ্য মনে হয় কারণ রঘুনাথ শিরোমণির সময়েও উক্ত মত প্রচলিত ছিল। ॥ ২৩ ॥

॥ সার্থক শব্দে রূঢ়নাম নিরূপণ সমাপ্ত ॥

সার্থকশব্দে লক্ষকনাম নিরূপণম্

মূলম্

লক্ষকং নাম লক্ষয়তি—

যাদৃশার্থস্য সম্বন্ধবতি শক্তন্তু যদ্ভবেৎ।
তত্র তল্লক্ষকং নাম, তচ্ছক্তিবিধুরং যদি ॥ ২৪

অনুবাদ

ক্রমপ্রাপ্ত লাক্ষণিক নামের লক্ষণ করিতেছেন। যে নামটি যাদৃশ অর্থের সম্বন্ধবিশিষ্টে শক্তিবিশিষ্ট হইয়া তাদৃশ অর্থে যদি শক্তিশূন্য হয় তাহা হইলে সেই নাম তাদৃশ অর্থে লাক্ষণিক নামরূপে অভিহিত হইবে।

বিবৃতি

পূর্বে 'রূঢঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব' ইত্যাদি (১৬) কারিকায় রূঢ় লাক্ষণিক যোগরূঢ় এবং যৌগিক ভেদে চতুর্বিধ, নামের যে বিভাগ করা হইয়াছে বিভক্ত উক্ত নাম সমূহের মধ্যে রূঢ় নামের লক্ষণ এবং বিভাগ প্রভৃতির মাধ্যমে রূঢ় নাম নিরূপণ করিবার পরে অবসরসংগতির দ্বারা লাক্ষণিক নাম নিরূপণ করিবার জন্য "লক্ষকং নাম লক্ষয়তি' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। কারিকার অন্তর্গত "যাদৃশার্থস্য" এখানে যাদৃশার্থ শব্দের দ্বারা যে পদার্থ গৃহীত হইবে "অগ্রিম তত্র" এই সপ্তমী বিভক্তির প্রকৃতি তৎপদের দ্বারাও সেই পদার্থই গৃহীত হইবে। 'যাদৃশার্থস্য' এখানে নিরূপিতত্ব অর্থাৎ প্রতিযোগিত্বরূপ যে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ ইহার অন্বয় করিতে হইবে। অগ্রিম মতুপ্ প্রত্যয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধ পদার্থে, 'তত্র' এখানেও সপ্তম্যর্থ যে নিরূপিতত্ব তাহার লক্ষক পদের একদেশ লক্ষণা পদার্থে অন্বয় হইবে সম্বন্ধবতি অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্টে। শক্তন্তু এখানে শক্ত পদটি নিত্যও অনিত্য উভয়বিধ সঙ্কেতবিশিষ্টের পরিচায়ক 'তস্মিন্ শক্তিঃ তচ্ছক্তি' এইরূপ সপ্তমী-তৎপুরুষ সমাসের ফলে তাদৃশার্থ নিরূপিত শক্তি শূন্যত্ব রূপ অর্থ পর্যবসিত হইবে। যদিও মৌলিক ও প্রকরণ গ্রন্থসমূহে শক্তি নিরূপণ করিবার পরে লক্ষ্য নামার্থ গত শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণা নিরূপিত হইয়াছে। তথাপি ষোড়শ সংখ্যক পূর্ব কারিকায় রূঢ় শক্ত ও লক্ষক-ভেদে নাম বিভক্ত হওয়ায় গ্রন্থকার "যাদৃশার্থস্য সম্বন্ধবতি" ইত্যাদি কারিকার মাধ্যমে

নামগত লক্ষণা—নিরুক্তির অভিপ্রায়ে লাক্ষণিক নামের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদিস্থলে গঙ্গাপদের জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থ গৃহীত হইলে উক্ত শক্যার্থ ঘোষ পদার্থে অন্বিত হইতে পারে না। সুতরাং শক্যার্থের অন্বয়ানুপপত্তি বা তাৎপর্যের অনুপপত্তি হয় বলিয়া গঙ্গাপদের গঙ্গাতীররূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইয়া থাকে। এইজন্য অন্বয়ের অনুপপত্তি জ্ঞান উক্ত লক্ষণার গ্রাহক স্বীকৃত হয়। বাস্তবিক পক্ষে স্থলবিশেষে অন্বয়ের অনুপপত্তি জ্ঞান হইতে লক্ষণা প্রতীয়মান হইলেও "যষ্টীঃ প্রবেশয়" ইত্যাদিস্থলে যষ্টিপদের শক্যার্থ গৃহীত হইলেও যষ্টি পদার্থের সহিত প্রবেশন ক্রিয়ার অন্বয়ের অনুপপত্তি হয় না। কারণ যষ্টিপদের শক্যার্থ যে যষ্টি তাহার প্রবেশন ক্রিয়া সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' এই স্থলে যষ্টিপদের শক্যার্থ গৃহীত হইলে ভোজনতাৎপর্যের উপপত্তি হয় না, এইজন্য যষ্টি পদের যষ্টিধরে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাৎপর্যের অনুপপত্তি জ্ঞানই লক্ষণার বীজ অর্থাৎ গ্রাহক সর্বত্র স্বীকৃত হইবে।

আরও বক্তব্য, যদি অন্বয়ের অনুপপত্তিকে লক্ষণার বীজ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি স্থলে কোনও সময়ে গঙ্গাপদের তীরে কোনও সময়ে ঘোষ পদের মৎস্য প্রভৃতিতে যে লক্ষণা স্বীকৃত হয়, এই নিয়ম ব্যাহত হইবে। অতএব তাৎপর্যের অনুপপত্তিজ্ঞান লক্ষণার বীজ স্বীকার করিতে হইবে। জহৎস্বার্থ ও অজহৎস্বার্থ প্রভৃতি ভেদে লক্ষণা বিবিধ ইহা পরে লক্ষণার বিভাগ কারিকায় ব্যক্ত হইবে।

যে ধর্মপুরস্কারে যে অর্থ বিশেষে লক্ষণা গৃহীত হইবে তাদৃশ লক্ষণাধীন লক্ষ্য পদার্থের উপস্থিতি ও শাব্দবোধ তৎ তৎ ধর্মপুরস্কারে তৎ তৎ লক্ষ্যার্থবিষয়ক হইবে। শক্যতার অবচ্ছেদক ধর্মে যেরূপ শক্তি গৃহীত হয়, লক্ষ্যতার অবচ্ছেদক ধর্মে কিন্তু লক্ষণা স্বীকৃত নহে, অতএব তীরত্ব পুরস্কারে তীররূপ অর্থে যখন গঙ্গাপদের লক্ষণা স্বীকৃত হইবে, তখন গঙ্গাপদ হইতে লক্ষ্যতাবচ্ছেদক তীরত্ব পুরস্কারে তীরের বোধ হইবে, আবার যখন গঙ্গাতীরত্ব পুরস্কারে গঙ্গাতীরে গঙ্গা পদের লক্ষণা গৃহীত হইবে, তখন গঙ্গা পদ হইতে গঙ্গাতীরত্ব পুরস্কারে গঙ্গাতীরের বোধ হইবে। এই লক্ষণাকে জহৎস্বার্থ লক্ষণা বলে। "কাকেভ্যো দধি রক্ষতাম্" এই স্থলে কাকপদের শক্য যে কাক তাহাতে এবং কাকেতর মার্জার প্রভৃতিতে বর্তমান দধ্যুপঘাতকত্ব রূপ লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম পুরস্কারে কাকপদের দধ্যুপঘাতক রূপ অর্থে যে লক্ষণা স্বীকৃত হয় তাহার নাম অজহৎ স্বার্থলক্ষণা অর্থাৎ কোনও একটি পদে শক্য এবং শক্যেতর পদার্থগত লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম পুরস্কারে যে লক্ষণা গৃহীত হইবে উক্ত লক্ষণাকে অজহৎ স্বার্থলক্ষণা বুঝিতে হইবে। "ছত্রিণো গচ্ছন্তি" ইত্যাদি স্থলেও এক স্বার্থবাহিত্বরূপ লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম পুরস্কারে ছত্রী পদের অজহৎস্বার্থ লক্ষণা গৃহীত হওয়ায় উক্ত ছত্রীপদের দ্বারা একটি প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে ছত্রী কুণ্ডলী প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি গমন করিতেছে সেই সকল ব্যক্তি প্রতীয়মান হইবে।

দ্বিরেফ পদ হইতে লক্ষণামূলে যে ভ্রমররূপ কীটবিশেষের বোধ হয় উক্ত স্থলে 'দ্বিরেফ পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধরূপ লক্ষণা না থাকিলেও স্ব বাচ্য রেখাদ্বয় ঘটিত[১] পদবাচ্যত্বরূপ

১। উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধের ঘটক স্ব পদের দ্বারা দ্বিরেফপদ গৃহীত হইবে। দ্বিরেফ

পরম্পরাসম্বন্ধ ভ্রমরে থাকায় দ্বিরেফপদের দ্বারা লক্ষ্যার্থ ভ্রমরের উপস্থিতির মাধ্যমে অন্বয়বোধ হইবে। এই পরম্পরা সম্বন্ধরূপ লক্ষণাকে গ্রন্থান্তরে লক্ষিতলক্ষণা বলা হইয়াছে। শাস্ত্রান্তরে 'সিংহো মানবকঃ' ইত্যাদি স্থলে সিংহ সদৃশ শৌর্যাদিরূপ অর্থে একটি গৌণীবৃত্তি স্বীকার করা হয়। ন্যায় সিদ্ধান্তে কিন্তু তাদৃশ গৌণীবৃত্তি স্বীকৃত নহে। পরন্তু 'সিংহো মানবকঃ' ইত্যাদিস্থলে সিংহ পদের সিংহসদৃশ রূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

मूलम्

यादृशनामार्थसम्बन्धवति यन्नाम सङ्केतितं, तदेव तादृशार्थे लक्षकं, यदि तादृशार्थे शक्तिशून्यं भवेत्। सैन्धवादयस्तुरगादिसम्बन्धिनि लवणादाविव तुरगादावपि शक्ता एव, गङ्गादयस्तु तीरादावसङ्केतितास्तत्सम्बन्धिनीरादिशक्तत्वेन गृहीता एव तीराद्यन्वयं बोधयन्तीति, तत्र ते लक्षका एव। शक्तत्वे पूर्वपूर्वप्रयुक्तत्वापत्तेः तस्य तद्व्याप्यत्वात्, कथञ्चित्तीरादिसम्बन्धित्वेन गृहीतादपि गङ्गादिपदात्तीरादेरन्वयाबोधेन तीराद्यशक्तत्वे सति तत्सम्बन्धितामात्रन्तु न लक्षणा, गङ्गा गङ्गायां घोष इत्यादावपि गङ्गागङ्गेतिभागस्य निरुक्तलक्षणायाः सत्त्वेन वैयर्थ्याभावप्रसङ्गाच्च।

অনুবাদ

যে নামটি যাদৃশ নামার্থের সম্বন্ধবিশিষ্টে সংকেতবিশিষ্ট হইবে, সেই নামই তাদৃশ অর্থে লাক্ষণিক হইবে যদি তাদৃশ নামার্থে (সেই নাম) শক্তিশূন্য হয়। 'সৈন্ধব' প্রভৃতি শব্দ যেমন তুরগ প্রভৃতি নামার্থের সম্বন্ধী লবণ প্রভৃতিতে (শক্তি বিশিষ্ট হইয়া থাকে) তদ্রূপ তুরগ প্রভৃতিতে শক্তিবিশিষ্ট (হওয়ায় লাক্ষণিক হইবে না)। 'গঙ্গা' প্রভৃতি নাম কিন্তু তীর প্রভৃতি নামার্থে সংকেত বিশিষ্ট নহে, (পরন্তু) তীর সম্বন্ধী যে নীরাদি, তন্নিরূপিত শক্তি পুরস্কারে গৃহীত হইয়াই তীর প্রভৃতি গোচর অন্বয়বোধের জনক হইয়া থাকে। অতএব, তীর প্রভৃতি অর্থে গঙ্গা প্রভৃতি শব্দ লাক্ষণিক হইবে। (যদি গঙ্গা পদের তীর রূপ অর্থে শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে) উক্ত অর্থে গঙ্গা পদের পূর্ব পূর্ব

পদের বাচ্যার্থ হইবে রেফদ্বয়। অর্থাৎ দুটি রকার। তদ্ঘটিত পদ ভ্রমর পদ। তাহার বাচ্য ভ্রমররূপ কীটবিশেষ।

প্রয়োগের আপত্তি হইবে। কারণ, শক্তিবিশিষ্টত্ব পূর্ব পূর্ব প্রয়োগ বিষয়ত্বের ব্যাপ্য হইয়া থাকে। গঙ্গাদি পদ (যে কোন সম্বন্ধে) তীর সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে গৃহীত হইলেও তাদৃশ গঙ্গাদি পদ হইতে তীর প্রভৃতি বিষয়ক অন্বয়বোধ উৎপন্ন না হওয়ায় তীরাদি নিরূপিত শক্তি শূন্যত্ব সমানাধিকরণ তীরাদি সম্বন্ধিত্বমাত্রকেই লক্ষণা বলা যায় না। বিশেষতঃ "গঙ্গা-গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই সকল স্থলেও 'গঙ্গা-গঙ্গা' এই অংশে তীর নিরূপিত শক্তি শূন্যত্ব এবং তীর সম্বন্ধিত্ব রূপ লক্ষণা থাকায় (একটি গঙ্গা পদের) ব্যর্থতা সম্ভবপর হইতে পারে না।

বিবৃতি

'যাদৃশার্থস্ত' ইত্যাদি কারিকার বিবরণ প্রসঙ্গে প্রথমে গ্রন্থকার লাক্ষণিক নামের পরিষ্কৃত লক্ষণ করিতেছেন। কারিকাস্থ যাদৃশার্থ পদটির যাদৃশ নামার্থরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। 'সম্বন্ধবতি' ইহার অর্থ হইবে সম্বন্ধবিশিষ্টে। 'যন্নাম' এখানে নাম পদটির আনুপূর্বী বিশেষ বিশিষ্ট অর্থ গৃহীত হইবে। 'তদেব' এই পদটি তাদৃশ আনুপূর্বী বিশেষ নামের উপস্থাপক।

"যাদৃশনামার্থ সম্বন্ধবতি" ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে লাক্ষণিক নামের লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন। 'যন্নাম' ইহার "যাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট নামটি" এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। 'তদেব' এই পদটির তাদৃশ 'আনুপূর্বী বিশিষ্ট নামটি'—এই অর্থ করিতে হইবে। "তাদৃশার্থে শক্তিশূন্যং ভবেৎ" এই অংশের দ্বারা "তচ্ছক্তিবিধুরং যদি" এই কারিকাংশের, ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'যাদৃশ আনুপূর্বীবিশিষ্ট নামটি' যাদৃশার্থে শক্তিশূন্য হইবে, অথচ যাদৃশ অর্থসম্বন্ধ বিশিষ্ট পদার্থে শক্তিবিশিষ্ট হইবে, সেই নামটি তাদৃশ অর্থেই লাক্ষণিক হইবে। টীকাকার কৃষ্ণকান্ত ও যাদৃশানুপূর্বী বিশিষ্ট (নাম) যদ্ধর্ম বিশিষ্ট নিরূপিত শক্তিশূন্য হইবে অথচ যদ্ধর্ম—বিশিষ্টের সম্বন্ধীরূপ অর্থে শক্ত হইবে তদ্ধর্মবিশিষ্টরূপ অর্থে তাদৃশানুপূর্বী বিশিষ্ট নাম লাক্ষণিক হইবে ইহাই পর্যবসিত লক্ষক নামের লক্ষণ বলিয়াছেন।[১] তাদৃশার্থে 'শক্তিশূন্যং ভবেৎ' এই অংশের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য "সৈন্ধবাদয়স্তু শব্দাঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে, সৈন্ধব প্রভৃতি নানার্থক শব্দ লবণ ও তুরগ অর্থে শক্ত হইয়া থাকে। যদি লাক্ষণিক শব্দের লক্ষণে যদ্ধর্মবিশিষ্ট যন্নিরূপিত শক্তি শূন্যত্বে সতি" এই সত্যন্তদল প্রবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে সৈন্ধব এই নামটিও লবণরূপ অর্থের সম্বন্ধী যে তুরগপদার্থ, তাহাতে শক্তিমান হওয়ায় 'সৈন্ধব' পদে লাক্ষণিক পদলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এই অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য লক্ষণে পূর্বোক্ত 'সত্যন্তদল' প্রবিষ্ট হইয়াছে। সৈন্ধবাদি এখানে 'আদি' পদের দ্বারা নানার্থক

১। "যাদৃশানুপূর্ব্যবচ্ছিন্নং (নাম) যদ্ধর্মবিশিষ্ট নিরূপিত শক্তি শূন্যত্বে সতি যদ্ধর্মবিশিষ্টযন্নিরূপিত সম্বন্ধবন্নিরূপিত শক্তিনিরূপকং, তদ্ধর্মপ্রকারকতদ্বিশেষ্যকবোধে তাদৃশানুপূর্ব্যবচ্ছিন্নং (নাম) লক্ষকম্"।

হরি প্রভৃতি শব্দকে গ্রহণ করিতে হইবে। তুরগাদি এই আদিপদের দ্বারাও হরি পদের শক্যার্থ 'বিষ্ণু' প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। 'গঙ্গাদয়স্তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় করিতেছেন। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই সকল ঘোষাদি পদ সমভিব্যাহৃত গঙ্গাদি পদে যেরূপ তীর নিরূপিত শক্তিশূন্যত্ব রহিয়াছে, তদ্রূপ তীর সম্বন্ধী যে জল প্রবাহ, তন্নিরূপিত শক্তিমত্ত্ব গৃহীত হওয়ায় উক্ত গঙ্গা পদে সত্যন্তদল ও বিশেষ্যদল থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইবে। এই প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে, কারিকাস্থ 'শক্তন্তু যৎ ভবেৎ' 'তচ্ছক্তি বিধুরং যদি' এই উভয়স্থলে শক্ত এবং শক্তিপদের দ্বারা সংকেতমাত্র গৃহীত হইবে। অতএব লক্ষণ সমন্বয় প্রসঙ্গে জগদীশ 'তীরাদৌ অশক্তা' না বলিয়া 'অসংকেতিতাঃ' বলিয়াছেন।

সত্যন্তদলে যদি শক্তিপদের নিত্যসংকেতরূপ অর্থ গৃহীত হয়, তাহা হইলে আধুনিক সংকেতিত কোন পদের অর্থে কোনও পদান্তর লাক্ষণিক হইতে পারে না, কারণ বিশেষ্যদল থাকিলেও শক্তি ঘটিত 'সত্যন্তদল' সেখানে অপ্রসিদ্ধ হইবে। আবার বিশেষ্যদলে যদি শক্তি পদের দ্বারা কেবলমাত্র নিত্যসংকেতই গৃহীত হয়, তাহা হইলে চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি আধুনিক সংকেত বিশিষ্ট পদে সত্যন্ত দল থাকিলেও বিশেষ্যদল না থাকায় লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। অতএব 'সত্যন্ত' এবং বিশেষ্য উভয় দলেই শক্তি পদটির দ্বারা সংকেতমাত্র গৃহীত হইবে।

তৎসম্বন্ধী এখানে তৎপদের দ্বারা তীররূপ অর্থ গৃহীত হইবে। সুতরাং 'তৎসম্বন্ধী' পদের তীরসম্বন্ধীরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। 'গৃহীতা এব' এই এবকারের দ্বারা তীরশক্তত্বেন অগৃহীত গঙ্গাদি পদ হইতে তীরাদি বিষয়ক অন্বয়বোধ নিরাকৃত হইয়াছে। 'বোধয়ন্তি' ইহার বোধজনকতা নিরূপিত বিষয়বিধয়া অবচ্ছেদক এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। যদি মীমাংসক মত অবলম্বন করিয়া জ্ঞায়মান পদে অন্বয় বোধের জনকত্ব স্বীকৃত হয় তাহা হইলে 'বোধয়ন্তি' এই পদের যথাশ্রুত অর্থ যে, বোধজনক তাহাই স্বীকৃত হইবে। 'তত্র' অর্থাৎ তীরাদিরূপ অর্থে, গঙ্গাপ্রভৃতি শব্দসমূহ, 'লক্ষকা এব' লাক্ষণিকই হইবে। এবকারের দ্বারা শক্তত্ব ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে। যদি কেহ আপত্তি করেন, 'গঙ্গাপদং তীরে শক্তম্, তীরার্থকত্বেন প্রযুক্তত্বাৎ'—এই অনুমান প্রমাণের মূলে গঙ্গাপদের তীররূপ অর্থে শক্তি গৃহীত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে জগদীশ বলিতেছেন—তীররূপ অর্থে গঙ্গাপদের শক্তি স্বীকৃত হইলে তীররূপ অর্থে তীরপদের যেরূপ অনাদিকাল হইতে প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে তদ্রূপ গঙ্গাপদের ও তীররূপ অর্থে পূর্ব পূর্ব প্রয়োগের আপত্তি হইবে। টীকাকার কৃষ্ণকান্ত বলেন, পূর্বে জগদীশ যে, 'তত্র তে লক্ষকা এব' এই এব কারের দ্বারা গঙ্গাদিপদের তীরাদিরূপ অর্থে যে, শক্তত্ব নিরাকৃত হইয়াছে তাহাই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিবার জন্য 'শক্তত্বে পূর্ব পূর্ব প্রযুক্তত্বাপত্তেঃ' এই সন্দর্ভের অবতারণা করা হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, গঙ্গা প্রভৃতি পদের তীরাদিরূপ অর্থে শক্তি স্বীকৃত হইতে পারে না, কারণ পূর্ব পূর্ব প্রয়োগ বিষয়ত্ব হইবে শক্তিমত্ত্বের ব্যাপক এবং শক্তিমত্ত্ব বা শক্তত্ব হইবে পূর্ব পূর্ব প্রয়োগ বিষয়ত্বের ব্যাপ্য। যদি গঙ্গাপদের তীররূপ অর্থে শক্তি

স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ শক্তত্ব পূর্ব পূর্ব প্রয়োগবিষয়ত্বের ব্যভিচারী হওয়ায় উক্ত ব্যাপ্য ব্যাপকভাব ব্যাহত হইবে। সুতরাং কোন ক্রমেই গঙ্গাপদের তীররূপ অর্থে শক্তত্ব স্বীকার করা চলিবে না। ইহার ফলে, গঙ্গাপদ যদি তীররূপ অর্থে শক্ত হয়, তাহা হইলে গঙ্গাপদ, শক্তিভ্রম এবং লক্ষণাগ্রহ ব্যতিরেকে তাদৃশ অন্বয়বোধের জনক হউক, এইরূপ আপত্তিমূলে আপাদ্যাভাবের দ্বারা আপাদক যে তাদৃশ শক্তত্ব তাহার অভাব সিদ্ধ হইবে। টীকাকার কৃষ্ণকান্তের ও ইহাই অভিপ্রেত।[১]

চিন্তামণিকার, তীরাদি নিরূপিত শক্তিশূন্যত্বে সতি তীরসম্বন্ধিত্বমাত্রেই লক্ষণার স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত মত খণ্ডন করিবার জন্য "কথঞ্চিদি"ত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে ছলক্রমে কারিকাস্থ শক্ত পদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। স্ব তীর সম্বন্ধি শক্তত্ব রূপ পরম্পরা সম্বন্ধ গঙ্গাপদে গৃহীত হইলে তাদৃশ তীরসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে গঙ্গাপদের লাক্ষণিক অর্থের ইষ্টাপত্তি হইবে। এই জন্য 'কথঞ্চিৎ' পদটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। কথঞ্চিৎ তীরাদি সম্বন্ধিত্বেন ইহার দ্বারা কালিকাদি সম্বন্ধ গৃহীত হইবে। তাৎপর্য এই যে, তীরনিরূপিত শক্তিশূন্যত্বে সতি তীরসম্বন্ধিশক্তত্বরূপ গঙ্গাপদগত যে লক্ষণা তাহার বিশেষ্য দলে শক্তত্ব নিবেশ না করিয়া যদি কেবলমাত্র সম্বন্ধিত্ব নিবেশ করা হয় তাহা হইলে গঙ্গাপদের তীররূপ অর্থে লক্ষণার স্বরূপ হইবে তীর নিরূপিত শক্তি শূন্যত্বে সতি তীর সম্বন্ধিত্ব—তাদৃশ তীর সম্বন্ধিত্বরূপ লক্ষণা স্বীকৃত হইলে কালিকাদি সম্বন্ধে তাদৃশ-তীরসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে গৃহীত গঙ্গাপদ হইতেও তীরাদিগোচর উপস্থিতির মাধ্যমে 'গঙ্গাতীরবৃত্তির্ঘোষ:' এই আকারে অন্বয়বোধের প্রসক্তি হইবে। বাস্তবিকপক্ষে তাদৃশ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে গঙ্গাপদ জ্ঞান হইতে গঙ্গাতীরাদি-গোচর অন্বয়বোধ হয় না। অতএব তাদৃশ তীর সম্বন্ধি 'গঙ্গাপদম্' এই জ্ঞান হইতে গঙ্গাতীর-গোচর অন্বয়বোধ বারণ করিবার জন্য সম্বন্ধিত্ব মাত্র না বলিয়া সম্বন্ধিশক্তত্ব নিবিষ্ট হইয়াছে। আরও বক্তব্য, 'গঙ্গায়াং ঘোষ:' ইত্যাদি স্থলে সপ্তম্যন্ত গঙ্গাপদে যেরূপ তীরপ্রতিযোগিক কালিকাদি সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে; তদ্রূপ গঙ্গা গঙ্গায়াম্ এই স্থলেও তাদৃশ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় "গঙ্গা-গঙ্গায়াং ঘোষ:" এখানেও লক্ষণার আপত্তি হইবে। এ বিষয়ে ইষ্টাপত্তি করিবারও উপায় নাই, কারণ, ন্যায় সিদ্ধান্তে বাক্যে লক্ষণা স্বীকৃত হইতে পারে না। আরো বক্তব্য এই যে, যদি 'গঙ্গা-গঙ্গায়াম্' এইস্থলে তাদৃশ লক্ষণা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে একটি গঙ্গাপদের উক্তির ব্যর্থতা নিবন্ধন অপার্থক রূপ নিগ্রহস্থান প্রযুক্ত উক্ত বাক্য শাব্দবোধের জনক হইতে পারে না।

১। গঙ্গাপদং যদি তীরশক্তং স্যাত্তদা তাদৃশো বোধজনকং স্যাদিত্যাপত্ত্যা বিপর্যয়মানেন তত্র শক্তত্বাভাবসিদ্ধি:। কৃষ্ণকান্তী পৃ: ১৩৬

मूलम्

एतेन तीराद्यशक्तत्वे सति तीरादिपरत्वं तीरादिसम्बन्ध्यनुभावकत्वं वा तल्लक्षणकत्वमित्यपि प्रत्युक्तम्, अपभ्रंशस्यापि लक्षकत्वापाताच्च, न चेष्टापत्तिः, शक्तिलक्षणान्यतरवृत्तिमत्त्वे तस्य साधुत्वापत्तेः, पदसाधुतायां वृत्तिमत्त्वस्यैव तन्त्रत्वात्। किञ्चानुभावकत्वं यद्यनुभवस्योपधायकत्वं, तदा घोषादिपदसाकाङ्क्षस्य गङ्गादिपदस्य तीरलक्षकता न स्यात्, तेन तीरसम्बन्धिनो नीरस्यानुभवानर्जकत्वम्, स्वरूपयोग्यत्वन्तु गङ्गायामिति वाक्यस्य दुर्वारं तस्याप्याधेयताधर्मिकतीरानुभवं प्रति नीरार्थकनामोत्तरसप्तमीत्वेन तथात्वात्, नीराधेयत्वस्य च तीरसम्बन्धित्वानपायात्।

অনুবাদ

(কোন সম্প্রদায় যে বলেন) তীররূপ অর্থে শক্তিশূন্য হইয়া তীরাদিপরত্ব (তীরাদি প্রতীতি গোচর ইচ্ছা প্রযুক্ত উচ্চারণ বিষয়ত্ব) অথবা তীরাদিসম্বন্ধি গোচর অনুভব জনকত্বই তীররূপ অর্থে লক্ষণা, এই উক্তিও বক্ষ্যমাণ দোষ নিবন্ধন নিরাকৃত হইল। (বক্ষ্যমাণ দোষ কি ? তাহাই বিবৃত করিতেছেন) যদি উক্তরীতিতে লক্ষণা নিরূপিত হয় তাহা হইলে অপভ্রংশ শব্দের ও লাক্ষণিকত্ব প্রসক্তি হইবে। এই বিষয়ে ইষ্টাপত্তি করাও সম্ভবপর নহে কারণ যদি অপভ্রংশ পদে লক্ষণা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে এই সকল পদেরও সাধুত্ব প্রসক্তি হইবে, কারণ শক্তি ও লক্ষণা এতদুভয়ের—অন্যতর বৃত্তি বৈশিষ্ট্যই সাধুত্বের প্রযোজক, (নিয়ামক), আরও বক্তব্য এই যে পূর্বপক্ষিগণ যে অনুভব জনকত্ব বলিয়াছেন উক্ত জনকত্ব কি অনুভবোপধায়কত্ব অথবা অনুভবস্বরূপযোগ্যত্ব ? যদি বলা হয়—অনুভবের উপধায়কত্বই তাদৃশ অনুভব জনকত্ব, তাহা হইলে ঘোষপদ সাকাঙ্ক্ষ 'গঙ্গা' পদ তীরসম্বন্ধী যে নীর তাহার বোধক না হওয়ায় লাক্ষণিক হইতে পারে না। যদি স্বরূপযোগ্যত্বরূপ তাদৃশ অনুভব জনকত্ব বিবক্ষিত হয় ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ স্বরূপযোগ্যত্বরূপ জনকত্ব স্বীকৃত হইলে সপ্তম্যন্ত 'গঙ্গায়াং' এই বাক্যের লাক্ষণিকত্বের আপত্তি হইবে। কারণ নীররূপ অর্থের প্রতিপাদক নামের (গঙ্গাপদের) অব্যবহিতোত্তরবৃত্তি সপ্তমী বিভক্তিত্ব পুরস্কারে 'গঙ্গায়াং' এই

বাক্যটিও আধেয়তা ধর্মিক নীরগোচর বোধের স্বরূপযোগ্য হওয়ায় আধেয়ত্বেও তীর সম্বন্ধিত্বের কোন হানি হইবে না।

বিবৃতি

যাঁহারা বলেন, তীর নিরূপিত শক্তিশূন্য হইয়া তীরাদি বোধেচ্ছয়া উচ্চরিতত্বরূপ তীরাদিপরত্ব অথবা তীরাদিনিরূপিত শক্তি শূন্য হইয়া তীরাদিসম্বন্ধি গোচর অনুভব জনকত্বই লক্ষণা। তাহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য 'এতেন' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। 'এতেন' এই পদটির বক্ষ্যমাণ দোষ নিবন্ধন এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ দোষ বশতঃ উক্তকল্পদ্বয়ের কোন কল্পই সমীচীন নহে। ইহাই উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য 'অপভ্রংশস্যাপি লক্ষকত্বাপাতাচ্চ'। এই অংশের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে যদি পূর্বোক্তরূপ লক্ষণা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কদাচিৎ তীরবিষয়ক বোধেচ্ছা বশত উচ্চরিত গাছ মাছ প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দেও তীরাদি নিরূপিত শক্তি শূন্যত্বের সমানাধিকরণ তীরাদি গোচর প্রতীতীচ্ছা প্রযুক্ত উচ্চরিতত্বরূপতীরাদিপরত্ব এবং তীরাদি নিরূপিত শক্তিশূন্যত্বের সমানাধিকরণ তীরাদি সম্বন্ধি বৃক্ষাদি গোচরানুভব জনকত্বরূপ লক্ষণা থাকায় তীররূপ অর্থে গাছ মাছ প্রভৃতি পদের লক্ষণার প্রসক্তি হইবে। অতএব গাছ মাছ প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দের লক্ষণার প্রসক্তি বারণ করিবার জন্য তীরাদি নিরূপিত শক্তি শূন্যত্বের সমানাধিকরণ তীরাদিপরত্ব বা তাদৃশ তীরাদি সম্বন্ধি গোচর অনুভব জনকত্ব পরিহার করিয়া লক্ষ্যরূপে অভিমত যে তীরাদি তন্নিরূপিত শক্তি শূন্যত্বে সতি তীরাদি সম্বন্ধি শক্তত্ব রূপই গঙ্গাদি পদগত লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। গাছ, মাছ প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দে তাদৃশ শক্তত্বরূপ লক্ষণা না থাকায় অতিপ্রসক্তি হইবে না। অপভ্রংশ শব্দের লাক্ষণিকত্ব প্রসঙ্গে ইষ্টাপত্তিও করা সম্ভবপর নহে ? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন 'ন চেষ্টাপত্তিঃ', তাৎপর্য এই যে গাছ, মাছ প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দ সমুহের যদি শক্তি বা লক্ষণা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে গঙ্গা প্রভৃতি শব্দ যেরূপ তীররূপ অর্থে সাধু শব্দরূপে গণ্য হইয়া থাকে তদ্রূপ গাছ, মাছ প্রভৃতি শব্দও লাক্ষণিক হওয়ার ফলে সাধুশব্দরূপে গণ্য হইতে পারে। কেননা পদগত সাধুত্বের প্রতি শক্তি অথবা লক্ষণারূপ বৃত্তিমত্ত্বই নিয়ামক হইয়া থাকে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে শক্তি বা লক্ষণারূপ বৃত্তিমত্ত্ব যদি পদগত সাধুত্বের নিয়ামক হয় তাহা হইলে অনিত্য সংকেত বিশিষ্ট চৈত্র মৈত্র প্রভৃতিপদের সাধুত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ নিজসিদ্ধান্তে চৈত্র মৈত্র প্রভৃতি পদের অনিত্য সংকেত স্বীকৃত হইয়াছে[১] নিত্যসংকেত নহে, বিশেষতঃ চৈত্র মৈত্র প্রভৃতি পদের সাধুত্ব নিরাকৃত হইলে

১। গবাদিপদের নিত্যসংকেতরূপ শক্তি স্বীকৃত হইলেও গ্রন্থকারের মতে চৈত্র প্রভৃতি পদে নিত্যসংকেতরূপ শক্তি স্বীকৃত নহে, এইজন্য নৈমিত্তিক সংজ্ঞা লক্ষণের কারিকায় নিত্যানিত্য দ্বিবিধ সংকেতকে গ্রহণ করিবার জন্য শক্তিপদ উল্লিখিত না হইয়া সংকেতপদ

ঐ সকল নাম ধার্মিক ক্রিয়াকলাপের অভিলাপ বাক্যে প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ "সাধুভির্ভাষিতবাম্" ইত্যাদি শ্রুতি মূলে ধার্মিক কার্যে সাধু শব্দেরই ব্যবহার করিতে হইবে। অসাধু শব্দ নহে। এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে বলিতে হইবে যদিও গ্রন্থান্তরে শক্তিভ্রমাজন্য লক্ষণাগ্রহাজন্য শাব্দবোধক জনক জ্ঞান বিষয়িতার নিরূপকতাবচ্ছেদকানুপূর্বীমত্ত্ব রূপ পদগতসাধুত্বের কথা বলা হইয়াছে। এখানে তাদৃশ সাধুত্ব গৃহীত হইতে পারে না, কারণ উক্ত সাধুত্ব গোঘটাদি শক্তপদে থাকিলেও লাক্ষণিক গঙ্গা পদে থাকিতে পারে না। অতএব গ্রন্থকার যে সাধুত্বের আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এখানে সাধুত্ব পদের দ্বারা যে শব্দটি উচ্চারণ করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয় তাদৃশ শব্দ ভিন্ন শব্দত্বই সাধুত্ব প্রতীয়মান হইবে। আরও বক্তব্য—গ্রন্থকার যে, 'পদসাধুতায়াং বৃত্তিমত্ত্বস্যৈব তন্ত্রত্বাৎ' এই অংশের, পদসাধুত্ব আপাদ্যমান হইলে পূর্বপঠিত বৃত্তিমত্ত্বই আপাদকরূপে গৃহীত হইবে, ইহার ফলে অপভ্রংশাদি শব্দ যদি শক্তি লক্ষণান্যতর রূপ বৃত্তিবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে প্রত্যবায় জনক স্বগত উচ্চারণ বিষয় (শব্দ) ভিন্ন না হউক (অপভ্রংশাদি শব্দো যদি শক্তিলক্ষণান্যতররূপবৃত্তিমান্ স্যাৎ তদা প্রত্যবায়জনকস্বোচ্চারণকভিন্নঃ স্যাৎ) এইরূপ আপত্তি পর্যবসিত হইবে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে অপভ্রংশাদিপদে যে লক্ষকলক্ষণের অতিব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, অতিপ্রসঙ্গ অপেক্ষায় অব্যাপ্তি অধিক দোষ। সুতরাং অব্যাপ্তি দোষের সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখানে অব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শন না করিয়া অতিব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শন করা সঙ্গত নহে। এই আশঙ্কার সমাধান করিবার জন্য অনুভাবকত্ব পদটির বিতর্কিত অর্থ প্রদর্শনের মাধ্যমে অনুভবোপধায়কত্বরূপ ব্যাখ্যাত অর্থে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শনপূর্বক স্বরূপ যোগ্যত্বরূপ অনুভবজনকত্ব পক্ষে অতিব্যাপ্তি দোষ যোজনা করিবার জন্য 'কিঞ্চ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। মূলোক্ত "অনুভবস্যোপধায়কত্বম্" এই অংশের দ্বারা স্বাব্যবহিতপূর্বত্ব-স্বজনকত্ব উভয়সম্বন্ধে তাদৃশ অনুভব বিশিষ্টত্ব রূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। "গঙ্গায়াং ঘোষমৎস্যৌ স্তঃ" এই সকল বাক্যস্থলে মৎস্যাদিপদ সাকাঙ্ক্ষ গঙ্গা পদের তীরাদিসম্বন্ধী যে নীরতদ্বিষয়ক অনুভবোপধায়কত্ব সম্ভবপর হওয়ায় গঙ্গাদি পদাংশে "ঘোষাদিপদসাকাঙ্ক্ষত্ব" এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। কেন ঘোষাদিপদসাকাঙ্ক্ষ গঙ্গাপদ তীর রূপ অর্থে লাক্ষণিক হইবে না তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য 'তেন' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। অর্থাৎ ঘোষাদিপদসাকাঙ্ক্ষ গঙ্গা পদ যেহেতু তীরসম্বন্ধী নীরগোচর অনুভবের উপধায়ক হয় না অতএব তাদৃশ অনুভাবকত্বরূপে লক্ষণালক্ষণের লক্ষ্য হইবে না। সুতরাং উক্ত লক্ষণ অব্যাপ্তি-

---

উল্লিখিত হইয়াছে। সংকেত পদের দ্বারা নিত্যসংকেতরূপ শক্তি এবং আধুনিক সংকেত উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। গদাধর ভট্টাচার্য তাহার শক্তিবাদে কিন্তু মণিকারের মত অনুসরণ করিয়া ক্লিষ্টকল্পনা কৌশল অবলম্বনে "দ্বাদশেঽহনি পিতা নাম কুর্যাৎ" এই শ্রুতির অন্তর্গত নামপদের দ্বারা সাদি চৈত্র মৈত্র প্রভৃতি পদের ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

দোষ গ্রস্ত হইবে। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যদি ঘোষাদিপদে সাকাঙ্ক্ষ গঙ্গাপদের তীরসম্বন্ধী বিষয়ক অনুভবের উপধায়কত্ব না থাকে তাহা হইলে লাক্ষণিক শব্দমাত্রে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় লক্ষণটি অসম্ভবরূপ দোষগ্রস্ত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে 'গঙ্গায়াং ঘোষ:' এই স্থলে লক্ষণের সমন্বয় সম্ভবপর না হইলেও "গঙ্গায়াং ঘোষমৎস্যৌ স্ত:" এই স্থলে ঘোষপদ সাকাঙ্ক্ষ গঙ্গা পদটি তীর সম্বন্ধী যে নীর তদ্বিষয়ক বোধের উপধায়ক হওয়ায় তাদৃশ অনুভাবকত্বরূপ লক্ষণার লক্ষণ উক্ত গঙ্গা পদে সমন্বয় হওয়ায় অসম্ভব দোষ হইবে না।

আরও বক্তব্য স্বাব্যবহিতপূর্বত্ব-স্বজনকত্ব উভয় সম্বন্ধে তাদৃশ তীর সম্বন্ধী নীরবিষয়ক বোধবিশিষ্টত্বরূপ উপধায়কত্বের অপ্রসিদ্ধিনিবন্ধন লক্ষণে অসম্ভব দোষ হইবে না কেন—এই আশঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ "গঙ্গায়াং ঘোষমৎস্যৌ স্ত:" এই স্থলীয় গঙ্গাপদে তাদৃশ উপধায়কত্ব থাকায় অপ্রসিদ্ধি দোষ সম্ভাবিত নহে। উপধায়কত্ব পক্ষে 'গঙ্গায়াং ঘোষ:' এইস্থলে গঙ্গাপদে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া স্বরূপযোগ্যত্ব রূপ জনকত্ব পক্ষে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন করিবার জন্য "স্বরূপযোগ্যত্বন্তু" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববর্তিতাবচ্ছেদক ধর্মবত্ত্বকেই স্বরূপযোগ্যত্ব বলা হয়।

স্বরূপযোগ্যত্বরূপ কারণত্ব যদি তাদৃশ অনুভাবকত্ব শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় তাহা হইলে 'গঙ্গায়াং' এই সপ্তম্যন্ত গঙ্গা পদের লাক্ষণিকত্ব প্রসক্তি হইবে। অতএব স্বরূপযোগ্যত্ব-রূপ অনুভাবকত্বও বলা সম্ভব নহে। "গঙ্গায়াং ঘোষ:" এই বাক্যের অন্তর্গত গঙ্গায়াং এই অংশে কিরূপে তাদৃশ স্বরূপযোগ্যত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য "তস্যাপ্যাধেয়তাধর্মিক" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'তন্ত্রত্বাৎ' এখানে তন্ত্র শব্দের দ্বারা স্বরূপযোগ্যত্ব বিহিত হইবে। তাৎপর্য এই যে, তীরাদিনিরূপিত শক্তিশূন্য হইয়া তীরাদিসম্বন্ধী গোচর অনুভবের স্বরূপযোগ্যত্বকে যদি লক্ষণা বলা হয় তাহা হইলে 'গঙ্গায়াং' এই শব্দটিরও সপ্তমী বিভক্তির অর্থ যে আধেয়ত্ব তদংশে প্রকৃত্যর্থ জলপ্রবাহ বিশেষণ হওয়ায় গঙ্গাপদের শক্যার্থ যে নীর অর্থাৎ জলপ্রবাহ নিরূপিতত্ব সম্বন্ধে তৎপ্রকারক আধেয়ত্ব বিশেষ্যক শাব্দানুভবের প্রতি স্বরূপযোগ্যরূপ কারণ হওয়ায় 'গঙ্গায়াং' এই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত গঙ্গাপদে, উক্ত অনুভাবকত্বরূপ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। উক্ত সপ্তম্যন্ত গঙ্গাপদ, তীর নিরূপিত শক্তিশূন্য যে রূপ হইয়াছে তদ্রূপ তীর সম্বন্ধী গোচর অনুভবের স্বরূপযোগ্য হইয়াছে, এইজন্য উক্ত বাক্যে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন করিবার জন্য জগদীশ বলিয়াছেন, উক্ত বাক্যে ও "আধেয়তা ধর্মিক নীরপ্রকারক" অনুভবের প্রতি নীররূপ অর্থের বোধক গঙ্গাপদের অব্যবহিতোত্তরবর্তী সপ্তমীবিভক্তিত্ব পুরস্কারে যোগ্যতারূপ কারণত্ব রহিয়াছে। যদি কেহ শঙ্কা করেন গঙ্গাপদের অব্যবহিত উত্তরবর্তী সপ্তমী বিভক্তির অর্থ যে আধেয়ত্ব তাহাতে তীর নিরূপিত শক্তি শূন্যত্ব থাকিলেও তীরসম্বন্ধিত্ব থাকিতে পারে না, এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন "নীরাধেয়ত্বস্য চ তীরসম্বন্ধিত্বানপায়াৎ"। তাৎপর্য এই যে, উক্ত নীর নিরূপিত আধেয়ত্বও যথা কথঞ্চিৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকাদি সম্বন্ধে তীর সম্বন্ধী হওয়ার ফলে 'গঙ্গায়াং' এই বাক্যে তাদৃশ স্বরূপযোগ্যত্বরূপ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি

হইবে। তাদৃশ বাক্যে লাক্ষণিকত্বের আপত্তিকে ইষ্টাপত্তিও করিবার উপায় নাই। কারণ ন্যায়সিদ্ধান্তে বাক্যে শক্তির স্বীকৃতি না হওয়ায় শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণা স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব মণিকারসম্মত উক্ত লক্ষণ অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তিদোষের দ্বারা কলঙ্কিত হওয়ায় 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদিস্থলীয় গঙ্গাদিপদের তীরাদি নিরূপিত শক্তি-শূন্যত্বে সতি তীর সম্বন্ধিশক্তত্বই গঙ্গাপ্রভৃতি লক্ষক পদের লক্ষণ স্বীকৃত হইবে।

मूलम्

ननु वाक्यमपि लक्षकं भवत्येव, कथमन्यथा चित्रगुसमुदायस्य लक्षणया चित्रगोस्वामिनां बोधः ? कथं वा गभीरायां नद्यां घोष इत्यादौ गभीरनदीतीरस्य ? न हि तत्र नदीपदं तीरलक्षकं, गभीरायामित्यस्यानन्वयापत्तेः, न हि तीरं गभीरं, नापि गभीरपदं तथा, नद्यामित्यस्यानन्वयापत्तेः, न हि तीरं नदी, तस्माद्वाक्यमेव तत्र गभीरनदीतीरलक्षकमिति मीमांसकाः।

অনুবাদ

মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন গঙ্গা প্রভৃতি পদের ন্যায় বাক্যও লাক্ষণিক হইবে। যদি ইহা স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে 'চিত্রগু' সমুদায়ের লক্ষণা প্রযুক্ত চিত্র গো স্বামি বিষয়ক অন্বয়বোধ কেমন করিয়া উপপন্ন হইবে এবং "গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ" এই সকল বাক্যস্থলে গভীর নদীতীরের বোধও কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? যদি সিদ্ধান্তিগণ বলেন উক্ত বাক্য স্থলে নদী পদটি ত্রিবিধরূপ অর্থে লাক্ষণিক স্বীকৃত হইবে এই উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ তাহা হইলে সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত গভীরপদার্থটি লাক্ষণিক অর্থ যে তীর তাহাতে অন্বিত হইতে পারে না। কেন না তীর গভীর নহে। যদি বলা হয় গভীর পদটির গভীর নদীতীর রূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে এই উক্তিও ঠিক নহে। কারণ, গভীর পদটির গভীর নদীতীর রূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে "নদ্যাং" এই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত নদী-পদার্থের তাদৃশ তীররূপ লাক্ষণিক অর্থে অন্বিত হইতে পারে না। কেননা গভীর নদীতীর নদী নহে। অতএব 'গভীরায়াং নদ্যাং' এই বাক্যে গভীর নদীতীর রূপ অর্থে লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হইবে।

বিবৃতি

গ্রন্থকার মণিকারের অভিমত লক্ষণার খণ্ডন করিবার পরে মীমাংসক মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া 'নন্থ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে মীমাংসক মত উপস্থাপিত করিতেছেন। 'বাক্যমপি লক্ষকং ভবত্যেব' এখানে বাক্য পদটির পূর্বে উপস্থাপিত 'গঙ্গায়াং' ইত্যাদি বাক্যরূপ অর্থ বিহিত হইবে। মীমাংসক সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় এই যে, বাক্যবিশেষে শক্তি না থাকার ফলে শক্তির অভাব প্রযুক্ত লক্ষণাও গৃহীত হইতে পারে না। এইরূপ উক্তি বিচারসহ নহে, অতএব বাক্যগত লক্ষণা যুক্তির দ্বারা ব্যবস্থিত করিবার জন্য "কথমন্যথা" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। যদি পদসমূহরূপ বাক্যে লক্ষণা স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে চিত্র গো স্বামীর বোধক যে 'চিত্রগু' শব্দ তাহা হইতে নানারূপ বিশিষ্ট গো স্বামী প্রভৃতির অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইতে পারে না। 'চিত্রগু' প্রভৃতি বাক্যের অন্তর্গত 'চিত্র' বা 'গো' একটি পদের তাদৃশ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে অপরপদটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। সুতরাং 'চিত্রগু' এই সমুদায়েই লক্ষণা অঙ্গীকৃত হইবে।

যদি কেহ আশঙ্কা করেন "চিত্রগু প্রভৃতি" সমস্ত বাক্য শক্তি শূন্য হইলেও লক্ষণা হইবে। কারণ শক্তির অভাব প্রযুক্ত লক্ষণার অভাবে যাহা বলা হয় তাহা সমাস ব্যতিরিক্ত বাক্যস্থলে, সমাস স্থলে নহে এইরূপ আশঙ্কার পরিহার স্থলে মীমাংসকগণের বক্তব্য এই যে, যদি সমাস ব্যতিরিক্তবাক্যস্থলে লক্ষণা অঙ্গীকৃত না হয় তাহা হইলে "গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ প্রতিবসতি"—এইরূপ বাক্যের অন্তর্গত 'গভীরায়াং নদ্যাম্'—এই খণ্ডবাক্যে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে না, ইহার ফলে তাদৃশ বাক্য হইতে 'গভীর নদীতীর' বিষয়ক অন্বয়বোধের অনুপপত্তি হইবে। যদি বিরোধী পক্ষ বলেন—'গভীরায়াং নদ্যাম্' এইবাক্যের অন্তর্গত 'নদী' পদটির গভীর নদীতীররূপ অর্থে লক্ষণা কল্পিত হইবে। এই উক্তি সমীচীন নহে। কারণ নদীপদের লাক্ষণিক অর্থ যে 'গভীর নদীতীর' তাহাতে গভীর পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হইতে পারে না। কেননা তীরে গভীরত্ব থাকে না। অতএব গভীর নদীতীরে অভেদ সম্বন্ধে গভীর পদার্থের অন্বয় সম্ভবপর নহে। যদি বলা হয় গভীর পদেরই গভীর নদীতীর রূপ অর্থে লক্ষণা কল্পিত হইবে—এই উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ ঐরূপ লক্ষণা স্বীকৃত হইলে লাক্ষণিক অর্থ যে, গভীর নদীতীর তাহার সহিত 'নদ্যাং' এই অংশের অন্বয় স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু কোনক্রমেই তাহা সম্ভবপর নহে। কেননা নদীতে তীরত্বধর্ম না থাকায় তাদৃশ পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে নদীপদার্থ বাধিত। সুতরাং অযোগ্যবাক্য বলিয়া 'গভীরায়াং নদ্যাম্' এই বাক্য হইতে যথার্থ শাব্দবোধ উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ, তীর কখনও নদী নহে। এইভাবে 'গভীরায়াং নদ্যাম্' অথবা 'চিত্রগু' এই সকল বাক্যের অন্তর্গত কোনও পদের লক্ষণা কল্পিত হইলে তাদৃশ বাক্যজনিত অন্বয়বোধের অনুপপত্তি হওয়ায়, উপসংহারে মীমাংসক সম্প্রদায় নিজের সংক্ষিপ্ত অভিমত ব্যবস্থিত করিবার জন্য বলিতেছেন যেহেতু "গভীরায়াং নদ্যাম্" ইত্যাদি সমস্ত বাক্যের এবং 'চিত্রগু' প্রভৃতি বাক্যের লক্ষণা স্বীকৃত না হইলে তাদৃশ বাক্য হইতে বাক্যার্থবোধের উপপত্তি

হয় না। অতএব 'চিত্রগু' এই বাক্যের চিত্র-গো-স্বামীরূপ অর্থে এবং 'গভীরায়াং নদ্যাম্' এই বাক্যের গভীর নদীতীররূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়া অন্বয়বোধের উপপত্তি করিতে হইবে। ইহাই মীমাংসক সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়।

मूलम्

तन्न, गभीरायां नद्यामिति विभक्त्यन्तभागस्य तादृशतीरलक्षकत्वे घोषादावाधेयत्वेन तदन्वयानुपपत्तेः, समासादन्यत्र नामार्थयोर्भेदान्वयस्याव्युत्पन्नत्वात्। एतेन तादृशतीरवृत्तितायामेव तद्भागस्य लक्षणयापि न निस्तारः, तादृशतीरवृत्तेश्च लक्ष्यत्वे घोषादावभेदेन तदन्वयायोगात्, समासभिन्नस्थले नामार्थयोरभेदान्वये नाम्नोः समासविभक्तिकत्वस्य तन्त्रत्वात्। न च गभीरायां नदीति भागस्यैव तादृशतीरलक्षकत्वम्, तदर्थे विभक्त्यर्थस्यानन्वयापत्तेः, न हि स भागः प्रकृतिर्यन तदर्थे विभक्त्यर्थस्यान्वयः स्यात्, गभीरायां नदीं व्रजेत्यादितोऽपि गभीरनदीतीरकर्मकत्वादिबोधापत्तेस्तद्भागस्य वाक्यादन्यत्वाच्च, तस्मादगभीरापदं, नदीपदं वा तत्र गभीरनदीतीरलक्षकं, पदान्तरन्तु तत्र तात्पर्यग्राहकमिति सिद्धान्तविदः।

অনুবাদ

উক্ত মীমাংসক মত সমীচীন নহে। কারণ "গভীরায়াং নদ্যাম্" এই বিভক্ত্যন্ত বাক্যটি যদি গভীর নদীতীররূপ অর্থে লাক্ষণিক হয়, তাহা হইলে, আধেয়তা সম্বন্ধে উক্ত লাক্ষণিক অর্থের ঘোষ প্রভৃতি পদার্থে অন্বয় হইতে পারে না। কারণ, সমাস ব্যতিরিক্ত স্থলে, নামার্থদ্বয়ের ভেদ (আধেয়ত্বাদি) সম্বন্ধে অন্বয় ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ নহে। বক্ষ্যমাণ দোষ নিবন্ধন, 'গভীরায়াং নদ্যাম্' এই বিভক্ত্যন্ত বাক্যটির গভীর নদীতীরবৃত্তিত্ব রূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইলেও নিস্তার নাই। কারণ গভীর নদীতীরবৃত্তিরূপ লক্ষ্যার্থের ঘোষাদি পদার্থে অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হইতে পারে না। কেননা সমাসভিন্নস্থলে অভেদ সম্বন্ধে নামার্থদ্বয়ের অন্বয়বোধের প্রতি সমানবিভক্তিক নামদ্বয় কারণ। মীমাংসকগণ বলিতে পারেন, 'গভীরায়াং নদ্যাম্' এখানে 'গভীরায়াং নদী' এই ভাগেরই গভীর নদীতীররূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত

হইবে বিভক্ত্যন্ত ভাগের নহে। মীমাংসকগণের এই উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ, তাদৃশ লক্ষ্যার্থে, সপ্তমী বিভক্তির অর্থ যে আধেয়ত্ব তাহার নিরূপকত্ব সম্বন্ধে অন্বয় হইতে পারে না। প্রকৃতির অর্থে বিভক্তির অর্থ অন্বিত হইয়া থাকে। ইহাই নিয়ম, 'গভীরায়াং নদী' এই বাক্যাংশ কিন্তু উক্ত সপ্তমী বিভক্তির প্রকৃতি নহে। অতএব উক্ত লক্ষ্যার্থে সপ্তমী বিভক্তির অর্থ আধেয়ত্বের অন্বয় সম্ভাবিত নহে। আরও বক্তব্য এই যে, 'গভীরায়াং নদীং ব্রজ' (এই সকল অযোগ্য বাক্য হইতেও) গভীর নদীতীরবৃত্তি কর্মতার নিরূপকত্ব রূপ অর্থবিষয়ক অন্বয়বোধের আপত্তি হইবে (যদি বাক্যাংশের লক্ষণা স্বীকৃত হয়)। বিশেষতঃ 'গভীরায়াং নদী'— এই অংশের বাক্যত্বও স্বীকৃত নহে। অতএব 'গভীরায়াং নদ্যাং' এই স্থলে গভীরাপদের অথবা নদীপদের গভীর নদীতীররূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। পদান্তর, তাদৃশ লাক্ষণিক অর্থে তাৎপর্য গ্রাহক রূপে গণ্য হইবে। ইহাই ন্যায়সিদ্ধান্ত।

বিবৃতি

মীমাংসক সম্প্রদায়ের অভিমত 'চিত্রগু' প্রভৃতি বাক্যগত লক্ষণার খণ্ডন করিবার জন্য গ্রন্থকার 'তন্ন' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, সমাসের অতিরিক্ত স্থলে নিপাতভিন্ন নামার্থদ্বয়ের আধেয়ত্ব প্রভৃতি ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় শাব্দিক সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। অতএব বাক্যে যদি লক্ষণা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে 'গভীরায়াং নদ্যাম্' এই বাক্যটির গভীর নদীতীররূপ অর্থে লক্ষণা কল্পিত হইবে। ইহার ফলে উক্ত বাক্য সমভিব্যাহৃত 'ঘোষ' পদার্থে তাদৃশ লক্ষ্যার্থের আধেয়ত্ব সম্বন্ধে অন্বয় হইতে পারে না। কারণ 'ঘোষ' রূপ পদার্থে তাদৃশ বাক্যের লক্ষ্যার্থ যে গভীর নদীতীর ইহার অন্বয় করিতে হইলে অভেদ-সম্বন্ধে অন্বয় করিতে হইবে। অথচ, তাদৃশ তীররূপ অর্থ অভেদসম্বন্ধে 'ঘোষ' পদার্থে বাধিত। কেন অভেদ সম্বন্ধে ঘোষ পদার্থের অন্বয় হইবে না তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য জগদীশ বলিতেছেন—সমাসভিন্ন স্থলে নামার্থদ্বয়ের অন্বয় বুৎপত্তিসিদ্ধ নহে। প্রকৃতস্থলে, গভীর নদীতীররূপ লক্ষ্যার্থটি 'গভীরায়াং নদ্যাম্' এই বাক্যের অর্থ হওয়ায় মীমাংসকগণকে নামার্থও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাদৃশ নামার্থের ঘোষরূপ নামার্থে আধেয়ত্ব সম্বন্ধে অন্বয় হইতে পারিবে না। গ্রন্থকার যে 'সমাসাদন্যত্র' এই অংশটি নামার্থদ্বয়ের বিশেষণ দিয়াছেন, ইহার কারণ, 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' 'রাজপুরুষঃ' এইরূপ সমাস বা ব্যাসবাক্যস্থলে সমানার্থক বোধের অনুরোধে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এখানে ষষ্ঠী-বিভক্তির স্বত্ব সম্বন্ধরূপ অর্থ যেরূপ গৃহীত হয় তদ্রূপ রাজপুরুষঃ এই সমাসের স্থলেও রাজ-স্বত্বরূপ সম্বন্ধে লক্ষণা স্বীকৃতি মূলে 'রাজসম্বন্ধবান্ পুরুষঃ' এইরূপ অন্বয়বোধের উপপত্তি হইবে। যদি মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন, 'গভীরায়াং নদ্যাম্' এই বাক্যস্থলে, গভীর নদীতীর বৃত্তিতে উক্ত সপ্তম্যন্ত বাক্যটির লক্ষণা স্বীকৃত হইবে, ইহার ফলে গঙ্গাতীরবৃত্তিরূপ যে

লক্ষ্যার্থ তাহার ঘোষ পদার্থে অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হইতে পারিবে। মীমাংসকগণের এই বক্তব্যও বক্ষ্যমাণ দোষনিবন্ধন সমীচীন নহে। কারণ তাদৃশ তীরবৃত্তিরূপ লাক্ষণিক বাক্যার্থের ঘোষপদার্থে অন্বয়বোধ সম্ভাবিত নহে, কেন সম্ভাবিত নহে তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—"সমাস ভিন্নস্থলে নামার্থদ্বয়ের অভেদসম্বন্ধে অন্বয়-বোধের প্রতি নামদ্বয়ের সমানবিভক্তিকত্ব নিয়ামক"।[১] 'নীলঘটঃ' 'নীলোৎপলম্'—এই সকল সমাসান্তর্গত ঘটপদার্থে বা উৎপলপদার্থে নীল পদার্থের অভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধ, উক্ত সমাসঘটক পদদ্বয় সমানবিভক্তিক না হইলেও স্বীকৃত হওয়ায় সমাসভিন্নস্থলে—এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে।

ইহার উপরে আশঙ্কা হইতে পারে 'গভীরায়াং নদ্যাম্' এই সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত বাক্যের লক্ষণাস্বীকৃতি পক্ষে পূর্বোক্তদোষ হইলেও সপ্তমীবিভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া 'গভীরায়াং নদী' এইভাগের লক্ষণা কল্পিত হইতে পারে। এই আশঙ্কাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, ঐরূপ লক্ষণা স্বীকৃত হইলে 'প্রকৃত্যর্থান্বিত-স্বার্থবোধকত্বং প্রত্যয়ানাম্' এই নিয়মানুসারে সপ্তমীবিভক্তির অর্থ যে আধেয়ত্ব তাহার সহিত গভীর নদীতীর রূপ লক্ষ্যার্থের অন্বয়বোধ হইতে পারে না। কেন পারে না তাহাই বলিতেছেন—"ন হি স ভাগঃ প্রকৃতিঃ—" অর্থাৎ শুদ্ধ নদী পদটি সপ্তমীবিভক্তির প্রকৃতি হইলেও 'গভীরায়াং নদী' এই সমুদায় অংশটি সপ্তমীবিভক্তির প্রকৃতি নহে। সুতরাং উক্ত সমুদায় অংশের লক্ষ্যার্থ যে গভীর নদীতীর তাহার সপ্তমীবিভক্তির অর্থ আধেয়তার সহিত অন্বয় হইতে পারে না। কারণ, 'গভীরায়াং নদী' এই অংশ প্রকৃতি লক্ষণের লক্ষ্য না হওয়ায় প্রকৃতি নহে[২]। যদি 'গভীরায়াং নদী' এই অংশের 'কণ্ঠেকাল' ইত্যাদি শব্দের ন্যায় প্রকৃতিত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও "গভীরায়াং নদীং ব্রজ" এই বাক্য হইতেও গভীর নদীতীরগত কর্মত্ববোধের আপত্তি হইবে। তাৎপর্য এই যে, মীমাংসক মতে বাক্যেও লক্ষণা স্বীকৃত হওয়ায় গভীরায়াং নদ্যাম্—এখানে যদি সপ্তম্যন্ত গভীরাপদ সহকৃত নদী ভাগের গভীর নদীতীর অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে গভীরায়াং নদী এই অংশের পরবর্তী 'অম্' বিভক্তির অর্থ কর্মতার সহিত তাদৃশ তীররূপ লাক্ষণিক অর্থের অন্বয়বোধের আপত্তি হইবে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাদৃশ অন্বয়বোধ মীমাংসক এবং নৈয়ায়িক উভয় মতেই অনুভববিরুদ্ধ। আরও বক্তব্য 'গভীরায়াং নদী' এই ভাগের বাক্যত্বও স্বীকৃত হইতে পারে না, কারণ সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহকেই বাক্য বলা হয়। 'গভীরায়াং নদী' এই অংশের ঘটক পদসমূহ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ নহে বলিয়া বাক্য নহে। সুতরাং বাক্য না হইলে ঐরূপ নিরাকাঙ্ক্ষ পদসমূহে মীমাংসক সম্প্রদায়ও লক্ষণা স্বীকার করিতে পারিবেন না। এই প্রসঙ্গে টীকাকার রামভদ্র

১। অত্র, বিশেষ্যতাসম্বন্ধেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন অভেদসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রকারতাক অন্বয়বোধং প্রতি তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নার্থক-নামোত্তরবিভক্তি-সজাতীয়বিভক্ত্যন্ত-সমাসাঘটকনামোপস্থাপ্যত্বং প্রযোজকমিতি প্রযোজ্যপ্রযোজকভাবঃ কল্পনীয়ঃ।

২। সোপস্থাপ্য যাদৃশার্থান্বয়বোধং প্রতি স্বাব্যবহিতোত্তরোত্তরসম্বন্ধেন যাদৃশশব্দ-নিশ্চয়ো হেতুস্তাদৃশশব্দস্যৈব তাদৃশার্থে প্রকৃতিত্বাদিত্যাশয়ঃ।

যে বলেন "গভীরায়াং নদী" এই অংশটি যেহেতু বাক্য অতএব বাক্যের শক্তি না থাকার ফলে শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণাও কল্পিত হইতে পারে না, সুতরাং তাদৃশ তীরগত কর্মতার নিরূপকত্ব বিষয়ক অন্বয়বোধও সম্ভবপর নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে 'গভীরায়াং নদী' এই অংশটি বাক্য নহে। রামভদ্রের এই উক্তি সঙ্গত নহে, কারণ, বাক্যের লক্ষণাবাদী মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে বাক্যে শক্তি অপেক্ষিত নহে। অতএব বাক্যে শক্তি না থাকার ফলে লক্ষণা স্বীকৃত হইতে পারে না, রামভদ্রের এই উক্তি ঠিক নহে।

'গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ' এইসকল স্থলে গভীর নদীতীররূপ অর্থে যদি 'গভীরায়াং নদ্যাং' এই বাক্যের লক্ষণা স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ এই সকল স্থলে গভীর নদী তীরবৃত্তি ঘোষ বিষয়ক তাদৃশ বাক্যার্থগোচর অন্বয়বোধ কিপ্রকারে উৎপন্ন হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার স্বকীয় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার জন্য 'তস্মাৎ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন। গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত এই যে, 'গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ' এই বাক্যের অন্তর্গত গভীরাপদটির অথবা নদীপদটির গভীর নদীতীররূপ অর্থে লক্ষণা অঙ্গীকৃত হইবে। বাক্যে শক্তি না থাকিলেও বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের বিভিন্ন শক্তি থাকায় মণিকারসম্মত শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণা গভীরাপদে বা নদীপদে অবশ্যই থাকিবে। কেবলমাত্র গভীরাপদে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত নদীপদের লাক্ষণিকত্ব স্বীকৃত হইবে না কেন? এই প্রকার আপত্তি পরিহার করিবার জন্য গ্রন্থকার 'নদীপদং বা' এই উক্তির দ্বারা নদীপদটিও গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে উক্ত বাক্যের অন্তর্গত গভীরাপদের যখন লাক্ষণিকত্ব স্বীকৃত হইবে, তখন তাৎপর্যগ্রাহক হইবে নদীপদ। আবার নদীপদের যখন গভীর নদীতীররূপ অর্থে লক্ষণা কল্পিত হইবে তখন তাদৃশ অর্থে গভীরা-পদ হইবে তাৎপর্যগ্রাহক। গ্রন্থকারের এই সমাধান যে স্বকপোলকল্পিত নহে ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন, "ইতি সিদ্ধান্তবিদঃ"। অর্থাৎ পূর্বতন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ইহাই সিদ্ধান্ত।

मूलम्

चटचटाद्यनुकरणस्य, हूम्फट् हुवा ३ दिस्तोभस्य,[1] च स्वानुभावकत्वमपभ्रंशानामिव शक्तिभ्रमादेव, गौर्वाहिक इत्यादौ तु शक्यार्थसदृशत्वावच्छिन्नबोधकतया गौणं गवादिपदं गोसदृशादौ लक्षकमेवास्तु, न तु ततो लक्षकाद्भिद्यते।

১। হুমিতি ক্রোধবীজম্—"ক্রোধাখ্যো হুঁ তনুত্রঞ্চ শস্ত্রাদৌ রিপুসংজ্ঞকঃ।" "ফট্ অস্ত্রবীজম্—ফড়স্ত্রং শস্ত্রমায়ুধম্"। ইতি—বীজাভিধানম্।

স্তোভাঃ—সামগীতিপূরণার্থানি অক্ষরাণি, হাবু হাবু হাবু ইত্যাদীনি। ইতি ছান্দোগ্যে, প্র°, প্র°, ১৩। ৪॥ মহা°ভা°, শা°, মো°,।

অনুবাদ

"চটচটা" প্রভৃতি অনুকরণ-শব্দসমূহের, 'হুঁ', 'ফট্' প্রভৃতি বীজমন্ত্রের এবং হুবা ও প্রভৃতি স্তোভ শব্দসমূহ, স্বরূপ অর্থে, অপভ্রংশ শব্দের ন্যায় শক্তির ভ্রম-জনিত শাব্দানুভবের জনক স্বীকৃত হইবে।

গৌর্বাহিক ইত্যাদি স্থলে কিন্তু গোপদটি নিজ শক্যার্থ যে গো তৎসাদৃশ্য বিশিষ্টের বোধক হওয়ায় তাদৃশ অর্থে, গৌণ গো পদটি লাক্ষণিক হইবে। সুতরাং (গোসদৃশরূপ অর্থে) উক্ত গোপদ, লক্ষক নাম হইতে ভিন্ন নহে।

বিবৃতি

কোনও সময়ে বাঁশ প্রভৃতির দলদ্বয় বিভাগ হইতে উৎপন্ন 'চটচটা' প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিয়া কোনও ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ঐ শব্দের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য 'চটচটা' প্রভৃতি শব্দের অনুকরণ রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকে। উক্ত অনুকরণরূপ 'চটচটা' প্রভৃতি শব্দে শক্তিগ্রহের অনুকূল কোনও উপায় না থাকায় ঐ সকল শব্দে শক্তি স্বীকৃত হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত চটচটা প্রভৃতি শব্দ শক্ত না হওয়ায় শক্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণাও সম্ভবপর নহে।

চটচটা প্রভৃতি শব্দে স্বরূপ অর্থে যদি আধুনিক নদী, বৃদ্ধি প্রভৃতি শব্দের ন্যায় আধুনিক সংকেত স্বীকৃত হয় তাহা হইলে আধুনিক সংকেতমূলেই স্বরূপার্থের বোধ সম্ভবপর হইতে পারে। এই জন্য গ্রন্থকার হুঁ, ফট্ ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন। হুঁ, ফট্ প্রভৃতি মন্ত্রবিশেষের একদেশ হইলেও বীজ অভিধানে 'হুঁ' এই মন্ত্রাংশকে ক্রোধবীজ এবং 'ফট্' এই অংশকে অস্ত্রবীজ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্তোভ শব্দের দ্বারা সামগীতির পূরণার্থক 'হুবা হুবা হুবা' প্রভৃতি স্তোভশব্দ যেরূপ গৃহীত হইবে তদ্রূপ হুবাদি এই আদিপদের দ্বারা 'হাবু হাবু হাবু' প্রভৃতি স্তোভশব্দও গৃহীত হইবে। গ্রন্থকার বলিতেছেন চটচটা প্রভৃতি অনুকরণ শব্দের হুঁ, ফট্ প্রভৃতি মন্ত্রাংশের এবং হুবা ও প্রভৃতি স্তোভশব্দের, অপভ্রংশ শব্দের ন্যায় নিজ নিজ স্বরূপ অর্থে শক্তিভ্রমাধীন শাব্দানুভবের জনকত্ব অঙ্গীকৃত হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে ঐ সকল শব্দে যদি নদী, বৃদ্ধি প্রভৃতি পদের ন্যায় আধুনিক সংকেত গৃহীত না হয় তাহা হইলেই উক্ত শব্দসমূহে শক্তিভ্রমাধীন শাব্দবোধের জনকত্ব স্বীকৃত হইবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে অপভ্রংশ শব্দকে যে শক্তিভ্রমের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা সঙ্গত নহে, কারণ অপভ্রংশশব্দেও আধুনিক সংকেতের স্বীকৃতি মূলে অন্বয়বোধের উপপত্তি হইতে পারে। অপভ্রংশ শব্দ প্রভৃতিতে আধুনিক সংকেত স্বীকৃত হইবে না যদি কেহ বলেন, এই উক্তিও সমীচীন নহে, কারণ, গ্রন্থকার নিজে ভর্তৃহরির 'আজানিকশ্চাধুনিক' ইত্যাদি কারিকার বিবৃতি প্রসঙ্গে পারসিক শব্দের আধুনিক সংকেত স্বীকার করিয়াছেন, অতএব, তুল্য যুক্তিতে অপভ্রংশাদি

শব্দেও আধুনিক সংকেত জগদীশের অভিপ্রেত[১]। গ্রন্থকার যে "শক্তিভ্রমাদেব" এখানে এবকারের প্রয়োগ করিয়াছেন উক্ত এবকারের দ্বারা শক্তিপ্রমার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে।

শাব্দিক ও আলঙ্কারিকগণ শক্তি ও লক্ষণার অতিরিক্ত একটি গৌণীবৃত্তি স্বীকার করিয়া গৌর্বাহিক প্রভৃতি স্থলে গোশব্দটি উক্ত গৌণীবৃত্তিজনিত গোসদৃশের উপস্থাপক হইয়া অন্বয়বোধের জনক বলেন। ন্যায়মতে শক্তিলক্ষণাব্যতিরিক্ত গৌণীবৃত্তি স্বীকৃত না হওয়ায় বাহিক পদার্থে গো সদৃশের অন্বয়বোধ কিপ্রকারে উপপন্ন হইবে? এই জিজ্ঞাসার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার 'গৌর্বাহিক' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, গৌর্বাহিক এখানে গোপদটি গোসদৃশ অর্থে লাক্ষণিক হইবে। অর্থাৎ গোপদের শক্যার্থ যে গো তাহার সাদৃশ্যবিশিষ্টে লক্ষণা অঙ্গীকৃত হওয়ায় বহনকর্তৃরূপ 'বাহিক' পদার্থে অভেদসম্বন্ধে উক্ত গোসদৃশের অন্বয়বোধ উপপন্ন হইবে। সুতরাং আলঙ্কারিকাদি-সম্মত গৌণীবৃত্তি অঙ্গীকার করার কোনও প্রয়োজন নাই। ন্যায়মতে উক্ত স্থলে গোপদটি গোসদৃশরূপ অর্থে লাক্ষণিক হইবে এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, শক্যার্থ যে গো তৎসদৃশের বোধক গৌণী গবাদিপদ গোসদৃশরূপ অর্থে লক্ষক হইবে।

"গৌর্বাহিক" এই স্থলে গোপদটি (বাহিকগত) সাদৃশ্যবিশিষ্টরূপ অর্থে শক্তিশূন্য হইয়া উক্ত সাদৃশ্যবিশিষ্টরূপ লক্ষ্যার্থের সম্বন্ধী যে গোস্বরূপ অর্থ তন্নিরূপিত শক্তিবিশিষ্ট হওয়ার পূর্বে গ্রন্থকার যে স্বনিরূপিত শক্তিশূন্যত্বের সমানাধিকরণ স্বসম্বন্ধি (নিরূপিত) শক্তিমত্ত্ব রূপ লক্ষক নামের লক্ষণ বলিয়াছেন উক্ত লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় বাহিকপদ সাকাঙ্ক্ষ গোপদটি লক্ষক নামেরই অন্তর্গত হইবে অতিরিক্ত নহে। অতএব 'রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব' ইত্যাদি কারিকায় যে নামের বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন উক্ত বিভাগ ব্যাহত হইবে না।

মূলম্

স্যাদেতৎ "মুখং বিকসিতস্মিত"মিত্যত্র বিকসিতপদেন বিস্তৃতার্থ-লক্ষণয়া মুখস্য প্রকটিতস্মিতবত্ত্বামনুভাব্যোত্তরকালং কুসুমতুল্য-সৌরভাদিমত্ত্বং তস্য, লক্ষণামূলকব্যঞ্জনয়া বৃত্ত্যা বোধ্যত ইতি রূঢ়াদিবদ্-ব্যঞ্জকমপি শব্দান্তরমাস্থেয়ং, ন হি তত্র বিকসিতাদিপদং কুসুমসদৃশাদৌ রূঢ়মসংকেতিতত্বাৎ, নাপি যৌগিকং, স্বাবয়ববৃত্ত্যা তদপ্রাপকত্বাৎ, ন বা লক্ষকং, উপস্থিতার্থানুপপত্তিধীরূপস্য লক্ষণাবীজস্য তত্রাঽসত্ত্বাদিত্যা-লঙ্কারিকা বদন্তি।

১। চৈত্রাদিপদানামিব পারসিকশব্দানামপি সংকেতবত্ত্বাবিশেষেঽপি ন তেষাং ধর্মকর্মণি উপযোগঃ ইতি। ইতি শব্দশক্তিঃ

অনুবাদ

(আলঙ্কারিকগণের পূর্বপক্ষ)—মুখং বিকসিতং স্মিতম্" এই স্থলে বিকসিত পদের দ্বারা (প্রথমতঃ) বিস্তৃত অর্থে লক্ষণামূলক মুখগত বিস্তৃত হাস্যবত্তা বিষয়ক অনুভব হওয়ার পরবর্তীকালে মুখে যে কুসুমতুল্য সৌরভের আশ্রয়ত্ব অনুভূত হয়, তাহা কিন্তু পূর্বোক্ত লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনারূপ বৃত্তিবিশেষের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব রূঢ় প্রভৃতি নামের ন্যায় ব্যঞ্জক নামান্তরও স্বীকার করিতে হইবে। যদি বলা হয় বিকসিত প্রভৃতি পদ কুসুমসদৃশরূপ অর্থে রূঢ় নাম স্বীকৃত হইতে পারে—ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, কুসুমসদৃশ অর্থে বিকসিত শব্দ, সংকেতবিশিষ্ট নহে। যৌগিক নামও বলা যায় না, কারণ, বিকসিত পদের অবয়বার্থের দ্বারা কুসুমসদৃশ রূপ অর্থ প্রতীয়মান হয় না। লাক্ষণিকও বলিবার উপায় নাই, কারণ শক্যার্থের অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞানরূপ লক্ষণার বীজ সেখানে বর্তমান নহে। ইহাই আলঙ্কারিকগণের (ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করিবার পক্ষে) বক্তব্য।

বিবৃতি

গ্রন্থকার ব্যঞ্জনাবৃত্তির খণ্ডন করিবার জন্য "স্যাদেতৎ মুখং বিকসিতং স্মিতম্" ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে আলঙ্কারিকগণের অভিপ্রেত লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তির উপস্থাপনা করিতেছেন। "বিকসিতং স্মিতম্" এই অংশটি মুখের বিশেষণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে বিকসিতস্মিতং এই সমস্ত বাক্যটি কর্মধারয় সমাসনিষ্পন্ন অথবা বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে উক্ত বাক্যটি বিকসিতঞ্চ তৎ স্মিতঞ্চেতি এইরূপ কর্মধারয়নিষ্পন্ন স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ কর্মধারয়নিষ্পন্ন বাক্যের বিকাস-বিশিষ্ট হাস্যরূপ অর্থ অভেদসম্বন্ধে মুখে বাধিত, সুতরাং বিকাসবিশিষ্ট হাস্যরূপ অর্থ অভেদসম্বন্ধে মুখে অন্বিত হইতে পারে না। অতএব গ্রন্থকার যে পরবর্তী গ্রন্থে বলিয়াছেন 'মুখে প্রকটিতস্মিতবত্তাম্ অনুভাব্য' গ্রন্থকারের উক্ত উক্তি হইতে মুখে প্রকটিত হাস্যের আশ্রয়ত্ব লাভের অনুরোধে উক্ত সমস্ত বাক্যটির বিকসিতং স্মিতং যত্র এইরূপ বহুব্রীহি সমাস ব্যতীত অন্য কোনও সমাস সম্ভাবিত নহে। সুতরাং বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন বিকসিতস্মিতং এই সমস্ত পদটির বিকাসবিশিষ্ট হাস্যের আশ্রয়রূপ অর্থ গৃহীত হইবে, উক্ত বিকসিতস্মিত পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে মুখে অন্বয় হওয়ার ফলে বিকসিত হাস্যের আশ্রয়ত্ব মুখে প্রতীয়মান হইতে পারিবে, এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার 'প্রকটিতস্মিতবত্তাং' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য গ্রন্থকার মুখং বিকসিতস্মিতং বসিতবক্রি মপ্রেক্ষিতম্। সমুচ্ছলিতবিভ্রমা গতিরপাস্তসংস্থামতিঃ।

উরোমুকুলিতস্তনং জঘনমংসবন্ধোদ্ধুরং, বতেন্দুবদনাতনৌ তরুণিমোদ্‌গমো মোদতে ॥”
(ইতি কাব্যপ্রকাশে, দ্বিতীয় উল্লাসে চতুর্থশ্লোকে) এই কারিকার অন্তর্গত বিকসিতস্মিতং এই অংশে নিবিষ্ট বিকসিত শব্দটি বিস্তৃতরূপ অর্থে লক্ষণা কল্পিত হওয়ায় উক্ত বিকাস পদের লাক্ষণিক অর্থ যে বিস্তার বিশিষ্ট তাহার স্মিত পদার্থে যে হাস্য তাহাতে অন্বয় করিতে হইবে। বহুব্রীহি সমাসের ফলে তাদৃশ হাস্যের অধিকরণতা মুখাবয়বে অনুভূত হইবে। তাদৃশ অনুভবের ফলে উক্ত লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনা বৃত্তির দ্বারা মুখাবয়বে কুসুমতুল্য সৌরভের যে প্রতীতি হয় ইহা বিকসিত পদের লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারাই উপপন্ন হইয়া থাকে। অতএব রূঢ় ও লক্ষক প্রভৃতি নামের ন্যায় ব্যঞ্জকনামরূপ একটি অতিরিক্ত নাম স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে বিকসিত শব্দটি বিপূর্বক কস্‌ধাতুর উত্তর ‘ক্ত’ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায় বিকসিত শব্দটি বাক্যরূপে স্বীকৃত হইবে। ন্যায়মতে বাক্যে শক্তি না থাকায় শক্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণাও কল্পিত হইতে পারে না। সুতরাং গ্রন্থকার বিকসিত পদের কিপ্রকারে বিস্তৃতরূপ অর্থে লক্ষণা কল্পনা করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থকার যে বিকসিত পদটি লাক্ষণিক বলিয়াছেন সেখানে চিত্রগু প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত গোপদের যেরূপ চিত্র গো স্বামিরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন তদ্রূপ বিকসিত শব্দ স্থলেও উক্ত শব্দের অন্তর্গত কস্‌ধাতুরই বিস্তৃতরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। সুতরাং ন্যায়মতেও তাদৃশ লক্ষণা ব্যাহত হইবে না।

কেহ কেহ যে বলেন আলঙ্কারিকদের মতানুসারে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় বিকসিত পদটি বাক্য হইলেও লক্ষণা স্বীকৃত হইতে পারে। কারণ তাঁহারা বাক্যেও লক্ষণা স্বীকার করেন। এই উক্তি ঠিক নহে। কারণ, ‘বিকসিত’ শব্দটি শক্য না হওয়ায় শক্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণাও সেখানে স্বীকৃত হইতে পারে না। পরবর্তী গ্রন্থে গ্রন্থকার ‘অসঙ্কেতিতত্বাৎ’ ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিকাসবিশিষ্ট রূপ অর্থে সঙ্কেতিত নহে ইহা বলা হইয়াছে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে তরুণী মুখাবয়বে বিকাসবিশিষ্ট হাস্যের অনুভব হওয়ার পরে সহৃদয় ব্যক্তিগণের বিকসিত সুগন্ধি কুসুমের ন্যায় যে সৌরভ বিশেষের অনুভূতি হইয়া থাকে উক্ত অনুভব শক্তি বা লক্ষণামূলক শাব্দবোধ নহে, সুতরাং তাদৃশ অনুভবের অনুকূল শক্তিও লক্ষণার অতিরিক্ত একটি বৃত্ত্যন্তর স্বীকার করিতে হইবে। ঐ বৃত্ত্যন্তরকে আলঙ্কারিকগণ ব্যঞ্জনা বৃত্তি বলিয়া থাকেন। ‘মুখং বিকসিতং স্মিতম্’ এই স্থলে লক্ষণা-জনিত বিকাসবিশিষ্ট হাস্যযুক্ত মুখাবয়বের শাব্দানুভব হইলে তাহার পরে উক্ত লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা পূর্বানুভূত মুখে কুসুমতুল্য সৌরভের অনুভূতি হইয়া থাকে। ইহাই আলঙ্কারিকদিগের অভিপ্রায়। যদি কেহ বলেন বিকসিত পদটির কুসুমতুল্য অর্থে রূঢ় নাম স্বীকৃত হইবে, এই উক্তিও সমীচীন নহে। কারণ আলঙ্কারিকগণের মতেও বিকসিত পদের শক্তিরূপ সঙ্কেত স্বীকৃত হয় না। শক্ত পদভিন্ন নাম রূঢ় হইতে পারে না। যদি বলা হয় বিকসিত পদটি রূঢ় নাম না হইলেও যৌগিক নামরূপে গণ্য হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ, বিকসিত পদের অবয়ব যে বি—কস্‌ধাতু ও ‘ক্ত’ প্রত্যয়

ইহাদের বৃত্তিলভ্য অর্থের দ্বারা কুসুমতুল্য সৌরভগোচর বোধ না হওয়ায় অবয়ববৃত্তির দ্বারা বিকসিত পদ তাদৃশ অর্থের বোধক হইতে পারে না। বিকসিত পদের তাদৃশ অর্থ, লাক্ষণিকও বলা চলে না। কারণ শক্তিদ্বারা উপস্থাপিত অর্থের অন্বয়ানুপপত্তিরূপ লক্ষণার বীজ এখানে অনুভূত নহে। ইহাই আলঙ্কারিকদিগের অভিপ্রেত।

মূলম্

তত্র অন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞানস্য লক্ষণাবীজত্বং হি ন তজ্জনকত্বং শক্যসম্বন্ধাত্মিকায়া লক্ষণায়াস্তদজন্যত্বাৎ, নাপি তজ্জ্ঞাপকত্বং মুখ্যার্থান্বয়ানুপপত্তিজ্ঞানমন্তরেণাপি প্রমাণান্তরেণ তদ্গ্রহসম্ভবাৎ, অতএব ন লক্ষ্যার্থতাৎপর্যগ্রাহকত্বমপি প্রকরণাদিভ্যোঽপি লক্ষ্যার্থপরত্বগ্রহাৎ। ন চ লক্ষণাজন্যান্বয়বোধং প্রতি তস্যাঃ কারণত্বমেব লক্ষণাবীজত্বমিতি সাম্প্রতম্, যষ্টীঃ প্রবেশয়েত্যাদৌ ব্যভিচারাৎ, তাদৃশহেতুতায়াং প্রমাণাভাবাচ্চ।

অনুবাদ

আলঙ্কারিকগণ ব্যঞ্জনাবৃত্তি অঙ্গীকার করিবার জন্য অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞানকে যে লক্ষণার বীজ বলিয়াছেন, (ইহা কিন্তু ঠিক নহে কারণ) এই বীজত্ব যদি জনকত্বরূপ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে শক্যসম্বন্ধরূপ যে লক্ষণা তাহা কিন্তু অনুপপত্তি জ্ঞানজন্য নহে। যদি লক্ষণার জ্ঞাপকত্বকে লক্ষণার বীজ বলা হয় তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ স্থলবিশেষে মুখ্যার্থের অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান না থাকিলেও প্রমাণান্তর হইতে লক্ষণার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব লক্ষ্যার্থের তাৎপর্য গ্রাহককেও লক্ষণার বীজ বলা সম্ভবপর নহে। কারণ, প্রকরণাদি হইতেও লক্ষ্যার্থগোচর তাৎপর্যজ্ঞান হইয়া থাকে। (আশঙ্কা হইতে পারে) লক্ষণাজনিত অন্বয়বোধের প্রতি মুখ্যার্থের অন্বয়ানুপপত্তির জ্ঞানগত যে কারণতা তাহাই লক্ষণার বীজত্বরূপে স্বীকৃত হইবে। এই আশঙ্কাও সমীচীন নহে। 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' ইত্যাদি স্থলে মুখ্যার্থের অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান না থাকিলেও যষ্টিপদ লাক্ষণিক হওয়ায় উক্ত স্থলে ব্যতিরেক ব্যভিচার বশতঃ অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান লক্ষণার বীজ হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষণাগ্রহ এবং অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান এতদুভয়ের কার্যকারণ ভাব প্রমাণসিদ্ধ নহে।

বিবৃতি

আলঙ্কারিকগণের অভিপ্রেত লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনা বৃত্তির অসম্ভাব্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য গ্রন্থকার, "তত্র" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'তত্র' এই সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত তৎপদের, 'লাক্ষণিক গঙ্গাদি পদস্থলে,' এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। আলঙ্কারিক সম্প্রদায়,শক্যার্থের অন্বয়ানুপপত্তির জ্ঞানকে যে লক্ষণার বীজ বলেন, গ্রন্থকার, বীজ শব্দের বিভিন্ন অর্থ পরিগ্রহপূর্বক উক্ত আলঙ্কারিক মত খণ্ডন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'লক্ষণাবীজং' এখানে বীজগত বীজত্বধর্মটিকে জনকত্ব বলা সম্ভবপর নহে, কারণ, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি স্থলে, অন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞান ব্যতিরেকেও 'গঙ্গাপদং গঙ্গাতীরলক্ষকম্ তীরনিরূপিতশক্তিশূন্যত্বে সতি গঙ্গাপদত্বাৎ' ইত্যাদি অনুমানাদিরূপ প্রমাণান্তর হইতেও 'গঙ্গা পদের গঙ্গাতীররূপ অর্থে লক্ষণা গৃহীত হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যভিচার দোষদুষ্ট অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান লক্ষণা জ্ঞানের জনক হইতে পারে না। যদি আলঙ্কারিকগণ বলেন মুখ্যার্থের অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞানে লক্ষণার জনকত্ব বা জ্ঞাপকত্ব রূপ লক্ষণার বীজত্ব স্বীকৃত না হইলেও লক্ষণার অনুকূল যে বক্তৃ তাৎপর্য জ্ঞান তজ্জনকত্বই লক্ষণার বীজত্বরূপে স্বীকৃত হইবে। অর্থাৎ অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান লক্ষণার অনুকূল তাৎপর্যজ্ঞানেরই জনক স্বীকৃত হইবে। ফলে মুখ্যার্থের অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান হইতে উৎপন্ন বক্তৃতাৎপর্যজ্ঞানের মাধ্যমে শক্য-সম্বন্ধরূপ লক্ষণা জ্ঞান স্বীকৃত হইতে পারে। আলঙ্কারিকগণের এই আশঙ্কাও ঠিক নহে, ইহাই 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা জগদীশ প্রতিপাদন করিতেছেন। 'অতএব' শব্দটির এখানে 'ব্যভিচার হয় বলিয়া' এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। তাৎপর্য এই যে, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাগ্রহের প্রতি তাৎপর্যজ্ঞানের সাক্ষাৎ জনকতা স্বীকার করিয়া উক্ত তাৎপর্যজ্ঞানের প্রতি অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞানকে কারণ স্বীকার করিলে ইহাই হইবে আলঙ্কারিকদের মতে পরম্পরা কারণত্বরূপ লক্ষণাবীজত্ব।

জগদীশ বলিতেছেন, আলঙ্কারিকগণের এই মত সমীচীন নহে, কারণ কেবলমাত্র অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান হইতেই তাদৃশ তাৎপর্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, পরন্তু প্রকরণাদি জ্ঞান হইতেও লক্ষণার অনুকূল তাৎপর্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং এই কল্পেও ব্যতিরেক ব্যভিচার নিবন্ধন তাৎপর্যজ্ঞান এবং অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান এতদুভয়ের কার্যকারণভাব কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। আলঙ্কারিকগণ বলিতে পারেন, মুখ্যার্থের অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান লক্ষণাগ্রহের প্রতি বা তাৎপর্যজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেক ব্যভিচার দোষ নিবন্ধন কারণ না হইলেও লক্ষণাগ্রহজনিত যে বাক্যার্থবোধ তজ্জনকত্বই 'লক্ষণাবীজত্ব' শব্দের দ্বারা প্রতি-পাদিত হইবে। সুতরাং 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদি স্থলে গঙ্গাতীররূপ লক্ষ্যার্থগোচর বাক্যার্থবোধের প্রতি অন্বয়ানুপপত্তি জ্ঞান জনক হইবে। আলঙ্কারিকগণের এই কল্পনাও সমীচীন নহে, জগদীশ 'ন চ' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা এই শঙ্কাই ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত শঙ্কার সমাধান করিবার জন্য 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, লক্ষণাজনিত অন্বয়বোধের প্রতি অন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞানের জনকতারূপ বীজত্ব

কল্পিত হইতে পারে না, কারণ 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' এখানে 'যষ্টি' পদের মুখ্যার্থ যে যষ্টি তদ্‌গত প্রবেশনক্রিয়ায় অন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞান বিদ্যমান না থাকিলেও তাৎপর্যানুপপত্তি জ্ঞানবশতঃ যষ্টিধরাদিরূপ লাক্ষণিক অর্থের উপস্থিতি ও তদ্বিষয়ক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব এখানেও অন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞান লক্ষ্যার্থবোধের ব্যভিচারী হওয়ায় তাদৃশ বোধের কারণ হইতে পারে না। যদি বলা হয়, লাক্ষণিক বাক্যার্থবোধ এবং অন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞান এতদুভয়ের কার্যকারণভাব যেহেতু প্রমাণসিদ্ধ সুতরাং তাদৃশ শাব্দবোধের পূর্বে অন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞান কল্পিত হইবে, যেখানে যথার্থ অন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞান সম্ভবপর নহে, সেখানে অগত্যা ভ্রমাত্মক অন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞানের কারণত্ব স্বীকৃত হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলেন, 'তাদৃশহেতুতায়াং প্রমাণাভাবাচ্চ'—অর্থাৎ লক্ষণাগ্রহ-জনিত অন্বয়বোধের প্রতি অন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞান যে জনক এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই।

मूलम्

अथास्ति, नानार्थशब्दैः प्रकरणादिसाचिव्यात् क्वचिदेकविधानामर्थानामन्वयबुद्धेरनन्तरमप्यन्यविधानामन्वयानुभवः सहृदयस्य ।—यथा "अयं गौरवितो महान्" इत्यादौ, यथा वा "वयस्था नागरासङ्गादङ्गानां हन्ति वेदना"मित्यादौ । स चायमनुभवो न शक्तिधीप्रभवः, शक्यार्थबुद्धौ तत्परत्वग्रहस्य तद्ग्राहकप्रकरणाद्यवगमस्य वा हेतुत्वेन तदसत्त्वात्, नापि लक्षणाप्रयुक्तः, शक्यार्थे तदयोगात्, परन्त्वभिधामूलव्यञ्जनयैव सम्पाद्यः । तदुक्तम्—

"अनेकार्थस्य शब्दस्य, प्रस्तावाद्यैर्नियन्त्रिते ।
एकत्रार्थेऽभिधामूलव्यञ्जनान्यस्य बोधिका ॥"

इति चेन्न, तात्पर्यधियो हेतुत्वस्य पूर्वं परास्तत्वात् अतएव, प्रकरणादीनामननुगतानां क्वचिदसत्त्वेऽपि क्षत्यभावात् ।

অনুবাদ

(আলঙ্কারিকগণ যদি বলেন, লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তি খণ্ডিত হইলেও অভিধা-মূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে কারণ,) প্রকরণাদি কারণান্তর সহকারে নানার্থক শব্দ হইতেও কোন সময়ে, একবিধ অর্থসমূহের অন্বয়বোধ হওয়ার পরে

সহৃদয় ব্যক্তির অন্যবিধ পদার্থসমূহের অন্বয়ানুভব হইয়া থাকে। যথা 'অয়ং গৌরবিতো মহান্' (ইনি পূজ্য এবং মহৎ) এই সকল বাক্য স্থলে এবং "বয়স্থা নাগরাসঙ্গাদঙ্গানাং হন্তি বেদনাম্" (হরীতকী শুণ্ঠীসহযোগে সেবন করিলে শরীরের বেদনা প্রশমিত হয়) এই সকল স্থলে, সহৃদয় ব্যক্তির যে অভিনব একটি বোধ হয়, ঐ বোধকে তৎ তৎ পদগত শক্তিজ্ঞানজনিত বোধ বলা যায় না, কারণ, শক্যার্থ বোধের প্রতি কারণ যে তাৎপর্যগ্রহ অথবা তাৎপর্যগ্রাহক প্রকরণাদিজ্ঞান জনকরূপে উক্তবোধের পূর্বে উপস্থিত থাকে না। লক্ষ্যার্থজনিতও উক্ত বোধ হইতে পারে না, কেননা শক্যার্থে লক্ষণা স্বীকৃত নহে, অতএব, অভিধামূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারাই তাদৃশ অভিনব বোধ সম্পাদন করিতে হইবে। অলঙ্কারশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে "অনেকার্থক শব্দ প্রকরণবিশেষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে একটি অর্থে অভিধামূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তি অপর অর্থের বোধক হইয়া থাকে।"

(আলঙ্কারিকগণের) এই উক্তি ঠিক নহে, কারণ তাৎপর্যজ্ঞানের কারণতা পূর্বেই নিরস্ত হইয়াছে। অতএব অননুগত প্রকরণাদি জ্ঞান স্থলবিশেষে না থাকিলেও ক্ষতি নাই।

বিবৃতি

পূর্ববর্তী সন্দর্ভের মাধ্যমে লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তি খণ্ডন করিবার পর গ্রন্থকার, অভিধামূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তি খণ্ডন করিবার জন্য 'অথাস্তি' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে আলঙ্কারিকগণের মত উপস্থাপিত করিতেছেন। 'অস্তি' এই অংশটি পরবর্তী 'অন্বয়ানুভবঃ' এই অংশের সহিত অন্বিত হইবে। একটি মাত্র অর্থেই শক্ত যে পদ তাহা হইতে অপর পদার্থের অন্বয়ানুভব কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। এইজন্য গ্রন্থকার 'নানার্থ' এই অংশটি শব্দের বিশেষণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। নানার্থক শব্দটির নানা শক্তি বিশিষ্টরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। 'প্রকরণাদিসাচিব্যাৎ'—এই অংশের প্রকরণাদি সহকারে এইরূপ যথাশ্রুতার্থ হইলেও অজ্ঞায়মান প্রকরণ অন্বয়ানুভবের জনক না হওয়ায় এখানে প্রকরণ শব্দটির প্রকরণজ্ঞানরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। 'আদি' পদের দ্বারা শাব্দবুদ্ধির অন্যান্য কারণ গ্রহণ করিতে হইবে। রামভদ্র আদি পদের দ্বারা যে তাৎপর্যজ্ঞানাদি পরিগ্রহ করিয়াছেন ইহা সমীচীন নহে। কারণ গ্রন্থকার নিজেই পূর্বে তাৎপর্যজ্ঞানের অন্বয়ানুভবজনকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

যদি বলা হয় ন্যায়মত অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার তাৎপর্যজ্ঞানের শাব্দবোধ-কারণত্ব খণ্ডন করিলেও আলঙ্কারিক মতে তাৎপর্যজ্ঞান শাব্দবোধের কারণরূপে স্বীকৃত, এইজন্য প্রকরণাদি এখানে 'আদি' পদের দ্বারা তাৎপর্যজ্ঞান গৃহীত হইতে পারে। এই উক্তিও সংগত নহে। আলঙ্কারিকমতে প্রকরণ জ্ঞানের হেতুতা যখন স্বীকৃত তখন তাৎপর্যজ্ঞানের

কারণত্ব স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, অতএব প্রকরণাদি এই আদিপদের দ্বারা তাৎপর্যজ্ঞান গৃহীত হইতে পারে না। "অন্বয়ানুভব" এই শব্দটির দ্বারা শাব্দবোধ গৃহীত হইয়াছে।

'সহৃদয়'পদটি—এখানে, 'তৎ তৎ বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধ অন্তঃকরণ যাহার' তৎ তৎ ব্যক্তির বোধক। কীদৃশ স্থলে অন্যবিধ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া অন্বয়বোধ উৎপন্ন হয় এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 'যথা' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। "অয়ং গৌরবিতো মহান্" এই বাক্য হইতে "ইনি পূজ্য এবং মহাশয় ব্যক্তি" এইরূপ বাক্যার্থবোধ হওয়ার পরে 'এই গরুটি মেষ হইতে বৃহৎ' (অয়ং গোঃ অবিতো মহান্) এইরূপ অভিধামূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তি হইতে একটি বিলক্ষণ শাব্দবোধ হইয়া থাকে। প্রথমে "অয়ং গৌরবিতো মহান্" এই তিনটি পদ হইতে সমুদায় শক্যার্থবোধ উৎপন্ন হওয়ার পরে 'গৌরবিতঃ' শব্দের একদেশ প্রথমান্ত গোপদ হইতে গোব্যক্তির, পঞ্চম্যন্ত অবিশব্দ হইতে মেষ ও অবধিমত্ত্ব পদার্থের এবং প্রথমান্ত মহৎ পদ হইতে মহৎ পদার্থের উপস্থিতি ক্রমে বিলক্ষণ অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইভাবে সমুদায় শক্যার্থবোধ এবং অবয়বশক্যার্থবোধের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার পর প্রত্যেক শক্তির দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের ব্যঞ্জনাবৃত্তিলভ্য পদার্থান্তর-গোচর অন্বয়বোধের 'যথা বেত্যাদি' গ্রন্থের মাধ্যমে অপর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছেন।

টীকাকার রামভদ্র বলেন "অয়ং গৌরবিতো মহান্" এই প্রথমদৃষ্টান্তস্থলে 'গৌরবিত' এই বাক্য হইতে পূজ্যত্বপ্রকারক যে অন্বয়বোধ হইয়াছে। উক্ত পূজ্যত্বরূপ অর্থ বাক্যার্থরূপেই প্রতীয়মান হইয়াছে পদার্থরূপে নহে, এইজন্য নানার্থক "বয়স্থা" প্রভৃতি পদকে গ্রহণ করিয়া অপর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হইয়াছে। বয়স্থা নাগরাসঙ্গাদিত্যাদি কারিকাংশের যুবতি (নারী) নাগরের (যুবা পুরুষের) সহিত মিলিত হইলে অঙ্গের বেদনা প্রশমিত হয় এইরূপ প্রকৃতার্থ অর্থাৎ যথাশ্রুতার্থ প্রতীয়মান হওয়ার পরে পক্ষান্তরে বয়স্থা শব্দটি হরীতকীর বোধক এবং নাগর শব্দটি শুণ্ঠির বোধক হওয়ায় উক্ত উভয় দ্রব্যের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশ্রণজনিত যে ঔষধি প্রস্তুত হয় উক্ত ঔষধি সেবন করিলে শারীরিক বেদনার উপশম হয় ইহাই উক্ত শ্লোকাংশের শক্তিমূলক ব্যঞ্জনাবৃত্তি মূলে শ্লিষ্টার্থ প্রতীয়মান হইবে। পূর্বোক্ত বাক্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথম বাক্য হইতে পূজ্যত্ব-প্রকারক বোধ হওয়ার পরে মেষকে অবধি করিয়া যে স্থূলত্বের বোধ হয়, এবং দ্বিতীয় বাক্য হইতে যুবতি প্রভৃতির বোধ হওয়ার পরে যে হরীতকী প্রভৃতি অর্থের শাব্দানুভব উৎপন্ন হয়, উক্ত অনুভব শক্তিজ্ঞানজনিত অনুভব হইতে পারে না। ইহাই 'স চায়মনুভবঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে প্রতিপাদন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, কোনও শক্ত পদজ্ঞান হইতে শাব্দবোধ উৎপন্ন হইলে শক্যার্থগোচর অন্বয়বোধের পূর্বক্ষণে তাদৃশ অর্থে তাৎপর্যজ্ঞান অথবা তাৎপর্যের গ্রাহক প্রকরণাদিজ্ঞান কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় পূর্বোক্ত বাক্যদ্বয়স্থলে কিন্তু শ্লিষ্টার্থ বোধের পূর্বে তাৎপর্যজ্ঞান কিংবা প্রকরণাদি-জ্ঞান অনুভবসিদ্ধ নহে। অতএব, উক্ত অন্বয়বোধ, উক্ত বাক্যদ্বয়ের অন্তর্গত শব্দগতশক্তি-জ্ঞান হইতে উদ্ভূত নহে: যদি আলঙ্কারিকগণ বলেন, উক্ত বিলক্ষণবোধ শক্তিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন না হইলেও তাদৃশার্থে লক্ষণা স্বীকৃতিমূলে লক্ষণাজ্ঞান হইতে তাদৃশ বিলক্ষণবোধ

স্বীকৃত হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন, উক্ত বোধ লক্ষণাজ্ঞান হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ, পূর্বোক্ত 'অবি' পদের অর্থ যে মেষ এবং 'বয়স্থা' পদের অর্থ যে হরীতকী এই সকল পদের অর্থ সেই সেই পদের শক্যার্থ হওয়ায় শক্যার্থমাত্রে লক্ষণা কোন সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। গ্রন্থকার লক্ষক নামের লক্ষণ কারিকায় "তচ্ছক্তি-বিধুরং যদি" অর্থাৎ লক্ষ্যার্থরূপে অভিমত যে অর্থ তন্নিরূপিত শক্তিশূন্য যে পদ তাহাতেই লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়েই জগদীশ বলিয়াছেন, "নাপি লক্ষণাপ্রযুক্তঃ শক্যার্থে তদযোগাৎ"। মেষরূপ যে অবিপদের শক্যার্থ এবং হরীতকী রূপ যে বয়স্থা পদের শক্যার্থ তাহাতে তৎ তৎ পদের লক্ষণা স্বীকৃত হইতে পারে না।

'পরন্তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা আলঙ্কারিক মতের উপসংহার করিতেছেন। "অভিধা-মূলকব্যঞ্জনয়ৈব" অর্থাৎ "অয়ং গৌরবিতো মহান্" এবং "বয়স্থা নাগরাসঙ্গাৎ" ইত্যাদি বাক্যস্থলেও অভিধামূলক, অর্থাৎ শব্দশক্তিমূলক ব্যঞ্জনারূপ শক্তি ও লক্ষণা হইতে বিলক্ষণ যে বৃত্তি তাহার দ্বারাই পক্ষান্তরে উক্ত বাক্যদ্বয়জনিত বিলক্ষণ অন্বয়ানুভব সম্পাদন করিতে হইবে। উক্ত ব্যঞ্জনাবৃত্তির সমর্থনকল্পে আলঙ্কারিক দর্পণকারের "অনেকার্থস্য শব্দস্য প্রস্তাবাদ্যৈর্নিয়ন্ত্রিতে" ইত্যাদি শ্লোকটি উল্লেখ করিতেছেন, উক্ত কারিকাটির অর্থ এই যে বিভিন্নার্থক কোনও শব্দের প্রকরণ প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একবিধ অর্থ প্রতীয়মান হওয়ার পরে অভিধামূলক ব্যঞ্জনা বৃত্তি অন্যবিধ অর্থের বোধক হইয়া থাকে। "প্রস্তাবাদি" এই আদিপদের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তি প্রভৃতি গৃহীত হইবে। নিয়ন্ত্রিত পদটির অবগতরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। সপ্তম্যন্ত নিয়ন্ত্রিত পদটির একদেশ যে নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ অন্বয়বোধ তদংশে "প্রস্তাবাদ্যৈঃ" এই প্রকরণাদি প্রযোজ্যত্বরূপ অর্থের অন্বয় করিতে হইবে। প্রস্তাব শব্দটি এখানে প্রকরণের বোধক এবং তৃতীয়াবিভক্তির প্রযোজ্যত্বরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে।

এই পর্যন্ত ব্যঞ্জনাবৃত্তিবাদী আলঙ্কারিকগণের মত প্রদর্শিত হওয়ার পরে ন্যায়সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার "ইতি চেন্ন" ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে উক্ত মত খণ্ডন করিতেছেন। "ইতি চেন্ন" অর্থাৎ আলঙ্কারিকগণের ব্যঞ্জনাবৃত্তি সম্বন্ধে উক্ত মতবাদ সমীচীন নহে। কেন সমীচীন নহে এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন তাৎপর্যজ্ঞানের যে শাব্দবোধকারণতা তাহা পূর্বেই অর্থাৎ শব্দপ্রামাণ্য প্রকরণে নিরাকৃত হইয়াছে। সুতরাং তাৎপর্যগ্রহকে কারণরূপে কল্পনা করিয়া ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে বিলক্ষণ অন্বয়বোধ সম্ভবপর নহে। আলঙ্কারিকগণের মতে যদি তাৎপর্যজ্ঞান কারণ না হইলেও প্রকরণাদিজ্ঞানকেই ব্যঞ্জনা-বৃত্তিমূলক অন্বয়বোধের কারণ স্বীকার করা হয়, ইহাও ঠিক নহে। কারণ, অননুগত প্রকরণাদিজ্ঞানকে অন্বয়বোধের কারণ বলা যায় না, প্রকরণজ্ঞান না থাকিলেও স্থল-বিশেষে শাব্দবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন, নীলো ঘটঃ বা, রাজ্ঞঃ পুরুষঃ ইত্যাদি স্থলীয় অভেদ সম্বন্ধে বা ভেদ সম্বন্ধে যে শাব্দবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহার পূর্বে প্রকরণাদিজ্ঞান কারণরূপে অপেক্ষিত নহে। আরও বক্তব্য এই যে, অননুগত তৎ তৎ প্রকরণাদি গোচর জ্ঞান শাব্দবোধের কারণরূপে স্বীকৃত হইলে অননুগত কার্যকারণ ভাব কল্পনানিবন্ধন গৌরব

স্বীকার করিতে হয়। গ্রন্থকারও 'নানাবিধানাং' এই উক্তির দ্বারা তাদৃশ কার্যকারণ ভাবের গৌরব সূচনা করিয়াছেন।

मूलम्

वस्तुतः शक्त्याद्युपस्थितानामेकविधानां पदार्थानामन्वयमतेरनन्तरं यद्यन्यविधानामन्वयबोधः स्यात्, स्यादपि तदनुरोधेन व्यञ्जनास्वीकारः, न चैवं, तत्तदर्थकशाब्दसामान्यं प्रत्येव तत्तदर्थनिस्तात्पर्यकत्वधियः प्रतिबन्धकत्वात्, तत्तदर्थानां यथाकथञ्चिदुपनयनवशेन मनसैव विशिष्ट-धीसम्भवात्, मानोरथिकसुखप्रभेदपर्यवसितं चमत्कारं प्रत्यपि शाब्दस्येव मानसस्यापि बोधस्य विशिष्यहेतुताया सुवचत्वात्, अतिरिक्तस्य व्यञ्ज-नाख्यपदार्थान्तरस्य स्वरूपसत्तया अन्वयबुद्धौ तद्धेतुत्वस्य च प्रमाण-विरहेणासत्त्वाच्चेति संक्षेपः ॥

অনুবাদ

বাস্তবিক পক্ষে, শক্তির দ্বারা বা লক্ষণার দ্বারা উপস্থাপিত একবিধ পদার্থ-সমূহের অন্বয়বোধ হওয়ার পরে যদি অন্যবিধ পদার্থের অন্বয়বোধ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে উক্ত অন্বয়বোধের অনুরোধে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করা আবশ্যক হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু, উক্ত অন্বয়বোধ সম্ভবপর নহে। কারণ তৎ তৎ অর্থগোচর শাব্দবুদ্ধি সামান্যের প্রতি তৎ তৎ অর্থগোচর তাৎপর্যশূন্যত্ব জ্ঞান প্রতিবন্ধক হইবে। (অতএব ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকৃত না হইলেও) অন্যবিধ পদার্থ-সমূহের, যে কোন প্রকারে উপনয় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে, মনোরূপ করণের সাহায্যে অলৌকিক বিশিষ্ট মানস প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হইতে পারে, এবং মানোরথিক সুখবিশেষরূপে পর্যবসিত যে চমৎকারিতা তাহার প্রতি শাব্দজ্ঞান যেরূপ জনক হয়, তদ্রূপ মানসবোধেরও বিশেষভাবে হেতুতা, অবশ্য বলা যাইতে পারে। (অতএব অতিরিক্ত) ব্যঞ্জনা নামক স্বরূপ সৎপদার্থান্তর এবং অন্বয়বুদ্ধির প্রতি তাহার হেতুত্ব কল্পনার অনুকূল কোনরূপ প্রমাণ না থাকায় ব্যঞ্জনাবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না।

বিবৃতি

ব্যঞ্জনাবৃত্তিবাদিগণের মূল বক্তব্য, ব্যঞ্জনাবৃত্তি যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে নানার্থক শব্দ হইতে একবিধ অর্থবোধের পরে অন্যবিধ অর্থের বোধ কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? বিশেষতঃ শক্তি জ্ঞানাদিরূপ কারণ হইতে পদার্থোপস্থিতির মাধ্যমে বিভিন্ন শক্যার্থের একই সময়ে অন্বয়বোধের আপত্তি হইবে। যদি বলা হয়, ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকৃত হইলেও একবিধ শক্যার্থবোধের সমকালীন অন্যবিধ শক্যার্থবোধ হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে ব্যঞ্জনাবৃত্তিবাদী আলঙ্কারিকগণ বলেন, ব্যঞ্জনা বৃত্তিজনিত বিলক্ষণ বোধরূপ কার্যের অংশে তত্তৎ পদগত একশক্তি প্রযোজ্য অর্থবিশেষ বিষয়ক বোধের আনন্তর্য নিবেশ করিলেই ব্যঞ্জনাবৃত্তি প্রযোজ্য তাদৃশ বিলক্ষণ অন্বয়বোধের উপপত্তি হইতে পারে। আলঙ্কারিকগণ আরও বলিতে পারেন, ব্যঞ্জনাবৃত্তি হইতে যাদৃশ বিশিষ্ট অর্থের অন্বয়বোধ হইয়া থাকে তথাবিধ অন্বয়বোধের প্রকারান্তরে উপপত্তি সম্ভবপর নহে, অতএব তাদৃশ বিলক্ষণ অন্বয়বোধের সাধক ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। ব্যঞ্জনাবৃত্তিবাদিগণের এই বক্তব্যের উত্তরে সিদ্ধান্তিগণের বক্তব্য এই যে, ব্যঞ্জনাবৃত্তিজনিত তাদৃশ বিলক্ষণ অন্বয়বোধই অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং তদনুরোধে ব্যঞ্জনাবৃত্তির কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাই গ্রন্থকার 'বস্তুতঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে বিবৃত করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, পদবিশেষগত শক্তি অথবা লক্ষণারূপ বৃত্তিজ্ঞান হইতে একবিধ পদার্থের অন্বয়বোধ হওয়ার পরে যদি উক্ত পদগত শক্তি বা লক্ষণারূপ বৃত্ত্যন্তর হইতে বিলক্ষণ কোনও অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ হয়, তবেই উক্ত বিলক্ষণ অন্বয়বোধের অনুরোধে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। তাদৃশ বিলক্ষণ অন্বয়বোধের অপ্রসিদ্ধি ব্যক্ত করিবার জন্য বলিতেছেন "ন চৈবম্" অর্থাৎ তাদৃশ বিলক্ষণ অন্বয়বোধ প্রসিদ্ধই নহে। সুতরাং তাদৃশ বিলক্ষণ অন্বয়বোধের অনুরোধে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করা অযৌক্তিক। এখন প্রশ্ন হইতে পারে নানার্থক পদ হইতে শক্তি প্রযোজ্য একবিধ অর্থের অন্বয়বোধের পরক্ষণে অন্যবিধ শক্যার্থের অন্বয়বোধ হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'তত্তদর্থগোচরশাব্দসামান্যং প্রত্যেবে'ত্যাদি। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, তত্তদর্থগোচর শাব্দবোধ সামান্যের প্রতি তত্তৎ পদধর্মিক তত্তদ্ অর্থগোচর তাৎপর্যশূন্যত্বের জ্ঞান প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, সুতরাং একবিধ শক্যার্থগোচর অন্বয়বোধের উৎপত্তির পরক্ষণে অন্যবিধ শক্যার্থবোধের প্রসক্তি হইবে না। এখানে গ্রন্থকার তত্তদ্ অর্থগোচর শাব্দবোধ সামান্য মাত্রকে পদধর্মিক নিস্তাৎপর্যকত্বজ্ঞানের প্রতিবধ্য বলায় পূর্বোক্ত নানার্থক শব্দ হইতে একবিধ শক্যার্থবোধের পরে অলৌকিক মানসপ্রত্যক্ষ হইতে পারিবে ইহাই "শাব্দসামান্যং প্রত্যেব" এই এবকারের দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "অয়ং গৌরবিতো মহান্" এবং "বয়স্থা নাগরাসঙ্গাদ্" ইত্যাদি স্থলে একবিধ শক্যার্থবোধের পরে অন্যবিধ পদার্থের বোধ হয়—ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। যদি নৈয়ায়িক সম্প্রদায় ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ঐ সকল বাক্য

হইতে পদার্থান্তরের বোধ কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গ্রন্থকার, "তত্তদর্থানাম্" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত বাক্যস্থলে, একবিধ বাক্যার্থবোধের পরে যে অন্যবিধ অর্থের বোধ হয়, তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু উক্ত বিলক্ষণ বোধের উপায়রূপে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, যে কোনও প্রকারে তাদৃশ বিলক্ষণ পদার্থসমূহের উপস্থিতিরূপ জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ হইতে অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষরূপ বিশিষ্টজ্ঞান উৎপন্ন হইবে, পরন্তু বিশিষ্টশাব্দধী নহে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, তাদৃশ বিলক্ষণ অন্বয়বোধের পরেই উক্ত শাব্দবোধের আশ্রয় আত্মাতে সুখবিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যবিধ বোধ হইতে নহে, সুতরাং অন্বয়-ব্যতিরেক মূলে তাদৃশ সুখবিশেষের প্রতি তথাবিধ অন্বয়বোধের কারণত্ব কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত। যদি উক্ত কার্যকারণভাব স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে অনুভবসিদ্ধ তাদৃশ সুখবিশেষের অপলাপের প্রসক্তি হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার "মানোরথিকসুখপ্রভেদ" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'মানোরথিক' শব্দের মনোজন্য লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ইহার দ্বারা সুখবিশেষের যে অপলাপের আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা নিরাকৃত হইল। 'সুবচত্বাদিতি'। তাৎপর্য এই যে, সুখবিশেষরূপ চমৎকারের প্রতি আলঙ্কারিকগণের অভিমত অন্বয়বোধের কারণতা স্বীকার না করিলেও ক্ষতি বা গৌরবের সম্ভাবনা নাই। কারণ, পূর্বোক্ত নানার্থক শব্দস্থলে শক্তিবিশেষ জ্ঞানজনিত একবিধ পদার্থের অন্বয়বোধরূপ উদ্বোধকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতে তাদৃশ বিলক্ষণ পদার্থের উপস্থিতিরূপ জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ হইতেই বিলক্ষণ পদার্থগোচর অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষরূপ বোধ উৎপন্ন হওয়ার পরে তাদৃশবোধজনিত আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে। সুতরাং অনুভবসিদ্ধ আনন্দের অনুরোধে গুরুতর ব্যঞ্জনাবৃত্তি কল্পনা নিষ্প্রয়োজন।

ব্যঞ্জনাবৃত্তিবাদিগণ প্রশ্ন করিতে পারেন, নৈয়ায়িক সম্প্রদায় যেরূপ অনুভবসিদ্ধ চমৎকারিত্বের প্রতি অলৌকিক মানসবোধের জনকতা স্বীকার করিবেন, আলঙ্কারিক মতেও বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত ব্যঞ্জনাবৃত্তিজনিত শাব্দবোধ উক্ত চমৎকারিত্বের জনক স্বীকৃত হইবে না কেন? এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে, জগদীশ, 'অতিরিক্তস্য ব্যঞ্জনাখ্য পদার্থান্তরস্যে'ত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'ব্যঞ্জনাখ্যপদার্থান্তরস্য' এই অংশের 'প্রমাণবিরহেণাসত্ত্বাৎ' এই অগ্রিম অংশের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, ব্যঞ্জনাবৃত্তি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইলেই তজ্জনিত শাব্দবোধ সিদ্ধ হইতে পারে, এবং শাব্দবোধের পরে চমৎকাররূপ আনন্দবিশেষের উদ্ভব ও তাহার প্রতি ব্যঞ্জনাবৃত্তিরূপ পদার্থটি প্রযোজক হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ ব্যঞ্জনাবৃত্তি পদার্থের অস্তিত্ব কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে। সুতরাং তাহাতে শাব্দবোধজনকত্ব বা চমৎকারিত্বের প্রযোজকত্ব কল্পনা সুদূরপরাহত। "অতিরিক্তস্য পদার্থান্তরস্য" এই অংশের দ্বারা অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাবৃত্তি কল্পনানিবন্ধন গৌরবও সূচিত

হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকৃতিপক্ষে ফলীভূত শাব্দজ্ঞানে যেরূপ শাব্দত্ব জাতি থাকিবে, সিদ্ধান্তপক্ষেও উপনীত জ্ঞানরূপ মানস প্রত্যক্ষে মানসত্ব জাতি স্বীকৃত হইবে। সুতরাং জাতি হিসাবে উভয়তুল্য হইলেও আলঙ্কারিক মতে শাব্দত্ব পুরস্কারে তাদৃশ চমৎকারের জনকত্ব কল্পনা করিতে হইবে। অধিকন্তু উক্ত জন্য-জনকভাবের অনুরোধে তাদৃশ শাব্দবোধের উপায়রূপে ব্যঞ্জনাবৃত্তি কল্পনারূপ গৌরব স্বীকার করিতে হয়। ন্যায়মতে কিন্তু কৢপ্ত মানসবোধে, চমৎকার জনকত্ব কল্পনানিবন্ধন লাঘব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

যদি আলঙ্কারিকগণ বলেন, শব্দবিশেষকে পক্ষরূপে তদর্থগোচর অন্বয়বোধের অনুকূল শক্তিভিন্ন যে বৃত্তি তদাশ্রয়ত্বকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়া উক্ত শব্দার্থগোচর অন্বয়বোধের অনুকূল শব্দত্বকে হেতু করিয়া অনুমান প্রমাণের দ্বারাই ব্যঞ্জনাবৃত্তি সিদ্ধ করা যাইতে পারে, সুতরাং ব্যঞ্জনাবৃত্তি অপ্রামাণিক নহে। তাদৃশ ব্যঞ্জনাবৃত্তি কল্পনানিবন্ধন গৌরব ও কার্যকারণভাবরূপ ফলের অনুকূল হওয়ায় দূষণীয় নহে।

ইহার প্রতিবাদে গ্রন্থকার বলিতেছেন, "স্বরূপসত্তয়া" ইত্যাদি অর্থাৎ যদি অজ্ঞায়মান ব্যঞ্জনাবৃত্তি শাব্দবোধের কারণরূপে আলঙ্কারিকগণের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উক্ত অনুমানের সাহায্যে ব্যঞ্জনাবৃত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত অনুমানে সাধ্যের অন্তর্গত অনুকূলত্ব শব্দটি যদি তাদৃশ শাব্দবোধের জনক পদার্থোপস্থিতির জনকত্বরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত অনুকূলত্ব লক্ষণারূপ বৃত্তিতে প্রসিদ্ধ হইলেও তাদৃশ বৃত্তিমত্ত্ব ব্যঞ্জক শব্দে বাধিত হইবে। যদি অনুকূলত্ব শব্দটি জনকত্ব অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ-নিবন্ধন উক্ত হেতুর দ্বারা তাদৃশ সাধ্যের অনুমান সম্ভাবিত নহে। এই অভিপ্রায়েই জগদীশ বলিয়াছেন, স্বরূপসৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তিরূপ পদার্থে অন্বয়বুদ্ধির কারণত্ব স্বীকার করা সম্ভবপর নহে। টীকাকার রামভদ্র যে 'অতিরিক্তায়া ব্যঞ্জনাখ্যপদার্থান্তরস্য' এইরূপ পাঠগ্রহণ করিয়াছেন ইহা কিন্তু সমীচীন নহে। কারণ ঐরূপ পাঠ গৃহীত হইলে ঐ অংশের অগ্রিম 'পদার্থান্তরস্য' এই অংশের সহিত অভেদ-সম্বন্ধে অন্বয় হইতে পারে না। এইজন্য আমরা "অতিরিক্তায়া' স্থলে "অতিরিক্তস্য" এই পাঠই সমীচীন মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

মূলম্

লক্ষকং নাম বিভজতে—

জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থনিরূঢ়াধুনিকাদিকাঃ।
লক্ষণা বিবিধাস্তা নির্লক্ষকঃ স্যাদনেকধা ॥ ২৬

অনুবাদ

লাক্ষণিক নামের বিভাগ করিতেছেন। জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ, নিরূঢ়, আধুনিক প্রভৃতি ভেদে লক্ষণা বিবিধ প্রকার হওয়ায় লাক্ষণিক নামও অনেকবিধ হইবে।

বিবৃতি

পূর্বে চতুর্বিংশতি সংখ্যক লাক্ষণিক নামের কারিকায়, যাদৃশ আনুপূর্বীবিশিষ্ট নামটি যাদৃশ অর্থনিরূপিত শক্তিশূন্য হইয়া যাদৃশার্থ সম্বন্ধি নিরূপিত শক্তিবিশিষ্ট হইবে তাদৃশ আনুপূর্বীবিশিষ্ট নাম তাদৃশ অর্থে লাক্ষণিক হইবে, এই প্রকার লাক্ষণিক নামের লক্ষণ করা হইয়াছে। লক্ষণার বিভিন্নতা ব্যতীত লাক্ষণিক নামের বিভাগ সম্ভবপর নহে, এই জন্য বর্তমান কারিকায় লাক্ষণিক নামের বিভাগের উপযোগী লক্ষণার প্রকারভেদ প্রদর্শন করিবার জন্য "জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থ" ইত্যাদি কারিকার অবতারণা করিতেছেন। যে লাক্ষণিক শব্দটি নিজের শক্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র লাক্ষণিক অর্থের বোধক হয়, সেই শব্দগত যে লক্ষণা তাহাই হইবে 'জহৎস্বার্থলক্ষণা'। দৃষ্টান্ত স্বরূপে 'গঙ্গা' পদটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'গঙ্গায়াং ঘোষ:' এখানে 'গঙ্গা'পদের জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থ গৃহীত না হইয়া কেবলমাত্র গঙ্গাতীররূপ লক্ষ্যার্থই গৃহীত হইয়া থাকে, এই জন্য গঙ্গা-তীররূপ অর্থে গঙ্গাপদগত লক্ষণা জহৎস্বার্থ লক্ষণা নামে অভিহিত হইবে। আবার যে লাক্ষণিক শব্দটি নিজের শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ উভয়ের বোধক হয়, সেই শব্দগত লক্ষণা "অজহৎস্বার্থলক্ষণা" হইবে। উদাহরণরূপে 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' এই স্থলটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্থলে একস্বার্থবাহিত্বরূপ অনুগত লক্ষ্যতার অবচ্ছেদক ধর্মপুরস্কারে ছত্রী যেরূপ প্রতীয়মান হইবে তদ্রূপ দণ্ডী প্রভৃতি (পুরুষও) প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এইজন্য ছত্রীপদগত লক্ষণা অজহৎস্বার্থ লক্ষণা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "আদিত্যো বৈ যূপ:" "আয়ুর্বৈ ঘৃতম্" ইত্যাদি শ্রৌতবাক্যে আদিত্যপদের আদিত্যসদৃশরূপ অর্থে এবং আয়ু: পদের আয়ুর্জনকরূপ অর্থে যে আদিত্যপদগত বা আয়ুপদগত লক্ষণা গৃহীত হয়—এই সকল লক্ষণাকে গৌণী লক্ষণা বলা হইয়া থাকে। "নীলো ঘট:" ইত্যাদি স্থলে 'নীল' পদের নীলরূপবিশিষ্টে যে লক্ষণা স্বীকৃত হয় উক্ত লক্ষণা নিরূঢ় লক্ষণা নামে অভিহিত হয়। এই নিরূঢ়লক্ষণা আজানিক লক্ষণা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। বস্তুত: যে লক্ষণার মূলে অনাদি তাৎপর্য রহিয়াছে সেই লক্ষণাই নিরূঢ় লক্ষণা বা আজানিক লক্ষণা নামে অভিহিত হইবে।

আধুনিক লক্ষণা—"পটেন জলমাহর" এখানে 'পট' পদের ঘটরূপ অর্থে যে লক্ষণা হয় তাহাকে বলা হয় আধুনিক লক্ষণা। আদি পদের দ্বারা 'দ্বিরেফ' পদের ভ্রমররূপ অর্থে পরম্পরা সম্বন্ধরূপ লক্ষিত লক্ষণা গৃহীত হইবে। বেদান্তিগণ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য হইতে অখণ্ড চিন্মাত্রবোধের অনুকূল যে 'তৎ' বা 'ত্বম্' পদের চিন্মাত্র তাৎপর্যে জহদ-

জহৎস্বার্থ নামক একটি লক্ষণা স্বীকার করেন, উক্ত লক্ষণা নৈয়ায়িকসম্মত নহে। কারণ ন্যায়মতে পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্য অখণ্ড চিন্মাত্রের বোধক নহে, পরন্তু "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এই সকল শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার অনুরোধে 'তত্ত্বমসি' এখানে "ত্বম্" পদটি শক্যার্থজীবের বোধক এবং পরমাত্মবোধক তৎ পদটি পরমাত্মসদৃশ অর্থে লাক্ষণিক স্বীকৃত হইবে। নিদুঃখত্বাদি ধর্মপুরস্কারে জীব, ঈশ্বরসদৃশ হইয়া থাকে—ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য। সুতরাং "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি স্থলে তৎপদের ঈশ্বরসদৃশরূপ অর্থে গৌণী লক্ষণা স্বীকৃত হইবে।

मूलम्

काचिल्लक्षणा शक्यावृत्तिरूपेण बोधकतया जहत्स्वार्थेत्युच्यते, यथा तीरत्वादिना गङ्गादिपदस्य। काचिच्छक्यलक्ष्योभयवृत्तिना शक्यवृत्तिनैव वा रूपेणानुभावकत्वादजहत्स्वार्था, यथा द्रव्यत्वादिना, नीलघटत्वादिना च घटपदस्य, काचिल्लक्ष्यतावच्छेदकीभूततत्तद्रूपेण पूर्वपूर्वं प्रत्यायकत्वान्निरूढ़ा, यथा, आरुण्यादिप्रकारेण तदाश्रयद्रव्यानुभावकत्वादरुणादिपदस्य। काचिच्च पूर्वपूर्वं तादृरूप्येणाप्रत्यायकत्वादाधुनिकी, यथा, घटत्वादिना पटादिपदस्य। आदिना शक्यसदृशत्वप्रकारेण बोधकतया गौण्युपगृह्यते, यथा अग्निर्माणवक इत्यादावग्निसदृशत्वादिना अग्न्यादिपदस्य। तदेवं विविधलक्षणावत्त्वाल्लक्षकं नामापि जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थादिभेदादनेकविधमित्यर्थः।

অনুবাদ

কোন লক্ষণা, (লাক্ষণিক পদের) শক্যার্থে বর্তমান নহে এইরূপ কোন একটি ধর্মপুরস্কারে অর্থবিশেষের বোধক হইলে উক্ত লক্ষণা জহৎস্বার্থ লক্ষণা নামে অভিহিত হইবে, যথা তীরত্বাদি পুরস্কারে (তীররূপ অর্থে) গঙ্গাদিপদের লক্ষণা কোন লক্ষণা, শক্য এবং লক্ষ্য উভয়ে বর্তমান ধর্মপুরস্কারে অথবা শক্যমাত্রবৃত্তিপুরস্কারে লক্ষ্যার্থের অনুভাবক হইলে, তাদৃশ লক্ষণা, অজহৎস্বার্থ লক্ষণা হইবে, যথা দ্রব্যত্ব পুরস্কারে অথবা নীলঘটত্বপুরস্কারে ঘটপদের লক্ষণা। আবার কোন

লক্ষণা লক্ষ্যতার অবচ্ছেদক তৎ তৎ ধর্মপুরস্কারে পূর্ব পূর্ব প্রতীতির জনক হইলে উক্ত লক্ষণা নিরূঢ় লক্ষণা (বুঝিতে হইবে)। অরুণাদি পদগত লক্ষণা অরুণিমা পুরস্কারে দ্রব্যবিশেষের অনুভবজনক হওয়ায় অরুণ পদের রক্তরূপ বিশিষ্টে নিরূঢ় লক্ষণা। আবার কোন লক্ষণা লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মপুরস্কারে পূর্ব পূর্ব প্রতীতির প্রযোজক না হইলে লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ঘটত্বাদি ধর্মপুরস্কারে পটাদি পদের লক্ষণা হইবে আধুনিক লক্ষণা।

(কারিকাস্থ) আদিপদের দ্বারা শক্যার্থের সদৃশত্ব ধর্মপুরস্কারে অন্বয়বোধের প্রযোজক লক্ষণা গৌণী লক্ষণা নামে পরিচিত হইবে। যথা—"অগ্নির্মাণবকঃ" ইত্যাদি বাক্যস্থলে অগ্নি সদৃশত্বাদি ধর্মপুরস্কারে অগ্নি প্রভৃতি পদগত যে লক্ষণা উক্ত লক্ষণা হইবে গৌণী লক্ষণা। উক্ত বিবিধ লক্ষণার আশ্রয় লাক্ষণিক নামও জহৎস্বার্থ অজহৎস্বার্থ ইত্যাদি ভেদনিবন্ধন অনেকবিধ হইবে।

বিবৃতি

কারিকায় যে বিভিন্ন লক্ষণার কথা বলা হইয়াছে, বিবরণগ্রন্থে গ্রন্থকার উক্ত লক্ষণা-সমূহের প্রত্যেকটি লক্ষণার লক্ষণ এবং উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য 'কাচিল্লক্ষণা' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। প্রথম উল্লিখিত জহৎস্বার্থলক্ষণার লক্ষণ বলিতেছেন—কাচিল্লক্ষণা শক্যাবৃত্তিরূপেণ[1] ইত্যাদি।

তাৎপর্য এই যে, লক্ষ্য অর্থটি যে ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইবে, সেই ধর্মটি যদি লক্ষণার আশ্রয়ীভূত পদের শক্যার্থে অবস্থিত না থাকে তাহা হইলে সেই ধর্মপ্রকারক লক্ষ্যার্থ-বিশেষ্যক বোধের অনুকূল যে লক্ষণা তাহাই হইবে জহৎস্বার্থলক্ষণা। দৃষ্টান্ত স্বরূপে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—এই বাক্যের অন্তর্গত গঙ্গাপদটিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। গঙ্গাপদের তীরত্বরূপ ধর্মবিশিষ্টে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে উক্ত লক্ষ্যতার অবচ্ছেদক যে তীরত্ব ধর্ম তাহা গঙ্গাপদের শক্যার্থ যে জলপ্রবাহ, তাহাতে অবস্থিত থাকে না। অতএব গঙ্গাপদগত তীরত্ববিশিষ্ট নিরূপিত যে লক্ষণা তাহাকে জহৎস্বার্থলক্ষণা বলা হইবে। এইভাবে অন্যান্য স্থলেও জহৎস্বার্থলক্ষণা বুঝিতে হইবে।

'কাচিদি'ত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা অজহৎস্বার্থলক্ষণার লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন। কাচিৎ এই অংশটি পূর্বোক্ত লক্ষণার সহিত অন্বয় করিতে হইবে। অর্থাৎ লক্ষ্যতা যেই ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে উক্ত ধর্মটি যদি শক্যপদার্থে এবং লক্ষ্যপদার্থে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে উক্ত ধর্মপ্রকারক অন্বয়ানুভবের প্রযোজক যে লক্ষণা তাহাই হইবে অজহৎস্বার্থ-

---

১। মূলে 'শক্যাবৃত্তিরূপেণ' এখানে অবৃত্তিত্বের ঘটক বৃত্তিত্বটি শক্যতাবচ্ছেদকতার ঘটক সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে। যে কোন সম্বন্ধে বৃত্তিত্বকে গ্রহণ করিলে তীরত্বরূপ ধর্মটি কালিকাদি সম্বন্ধে গঙ্গা পদের শক্যার্থ জলপ্রবাহে বৃত্তি হওয়ায় গঙ্গাপদগত লক্ষণা জহৎস্বার্থলক্ষণা হইতে পারে না।

লক্ষণা। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, শক্য এবং লক্ষ্য উভয়বৃত্তির ধর্মবিশিষ্টের অনুভাবক লক্ষণা যদি অজহৎস্বার্থলক্ষণারূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে নীল-ঘটত্ব প্রকারে ঘটপদে লক্ষণা শক্য এবং লক্ষ্য উভয়বৃত্তি না হওয়ায় অতিরিক্ত স্বীকার করিতে হয়, ফলে গ্রন্থকার যে লক্ষণার বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ব্যাহত হইবে—এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য প্রকারান্তরেও অজহৎস্বার্থলক্ষণার লক্ষণ বলিতেছেন—"শক্যাবৃত্তিঃ নৈব বেতি" অর্থাৎ শক্যমাত্রবৃত্তি কোনও একটি ধর্মকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধের অনুকূল যে লক্ষণা তাহাও হইবে অজহৎস্বার্থলক্ষণা। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন যথা—"দ্রব্যত্বাদিনা ঘটত্বাদিনা চ ঘটপদস্য।" অর্থাৎ ঘটপদনিরূপিত লক্ষণা যখন ঘটপটাদি সাধারণ দ্রব্যত্বধর্মের দ্বারা অথবা নীল-ঘটত্বরূপ বিশেষ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে তখন উক্ত ঘটপদের লক্ষণা অজহৎস্বার্থলক্ষণা রূপে গণ্য হইবে। 'কাচিদ্ লক্ষ্যতাবচ্ছেদকীভূত' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা নিরূঢ় লক্ষণার লক্ষণ বলিতেছেন। অর্থাৎ লক্ষ্যতার অবচ্ছেদক তত্তৎ ধর্মপুরস্কারে পূর্ব পূর্ব প্রতীতির জনক যে লক্ষণা তাহাই হইবে নিরূঢ় লক্ষণা। ফলে অনাদি তাৎপর্যমূলক তত্তদ্ ধর্মপ্রকারক অন্বয়বোধের অনুকূল লক্ষণাই হইবে নিরূঢ় লক্ষণা। 'যথে'ত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা নিরূঢ় লক্ষণার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, "অরুণয়ৈক হায়ন্যা গবা সোমং ক্রীণাতি" এই শ্রুতিবাক্যস্থলে, উক্ত বাক্যের অন্তর্গত তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত অরুণাপদার্থের অভেদ সম্বন্ধে গোপদার্থে অন্বয়বোধের অনুকূল অনাদি তাৎপর্য রহিয়াছে। যদি অরুণাপদের রক্তিমরূপ শক্যার্থ গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত তাৎপর্যের অনুপপত্তি হইবে। এইজন্য অরুণাপদের অরুণিমা-বিশিষ্ট দ্রব্যে অনাদি তাৎপর্যমূলক নিরূঢ় লক্ষণা স্বীকৃত হইবে।

আধুনিক লক্ষণা নিরূপণ করিবার জন্য "কাচিচ্চ" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। যে লক্ষণার মূলে লাক্ষণিক অর্থটি পূর্ব পূর্ব শাব্দপ্রতীতির বিষয় হয় নাই সেই লক্ষণা হইবে আধুনিক লক্ষণা; অর্থাৎ অস্মদাদির আধুনিক তাৎপর্যমূলক যে লক্ষণা তাহারই নাম আধুনিক লক্ষণা। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন "যথা ঘটত্বাদিনা পটাদিপদস্য।" অর্থাৎ 'পটাদি' পদের যখন ঘটরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে তখন পটাদি পদনিরূপিত লক্ষণাটি ঘটত্বরূপ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং উক্ত লক্ষণা আধুনিক তাৎপর্যমূলক হইয়া থাকে এইজন্য উক্ত লক্ষণা আধুনিক লক্ষণা হইবে।

কারিকায় "আধুনিকাদিকাঃ" এখানে উল্লিখিত 'আদি' পদের সার্থক্য প্রদর্শন করিবার জন্য 'আদিনা' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, কারিকাস্থিত 'আদি' পদের দ্বারা গৌণী নামধেয়া অপর একটি লক্ষণা সংগৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে "অগ্নির্মাণবকঃ" এই স্থলটি প্রদর্শিত হইয়াছে। 'অগ্নির্মাণবকঃ' এখানে 'অগ্নি' পদটির যদি শক্যার্থ গৃহীত হয়, তাহা হইলে মাণবক পদার্থে অগ্নি পদার্থের অভেদান্বয়বোধ হইতে পারে না। এইজন্য 'অগ্নি' পদের অগ্নি সদৃশত্বরূপ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। ফলে, মাণবক পদার্থে অগ্নি সদৃশত্বাবচ্ছিন্নের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ নির্বাহ হইবে। 'ইত্যাদৌ' এই আদি পদের দ্বারা 'আদিত্যো বৈ যূপঃ'

'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্' এই সকল স্থলে আদিত্য পদের আদিত্য সদৃশত্ববিশিষ্টে এবং আয়ুঃ পদের আয়ুর্জনকত্ব বিশিষ্টে গৌণীলক্ষণা স্বীকৃত হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, নিরূঢ়লক্ষণাতে এবং আধুনিক লক্ষণাতে জহৎস্বার্থত্ব ধর্মটি অবস্থিত থাকায় এবং জহৎস্বার্থলক্ষণাতেও নিরূঢ়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম অবস্থিত থাকার ফলে জহৎস্বার্থ প্রভৃতি লক্ষণার বিভাগ অসঙ্গত হইবে না কেন? যদি বলা হয়, জহৎস্বার্থ প্রভৃতি লক্ষণা অর্থাৎ উপধেয় সঙ্কীর্ণ (অভিন্ন) হইলেও উপাধি যে জহৎস্বার্থত্ব প্রভৃতি ধর্ম তাহা বিভিন্ন হওয়ায় তত্তদ্ উপাধি পুরস্কারে লক্ষণার বিভাগ সঙ্গত হইবে। এই উক্তিও ঠিক নহে, কারণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্মপুরস্কারে পদার্থের বিভাগ হইয়া থাকে। সুতরাং সামান্য ধর্মবিশিষ্ট পদার্থসমূহগত বিরুদ্ধধর্মসমূহই বিভাজক ধর্ম হইবে। জহৎস্বার্থলক্ষণা বা নিরূঢ়াদি লক্ষণাগত জহৎস্বার্থত্ব বা নিরূঢ়ত্বাদি ধর্মসমূহ কিন্তু সমানাধিকরণ হওয়ায় পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। সুতরাং তত্তদ্ ধর্মপুরস্কারে লক্ষণার বিভাগ হইতে পারে না। এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে বলিতে হইবে, বিভাজক ধর্মসমূহ পরস্পরবিরুদ্ধ হইলে যেরূপ তত্তদ্ ধর্ম-পুরস্কারে পদার্থের বিভাগ উপপন্ন হয়, তদ্রূপ বিভাজকতাবচ্ছেদক ধর্মসমূহ পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও তত্তদ্ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মপুরস্কারে তদাশ্রয়ীভূত ধর্মীর বিভাগ স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে লক্ষণার বিভাজক ধর্মগত ধর্মসমূহ পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়ায় জহৎস্বার্থত্বাদিরূপে লক্ষণার বিভাগ উপপন্ন হইবে। অথবা জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ, নিরূঢ় এবং আধুনিকাদি লক্ষণাগত তত্তদ্ ধর্মসমূহের বিভাগই এখানে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। তদ্গত বিভাজক ধর্মসমুদায় পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়ায় লক্ষণার বিভাজক ধর্মের বিভাগ উপপন্ন হইবে। আশঙ্কা হইতে পারে "রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব" ইত্যাদি কারিকার মাধ্যমে রূঢ়লক্ষক প্রভৃতি নাম-সমূহ পূর্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব বহির্ভূত লক্ষণার বিভাগ প্রদর্শিত হওয়ায় অর্থান্তররূপ দোষ হইবে না কেন? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার "তদেব-মিত্যাদি" সন্দর্ভের দ্বারা লাক্ষণিক নামের বিভাগের উপযোগী রূপে লক্ষণাবিভাগের সার্থকত্ব প্রদর্শনপূর্বক লাক্ষণিক নামের বিভাগ সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, জহৎস্বার্থা প্রভৃতি লক্ষণা যেহেতু বিভিন্ন, অতএব বিভিন্ন লক্ষণার আশ্রয় লাক্ষণিক নামও জহৎস্বার্থাদি ভেদে নানাবিধ হইবে। "জহৎস্বার্থাদি" এই আদি পদের দ্বারা অজহৎস্বার্থ, নিরূঢ়, আধুনিক এবং গৌণী নাম গৃহীত হইবে।

मूलम्

स्यादेतद्, यदि तीरादिलक्षकतया गङ्गादिपदस्य ज्ञानं तीराद्यनुभवे भवेद्धेतु भवेदप्युक्तक्रमेण लक्षकाणां विभागः, न त्वेतदस्ति, तीराद्यन्वय-बोधं प्रति तीरादि शक्तत्वेनैव पदज्ञानस्य लाघवेन हेतुतया लक्षकाणा-

मननुभावकत्वात्, गुरूणा-"मग्नौ शैत्यं स्पृशे"दित्यादौ शक्येन दहनादिनेव 'गङ्गायां घोष' इत्यादौ लक्षितेन तीरादिना सार्धमगृहीतासंसर्गकस्यैव सप्तम्यर्थाधेयत्वादेरन्वयबोध-प्रविष्टत्वादिति ; चेन्न, प्रकृत्यर्थावच्छिन्नस्यैव प्रत्ययार्थस्य धर्म्यन्तरेऽन्वयबुद्धेर्व्युत्पन्नतया तीराद्यविशेषितस्य सुवर्थाधेयत्वादेर्घोषादावन्वयबोधयोगात्। न च शक्तपदस्यैव स्वसाकाङ्क्षपदान्तरोपस्थाप्यर्थान्वितस्वार्थधर्मिकान्वयबोधं प्रति हेतुत्वादन्वयबुद्धौ लक्ष्यार्थस्य प्रवेशः, कुन्ताः प्रविशन्तीत्यादौ लक्ष्यस्य कुन्तधरादेरन्वयविशेष्यत्वानुपपत्तेः। कुमतिः पशुरित्यादौ लक्ष्यार्थयोर्मिथोऽन्वयबोधस्याप्यानुभविकत्वाच्च, तस्माच्छक्तेरिव भक्तेरपि ज्ञानमनुभावकं भवत्येव, कार्यतावच्छेदकस्य सङ्कोचाच्च न व्यभिचारः।

অনুবাদ

(শঙ্কা) যদি তীর প্রভৃতি অর্থে লাক্ষণিকত্ব পুরস্কারে গঙ্গাদি পদের জ্ঞান তীরাদি গোচর অনুভবের প্রতি কারণ সম্ভবপর হয় তাহা হইলেই পূর্বোক্তক্রমে লাক্ষণিক নামের বিভাগ (সঙ্গত) হইতে পারে। পরন্তু ইহা এইরূপ নহে (লাক্ষণিক পদজ্ঞান লক্ষ্যার্থবোধের কারণ নহে), তীরাদিগোচর অন্বয়বোধের প্রতি লাঘববশতঃ তীরাদিনিরূপিত শক্তিমত্ত্বপুরস্কারে পদজ্ঞানের কারণত্ব কল্পিত হইবে। অতএব লাক্ষণিক নাম অন্বয়বোধের যোগ্য নহে। গুরুমতে ("অগ্নৌ শৈত্যং স্পৃশেৎ") অগ্নিতে বর্তমান শৈত্যকে স্পর্শ করিবে, এখানে যেরূপ অগ্নি পদের শক্য বহ্নির সহিত অগৃহীতা সংসর্গক (শৈত্যগত) সপ্তমী বিভক্তির অর্থ আধেয়ত্ব অন্বয়বোধে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই সকল লাক্ষণিকপদঘটিত বাক্যস্থলেও গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ তীরের সহিত অগৃহীতা সংসর্গক সপ্তমী বিভক্তির অর্থ (ঘোষগত) আধেয়ত্ব ও অন্বয়বোধে প্রবিষ্ট হইবে। উক্ত আশঙ্কা সমাধানকল্পে বলিতেছেন "ইহা ঠিক নহে"। কারণ, প্রকৃত্যর্থবিশিষ্ট প্রত্যয়ার্থেরই পদার্থান্তরে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে, ইহা ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। সুতরাং গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ তীরের দ্বারা বিশেষিত নহে এইরূপ সপ্তমী বিভক্তির অর্থ আধেয়ত্বের ঘোষ পদার্থে অন্বয়বোধ হইতে পারে না। যদি বলা হয় শক্ত পদেরই

তৎপদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ পদান্তরের দ্বারা উপস্থাপিত (লক্ষ্য) পদার্থান্তরের দ্বারা বিশেষিত তৎপদার্থধর্মিক অন্বয়বোধের প্রতি কারণতা স্বীকৃত হইবে। অতএব অন্বয়বোধে (এইভাবে) লক্ষ্যার্থের প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে। এই উক্তিও ঠিক নহে। কারণ 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি' এই স্থলে কুন্ত পদের লক্ষ্যার্থ যে কুন্তধর তাহাতে অন্বয়বোধীয় বিশেষ্যত্বের অনুপপত্তি হইবে। (আরও বক্তব্য) "কুমতিঃ পশুঃ" এই সকল সার্বলাক্ষণিক পদঘটিত বাক্যস্থলে কোনও শক্তপদ উক্ত বাক্যের অন্তর্গত না হওয়ায় গুরুমতে অন্বয়বোধের অনুপপত্তি হইবে। অতএব শক্তির ন্যায় লক্ষণাও অন্বয়ানুভবের জনক স্বীকৃত হইবে। কার্যতার অবচ্ছেদক ধর্মের সঙ্কোচনিবন্ধন ব্যভিচারদোষের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইবে।

বিবৃতি

এখন আশঙ্কা হইতে পারে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত গঙ্গা প্রভৃতি পদ হইতে তীর প্রভৃতির অন্বয়বোধের অনুরোধে গঙ্গাপদের তীররূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়া থাকেন। যদি গঙ্গাপদের লক্ষণা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে তীররূপ অর্থে বৃত্তিবিশিষ্ট গঙ্গাপদের জ্ঞান তীররূপ অর্থ বিষয়ক অন্বয়বোধের জনক হইতে পারে না। অতএব, 'গঙ্গাপদম্ তীরগোচরান্বয়বোধানুকূলবৃত্তিমৎ তীরগোচরান্বয় বোধজনক যথার্থজ্ঞানবিষয়শব্দত্বাৎ' এইরূপ অনুমান প্রমাণের সাহায্যে লক্ষণার ইতর বৃত্তির বাধনিশ্চয় বশতঃ গঙ্গাপদের তীররূপ অর্থে লক্ষণা সিদ্ধ হইবে। নৈয়ায়িকপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে, প্রাভাকরসম্প্রদায় বলেন, উক্ত অনুমান প্রমাণমূলে গঙ্গাপদের লক্ষণা সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ, উক্ত অনুমানে পক্ষ যে গঙ্গাপদ তাহাতে তাদৃশ শব্দত্বরূপ হেতু না থাকায় উক্ত হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইবে। সুতরাং স্বরূপাসিদ্ধ হেতুর দ্বারা লক্ষণার অনুমান হইতে পারে না। "স্যাদেতদিত্যাদি" গ্রন্থের মাধ্যমে প্রাভাকর সম্প্রদায়ের উক্ত মত প্রদর্শন পূর্বক খণ্ডন করিতেছেন। "তীরান্বনুভবে" এখানে অনুভব পদের দ্বারা অন্বয়বোধ প্রতীয়মান হইবে। তাৎপর্য এই যে, যদি "গঙ্গাপদং তীরলক্ষকং" এইরূপে লক্ষণাপ্রকারক গঙ্গাপদবিশেষ্যকজ্ঞান তীরবিষয়ক অন্বয়বোধের কারণ হয়, তাহা হইলে নৈয়ায়িকসম্মত জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ, নিরূঢ় আধুনিকভেদে লক্ষণার বিভাগ সঙ্গত হইতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু লাক্ষণিক গঙ্গাদিপদজ্ঞান শাব্দবোধের জনকই নহে। মীমাংসকগণের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় যদি বলেন তদ্‌গোচর অন্বয়বোধের প্রতি তন্নিরূপিত বৃত্তিমত্ত্ব ধর্মপুরস্কারে পদজ্ঞানের কারণতা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি উক্তরূপে কার্যকারণভাব স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে লক্ষণার ন্যায় শক্তিরও বিলয় প্রসক্তি হইবে। অতএব শাব্দবোধের কারণতাবচ্ছেদকরূপে শক্তি যেরূপ স্বীকৃত হয় তদ্রূপ লক্ষণাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

নৈয়ায়িকগণের এই বক্তব্যের উত্তরে মীমাংসকসম্প্রদায় বলেন, শাব্দবোধের প্রতি শক্তিবিশিষ্ট পদের জ্ঞানই কারণ, লাক্ষণিক পদজ্ঞান নহে, কেননা তীরাদিবিষয়ক অন্বয়-বোধের প্রতি লাঘবতঃ তীরাদিনিরূপিত শক্তিপ্রকারক পদবিশেষ্যকজ্ঞানই কারণ, লাক্ষণিক পদজ্ঞান কখনও অন্বয়বোধে কারণ হইবে না, ইহার উপরে আশঙ্কা হইতে পারে, প্রাভাকরমতে অন্যথাখ্যাতিরূপ ভ্রম স্বীকৃত নহে। সুতরাং এই মতে তীরনিরূপিত শক্তি-পুরস্কারে গঙ্গাপদের জ্ঞান সম্ভাবিত নহে। ফলে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি বাক্য স্থলে তীরপদার্থের সহিত ঘোষ পদার্থের আধার-আধেয়ভাব প্রতীয়মান হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার 'গুরূণামিত্যাদি' সন্দর্ভের দ্বারা প্রাভাকরমতের উপসংহার করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'অগ্নৌ শৈত্যং স্পৃশেৎ, এই বাক্যস্থলে অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণের মতে অগ্নিপদের অব্যবহিত উত্তরবর্তী সপ্তমী বিভক্তির বৃত্তিত্বরূপ অর্থ, শৈত্য-পদের শীতস্পর্শরূপ অর্থ, স্পৃশ্ ধাতুর ত্বগিন্দ্রিয়জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষরূপ অর্থ এবং আখ্যা-তিক লিঙ্ প্রত্যয়ের আশ্রয়ত্বরূপ অর্থ প্রতীয়মান হওয়ায় অগ্নিপদার্থ নিরূপিতত্ব সম্বন্ধে বৃত্তিত্বে, বৃত্তিত্ব স্বরূপসম্বন্ধে শীতস্পর্শে, শীতস্পর্শ বিষয়ত্ব সম্বন্ধে স্পৃশ্ ধাতুর অর্থে এবং স্পৃশ্ ধাতুর অর্থ ত্বগিন্দ্রিয়জন্য লৌকিকপ্রত্যক্ষের আখ্যাতার্থ আশ্রয়ত্বে অন্বিত হওয়ায় অগ্নিনিরূপিত-বৃত্তিমৎ শৈত্যবিষয়ক ত্বাচ্ প্রত্যক্ষনিরূপিত আশ্রয়তাবান্ এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। উক্ত বাক্যান্তর্গত অগ্নিপদার্থে শীতস্পর্শরূপ শৈত্য বাধিত হওয়ায় অগ্নি এবং শৈত্য এতদুভয়ের যথার্থ আধারাধেয়ভাব প্রতীয়মান হইতে পারে না। ইহার ফলে উক্ত শাব্দবোধের বিষয় শৈত্যগত বৃত্তিত্বে নিরূপিতত্বসম্বন্ধে অগ্নি না থাকায় উক্ত বৃত্তিতাংশে অগ্নির ভ্রম স্বীকৃত হইবে ইহাই নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রেত। মীমাংসক প্রাভাকরের মতে ভ্রমজ্ঞান স্বীকৃত না হওয়ায় উক্ত বাক্যস্থলে সপ্তমী বিভক্তির অর্থ যে বৃত্তিত্ব তাহার শৈত্যাংশে অন্বয় স্বীকৃত হইলেও উক্ত বৃত্তিত্বাংশে অগ্নি পদার্থের ভ্রম স্বীকৃত হইতে পারে না। এইজন্য উক্ত বিশকলিত বৃত্তিত্বাদিগোচর জ্ঞানের বিষয় যে বৃত্তিত্ব তাহাতে অগ্নিপদার্থের অসংসর্গের অগ্রহ স্বীকৃতি মূলে বহ্নিপদের শক্যার্থ দহন প্রভৃতির সহিত অগৃহীতা সংসর্গকবৃত্তিত্বপদার্থের যেরূপ অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এইস্থলেও তদ্রূপ গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ তীরপ্রভৃতির সহিত অগৃহীতাসংসর্গক সপ্তম্যর্থ আধেয়ত্বপ্রভৃতির অন্বয়বোধে প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে। ইহাই প্রাভাকর সম্প্রদায়ের পূর্বপক্ষ।

গ্রন্থকার নৈয়ায়িকসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া উক্ত প্রাভাকরমত খণ্ডন করিবার জন্য 'প্রকৃত্যর্থাবচ্ছিন্নস্যৈব' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন।

তাৎপর্য এই যে, 'ঘটমানয়' ইত্যাদি বাক্যস্থলে ঘটপদোত্তর অম্ বিভক্তির অর্থ কর্মত্বের নিরূপকত্ব সম্বন্ধে আনয়ন পদার্থে এবং আঙ্ পূর্বক নী ধাতুর উত্তরবর্তী লোট্ হি প্রত্যয়ের অর্থ যে কৃতি তাহার ত্বম্ পদার্থে যে অন্বয়বোধ হয় সেখানে উক্ত অম্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্মত্ব, প্রকৃতির অর্থ ঘটবিশিষ্ট হইয়া এবং হি প্রত্যয়ের অর্থ কৃতিও অনুকূলত্বসম্বন্ধে ধাত্বর্থ আনয়নবিশিষ্ট হইয়াই পদার্থান্তর যে আনয়ন বা ত্বং পদার্থ তাহাতে বিশেষণরূপে অন্বিত হইয়া থাকে। 'অগ্নৌ শৈত্যং স্পৃশেৎ' এখানে প্রকৃতির অর্থ যে অগ্নি, নিরূপিতত্ব

সম্বন্ধে তদ্বিশিষ্ট হইয়াই সপ্তমী বিভক্তির অর্থবৃত্তিত্ব, শৈত্য পদার্থ যে শীতস্পর্শ তাহাতে বিশেষণরূপে অন্বিত হইবে। বিশকলিত বৃত্তিত্ব পদার্থের অন্বয়বোধ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নহে, কারণ, 'প্রকৃত্যর্থাবচ্ছিন্ন-স্বার্থবোধত্বং প্রত্যয়ানাম্' এইরূপ ব্যুৎপত্তি সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। এই অভিপ্রায়েই জগদীশ বলিয়াছেন তাদৃশ অন্বয়বুদ্ধি যেহেতু ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ, অতএব প্রাভাকরমতে, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই সকল লাক্ষণিক পদঘটিত বাক্যস্থলে গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ যে তীর তাহার দ্বারা বিশেষিত না হইয়া বিশকলিত সপ্তমী বিভক্তির অর্থ আধেয়ত্ব প্রভৃতির ঘোষ পদার্থে অন্বয়বোধ সম্ভবপর নহে। যদি প্রাভাকর সম্প্রদায় বলেন; তাঁহাদের মতে লাক্ষণিক পদজ্ঞান অন্বয়বোধের জনক স্বীকৃত না হইলেও লাক্ষণিক পদ সমভিব্যাহৃত যে শক্তপদ, উক্ত শক্ত পদজ্ঞানই শক্তপদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ যে লাক্ষণিক পদান্তর তাহার দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের দ্বারা অন্বিত যে স্বার্থ (শক্যার্থ) তদ্বিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি কারণ কল্পিত হইবে, অতএব 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই সকল লাক্ষণিক পদঘটিত বাক্যস্থলে, আভীরপল্লীরূপ অর্থে শক্তিবিশিষ্ট ঘোষপদের জ্ঞান হইতেই 'গঙ্গাতীর-বৃত্তিঃ ঘোষঃ' এই আকারের, গঙ্গাতীরবৃত্তিত্বপ্রকারক ঘোষপদার্থবিশেষ্যক শাব্দবোধ হইতে পারিবে। সুতরাং প্রাভাকরমতে এইভাবে লক্ষ্যার্থ বিশেষণরূপে অন্বয়বোধের বিষয় হওয়ায় শক্যার্থের ন্যায় লক্ষ্যার্থও অন্বয়বোধে প্রবিষ্ট হইবে।

গ্রন্থকার বলিতেছেন, প্রাভাকরসম্প্রদায় যে লক্ষ্যার্থ প্রকারক শক্যার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি শক্ত পদজ্ঞানের কারণতা কল্পনা করেন ইহা কিন্তু সমীচীন নহে। কারণ 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি' এই বাক্যের অন্তর্গত প্রথমার বহুবচনান্ত কুন্ত পদটি কুন্তধর অর্থে লাক্ষণিক হইলেও কুন্তধররূপ লক্ষ্যার্থটি প্রবেশন ক্রিয়ার আশ্রয় রূপে বিশেষ্য হইয়াছে। অতএব প্রাভাকরসম্প্রদায় যে বলেন শক্যার্থরূপ ধর্মীতে লক্ষ্যার্থ বিশেষণরূপে ভান হয় ইহা সঙ্গত নহে। যদি প্রাভাকরসম্প্রদায় বলেন 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি' ইত্যাদি স্থলে প্রবেশনক্রিয়ার আশ্রয়ত্ব পুরস্কারে কুন্তধরবিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকৃত না হইলেও উক্ত বাক্য হইতে লক্ষ্যার্থ এবং শক্যার্থের উপস্থিতি মাত্র হইবে এবং উক্ত বাক্যঘটক লক্ষ্যার্থে শক্যার্থের অসংসর্গের অগ্রহমাত্র স্বীকৃত হইবে। প্রাভাকর সম্প্রদায়ের এই উক্তির প্রত্যুত্তরে গ্রন্থকার বলেন, প্রাভাকর সম্প্রদায় যদি শক্ত পদজ্ঞানকেই অন্বয়বোধের জনক স্বীকার করেন তাহা হইলে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি বাক্যস্থলে কথঞ্চিৎ অন্বয়বোধের উপপত্তি সম্ভবপর হইলেও যেখানে বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদ লাক্ষণিক হইবে, সেখানে কি করিয়া প্রাভাকর-সম্প্রদায় অন্বয়বোধের উপপাদন করিবেন, গ্রন্থকার এই অভিপ্রায়ে সার্বলাক্ষণিক পদঘটিত বাক্যের দৃষ্টান্তরূপে 'কুমতিঃ পশুঃ' এই বাক্যটির উল্লেখ করিয়াছেন।

তাৎপর্য এই যে উক্ত বাক্যস্থলে 'কুৎসিতা মতির্যস্য অসৌ কুমতিঃ' এই বহুব্রীহি সমাসের ফলে কুমতি পদটি কুবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষে লাক্ষণিক এবং পশু পদটি পশুসদৃশরূপ অর্থে লাক্ষণিক কুবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষ পশুসদৃশ এইরূপ পশুসদৃশপ্রকারক কুৎসিতবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষ বিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল বাক্য হইতে সকলের অনুভবসিদ্ধ অন্বয়বোধের অপলাপ প্রাভাকরসম্প্রদায় করিতে পারেন না। 'পশুরিত্যাদৌ'

এখানে আদিপদের দ্বারা ন্যায়াবয়বের অন্তর্গত 'ধূমাৎ' ইত্যাদি সার্বলাক্ষণিক পদঘটিত হেতুবাক্য গৃহীত হইবে। 'ধূমাৎ' এখানেও ধূমপদটি ধূমজ্ঞানে লাক্ষণিক এবং পঞ্চমী বিভক্তির জ্ঞাপ্যত্বে লক্ষণা স্বীকৃত হওয়ায় ধূমজ্ঞানজন্য জ্ঞানবিষয়ত্বরূপ উক্ত বাক্যার্থের বোধ হইবে।

শক্তিজ্ঞান পদার্থোপস্থিতিকে দ্বার করিয়া যেরূপে শাব্দবোধের জনক হয় অনুরূপভাবে লক্ষণার জ্ঞানও শাব্দবোধের জনক। এই অভিপ্রায়েই 'তস্মাৎ শক্তেরিব' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা আলোচ্য প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'কুমতিঃ পশুঃ' এই সকল সার্বলাক্ষণিক পদঘটিত বাক্যস্থলে যেহেতু অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ, অতএব পদার্থোপস্থিতির মাধ্যমে শক্তিপ্রকারক পদজ্ঞান যেরূপ শাব্দানুভবের জনক হয় তদ্রূপ লক্ষণাপ্রকারক পদজ্ঞানও পদার্থোপস্থিতিকে দ্বার করিয়া অন্বয়ানুভবের জনক হইবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 'শক্তেরিব' 'ভক্তেরপি' এই উভয়স্থলে ষষ্ঠীবিভক্তির প্রকারত্বরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। এখানে শক্তি পদের দ্বারা ঈশ্বরসংকেতরূপবৃত্তি, ভক্তি পদের দ্বারা লক্ষণারূপবৃত্তি বুঝিতে হইবে এবং 'জ্ঞান' পদের দ্বারা পদজ্ঞান প্রতীয়মান হইবে। 'ভবত্যেব' এই এবকারের অর্থটি অনুভাবক পদের অর্থ যে অনুভবজনক তদংশে অন্বয় করিতে হইবে।[1] ইহার ফলে শক্তিমৎ পদজ্ঞানের ন্যায় লাক্ষণিক পদজ্ঞানেরও শাব্দবোধ জনকত্ব অবশ্য স্বীকৃত হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে পূর্বোক্ত যুক্তিতে শক্তিপ্রকারক পদজ্ঞান এবং লক্ষণাপ্রকারক পদজ্ঞান উভয়ই যদি শাব্দবোধের জনক হয় তাহা হইলে শক্তিজ্ঞানমাত্র হইতে যেখানে শাব্দবোধ উৎপন্ন হইবে সেখানে অন্বয়বোধের পূর্বে লক্ষণাগ্রহ না থাকায় এবং যেখানে লক্ষণাপ্রকারক পদজ্ঞান হইতে শাব্দবোধ উৎপন্ন হইবে সেখানে শাব্দবোধের পূর্বক্ষণে শক্তিপ্রকারক পদজ্ঞান অবস্থিত না থাকায় পরস্পর জন্য কার্যে পরস্পরের ব্যভিচার অর্থাৎ শক্তিপ্রকারক জ্ঞান এবং লক্ষণাপ্রকারকজ্ঞান এতদুভয়ের ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে, সুতরাং উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের কোন জ্ঞানই শাব্দবোধের জনক হইতে পারে না। গ্রন্থকার উক্ত ব্যতিরেক-ব্যভিচার শঙ্কা নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন "কার্যতাবচ্ছেদকস্য সঙ্কোচাচ্চ ন ব্যভিচারঃ" তাৎপর্য এই যে স্বাব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে শক্তিপ্রকারক জ্ঞানবিশিষ্ট শাব্দবোধের প্রতি শক্তিপ্রকারক পদজ্ঞানের এবং স্বাব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে লক্ষণাপ্রকারক পদজ্ঞানবিশিষ্ট শাব্দবোধের প্রতি লক্ষণাপ্রকারক পদজ্ঞানের জনকত্ব কল্পনা করিতে হইবে। এইভাবে তত্তৎকারণজনিত শাব্দবুদ্ধিত্বরূপ কার্যতাবচ্ছেদক ধর্মের সঙ্কোচনিবন্ধন শঙ্কিত ব্যভিচার বারিত হইবে। উক্ত কার্যকারণভাব সঙ্কুচিত

১। ফলিতার্থ এই যে তস্মাৎ ইত্যাদি ভবত্যেব ইত্যন্ত গ্রন্থ হইতে যেহেতু সার্বলাক্ষণিক 'কুমতিঃ পশুঃ' ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধ অনুভবসিদ্ধ, অতএব তত্তৎপদার্থের উপস্থিতিকে দ্বার করিয়া শক্তিপ্রকারক পদজ্ঞান যেরূপ অন্বয়বোধের জনক হয় তদ্রূপ তত্তৎপদার্থোপস্থিতির মাধ্যমে লক্ষণাপ্রকারক গঙ্গাদিপদবিশেষ্যকজ্ঞানও অবশ্য অন্বয়ানুভবের জনক হইবে।

হওয়ার ফলে শক্তিপ্রকারকপদজ্ঞানের অব্যবহিতোত্তরক্ষণে জায়মান অন্বয়বোধের প্রতি লক্ষণাপ্রকারক পদজ্ঞান কারণ নহে। এবং লক্ষণাপ্রকারক পদজ্ঞানের অব্যবহিতোত্তর-ক্ষণে জায়মান শাব্দবোধের প্রতি শক্তিপ্রকারক পদজ্ঞানও কারণ নহে। সুতরাং তত্তৎ কার্যের অব্যবহিতপূর্বক্ষণে কারণের অনবস্থিতিনিবন্ধন ব্যতিরেক-ব্যভিচারের সম্ভাবনা তিরোহিত হইল।

॥ সার্থকশব্দে লক্ষকনামনিরূপণ সমাপ্ত ॥

সার্থকশব্দে যোগরূঢ়নামনিরূপণম্

মূলম্

যোগরূঢ়ং নাম লক্ষয়তি—

স্বান্তর্নিবিষ্টশব্দার্থ-স্বার্থয়োর্বোধকৃন্মিথঃ।

যোগরূঢ়ং ন যত্রৈকং বিনাऽন্যস্যাস্তি শাব্দধীঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ

যোগরূঢ় নামের লক্ষণ করিতেছেন—নিজের অন্তর্গত শব্দসমূহের অর্থ এবং স্বকীয় অর্থ এতদুভয়ের পরস্পর নিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্ন বিষয়তাশালি বোধের জনক নামকে যোগরূঢ় নাম কহে। যেখানে যোগার্থ এবং রূঢ়্যর্থ এতদুভয়ের একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটির অন্বয়বোধ হয় না।

বিবৃতি

"রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব যোগরূঢ়ঞ্চ যৌগিকম্" ইত্যাদি কারিকোক্ত নামসমূহের মধ্যে রূঢ় ও লাক্ষণিক নাম নিরূপণ করিবার পর ক্রমপ্রাপ্ত যোগরূঢ় নামের লক্ষণ বলিবার জন্য ভূমিকা করিতেছেন—"যোগরূঢ়ং নাম লক্ষয়তি"। অর্থাৎ, নামবিভাগ কারিকায় উল্লিখিত রূঢ়নাম এবং লক্ষকনাম, লক্ষণ বিভাগ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপিত হওয়ার পর 'স্বান্তর্নিবিষ্ট' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা তৃতীয়নামরূপে ক্রমপ্রাপ্ত যোগরূঢ়নামের লক্ষণ বলিতেছেন।

স্বান্তর্নিবিষ্ট এবং স্বার্থ এই উভয় স্থলেই স্বপদের দ্বারা যোগরূঢ় নামলক্ষণের লক্ষ্যরূপে অভিমত নামকে গ্রহণ করিতে হইবে। 'অন্তর্নিবিষ্ট' পদটি অবয়বরূপ অর্থে অভিহিত হইয়াছে। কোন একটি শব্দের অবয়ব অর্থাৎ ঘটক শব্দসমূহের শক্যঅর্থকে যোগার্থ বলা হইয়া থাকে। আবার উক্তশব্দটির যদি অর্থবিশেষে সমুদায়গত শক্তি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে উক্তশব্দটি মিলিতভাবে সমুদায়শক্যার্থে অবয়বলভ্য শক্যার্থের নিরূপ্য নিরূপকভাবাপন্ন বিষয়তাশালিবোধের জনক হওয়ায় উক্তশব্দ যোগরূঢ় শব্দরূপে অভিহিত হইবে। আরও বিশেষ এই যে, উক্তশব্দ কেবল মাত্র অবয়বশক্যার্থের বা কেবলমাত্র সমুদায় শক্যার্থের বোধক হইবে না। দৃষ্টান্তরূপে, আমরা পঙ্কজশব্দটিকে গ্রহণ করিতে পারি।

পঙ্কজশব্দটি পঙ্কে জাত এই অর্থে পঙ্ক উপপদের সহিত জন্ ধাতু ড প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। (পঙ্ক – জন + ড) পঙ্কশব্দের অর্থ কর্দম, জনধাতুর অর্থ উৎপত্তি, ড প্রত্যয়ের অর্থ কর্তৃত্ব বিশিষ্ট, অতএব পঙ্ক – উৎপত্তি-কর্তা ইহাই পঙ্কজ পদের যৌগিকঅর্থ, এবং সমুদায়শক্যার্থ অর্থাৎ রূঢ়্যর্থ পদ্ম। সুতরাং পঙ্কজশব্দ হইতে পঙ্কজনি কর্তৃকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পদ্মত্ববিশিষ্ট পদ্মের অথবা পদ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পঙ্কে জাতরূপ পঙ্কজনি কর্তৃত্বের আশ্রয়ের উপস্থিতি বা শাব্দবোধ হইবে না। পরন্তু পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব বিশিষ্ট পদ্মত্ব পুরস্কারেই জল কমলের বোধ হইবে। কোন ক্রমেই যোগার্থের দ্বারা অবিশেষিত কেবল রূঢ়্যর্থের অথবা রূঢ়্যর্থের বিশেষণতাশূন্য কেবল যোগলভ্য শক্যার্থের বোধ হইবে না।

मूलम्

यन्नाम स्वावयववृत्तिलभ्यार्थेन समं स्वार्थस्यान्वयवोधकृत् तन्नाम योगरूढं, यथा—पङ्कज-कृष्णसर्पाधर्मादि, तद्धि स्वान्तर्निविष्टानां पङ्कादि-शब्दानां वृत्तिलभ्येन पङ्कजनिकर्त्रादिना समं स्वशक्यस्य पद्मादेरन्वयानु-भावकं, पङ्कजमित्यादितः पङ्कजनिकर्तृ पद्ममित्यनुभवस्य सर्वसिद्धत्वात् ।

অনুবাদ

যেই নাম নিজ অবয়বগতবৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের সহিত স্বকীয় অর্থের অন্বয়বোধ জনক হয়, সেই নাম যোগরূঢ় (হইয়া থাকে)। যেমন পঙ্কজ, কৃষ্ণসর্প এবং অধর্ম প্রভৃতি নাম। সেই সকল যোগরূঢ় নাম নিজের অন্তর্গত পঙ্কপ্রভৃতি শব্দগত বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্ক-জনি-কর্তৃ প্রভৃতির সহিত স্বকীয় (পঙ্কজ শব্দের) শক্যার্থ যে পদ্ম প্রভৃতি তদ্গোচর অন্বয়ানুভবের জনক হইয়া থাকে। অতএব পঙ্কজ প্রভৃতি পদ হইতে পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব বিশিষ্ট পদ্মবিষয়ক শাব্দানুভব সর্ববাদি-সম্মত।

বিবৃতি

বিশদভাবে যোগরূঢ় নামের লক্ষণ নিরূপণ করিবার জন্য 'যন্নাম' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে কারিকার পূর্বার্ধের বিবরণ প্রদর্শন করিতেছেন। নামপদটি যদিও কারিকায় উল্লিখিত হয় নাই তথাপি চতুর্বিধ নামের প্রস্তাব ক্রমে বিবরণ গ্রন্থের প্রারম্ভে নাম পদটি উল্লিখিত হইয়াছে। "স্বাবয়ববৃত্তিলভ্যার্থেন সমং" এই অংশের দ্বারা "নিজের ঘটক পদগত

শক্তিরূপ বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের সহিত" এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। কারিকায় উল্লিখিত "মিথঃ" এই শব্দটি থাকার ফলে উক্ত সাহিত্যরূপ অর্থের লাভ হইয়াছে। 'স্বার্থস্থ' এখানে স্বার্থ শব্দের দ্বারা স্বগত শক্তিরূপ বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত পদ্মপ্রভৃতি পঙ্কজপদের সমুদায়ার্থ গৃহীত হইবে। ষষ্ঠীবিভক্তির অর্থ বিশেষ্যত্ব, বোধকৃৎ অর্থাৎ অন্বয়-বোধের জনক। উক্ত আলোচনার ফলে যাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট বিশেষ্যক নামটি নিজের অবয়বপদ সমূহের বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থের সহিত স্বকীয় সমুদায় শক্তিলভ্য অর্থবিষয়ক অন্বয়বোধের জনক হয়; তাদৃশ আনুপূর্বী-বিশিষ্ট বর্ণ সমুদায়ত্ব হইবে যোগরূঢ়নামের বিবরণোক্ত লক্ষণ।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে তাদৃশ আনুপূর্বীর আশ্রয়ত্ব যদি যোগরূঢ় নামের লক্ষণ হয় তাহা হইলে অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে পূর্বপূর্ব বর্ণ বিশিষ্ট চরমবর্ণত্বরূপ আনুপূর্বী কেবলমাত্র চরমবর্ণে থাকায় পঙ্কজ প্রভৃতি নামে যোগরূঢ় লক্ষণের অসম্ভব রূপ দোষ হইবে না কেন? এই আপত্তির উত্তরে বলিতে হইবে অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে পূর্বপূর্ব বর্ণ বিশিষ্ট চরমবর্ণত্ব যেরূপ আনুপূর্বী হইবে তদ্রূপ অব্যবহিত পূর্বত্ব সম্বন্ধে উত্তরোত্তর বর্ণ বিশিষ্ট প্রথম বর্ণত্ব ও আনুপূর্বীরূপে গৃহীত হইবে। অতএব উক্ত রীতিতে বিশেষ বিশেষ আনু-পূর্বীকে গ্রহণ করিয়া পঙ্কজাদি পদঘটক বর্ণ সমুদায়ে তাদৃশ আনুপূর্বীর আশ্রয়ত্ব থাকিবে।

টীকাকার কৃষ্ণকান্ত, অন্বয়বোধের অনুপধায়ক পঙ্কজাদিপদে যোগরূঢ়নাম লক্ষণের অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য—যাদৃশানুপূর্বী নিজ আশ্রয়ের শক্য যাদৃশ অর্থধর্মিক স্বাশ্রয়ের অবয়বগত বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত যাদৃশ অর্থপ্রকারক অন্বয়বোধগত জনকতাব-চ্ছেদক হইবে তাদৃশ আনুপূর্বীবিশিষ্ট নাম তাদৃশ অর্থঘটিত তাদৃশ অর্থে যোগরূঢ় হইবে; এইরূপ পর্যবসিত যোগরূঢ় নামের লক্ষণ বলিয়াছেন। এই লক্ষণ কিন্তু শাব্দবোধের প্রতি জ্ঞায়মান শব্দের কারণতা স্বীকৃতি পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে। নবীন সিদ্ধান্তে জ্ঞায়মান শব্দের কারণতা স্বীকৃত নহে, পরন্তু উচিতানুপূর্বীক সাকাঙ্ক্ষ-শব্দ সমূহের জ্ঞানকেই অন্বয়বোধের কারণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য যাদৃশানুপূর্বী স্বাশ্রয়সমুদায়গত শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত যাদৃশ অর্থ বিশেষ্যক স্বাশ্রয়ঘটক পদগত বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত যাদৃশ অর্থপ্রকারক অন্বয়বোধ-নিষ্ঠ-জন্যতা নিরূপিত জনকতবচ্ছেদক বিষয়িতা নিরূপকতার অবচ্ছেদক হইবে তাদৃশ আনু-পূর্বীবিশিষ্ট পদসমুদায়ত্বই হইবে যোগরূঢ় নামের পর্যবসিত লক্ষণ। পঙ্কজপদ স্থলে পকারোত্তর অকারোত্তর ঙকারোত্তর ককারোত্তর অকারোত্তর জকারোত্তর অকারোত্তর ডকারোত্তর অত্বরূপ আনুপূর্বীকে গ্রহণ করিয়া তাদৃশ আনুপূর্বীর আশ্রয় 'পঙ্কজ' এই সমুদায়গত শক্তিলভ্য 'পদ্ম' রূপ অর্থধর্মিক উক্ত পঙ্কজপদের অন্তর্গত 'পঙ্ক—জন + ড' রূপ অবয়বগত বৃত্তিলভ্য পঙ্কজনিকর্তৃপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি পঙ্কজপদজ্ঞান জনক হওয়ায় উক্ত জ্ঞানগত জনকতার অবচ্ছেদক বিষয়িতা [পঙ্কজপদগত] নিরূপকতার অবচ্ছেদকত্ব তাদৃশ পঙ্কজপদগত আনুপূর্বীতে থাকার ফলে পঙ্কজপ্রভৃতি যোগরূঢ়নামে উক্তলক্ষণের সমন্বয় হইবে। সুতরাং এই পর্যবসিত লক্ষণটিই নির্দোষ লক্ষণরূপে গৃহীত হইবে।

যোগরূঢ় নাম লক্ষণের লক্ষ্য প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—যথা, 'পঙ্কজ কৃষ্ণ-সর্পাধর্মাদি'। এখানে 'আদি' শব্দের দ্বারা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যোগরূঢ়নাম গৃহীত হইবে। লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য 'তদ্ধি' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'স্বান্ত নির্বিষ্টানাং' এখানে স্বপদের দ্বারা পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় নাম গৃহীত হইবে। 'অন্তর্নির্বিষ্ট' এই অংশের দ্বারা পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় নামের ঘটক অর্থাৎ অন্তর্গত এইরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। 'পঙ্কাদি' এই 'আদি' পদের দ্বারা 'জন' ধাতু এবং 'ড' প্রত্যয়কে গ্রহণ করিতে হইবে। 'স্বশক্যান্ত' এই অংশের পঙ্কজপদগত শক্তি লভ্য রূপঅর্থ অগ্রিম পদ্মপদার্থে অন্বিত হইবে।

'বৃত্তিলভ্যেন' এখানে বৃত্তি শব্দের দ্বারা পঙ্কজ পদের অবয়বগত শক্তি প্রতীয়মান হইবে, কারণ অবয়বের শক্তি দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থকেই যৌগিক পদার্থ বলা হইয়া থাকে।

'পঙ্কজ' পদস্থলে অবয়ব শক্তির দ্বারা কীদৃশ অর্থ প্রতীয়মান হইবে তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—'পঙ্কজনি কর্ত্রাদিনা'। তাৎপর্য এই যে, পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ নিজের অন্তর্গত 'পঙ্ক' পদার্থবিশেষিত 'জন' ধাত্বর্থ বিশেষিত 'ড' প্রত্যয়ার্থ কর্তৃ—রূপ যোগার্থের সহিত সমুদায় অর্থাৎ পঙ্কজ পদের সমুদায় শক্তিলভ্য পদ্মাদি বিষযক অন্বয়ানুভবের জনক হওয়ায় পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ হইতে পঙ্ক-জনি-কর্তৃ প্রকারক পদ্ম বিশেষ্যক অন্বয়বোধ সকল মতেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই রীতিতে কৃষ্ণ সর্প প্রভৃতি শব্দও যোগরূঢ় নাম রূপে গণ্য হইবে।

मूलम्

इयांस्तु विशेषो यद्रूढमपि मण्डप-रथकारादिपदं योगार्थविनाकृतस्य रूढार्थस्यैव रूढ्यर्थविनाकृतस्यापि योगार्थस्य बोधकं, मण्डपे शेते, इत्यादौ योगार्थस्य मण्डपानकर्त्रादेरिव, मण्डपं भोजयेदित्यादौ समुदितार्थस्य गृहादेरयोग्यत्वेनान्वयाबोधात्। योगरूढन्तुपङ्कजादिपदमवयववृत्त्या रूढार्थमेव, समुदायशक्त्याचावयवलभ्यार्थमेवानुभावयति, नत्वन्यत्, व्युत्पत्तिवैचित्र्यात्तथैव साकाङ्क्षत्वात्। अतएव, "पङ्कजं कुमुद" मित्यत्र पङ्कजनिकर्तृत्वेन, "भूमौ पङ्कजमुत्पन्न" मित्यादौ च पद्मत्वेन पङ्कजपदस्य लक्षणयैव कुमुदस्थलपद्मयोर्बोध इति वार्त्तिकम्।

অনুবাদ

[কারিকার দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যা করিবার জন্য বলিতেছেন] ইহাই বিশেষ যে 'মণ্ডপ' শব্দ এবং 'রথকার' প্রভৃতি শব্দ রূঢ় নাম হইলেও যোগার্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'রূঢ়ি' অর্থের যেরূপ বোধক হয়, তদ্রূপ 'রূঢ়ি' অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল যোগার্থেরও বোধক হইয়া থাকে। 'মণ্ডপে শেতে' অর্থাৎ 'মণ্ডপে শয়ন করে' ইত্যাদি বাক্যস্থলে যোগার্থ মণ্ডপান কর্তার যেরূপ বোধ হয় না তদ্রূপ 'মণ্ডপং ভোজয়েৎ' (মণ্ডপান কর্তাকে ভোজনকরাইবে) এইরূপ বাক্যস্থলে মণ্ডপপদের সমুদায় শক্যার্থ যে গৃহাদি তাহার যোগ্যতা না থাকায় অন্বয়বোধ হইবে না। যোগরূঢ় পঙ্কজ প্রভৃতি পদ (কিন্তু) অবয়ব শক্তির দ্বারা অবয়ব সমুদায় শক্যার্থের এবং সমুদায় শক্তির দ্বারা সমুদায় শক্যার্থ সহকারে অবয়ব শক্যার্থের বোধ হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ের অনুভাবক হয়না। ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্যবশতঃ যোগরূঢ় পদের যোগার্থ এবং রূঢ্যর্থ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে। অতএব 'পঙ্কজং কুমুদম্' এখানে পঙ্ক জনি কর্তৃত্ব প্রকারে কুমুদের এবং 'ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নম্' এই সকল স্থলে পদ্মত্ব পুরস্কারে পঙ্কজ পদের লক্ষণাবশতঃই স্থলপদ্মের বোধ হইয়া থাকে—ইহাই বার্তিককার বলিয়াছেন।

বিবৃতি

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, যোগরূঢ় নামের অবয়ব শক্যার্থ বিশেষিত সমুদায় শক্যার্থগোচর অন্বয়ানুভব জনকতার অবচ্ছেদকবিষয়িতানিরূপকতার অবচ্ছেদক যে আনুপূর্বী, তাদৃশ আনুপূর্বীর আশ্রয়ত্বরূপ যাহা পর্যবসিত লক্ষণ হইয়াছে, উক্ত লক্ষণ অসম্ভব দোষ গ্রস্ত হইবে না কেন? কারণ পঙ্কজপদ হইতে কোন সময়ে পঙ্কজাতত্ব পুরস্কারে শৈবাল বা কুমুদের অন্বয়বোধ এবং কখনও শুদ্ধ পদ্মত্ব ধর্ম পুরস্কারে স্থল কমলের বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদি উক্ত অসম্ভব দোষ বারণ করিবার জন্য অবয়ব শক্যার্থ-বোধ জনকতাবচ্ছেদক বিষয়িতা নিরূপকতাবচ্ছেদকত্বে সতি সমুদায় শক্যার্থ বোধজনক-তাবচ্ছেদক বিষয়িতা নিরূপকতাবচ্ছেদিকা যা আনুপূর্বী, তদ্বত্ত্বরূপ পর্যবসিত লক্ষণ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উক্ত অসম্ভব দোষ বারিত হইলেও স্থল'বিশেষে কেবল সমুদায়ার্থের বোধক মণ্ডপ, রথকার প্রভৃতি শব্দে যোগরূঢ় নাম লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে, কারণ ঐ সকল শব্দগত আনুপূর্বীও তাদৃশ জনকতাবচ্ছেদক বিষয়িতা নিরূপকতার অবচ্ছেদক হইয়াছে। এই আশঙ্কার সমাধান করিবার জন্য 'ইয়াংস্তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে কারিকার পরার্ধের ব্যাখ্যা পূর্বক মণ্ডপ, রথকার প্রভৃতি শব্দের লক্ষ্যতা বারণ করিতেছেন।

কারিকার "ন যত্রৈকং" ইত্যাদি অংশের দ্বারা যে শব্দ নিজ অবয়বার্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সমুদায়ার্থগোচর শাব্দবোধের জনক হইবে না, সেই শব্দ যোগরূঢ় নামে অভিহিত হইবে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরন্তু শ্লোকের ঐ অংশ যোগরূঢ় নাম লক্ষণের অন্তর্গত নহে। 'রথকারাদি' এই আদি পদের দ্বারা উদ্ভিদ্ প্রভৃতি শব্দকে গ্রহণ করিতে হইবে। 'ইয়াংস্তু বিশেষঃ' অর্থাৎ রূঢ় নাম অপেক্ষায় যোগরূঢ় নামের ইহাই বিশেষত্ব। তাৎপর্য এই যে, মণ্ডপ ও রথকার প্রভৃতি শব্দ যোগরূঢ় নামের অন্তর্গত হইতে পারে না, কারণ, ঐ সকল শব্দ যেরূপ যোগার্থ বহির্ভাবে কেবল রূঢ্যর্থের অন্বয়বোধ উৎপন্ন করে, তদ্রূপ রূঢ্যর্থ বহির্ভাবে কেবলমাত্র যোগার্থের অন্বয়বোধও উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহার উপরে আশঙ্কা হইতে পারে—মণ্ডপ প্রভৃতি শব্দ যোগার্থ বহির্ভাবে কেবল সমুদায়ার্থ যে গৃহ বিশেষ তাহার বোধক হইবে, এবং গৃহবিশেষরূপ সমুদায়ার্থ পরিত্যাগ করিয়া মণ্ডপান কর্তারূপ কেবল যোগার্থগোচর অন্বয়বোধেরও জনক হইবে, ইহার অনুকূলে কোনও প্রমাণ আছে কিনা? যদি না থাকে তাহা হইলে যোগার্থসহকারে সমুদায়ার্থের বোধ ঐ সকল শব্দস্থলে অঙ্গীকার করিতে হইবে,ফলে, মণ্ডপ প্রভৃতি শব্দের যোগরূঢ় লক্ষণের লক্ষ্যতা স্বীকার না করিয়া উপায় কি? এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার "মণ্ডপে শেতে ইত্যাদৌ" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। আদিপদের দ্বারা 'মণ্ডপে উপবিশতি', 'মণ্ডপে গচ্ছতি' এই সকল বাক্য গৃহীত হইবে। তাৎপর্য এই যে, যদিও মণ্ডপশব্দ কোনও সময়ে মণ্ডপান কর্তার বোধক হয় তথাপি 'মণ্ডপে শেতে' ইত্যাদি তিঙন্ত শী ধাতু সমভিব্যাহৃত মণ্ডপশব্দটি কখনও মণ্ডপান কর্তার বোধক হইবে না। পরন্তু গৃহবিশেষেরই বোধক হইবে। আবার গৃহরূপ সমুদায়ার্থে যোগার্থের যোগ্যতা শূন্য হওয়ায় 'মণ্ডপং ভোজয়েৎ' এইরূপ তিঙন্ত ভুজ ধাতু সমভিব্যাহৃত দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্ত মণ্ডপপদটি গৃহবিশেষরূপ সমুদায়ার্থের বোধক হইবে না, পরন্তু কেবলমাত্র মণ্ডপান কর্তার বোধক হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে "পঙ্কজং শৈবালম্" এই সকল বাক্য হইতে পঙ্কজপদের সমুদায় শক্তিলভ্য অর্থের এবং "ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নম্" এই সকল বাক্য হইতে অবয়ব—শক্তিলভ্য পঙ্কজাতত্বরূপ অবয়বার্থের অযোগ্যতানিবন্ধন অন্বয়বোধ উৎপন্ন না হওয়ায় যোগরূঢ় নাম লক্ষণের লক্ষ্যের অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন লক্ষণটি অসম্ভব দোষের দ্বারা কলঙ্কিত হইবে না কেন? এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য গ্রন্থকার "যোগরূঢ়ন্তু পঙ্কজাদিপদম্" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। পঙ্কজাদি এই আদি পদের দ্বারা 'কৃষ্ণসর্প' 'পদ্মনাভ' প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ গৃহীত হইবে। তাৎপর্য এই যে, 'পঙ্কজ' প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ হইতে অবয়বশক্তিলভ্য যে পঙ্কজাতরূপ অর্থ তদ্বিশেষিত হইয়াই সমুদায়শক্তিলভ্য পদ্মরূপ অর্থের বোধ হইবে। ইহার ফলে সমুদায়ার্থকে বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াই তাহার বিশেষণরূপে অবয়বশক্তিলভ্য অর্থের অবগতি হইবে, এবং সমুদায় শক্যার্থরূপ যে রূঢ্যর্থ তাহার ও অবয়ব শক্যার্থের বিশেষ্যরূপেই পঙ্কজাতত্ববিশিষ্ট পদ্মের অন্বয়বোধ হইবে। সুতরাং এই তাৎপর্যেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"পঙ্কজাদিপদমবয়ববৃত্ত্যা রূঢ্যর্থমেব

সমুদায়বৃত্ত্যা চ অবয়বলভ্যার্থমেব অনুভাবয়তি"। ইহার অন্যথা কখনও হইবে না। অর্থাৎ পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ অবয়বলভ্য অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সমুদায়-শক্যার্থের বোধক হইবে না এবং সমুদায়শক্যার্থকে পরিহার করিয়া কেবল পঙ্কজাতৃ-রূপ অবয়বশক্তিলভ্য অর্থের বোধক হইবে না। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, একটি শব্দের দ্বারা একাধিক অর্থের উপস্থিতি হইলেও একটি শব্দের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থদ্বয়ের বিশেষ্য-বিশেষণভাবে অন্বয়বোধ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নহে। সুতরাং পঙ্কজাদি শব্দ হইতে পঙ্কজাত এবং পদ্ম এতদুভয়ের বিশেষ্যবিশেষণভাবে কিরূপে অন্বয়বোধ সম্ভবপর হইবে? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে জগদীশ বলিয়াছেন—"ব্যুৎপত্তি-বৈচিত্র্যাৎ তথৈব সাকাঙ্ক্ষাত্বাৎ"। তাৎপর্য এই যে, যদিও হরি প্রভৃতি পদের দ্বারা উপস্থাপিত বিভিন্নপদার্থের বিশেষণ বিশেষ্য-ভাবে অন্বয়বোধ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নহে, তথাপি 'চৈত্রঃ পচতি' ইত্যাদি সাকাঙ্ক্ষবাক্য জ্ঞান হইতে উক্ত ব্যুৎপত্তির সংকোচ স্বীকার করিয়া আখ্যাতিক তিপ্ প্রত্যয়ের কৃতি ও বর্তমানত্বরূপ অর্থদ্বয়ের বিশেষ্য বিশেষণভাবে যেরূপ অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পূর্ব কথিত ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ হইতে ও অবয়বশক্তি এবং সমুদায়শক্তি এই উভয়শক্তিলভ্য পঙ্কজনিকর্তৃত্ব অর্থাৎ পঙ্কজাতত্ব এবং পদ্ম এই উভয়পদার্থের উপস্থিতিক্রমে পঙ্কজ পদরূপ সাকাঙ্ক্ষ পদজ্ঞান হইতে পঙ্কজাতত্ব বিশিষ্ট পদ্মের অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে।

একপদের দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজনিকর্তৃত্ব এবং পদ্ম এতদুভয়ের বিশেষ্যবিশেষণভাব ক্রমে শাব্দবোধ, এবং তাদৃশ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানের কার্যকারণভাব কল্পনা করার ফলে পঙ্কজাদি পদস্থলে কেবল পঙ্কজনিকর্তৃত্বের বোধ বা পদ্মত্ব পুরস্কারে কেবল পদ্মবিষয়ক-বোধ কার্যতা-বচ্ছেদক ধর্মশূন্য হওয়ায় পঙ্কজাদি পদ হইতে কেবল যোগার্থ বা কেবল সমুদায়ার্থগোচর অন্বয়বোধের আপত্তি বারিত হইবে। এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পিত হওয়ার ফলে যোগরূঢ় লক্ষণের অন্তর্গত আনুপূর্বীতে যেরূপ স্বাশ্রয় শক্য যাদৃশর্থধর্মিক স্বাশ্রয় অবয়বশক্ত্যুপস্থাপ্য যাদৃশার্থপ্রকারক অন্বয়বোধনিষ্ঠ জন্যতানিরূপিত জনকতার বিষয়বিধয়া অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকত্ব নিবেশ করা হইয়াছে, তদ্রূপ উক্ত আনুপূর্বীতে সমুদায় শক্যার্থ ভিন্ন বিশেষ্যক-বোধ জনকতার বিষয়বিধয়া অবচ্ছেদকতার অনবচ্ছেদকত্বও বিশেষণ দিতে হইবে। ইহার ফলে মণ্ডপপদগত আনুপূর্বীতে তাদৃশ সমুদায়শক্য ভিন্নবিশেষ্যক বোধজনকতার বিষয় বিধয়া অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেকত্ব থাকায় তাদৃশ আনুপূর্বীমত্ত্বরূপ ধর্মকে গ্রহণ করিয়া মণ্ডপাদি পদে যোগরূঢ় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। পঙ্কজ, কৃষ্ণসর্প, অধর্ম প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ হইতে একবিধ শক্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ শক্যার্থবোধ যে উৎপন্ন হয় না, এই বিষয়ে বার্ত্তিককারের গ্রন্থ উদ্ধৃতিক্রমে প্রমাণিত করিবার জন্য "অতএব" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, যেহেতু পঙ্কজ পদগত শক্তিদ্বারা উপস্থাপিত একটি মাত্র অর্থের অন্বয়বোধ উৎপন্ন হয় না সেইহেতু বার্ত্তিককার "পঙ্কজং কুমুদম্" এখানে পঙ্কজ পদ হইতে সমুদায়ার্থকে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র পঙ্কজাতরূপ অর্থের বোধ এবং "ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নং" এখানে অবয়বার্থকে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র

সমুদায়ার্থ পদ্মত্ব পুরস্কারে পদ্মবিষয়ক বোধের অনুরোধে পঙ্কজপদের পঙ্কজাতরূপ অর্থে এবং পদ্মরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়া প্রথম বাক্য স্থলে পঙ্কজাতত্ববিশিষ্ট কুমুদবিষয়ক এবং দ্বিতীয় বাক্য স্থলে স্থল-পদ্মবিষয়ক বোধের উপপত্তি করিয়াছেন।

मूलम्

ननु, पुष्पं पङ्कजेत्यादौ पङ्कजादेरन्वयस्याबोधात्, बोधाच्च पङ्कज-पुष्पमित्यादौ निर्विभक्तिकेन पङ्कजादिपदेनोपस्थाप्यार्थस्यान्वयधीसामान्यं प्रत्येव, तादृशपङ्कजादिपदोत्तरशब्दोपस्थाप्यत्वं तन्त्रम्, एवं पुष्पं पङ्कजमित्यादौ अन्वयबोधदर्शनात्तदनुरोधेन सविभक्तिकपङ्कजादिपदोपस्थाप्यार्थान्वयबोधं प्रति, स्वसमानविभक्तिकपदोपस्थाप्यत्वञ्च, अतस्तदुपस्थापितस्य पङ्कजातादेः कथं पदान्तरानुपस्थापिते पद्मादावन्वय इति चेत्, "अपङ्कजवृत्तिः सत्ते"-त्यादौ "स्खलदत्तरसंशोभि तरुण्या मुखपङ्कज" मित्यादौ च व्यभिचारा-दुक्तव्युत्पत्तेः सङ्कोचेनेति गृहाण। न च धेनुपदस्य धानकर्मत्वविशि-ष्टायां गवीव पङ्कजादिपदस्यापि पङ्कजातत्वादिविशिष्टे पद्मादौ रूढिरेवास्तु, न तु योगरूढिरिति साम्प्रतम्। अन्यत्र क्लृप्तशक्तिभ्यः पङ्कजन्यादिपदेभ्य एवाकाङ्क्षादिसाचिव्येन पङ्कजनिकर्तृत्वादेर्लाभसम्भवे तद्विशिष्टस्य पद्मस्य गुरोः समुदायाशक्यत्वादनन्यलभ्यस्यैव शब्दार्थत्वात्।

অনুবাদ

আশঙ্কা হইতে পারে, 'পুষ্পং পঙ্কজ' এইরূপ বাক্য হইতে পঙ্কজ বিষয়ক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হয় না। আবার 'পঙ্কজপুষ্পম্' এইরূপ বাক্যের অন্তর্গত নির্বিভক্তিক পঙ্কজ পদের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের পুষ্পপদার্থে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে অতএব নির্বিভক্তিক পঙ্কজ প্রভৃতি পদের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের অন্বয়-বোধমাত্রের প্রতি তাদৃশ (নির্বিভক্তিক) পঙ্কজাদি পদোত্তরবর্তিপদের দ্বারা উপস্থাপ্যত্বই কারণ এবং 'পুষ্পং পঙ্কজম্' এই সকল স্থলে অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ বলিয়া তাদৃশ অন্বয়বোধের অনুরোধে সবিভক্তিক পঙ্কজাদিপদের দ্বারা উপস্থাপিত

অর্থবিষয়ক অন্বয়বোধের প্রতি স্বসমানবিভক্তিক পদোপস্থাপ্যত্ব কারণ। (ইহা স্বীকার করিতে হইবে)। ফলে পঙ্কজপদের দ্বারা উপস্থিত পঙ্কজাতরূপ অর্থের পদান্তরের দ্বারা উপস্থাপিত নয় এইরূপ পদ্মরূপ অর্থে কেমন করিয়া অন্বয় হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, এই আশঙ্কা ঠিক নহে কারণ 'অপঙ্কজবৃত্তিঃ সত্তা' এইস্থলে নির্বিভক্তিক পঙ্কজ পদার্থের নঙর্থভেদে অন্বয়বোধ হওয়ায় এবং 'স্খলদক্ষর-সংশোভি তরুণ্যা মুখপঙ্কজম্' এখানেও সবিভক্তিক পঙ্কজপদার্থে যে পঙ্কজ সদৃশ তাহার সহিত মুখপদার্থের অভেদান্বয় হওয়ায় উক্ত কার্যকারণভাব ব্যতিরেক-ব্যভিচার দোষের দ্বারা দূষিত হওয়ায় উক্ত কার্যকারণভাবদ্বয় সঙ্কুচিতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহার উপরেও শঙ্কা হইতে পারে, ধেনুপদ যেরূপ দোহন কর্মত্ববিশিষ্ট গোরূপ অর্থে রূঢ় হইয়া থাকে তদ্রূপ পঙ্কজ প্রভৃতি পদেরও পঙ্কজাতত্ববিশিষ্ট পদ্মরূপ অর্থে রূঢ়ি স্বীকৃত হইবে; যোগরূঢ়ি নহে। এই আশঙ্কাও সমীচীন নহে। কারণ, অন্যত্র গৃহীত শক্তিমৎ যে পঙ্কজন্যাদি পদ তাহা হইতে আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে পঙ্কজাতত্ব প্রভৃতি অর্থে লাভ সম্ভবপর হয় বলিয়া পঙ্কজাতত্ববিশিষ্ট পদ্মরূপ গুরুতর পদার্থে পঙ্কজাদিপদের শক্তি কল্পিত হইতে পারে না। কারণ প্রকারান্তরে যে অর্থের লাভ সম্ভবপর নহে তাদৃশ অর্থেই পদের শক্তি কল্পিত হইয়া থাকে।

বিবৃতি

গ্রন্থকার, পঙ্কপদোত্তর জনপদোত্তর ড-পদত্বরূপ আনুপূর্বী পুরস্কারে সাকাঙ্ক্ষ পঙ্কজপদ-জ্ঞান হইতে অবয়ব শক্যার্থ পঙ্কজনিকর্তৃত্বপ্রকারক সমুদায়শক্যার্থ পদ্মবিশেষ্যক অন্বয়বোধ ব্যবস্থিত করিয়া 'ননু পুষ্পং পঙ্কজ' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। প্রশ্নের তাৎপর্য এই যে 'নীলোৎপলম্' এইরূপ কর্মধারয় সমাসনিষ্পন্ন নীলোৎপলম্ এই বাক্য হইতে অভেদসম্বন্ধে নীলপ্রকারক উৎপলবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং 'নীলমুৎপলম্' এইরূপ অসমস্ত বাক্য হইতেও অভেদ প্রকারক বা অভেদ সম্বন্ধে নীলপ্রকারক উৎপলবিশেষ্যক অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ। এইজন্য সমাসস্থলে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে নির্বিভক্তিক নীলপদোপ-স্থাপ্য নীলপদার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি নীলপদোত্তর পদ জনিত উপস্থিতি বিষয়তা স্বরূপ সম্বন্ধে কারণ, এবং 'নীলমুৎপলম্' এইরূপ অসমস্ত বাক্যস্থলে, বিশেষ্যতা সম্বন্ধে সবিভক্তিক নীলপদোপস্থাপ্য নীলপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি নীলপদ সমানবিভক্তিক পদ জন্য উপস্থিতিবিষয়ত্বস্বরূপ সম্বন্ধে যেরূপ কারণ হয় তদ্রূপ 'পঙ্কজ পুষ্পম্' এইরূপ সমস্ত-বাক্যস্থলে নির্বিভক্তিক পঙ্কজাদি পদের দ্বারা উপস্থাপিত যে পঙ্কজাতরূপ অর্থ বিশেষ্যতা-

সম্বন্ধে তৎপ্রকারক অন্বয়বোধমাত্রের প্রতি নির্বিভক্তিক পঙ্কজপদোত্তর পদের দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে কারণতা স্বীকৃত হইবে, এবং 'পুষ্পং পঙ্কজম্' এইরূপ সবিভক্তিক পঙ্কজপদস্থলে পুষ্পপদার্থে পঙ্কজপদার্থের অন্বয়বোধ সর্বানুভবসিদ্ধ হওয়ায় তদনুরোধে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে সবিভক্তিক পঙ্কজপদের দ্বারা উপস্থাপিত যে পঙ্কজাতরূপঅর্থ তৎপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি স্বরূপ সম্বন্ধে পঙ্কজপদ সমান বিভক্তিক পদজন্য উপস্থিতি বিষয়ত্বের কারণত্ব অবশ্য কল্পিত হইবে। কারণ 'পুষ্পং পঙ্কজ' এইরূপ নির্বিভক্তিক পঙ্কজপদার্থের পুষ্পপদার্থে অন্বয়বোধ কোনমতেই স্বীকৃত নহে।

পূর্বোক্ত দ্বিবিধ কার্য কারণভাব কল্পিত হওয়ার ফলে শুদ্ধ পঙ্কজপদস্থলে পঙ্কজপদের দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজাতরূপ পঙ্কজপদার্থের পদান্তরের দ্বারা উপস্থাপিত নহে এইরূপ পদ্মপদার্থে অন্বয়বোধ কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? কারণ পর্বোক্ত দ্বিবিধ কার্যকারণ ভাবরূপ ব্যুৎপত্তির কোনটিই শুদ্ধ পঙ্কজ পদস্থলে বিদ্যমান নহে।

এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে জগদীশ, পূর্বোক্ত কার্য্যকারণভাব দ্বয়ের ব্যভিচারবশতঃ দ্বিবিধ কার্যকারণভাবের সঙ্কোচ করিবার জন্য 'ইতি চেৎ পঙ্কজ বৃত্তিঃসত্তা' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে পূর্বপ্রদর্শিত কার্যকারণভাবদ্বয়ের মধ্যে নির্বিভক্তিক পঙ্কজপদস্থলীয় প্রথম কার্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে 'অপঙ্কজবৃত্তিঃ সত্তা' এইস্থলে নির্বিভক্তিক পঙ্কজপদার্থের পঙ্কজপদের পূর্ববর্তী নঞর্থ যে ভেদ তাহাতে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে অন্বয়বোধরূপ কার্যটি থাকিলেও পঙ্কজপদোত্তর পদের দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্বরূপ কারণটি স্বরূপ সম্বন্ধে তথায় না থাকায় ব্যতিরেক ব্যভিচার হইবে। এবং উক্ত কার্যকারণ-ভাবদ্বয়ের মধ্যে সবিভক্তিক পঙ্কজ পদস্থলে যে কার্যকারণভাব কল্পিত হইয়াছে তাহারও 'স্খলদক্ষরসংশোভি তরুণ্যা মুখপঙ্কজম্' এইরূপ সবিভক্তিক পঙ্কজ পদস্থলে মুখ পদার্থে পঙ্কজপদ সমানবিভক্তিক পদের দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্বরূপ কারণটি স্বরূপ সম্বন্ধে না থাকিলেও সেখানে সবিভক্তিক পঙ্কজসদার্থের অন্বয়বোধ হইয়াছে। অতএব উক্ত দ্বিবিধ কার্যকারণভাব ব্যভিচার দোষ কলঙ্কিত হওয়ায় উক্ত ব্যভিচার দোষ বারণের জন্য পূর্ব-কথিত উভয়বিধ কার্যকারণভাবের অন্তর্গত কার্য যে তাদৃশ অন্বয়বোধ তদংশে সমুদায় শক্যতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে বিশেষ্যতা তন্নিরূপকত্ব কার্যতার অবচ্ছেদক-রূপে নিবেশ করিয়া কার্যকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে। ইহার ফলে নির্বিভক্তিক পঙ্কজ পদস্থলে 'পঙ্কজপুষ্পম্' এখানে নির্বিভক্তিক পঙ্কজ পদের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থ-প্রকারক সমুদায় শক্যতাবচ্ছেদকানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক অন্বয়বোধরূপ কার্যের প্রতি পঙ্কজ পদোত্তর পদ জন্য উপস্থিতি বিষয়ত্ব স্বরূপসম্বন্ধে পুষ্পপদার্থে থাকায় উক্ত কার্যকারণ-ভাব থাকিবে। 'পুষ্পং পঙ্কজম্' এখানেও পুষ্প পদার্থ বিশেষ্য হওয়ায় তদ্গত বিশেষ্যতা সমুদায় শক্যতাবচ্ছেদকানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক অন্বয়বোধরূপ কার্যটি বিশেষ্যতা সম্বন্ধে পুষ্প পদার্থে উৎপন্ন হওয়ায় সেখানে পঙ্কজপদসমান বিভক্তিক পদজনিত উপস্থিতি বিষয়তা-রূপ কারণ অবস্থিত থাকায় ব্যতিরেক ব্যভিচার হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে পূর্বে যে কার্যকারণভাবদ্বয় কল্পিত হইয়াছে সেখানে কারণতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলা হইয়াছে

স্বরূপ এবং কার্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলা হইয়াছে বিশেষ্যত্ব। সুতরাং বিশেষ্যতা সম্বন্ধে কার্যকারণভাব কল্পিত হইলে সেখানে কার্যতার অবচ্ছেদক কোটিতে স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ্যত্বের নিবেশ করা হয় না। অতএব প্রথমোক্ত কার্যকারণভাব যাহা কল্পিত হইয়াছে তদন্তর্গত কার্যতাবচ্ছেদক সংসর্গ যে বিশেষ্যতা উক্ত বিশেষ্যতার সংকোচ করিয়া সমুদায় শক্যতাবচ্ছেদক ধর্মানবচ্ছিন্ন নামার্থগত বিশেষ্যতাত্বরূপে উক্তবিশেষ্যতা প্রথমোক্ত কার্যকারণভাবস্থলে কার্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে। ইহার ফলে সমুদায় শক্যতা-বচ্ছেদক ধর্মানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা সম্বন্ধে নির্বিভক্তিক নামার্থ প্রকারক অন্বয় বুদ্ধির প্রতি নির্বিভক্তিক নামোত্তর নামের দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্ব স্বরূপ সম্বন্ধে কারণ হইবে। এবং দ্বিতীয় কার্যকারণভাবস্থলে বিশেষ্যতাসম্বন্ধে সবিভক্তিক নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি তত্তন্নামোত্তর বিভক্তি বিজাতীয় বিভক্তিশূন্য নামের দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্ব স্বরূপ সম্বন্ধে কারণ স্বীকৃত হইবে। এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি ঐ সঙ্কুচিত কার্য-কারণ ভাবদ্বয় কল্পিত হওয়ার ফলে শুদ্ধ পঙ্কজপদজ্ঞান হইতে পঙ্কজাতত্ব পুরস্কারে পদ্ম-বিষয়ক অন্বয়বোধ হওয়ার পক্ষে কোনরূপ বাধা থাকিবে না, কল্পিত প্রথমোক্ত কার্যকারণ ভাবের অন্তর্গত কারণও যেরূপ পঙ্কজপদের দ্বারা উপস্থিত সমুদায় শক্যার্থ পদ্মে থাকিবে না তদ্রূপ তাদৃশ বিশেষ্যতা সম্বন্ধে পঙ্কজ পদোপস্থাপ্য পঙ্কজাত প্রকারক বোধরূপ কার্যও তাদৃশ সমুদায়ার্থ পদ্মে থাকিবে না। সুতরাং পঙ্কজ পদ হইতে পঙ্কজাত পদ্ম এইরূপ যোগার্থ সঙ্কৃত রূঢ়র্থ্যবিষয়ক বোধের প্রতি উক্ত কার্যকারণভাব বাধক হইবে না। পরন্তু সবিভক্তিক নামস্থলীয় কার্যকারণ ভাব পঙ্কজ পদস্থলেও সঙ্গত হইবে। কারণ 'পঙ্কজম্' এইরূপ প্রথমান্ত পঙ্কজপদটি পঙ্কজ পদোত্তর প্রথমাবিভক্তি বিজাতীয় বিভক্তির প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায় তদুপস্থাপিত পদ্মরূপরূঢ়ার্থে তাদৃশ নামোপস্থাপ্যত্বরূপ কারণটিও অবস্থিত থাকিবে।

মূলম্

न च धेनुपदस्य धानकर्मत्वविशिष्टायां गवीव पङ्कजादिपदस्यापि पङ्कजातत्वादिविशिष्टे पद्मादौ रूढ़िरेवास्तु, न तु योगरूढ़िरिति साम्प्रतम्, अन्यत्र क्लृप्तशक्तिभ्यः पङ्कजन्यादिपदेभ्य एवाकाङ्क्षादिसाचिव्येन पङ्कजनि-कर्त्तृत्वादेर्लाभसम्भवे तद्विशिष्टस्य पद्मस्य गुरोः समुदायाशक्यत्वादनन्य-लभ्यस्यैव शब्दार्थत्वात्। यद्यपि कर्त्तृवाचक डप्रत्यय एव पद्मत्व-विशिष्टस्य लक्षणया भानसम्भवान्न पङ्कजमागस्य तत्र शक्तिरुचिता, प्रकारान्तरालभ्यस्यैव शब्दशक्यत्वमित्युक्तत्वात्। कृतिवर्त्तमानत्वयोरैक-

पदार्थयोरपि कर्त्तृपद्मयोर्मिथोऽन्वयस्य संभवित्वात्, तथाप्यवयवानां शक्तेरग्रहे, ग्रहेऽपि वा पद्मादौ तदर्थस्यान्वयधीविरोधिधीदशायां पङ्कजमस्तीत्यादितः पद्ममस्तीत्याद्यनुभवार्थमवश्यं पद्मत्वादिविशिष्टे पङ्कजादिभागस्य रूढिरुपेया, इतरथा, प्रकृत्यर्थावच्छिन्नस्यैव प्रत्ययार्थस्य पदार्थान्तरेणान्वयस्य व्युत्पन्नतया डप्रत्ययोपस्थापितस्यापि पद्मस्यास्तित्वादिना सहान्वयानुपपत्तेः। अतएव पङ्कादिपदागृहीतशक्तिकस्य पुंसः पङ्कजमस्तीत्यादितो जात्वपि कर्त्तास्तीत्याकारको नान्वयबोधः, प्रत्ययमात्रोपस्थाप्यस्य कर्त्तुरन्यत्रान्वये निराकाङ्क्षत्वादिति वक्ष्यते।

অনুবাদ

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, ধেনু পদের দোহন কর্মত্ব বিশিষ্ট গোতে যেরূপ রূঢ়ি স্বীকৃত হয় তদ্রূপ পঙ্কজ প্রভৃতি পদেরও পঙ্কজাতত্ববিশিষ্ট পদ্ম প্রভৃতিতে রূঢ়ি স্বীকৃত হওয়া সমীচীন, যোগরূঢ়ি নহে। এই আশংকা কিন্তু ঠিক নহে। কারণ অন্যত্র পঙ্ক উৎপত্তি এবং আশ্রয় প্রভৃতি অর্থে শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে এইরূপ পঙ্কপদ, জনধাতু এবং ডপ্রত্যয় হইতে ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে পঙ্কজনি এবং কর্তৃরূপ অর্থের লাভ সম্ভবপর হওয়ায় পঙ্কজনি কর্তৃত্ববিশিষ্ট পদ্মরূপ গুরুপদার্থে পঙ্কজপদের সমুদায় শক্তিরূপ রূঢ়ি স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ প্রকারান্তরে যে অর্থের লাভ সম্ভবপর নহে সেই অর্থেই পদের শক্তি কল্পনা করা হইয়া থাকে।

(আশঙ্কা) যদ্যপি (পঙ্কজ পদস্থলে) কর্তৃবাচক ডপ্রত্যয়েই পদ্মত্ব-বিশিষ্টে লক্ষণাস্বীকার করিলেই পদ্মত্ব বিশিষ্টের ভান সম্ভবপর হইতে পারে। সুতরাং পদ্মত্ববিশিষ্টে পঙ্কজভাগের শক্তিকল্পনা করা উচিত নহে। কারণ প্রকারান্তরে যে অর্থ লভ্য নহে সেই অর্থেই শব্দগত শক্তি কল্পিত হইয়া থাকে, পচতি প্রভৃতি স্থলে যেরূপ তিপ্ প্রত্যয়ে কৃতি ও বর্তমানত্বরূপ অর্থদ্বয়ের বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে তদ্রূপ একই (পঙ্কজপদের অন্তর্গত) ডপ্রত্যয়ের কর্তৃ এবং পদ্ম এতদুভয়ের পরস্পর বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন্বয়বোধ সম্ভবপর হইতে পারে। (এই আশংকার উত্তরে বলিতেছেন,) তথাপি পঙ্কজপদের অন্তর্গত পঙ্ক, জন ও ডপ্রত্যয়ের যখন শক্তিগ্রহ থাকিবেনা অথবা (শক্তিগ্রহ থাকিলেও) যদি 'পদ্ম পঙ্কজাত নহে' এইরূপ পদ্মধর্মিক পঙ্কজাতত্ব

বিশিষ্ট পদ্মবোধের বিরোধী জ্ঞান থাকে তখনও কিন্তু 'পঙ্কজমস্তি' এই বাক্য হইতে অস্তিত্ববিশিষ্ট পদ্মগোচর শাব্দানুভবের উপপত্তির জন্য পদ্মত্বাদিবিশিষ্টে পঙ্কজাদি পদের সমুদায় শক্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি সমুদায় শক্তি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে প্রকৃতির অর্থের সহিত সম্বদ্ধ যে প্রত্যয়ার্থ তাহারই পদার্থান্তরের সহিত অন্বয়বোধ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ (এই নিয়ম থাকায়) ডপ্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থাপিত লাক্ষণিক অর্থ যে পদ্ম তাহার অস্তি পদার্থ বর্তমানত্বের সহিত অন্বয়বোধ হইতে পারে না। অতএব পঙ্ক প্রভৃতি পদের শক্তিগ্রহশূন্য যে পুরুষ তাহার 'পঙ্কজমস্তি' ইত্যাদি বাক্য হইতে কখনও 'কর্তা অস্তি' এইরূপ অন্বয়বোধ উৎপন্ন হয় না। কারণ প্রত্যয়মাত্রের দ্বারা উপস্থাপিত কর্তা অন্যত্র অন্বয়বোধে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া থাকে-- ইহা পরে বলা হইয়াছে।

বিবৃতি

'ন চেত্যাদি' সন্দর্ভের দ্বারা বক্ষ্যমান আশঙ্কা উপস্থাপিত করিতেছেন। ন চ এই নঞ্ পদার্থটি অগ্রিম সমীচীনার্থক সাম্প্রতম্ পদার্থের সঙ্গে অন্বয় করিতে হইবে। শঙ্কাটি এই যে ধেনু পদের যেরূপ ধান অর্থাৎ দোহন কর্মত্ববিশিষ্ট গো অর্থে রূঢ় স্বীকৃত হইয়া থাকে তদ্রূপ যোগরূঢ়রূপে অভিমত পঙ্কজ প্রভৃতি পদেরও পঙ্ক জনি কর্তৃত্ব বিশিষ্ট পদ্মে রূঢ়ি স্বীকৃত হইবে না কেন? ইষ্টাপত্তি করিলে সর্বত্রই যোগরূঢ় শব্দরূপে অভিমত শব্দ সমূহ রূঢ় নামে পর্যবসিত হওয়ায় পূর্বে যে যোগরূঢ় নামকে অন্তর্ভাব করিয়া 'রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চে'ত্যাদি কারিকার মাধ্যমে চতুর্বিধ নামের কথা বলা হইয়াছে তাহা ব্যাহত হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন পূর্বোক্তরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে। কেন যুক্তিযুক্ত নহে তাহা বিবৃত করিবার জন্য 'অন্যত্র' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য এই যে, প্রকারান্তরে অর্থাৎ পঙ্কজ এবং রথকার প্রভৃতি পদ হইতে পঙ্ক-জন-ড প্রত্যয় এতৎ সমুদায়ের প্রত্যেক পদগত শক্তিলভ্য পঙ্ক, উৎপত্তি এবং কর্তৃপ্রভৃতি রূপ শক্যার্থ সমূহের তত্তৎ পদসমূহগত আকাঙ্ক্ষা হইতে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সংসর্গবোধরূপ অন্বয়বোধের উপপত্তি সম্ভবপর হওয়ায় পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্বরূপ বিশেষণবিশিষ্ট পদ্মত্বাবচ্ছিন্নে পঙ্কজাদি পদের রূঢ়ি অর্থাৎ সমুদায় শক্তি কল্পিত হইতে পারে না। কারণ'অনন্যলভ্যো হি শক্যার্থঃ' অর্থাৎ প্রকারান্তরে যে যে পদার্থের লাভ সম্ভবপর নহে সেই সেই পদার্থেই পদের শক্তি স্বীকৃত হয়। সুতরাং পঙ্ক-জনধাতু এবং ড প্রত্যয় হইতেই পঙ্কজাত রূপ অর্থের উপস্থিতি সম্ভবপর হওয়ায় গুরুতর পঙ্কজাতত্ববিশিষ্ট পদ্মরূপ পঙ্কজ পদের সমুদায় শক্যার্থ স্বীকৃত হইবে না।

যদি ইহার উপরেও আশঙ্কা করা হয়, পঙ্ক উপপদে জনধাতুর পরে যে ড প্রত্যয় করা হইয়াছে উক্ত ডপ্রত্যয়ের পদ্মত্ববিশিষ্টে যখন লক্ষণা স্বীকৃত হইতে পারে তখন পঙ্কজ এই সমুদায়ে শক্তি কল্পিত হইবে কেন? কারণ 'অনন্যলভ্যো হি শক্যার্থঃ' এই

নিয়মানুসারে উপায়ান্তর হইতে যে পদার্থটি উপস্থাপিত হইতে পারে না সেই পদার্থ শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত হইয়া থাকে। যদি বলা হয়, ডপ্রত্যয়ের কোনওরূপ শক্যার্থ না থাকায় পদ্মত্ববিশিষ্টে শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণা কিরূপে স্বীকৃত হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এইযে, পঙ্ক উপপদে জন্ ধাতুর পরে 'সপ্তম্যাং জনের্ডঃ' এই সূত্রানুসারে তাদৃশ জন ধাতুর পরে কর্তৃবাচ্যে বিহিত ড প্রত্যয়ের কর্তৃরূপ শক্যার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ড প্রত্যয়ের পদ্মত্ববিশিষ্টে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণার অনুপপত্তি হইবে না, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর বক্তব্য।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে কর্তৃবাচ্যে বিহিত ড প্রত্যয়ের কর্তৃরূপ শক্যার্থের সহিত ড প্রত্যয়ের লক্ষ্যার্থ যে পদ্ম এতদুভয়ের বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন্বয়বোধ কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? কেননা একটি পদের দ্বারা উপস্থাপিত যে অর্থদ্বয়, বিশেষ্যে-বিশেষণভাবে তদুভয়ের অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ নহে।

এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার 'কৃতিবর্তমানত্বয়োরিব' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে চৈত্রঃ পচতি এই সকল স্থলে পাকানুকূল বর্তমানকালীন 'কৃতিমাংশ্চৈত্রঃ' এইরূপ শাব্দবোধ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় উক্তস্থলে তিঙ্ প্রত্যয়ের কৃতি এবং বর্তমানত্বরূপ অর্থদ্বয়ের যেরূপ বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন্বয়বোধ সিদ্ধান্তিগণেরও স্বীকৃত তদ্রূপ পঙ্কজপদস্থলেও লক্ষ্যার্থ যে পদ্ম তাহাতে কর্তৃবাচ্যে বিহিত ড প্রত্যয়ের অর্থ কর্তৃত্ব বিশেষণরূপে অন্বিত হইবে। পূর্বপক্ষিগণের উক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান করিবার জন্য 'তথাপি' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন।

তাৎপর্য এই যে পঙ্কজ প্রভৃতি পদের অবয়বগত শক্তির জ্ঞান যখন থাকিবেনা অথবা পঙ্কজনিকর্তৃ প্রকারক অন্বয়বোধের বিরোধী 'পদ্মং ন পঙ্কজাতম্' এইরূপ বাধজ্ঞান থাকিবে তখন কিন্তু 'পঙ্কজাতং পদ্মম্' এইরূপ অন্বয়বোধ কাহারও অনুভবসিদ্ধ নহে পরন্তু তাদৃশ বিরোধী জ্ঞান থাকা কালেও 'পঙ্কজমস্তি' এইরূপ বাক্য হইতে অস্তিত্বপ্রকারক পদ্মত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক অন্বয়বোধের অনুরোধে পদ্মত্বাদিবিশিষ্টে পঙ্কজাদি পদের সমুদায় শক্তি অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। উক্ত বাধ নিশ্চয় থাকার ফলে অর্থাৎ অবয়বগত শক্তিলভ্য অর্থের অভাবনিশ্চয় থাকায় পঙ্কজ পদের ঘটক ড প্রত্যয়ের লক্ষণাও সম্ভবপর নহে, অতএব ড প্রত্যয়ের লক্ষণা হইতেও পদ্মের উপস্থিতি হইতে পারিবে না। সুতরাং পঙ্কজপদের সমুদায়শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পঙ্কজপদের পদ্মত্ববিশিষ্টে সমুদায়শক্তি স্বীকার না করিলে দোষান্তর প্রদর্শন করিবার জন্য 'ইতরথা' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন, 'ইতরথা' অর্থাৎ পঙ্কজ পদের পদ্মত্ব-বিশিষ্টরূপ সমুদায় শক্যার্থ স্বীকৃত না হইলে, তাৎপর্য এই যে 'তণ্ডুলং পচতি' ইত্যাদি স্থলে তণ্ডুলপদোত্তরবর্তী অম্ পদার্থ যে কর্মত্ব তাহার নিরূপকত্ব সম্বন্ধে পাক পদার্থে অন্বয় করিতে হইলে অম্ বিভক্তির প্রকৃতি যে তণ্ডুল পদ তদীয় অর্থের সহিত অন্বিত হইয়াই অম্ পদের দ্বারা উপস্থাপিত কর্মত্ব পাকপদার্থে অন্বিত হইয়া থাকে। কোন প্রকারেই প্রকৃতির অর্থের সহিত অন্বিত না হইয়া প্রত্যয়ের অর্থ অপর কোন পদার্থে স্বতন্ত্রভাবে

অন্বিত হয় না। অতএব, পঙ্কজপদের পদ্মরূপ অর্থে সমুদায়শক্তি স্বীকৃত না হইলে 'ড' প্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থাপিত যে পদ্ম-তাহার অস্তিত্বাদি ক্রিয়ার সহিত অন্বয়বোধের উপপত্তি হইতে পারে না, কারণ, নিজপ্রকৃতির অর্থবিশিষ্ট যে প্রত্যয়ার্থ তাহারই পদার্থান্তরে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। 'অতএব', ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রকৃতির অর্থ বিশেষিত হইয়াই যে প্রত্যয়ার্থ পদার্থান্তরের সহিত বিশেষ্যবিশেষণভাবের অন্বয় হয়, তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, প্রকৃত্যর্থবিশিষ্ট হইয়াই প্রত্যয়ার্থ পদার্থান্তরের সহিত অন্বিত হয় এই নিয়ম থাকার ফলে, যে ব্যক্তির পঙ্কজ পদস্থলীয় 'পঙ্ক'পদের কর্দমরূপ অর্থে এবং 'জন্' ধাতুর উৎপত্তিরূপ অর্থে শক্তি গৃহীত হয় নাই অথচ 'ড' প্রত্যয়েব কর্তৃরূপ অর্থে শক্তি গৃহীত হইয়াছে, তাদৃশপুরুষের পক্ষে পঙ্কজমস্তি এই বাক্য হইতে 'ড' প্রত্যয়ের অর্থ কর্তার উপস্থিতি হইলেও কোনক্রমেই 'কর্তাস্তি' অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট কর্তৃমাত্রের অন্বয়-বোধ হয়না, কারণ, প্রত্যয়মাত্রের দ্বারা উপস্থাপিত কর্তা অস্তিত্ব প্রভৃতি পদার্থের সহিত নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে পূর্বেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

উক্ত পর্যালোচনার ফলে গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তানুসারে পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দস্থলে রূঢ়্যর্থকে পরিত্যাগ করিয়া পঙ্ক-জনি কর্তৃরূপ কেবল যোগশক্তিলভ্য অর্থের অথবা পঙ্কজনি-কর্তৃরূপ যৌগিকার্থকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় শক্যার্থ কেবলমাত্র পদ্মের অন্বয়বোধ কখনও হইবে না, পরন্তু যৌগিক অর্থ পঙ্ক-জনি-কর্তৃবিশিষ্ট হইয়াই সমুদায়শক্যার্থ পদ্মত্ব-বিশিষ্টের অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে। যদি কখনও 'পঙ্কজং শৈবালম্' বা 'পঙ্কজং কুমুদম্' এইরূপ শৈবাল পদের সহিত বা কুমুদ পদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ পঙ্কজপদের প্রয়োগ হয় তাহা হইলে সেখানে পঙ্কজপদের পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ববিশিষ্টে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে, শক্তি নহে। আবার কখনও যদি 'ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নম্' ইত্যাদি বাক্য হইতে পঙ্কজ পদের দ্বারা স্থলকমলের বোধ হয়, তাহা হইলে সেখানেও পঙ্কজপদের স্থলকমলে অর্থাৎ কেবলমাত্র পদ্মত্ববিশিষ্টে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে।

मूलम्

किञ्चैवमेकाक्षरकोषावधृतशक्तिकानां कखादिप्रत्येकवर्णानामेव निरूढ़-लक्षणया तत्तदर्थानुभावकत्वसम्भवाद् वकनखादिसमुदायस्यापि तत्तदर्थे शक्तिर्विलीयेत, कादिप्रत्येकवर्णस्य शक्तिग्रहं विनापि वकादिशब्दाद्-वकादेरनुभवार्थं तत्र समुदाये शक्तिरिति तु प्रकृतेऽपि समानम्, डादिप्रत्यय-मात्रस्य पद्मादौ वृत्तिमत्त्वाग्रहेऽपि पङ्कजादिसमुदायात् पद्मादेरनुभवस्य सर्वसिद्धत्वात्।

न चैवं चित्रगुरित्यादावपि चित्रगोस्वाम्यादौ समुदायस्य शक्तिप्रसङ्गः, समासत्वस्याविशिष्टत्वादिति वाच्यम्, अगृहीतावयववृत्तिकस्य पुंसस्ततोऽर्थानधिगमेनावयवानां वृत्तेरवश्यापेक्षायां तेषामेव तथाविधार्थबोधकत्वौचित्यस्य वक्ष्यमाणत्वादिति ॥ २६ ॥

অনুবাদ

ইহা স্বীকৃত হইলে আরও দোষ—এই যে, একাক্ষর কোষ হইতে ক, খ প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণের শক্তি নিশ্চিত হওয়ার পরে তৎ তৎ বর্ণের নিরূঢ় লক্ষণার দ্বারা (বক, নখ প্রভৃতি শব্দ হইতে) বলাকা বা নখরাদিগোচর শাব্দানুভব সম্ভবপর হওয়ায় বক, নখ ইত্যাদি বর্ণসমুদায়ের তৎ তদর্থে শক্তিও বিলীন হইবে। (যদি বলা হয়) ক, খ প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণের শক্তিগ্রহ ব্যতিরেকেও বক, নখ প্রভৃতি শব্দ হইতে বলাকা কিংবা নখর প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ক অন্বয়ানুভবের অনুরোধে বক, নখ পদস্থলে সমুদায়ে শক্তি স্বীকৃত হইবে, (তাহা হইলে) সিদ্ধান্তিগণও বলিতে পারেন, আমাদের পক্ষেও পঙ্কজাদিপদস্থলে একই যুক্তি, কারণ পঙ্কজাদি পদের ঘটক ড প্রভৃতি প্রত্যয়মাত্রের পদ্ম প্রভৃতি অর্থে বৃত্তিমত্ত্বগ্রহ না থাকা কালেও পঙ্কজ এই বর্ণসমষ্টি হইতে পদ্মাদিবিষয়ক শাব্দানুভব সকলেই স্বীকার করেন।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, চিত্রগু প্রভৃতি সমুদায়েও চিত্রগোস্বামিরূপ অর্থে সমুদায় শক্তি স্বীকৃত হইবে না কেন? যদি বলা হয়, চিত্রগু শব্দের সমাসত্ব নিবন্ধনই সমুদায়শক্তি স্বীকৃত হইবে না এই আশঙ্কাও ঠিক নহে, পঙ্কজশব্দস্থলেও অনুরূপ সমাসত্ব থাকা সত্ত্বেও সমুদায়শক্তি সর্বানুভবসিদ্ধ।

উক্ত আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন, যে পুরুষের পক্ষে চিত্রগু প্রভৃতি পদের অবয়বশক্তি গৃহীত হয় না, সেই পুরুষের পক্ষে উক্ত পদ হইতে অর্থের বোধ হয় না বলিয়া উক্ত পদের ঘটক চিত্র এবং গো পদের বৃত্তি অবশ্য অপেক্ষিত থাকার ফলে সেই সকল অবয়বেরই তথাবিধ অর্থবোধকত্ব থাকা উচিত। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে।

বিবৃতি

প্রত্যয়মাত্রের দ্বারা উপস্থাপিত কর্তৃরূপ পদার্থের পদার্থান্তরে অন্বয়বোধের প্রতি যে নিরাকাঙ্ক্ষত্ব দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, উক্ত দোষ সর্ববাদিসম্মত হইতে পারে না, কারণ,

মণিকারের মতে, পঙ্কজপ্রভৃতি পদের অন্তর্গত পঙ্ক প্রভৃতি অবয়বের শক্তি গৃহীত না হইলেও 'পঙ্কজমস্তি' এই বাক্য হইতে পদ্মবিশেষ্যক অস্তিত্বপ্রকারক অন্বয়বোধ স্বীকৃত, প্রাচীন মতে কিন্তু, তাদৃশ অন্বয়বোধ স্বীকৃত নহে। সুতরাং প্রাচীন মতে, উক্ত দোষও সম্ভবপর নহে; কেননা প্রাচীনগণ, যোগার্থকে বর্জন করিয়া কেবল সমুদায় শক্তিলভ্য রূঢ্যর্থকে গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধ স্বীকার করেন না। এইজন্য প্রাচীন ও নব্য উভয়সম্মতদোষ প্রদর্শন করিবার জন্য 'কিঞ্চৈবং' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'এবং' শব্দের দ্বারা পঙ্কজ পদের যদি শক্তি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে, এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। তাৎপর্য এই যে, পঙ্কজপদ প্রভৃতির অবয়ব অর্থাৎ একদেশ যে পঙ্ক-জন্-ড এই তিনটি পদ তাহা হইতে অর্থাৎ পঙ্কপদের পঙ্করূপ অর্থে জন্‌পদের উৎপত্তি রূপ অর্থে এবং ড পদের কর্তারূপ অর্থে শক্তি স্বীকার করিয়া পঙ্কজ এই সমুদায়ে যদি শক্তি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে একাক্ষর কোষানুসারে ক, খ প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণের অর্থ বিশেষে শক্তি গৃহীত হইবার পরে 'বকোঽস্তি' 'নখোঽস্তি' এইরূপ বাক্য হইতে বক, নখ প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত প্রত্যেক বর্ণের নিরূঢ় লক্ষণা স্বীকৃতি মূলে বক শব্দ হইতে বলাকারূপ অর্থে, নখ শব্দ হইতে নখর রূপ অর্থে, অস্তিত্বাদি ক্রিয়ার অন্বয়বোধ সম্ভবপর হওয়ায় উক্ত অন্বয়বোধের অনুরোধে বক, নখ প্রভৃতি শব্দের তত্তৎ অর্থে সমুদায় শক্তি কল্পনা করা নিরর্থক। সুতরাং অবয়বের বৃত্তির দ্বারা পদার্থের উপস্থিতি মূলে সর্বত্র অন্বয়বোধের উপপত্তি হইবে। অতএব, বক, নখাদি পদের সমুদায় শক্তি কল্পনা করা অযৌক্তিক।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বক নখাদি শব্দস্থলে উক্ত শব্দের ঘটক ক খ প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণের একাক্ষর কোষাদিমূলে যখন শক্তি গৃহীত হইবে না, তখন ক খ প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণগত শক্তিগ্রহ ব্যতিরেকেও বকনখাদি শব্দ হইতে বলাকা অথবা নখর প্রভৃতি পদার্থের অন্বয়ানুভবের অনুরোধে বক নখ প্রভৃতি শব্দের অবশ্য শক্তি কল্পনা করিতে হইবে। এই বক্তব্যের উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন, পঙ্কজ শব্দস্থলেও একই ব্যবস্থা অবলম্বনীয়, অর্থাৎ বকনখাদি শব্দের যেরূপ বকারাদি প্রত্যেক বর্ণের শক্তিগ্রহ না থাকা কালে সমুদায়ে শক্তি স্বীকার করিয়া অন্বয়বোধের উপপত্তি করিতে হইবে, তদ্রূপ পঙ্কজ শব্দস্থলেও পঙ্ক প্রভৃতি পদের শক্তিগ্রহ না থাকা কালেও পঙ্কজাদি পদের সমুদায়ে শক্তি স্বীকার করিয়া উক্ত শক্তিগ্রহ হইতে পদ্মাদিগোচর অন্বয়বোধের উপপত্তি করিতে হইবে, কারণ পঙ্কজ পদের ঘটক, 'ড' প্রভৃতি প্রত্যয়মাত্রের পদ্মাদিরূপ অর্থে বৃত্তিমত্ত্ব গ্রহ না থাকা কালেও পঙ্কজ এই সমুদায় শব্দ হইতে পদ্মাদিবিষয়ক শাব্দানুভব সর্ববাদিসম্মত।

এখন, (সমাস শক্তিবাদী) বৈয়াকরণ সম্প্রদায়, ন্যায়মতের বিরুদ্ধে 'ন চৈবম্' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে একটি আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—ইহাদের বক্তব্য এই যে, ন্যায়মতে "পঙ্কজ" এই সমাসবদ্ধ পদের যদি শক্তি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে 'চিত্রগু' প্রভৃতি সমাস স্থলে চিত্র গোস্বামী প্রভৃতি অর্থে 'চিত্রগু' এই সমুদায়ের শক্তি স্বীকৃত হইবে না কেন? চিত্রগু যেরূপ সমাসবদ্ধ পদ, পঙ্কজপদটিও তদ্রূপ সমাসবদ্ধ। সুতরাং পঙ্কজ পদের ন্যায় চিত্রগু শব্দে সমুদায়ের শক্তি স্বীকৃত হইতে পারে।

এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে জগদীশ বলিতেছেন, পঙ্কজপদস্থলে পঙ্ক প্রভৃতি অবয়ব পদের শক্তি গৃহীত না হইলেও পঙ্কজ এই সমুদায়ের পদ্মরূপ অর্থে শক্তিগ্রহ হইতে পদ্ম বিষয়ক উপস্থিতিকে দ্বার করিয়া পদ্মবিষয়ক অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু 'চিত্রগু' এই সমস্ত পদটি সেরূপ নহে, অর্থাৎ 'চিত্রগু' শব্দস্থলে উক্ত শব্দের অন্তর্গত চিত্র-গো এই দুইটি পদের ঘটক প্রত্যেকটি পদের শক্তিজ্ঞান যেই পুরুষের নাই, সেই পুরুষের পক্ষে চিত্রগু এই সমস্তপদ হইতে অন্বয়বোধ কেহই স্বীকার করেন না। অতএব, সমাস স্থলে সমাসের ঘটক প্রত্যেক শব্দের যখন শক্তি বা লক্ষণারূপ বৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে, তখন সমাসের অন্তর্গত গো অথবা চিত্র পদের চিত্র-গো-স্বামীরূপ অর্থে লক্ষণারূপবৃত্তি স্বীকৃতি মূলে তাদৃশ সমুদায়ার্থগোচর অন্বয়বোধের জনকত্ব কল্পনা করাই সমীচীন। এ বিষয়ে সমাস প্রকরণে আরও আলোচনা করা হইবে ॥ ২৬ ॥

मूलम्

पङ्कजादिपदेभ्यः केवलस्यैव योगार्थस्य रूढ्यर्थस्य वा बोधव्युदासार्थं तादृशार्थयोर्मिथः साकाङ्क्षत्वनियमो न कल्प्यते, परन्तु रूढ्यर्थभिन्ने योगार्थस्य बोधं प्रति, रूढिधियः प्रतिबन्धकत्वम्, तेन रूढेरप्रतिसन्धानदशायामवयवशक्त्यैव पङ्कजं कुमुदमित्यादौ पङ्कजनिकर्तृत्वादिना कैरवादेरवगमः। तथाचावयवशक्तेरनुपस्थितौ समुदायशक्त्यैव भूमौ पङ्कजमुत्पन्नमित्यादौ पद्मत्वप्रकारेण स्थलपद्मादेः, अतएव, तैलपदं योगेन तिलप्रभवं, रूढ्या च विलक्षणद्रवद्रव्यपर्यवसितं स्नेहं बोधयद्योगरूढमपि तैलं पत्रमित्यादौ, सर्षपस्य तैलमित्यादौ च, शक्त्यैव प्रत्येकस्य बोधकमिति मीमांसकानां मतमुपन्यस्यति।—

रूढ्यर्थभिन्ने योगार्थबुद्धौ रूढेर्विरोधिताम्।
वदन्ति केचिदेकैकबुद्धिस्तैः क्वचिदिष्यते ॥ २७ ॥

অনুবাদ

(মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন) পঙ্কজ প্রভৃতি পদ হইতে কেবলমাত্র যোগার্থের কিংবা কেবলমাত্র রূঢ্যর্থের অন্বয়বোধ বারণ করিবার জন্য উক্ত উভ

বিধ অর্থের পরস্পর সাকাঙ্ক্ষত্ব নিয়ম কল্পিত হইবে না, পরন্তু রূঢ্যর্থভিন্ন পদার্থ বিশেষ্যক যোগার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব (কল্পিত হইবে)। ইহার ফলে, পঙ্কজ প্রভৃতি পদের রূঢ়ি জ্ঞান না থাকা কালে, কেবলমাত্র অবয়বশক্তির দ্বারাই "পঙ্কজং কুমুদম্" ইত্যাদি বাক্য হইতে পঙ্কজনিকর্তৃত্বপ্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে। এবং পঙ্কজ প্রভৃতি পদের অবয়ব শক্তির অনুপস্থিতি কালে, কেবলমাত্র সমুদায় শক্তির দ্বারাই "ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নম্" এই সকল স্থলে, পদ্মত্ব প্রকারক স্থলপদ্মাদিবিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইবে। অতএব 'তৈল' পদটি, যোগশক্তি মূলে তিল হইতে উৎপন্নরূপ যোগার্থের এবং সমুদায় শক্তিমূলে বিজাতীয় দ্রবদ্রব্যরূপে পর্যবসিত স্নেহ পদার্থের বোধক হওয়ায় যোগরূঢ় হইলেও 'তৈলং পত্রম্' এই সকল স্থলে এবং 'সর্ষপস্য তৈলম্' ইত্যাদি স্থলেও তৈলপদ শক্তির দ্বারাই প্রত্যেকের (কেবল যোগার্থের বা কেবল রূঢ্যর্থের) বোধক হইয়া থাকে। এই প্রকার মীমাংসক মত উপস্থাপিত করিবার জন্য গ্রন্থকার "রূঢ্যর্থ ভিন্নে" ইত্যাদি কারিকার অবতারণা করিতেছেন, অর্থাৎ রূঢ্যর্থভিন্ন বিশেষ্যক যোগার্থ প্রকারক বুদ্ধির প্রতি কোনও সম্প্রদায় রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে পঙ্কজ প্রভৃতি পদ হইতে কখনও কেবলমাত্র যোগার্থবোধ কখনও বা কেবলমাত্র রূঢ্যর্থবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিবৃতি

'পঙ্কজাদি পদেভ্যঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে মীমাংসক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তপ্রদর্শনপূর্বক 'রূঢ্যর্থভিন্নে' ইত্যাদি শ্লোকের ভূমিকা রচনা করিতেছেন। 'কেবলস্যৈব যোগার্থস্য রূঢ্যর্থস্য' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ন্যায়মতের উল্লেখপূর্বক উক্ত ন্যায়মত হইতে বিলক্ষণ মীমাংসক মত উপস্থাপিত করিতেছেন। 'কেবলস্য' এই অংশটি যেরূপ যোগার্থে অন্বিত হইবে তদ্রূপ রূঢ্যর্থেও অন্বিত হইবে। 'বোধবৃন্দাসার্থম্' এই অংশের অর্থ করিতে হইবে, অন্বয়বোধ বারণ করিবার জন্য। "তাদৃশার্থয়োঃ" এখানে 'তাদৃশার্থ' পদের যোগার্থ এবং রূঢ্যর্থরূপ অর্থদ্বয় গৃহীত হইবে। 'সাকাঙ্ক্ষত্বনিয়মো ন কল্প্যতে' অর্থাৎ যোগার্থ প্রকারক রূঢ্যর্থ-বিশেষ্যক অন্বয়বোধজনকত্ব রূপ সাকাঙ্ক্ষত্ব স্বীকৃত হইবে না। তাৎপর্য এই যে, ন্যায়-সিদ্ধান্তে 'পঙ্কজ'পদ হইতে কেবলমাত্র অবয়বশক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজনিকর্তৃত্বপ্রকারক কৈরবাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধের অথবা পঙ্কজপদের সমুদায় শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত কেবলমাত্র পদ্মকে গ্রহণ করিয়া স্থলকমলবিষয়ক অন্বয়বোধ বারণ করিবার জন্য তাদৃশ অর্থদ্বয়ের পরস্পর সাকাঙ্ক্ষত্ব, অর্থাৎ ন্যায় মতে, অবয়ব শক্যার্থ যে পঙ্কজনিকর্তৃত্ব এবং সমুদায় শক্যার্থ যেপদ্ম এতদুভয়ের সাকাঙ্ক্ষ পদোপস্থাপ্যত্ব প্রযুক্ত পরস্পর নিরূপ্য নিরূপক

ভাবাপন্ন বিষয়তাশালী অন্বয়বোধের 'জনক'ত্বই 'পঙ্কজ'পদে স্বীকৃত হইয়াছে। নিরূপ্য নিরূপ ভাবাপন্ন বিষয়তাশূন্য কেবল যোগার্থের বোধ বা কেবল সমুদায়ার্থের বোধ ন্যায়সিদ্ধান্তে স্বীকৃত নহে।

মীমাংসক সম্প্রদায় কিন্তু তাদৃশ অন্বয়বোধ বারণ করিবার জন্য অবয়বশক্তিলভ্য যে যোগার্থ এবং সমুদায়শক্তিলভ্য যে রূঢ্যর্থ এতদুভয়ের পূর্বোক্তরূপ সাকাঙ্ক্ষত্ব কল্পনা করেন না। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যদি মীমাংসক সম্প্রদায় পূর্বোক্ত যোগার্থ এবং সমুদায়ার্থ এতদুভয়ের পরস্পর সাকাঙ্ক্ষত্ব কল্পনা না করেন, তাহা হইলে সমুদায় শক্তিলভ্য রূঢ্যর্থের উপস্থিতি কালে কেবল অবয়ব শক্তিলভ্য যোগার্থ প্রকারক কৈরবাদিবিশেষ্যক অন্বয়বোধ কেমন করিয়া বারিত হইবে? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে, জগদীশ মীমাংসক মত অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন—'পরন্তু' ইত্যাদি। মীমাংসক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, রূঢ্যর্থভিন্ন কোন পদার্থকে বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া অবয়ব শক্যার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি "পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্" এই আকারের রূঢ়িজ্ঞানপ্রতিবন্ধক হইবে। সুতরাং রূঢ়িজ্ঞান থাকাকালে কেবল যোগার্থ প্রকারক অন্বয়বোধ সম্ভাবিত নহে। ইহার ফলে যখন রূঢ়িজ্ঞান না থাকিবে, তখন কেবল অবয়ব শক্তির দ্বারা "পঙ্কজং কুমুদম্" এই আকারের রূঢ্যর্থভিন্ন যে কুমুদ, তদ্বিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে। আবার যখন অবয়বশক্তির দ্বারা পঙ্কজনি কর্তৃত্বের উপস্থিতি থাকিবে না, অথচ সমুদায় শক্তিমাত্রের দ্বারা পদ্মমাত্রেরই উপস্থিতি থাকিবে, তখন কিন্তু 'ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নম্' এই আকারের পদ্মত্বপুরস্কারে স্থলকমলের বোধ হইবে। ইহাই মীমাংসক সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব কল্পনার ফল। উক্ত মীমাংসকমতের উপর আশঙ্কা হইতে পারে, পঙ্কজপদটি সন্দিগ্ধস্থল, অতএব অন্য কোথাও (স্থলান্তরে) রূঢ্যর্থের অনুপস্থিতিকালে রূঢ্যর্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবয়ব শক্যার্থের বোধ এবং অবয়ব শক্যার্থের অনুপস্থিতিকালে কেবল রূঢার্থের বোধ যদি প্রমাণসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উক্তবোধের অনুরোধে পূর্বোক্ত প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু সন্দিগ্ধ স্থলীয় তাদৃশবোধের অনুরোধে নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা 'তৈল' পদটিকে সর্ববাদিসিদ্ধ যোগরূঢ়পদের উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া উক্ত পদ হইতে রূঢ্যর্থের অপ্রতিসন্ধানকালে কেবল অবয়বার্থের এবং যোগার্থের অপ্রতিসন্ধানকালে কেবল রূঢ্যর্থের বোধ সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। সুতরাং তাদৃশ বোধের অনুরোধে রূঢ্যর্থভিন্নবিশেষ্যক যোগার্থপ্রকারক বুদ্ধির প্রতি রূঢ়ি জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা অবশ্য কল্পনা করিতে হইবে।

'তৈল' পদটির যোগার্থ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন 'তিলপ্রভবম্'—অর্থাৎ তিল হইতে উৎপন্ন। তৈলপদের রূঢ্যর্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—"রূঢ্যা চ বিলক্ষণ-দ্রবদ্রব্যপর্যবসিতম্" ইত্যাদি। ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, যোগরূঢ় তৈল পদ হইতে রূঢ্যর্থের এবং যোগার্থের উপস্থিতিকালে তিল হইতে উৎপন্ন বিলক্ষণ দ্রবদ্রব্য-রূপ স্নেহপদার্থ যে তিল-তৈল তাহারই বোধ হইবে। আবার যখন রূঢ্যর্থের উপস্থিতি থাকিবে না তখন 'তৈলং পত্রম্' ইত্যাদিস্থলে পত্রবিশেষ্যক তিলপ্রভবত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ

এবং যোগার্থের অনুপস্থিতি কালে 'সর্ষপস্থ তৈলম্' ইত্যাদিস্থলে সর্ষপপ্রভবত্ব প্রকারক বিলক্ষণ দ্রবদ্রব্যরূপ স্নেহপদার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে। উক্ত মীমাংসক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার জন্য "রূঢ্যর্থভিন্নে যোগার্থ" ইত্যাদি কারিকাটি উপস্থাপিত করিতেছেন।

উক্ত কারিকাটির বিশদার্থ এই যে, কোনও মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন রূঢ্যর্থভিন্ন কোন পদার্থকে বিশেষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া অবয়ব শক্তিলভ্য যোগার্থপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি সমুদায় শক্তিরূপ রূঢ়ির জ্ঞান প্রতিবন্ধক। এই সকল মীমাংসকের মতে সমুদায় শক্তিলভ্য অর্থ এবং অবয়বশক্তিলভ্য অর্থ এতদুভয়ের মধ্যে কদাচিৎ কেবলমাত্র অবয়ব শক্যার্থের উপস্থিতি থাকিলে কেবলমাত্র অবয়বশক্যার্থের এবং কেবলমাত্র সমুদায় শক্তিলভ্য অর্থের উপস্থিতি থাকিলে কেবলমাত্র সমুদায় শক্যার্থের প্রতিপত্তি হইয়া থাকে।

मूलम्

"क्वचित्" समुदायावयवयोरेकमात्रस्य शक्तिप्रतिसन्धानस्थले। यद्यपि पद्मान्य[1]धर्मिकपङ्कजातत्वान्वयबोधसामान्यं प्रति पङ्कजपदं पद्मशक्तमित्येवं रूढिज्ञानत्वेन न विरोधित्वम् तादृशधीसत्त्वेऽपि[2] कर्दमजादिशब्देभ्यस्तादृप्येण कैरवादेरवगमात्, नापि पङ्कजपदजन्य तादृश बोधं प्रत्येव तथात्वेन विरोधित्वम्, रूढिज्ञानदशायामपि समुदायस्य लक्षणया शक्तिभ्रमेण वा पङ्कजपदात् पङ्कजातत्वेन कुमुदबोधस्य सर्वैरुपगमात्। तथाप्यवयवशक्त्या पङ्कजपदजन्यपद्मान्यधर्मिकपङ्कजातत्वान्वयबोधं प्रत्येव रूढिज्ञानत्वेन प्रतिबन्धकत्वम्। न च कुमुद एव पद्मत्वेन रूढिभ्रमदशायां तादृप्येण कुमुदस्य बोधो न स्यात् विरोधिन्या रूढिधियः सत्त्वादिति वाच्यम्। 'पद्मान्यधर्मिके'त्यनेन पद्मत्वानवच्छिन्नविशेष्यताकत्वस्योक्तत्वात्। पद्मस्येव कुमुदस्यापि समुदायशक्तत्वधीदशायामवयवशक्त्या "पङ्कजातं कुमुद"मित्याकारकधीस्वीकारे तु कुमुदादिशक्तत्वज्ञानाजन्यत्वेनापि प्रतिवध्यं विशेषणीयम्।

১। 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এইরূপ রূঢ়ি জ্ঞানকালেও পদ্মবিশেষ্যক পঙ্কজাতত্বপ্রকারক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইজন্য ধর্মীর অংশে 'পদ্মান্য' বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে।

২। উক্ত শঙ্কিত প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব খণ্ডন করিবার জন্য 'তাদৃশধীসত্ত্বেঽপি' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন।

অনুবাদ

'রূঢ্যর্থভিন্নে' ইত্যাদিকারিকার অন্তর্গত "ক্বচিৎ" পদটির সমুদায় এবং অবয়ব এতদুভয়ের মধ্যে একটি মাত্রের শক্তি নিশ্চয় স্থলে, এইরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। (আশঙ্কা) যদ্যপি পদ্মান্যবিশেষ্যক পঙ্কজাতত্বপ্রকারক অন্বয়বুদ্ধি সামান্যের প্রতি 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই আকারের রূঢ়িজ্ঞানত্ব পুরস্কারে প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করা যায় না, (কারণ) উক্ত রূঢ়িজ্ঞান থাকা কালেও কর্দমজ প্রভৃতি শব্দ হইতে উপস্থাপিত পঙ্কজাতত্বপ্রকারক কুমুদাদিবিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। যদি কেহ বলেন পঙ্কজ পদ জন্য পঙ্কজাতত্ব প্রকারক পদ্মান্যধর্মিক অন্বয়বোধের প্রতি উক্ত রূঢ়িজ্ঞানত্ব পুরস্কারে প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করা হইবে, এই উক্তিও ঠিক নহে, কারণ, "পঙ্কজাতং পদ্মম্" এইরূপ রূঢ়ি জ্ঞান থাকা কালেও পঙ্কজপদসমুদায়ে কুমুদ রূপ অর্থে লক্ষণা বা শক্তিভ্রমবশতঃ পঙ্কজ পদ হইতে পঙ্কজাতত্ব পুরস্কারে কুমুদ-বিষয়ক বোধ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ('যদ্যপি' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা উপস্থাপিত আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন) তথাপি অবয়বশক্তিপ্রযোজ্য পঙ্কজপদজনিত পদ্মভিন্নধর্মিক পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়বোধমাত্রের প্রতি পূর্বোক্ত ('পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্') রূঢ়িজ্ঞানত্বপুরস্কারে প্রতিবন্ধকত্ব কল্পিত হইবে। ইহার উপরেও আশঙ্কা হইতে পারে, যখন পদ্মত্ব পুরস্কারে কুমুদে পঙ্কজ পদ সমুদায়ের লক্ষণা বা শক্তিভ্রম থাকিবে তখন পদ্মত্ব পুরস্কারে কুমুদের বোধ হইতে পারে না, কারণ উক্ত বোধের বিরোধী রূঢ়িজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আশঙ্কা কিন্তু ঠিক নহে, (কারণ) 'পদ্মান্যধর্মিক' যাহা বলা হইয়াছে, এই অংশের, পদ্মত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে এইরূপ যে বিশেষ্যতা তন্নিরূপকত্বরূপ অর্থে তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে। পদ্মের ন্যায় কুমুদেও সমুদায় শক্তিজ্ঞানকালে অবয়বশক্তির দ্বারা যদি পদ্মজাতত্বপ্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকৃত হয়, (তাহা হইলে) কুমুদাদি শক্তিজ্ঞানজন্য ভিন্নত্বরূপ ধর্মটির দ্বারা প্রতিবধ্য জ্ঞানটি বিশেষিত করিতে হইবে।

বিবৃতি

'সমুদায়াবয়বয়োরেকমাত্রস্য শক্তিপ্রতিসন্ধানস্থলে' এই: অংশের দ্বারা কারিকার অন্তর্গত 'কচিৎ' শব্দটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃত স্থলে পঙ্কজ পদের পঙ্কজ এই সমুদায় অথবা পঙ্ক প্রভৃতি অবয়ব এতদুভয়ের অন্তর্গত একটিমাত্রের অর্থাৎ কেবল সমুদায়ের

অথবা কেবল অবয়বের শক্তি যখন গৃহীত হইবে তাদৃশ স্থলে, ইহাই, 'কচিৎ' পদের সমুদিতার্থ বুঝিতে হইবে। রূঢার্থ এবং যোগার্থ এতদুভয়ের শক্তি গৃহীত হইলে মীমাংসকমতে যোগার্থমাত্রের অন্বয়বোধ স্বীকৃত নহে। এই জন্য 'একমাত্রস্য' বলা হইয়াছে। 'যদ্যপি' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে যোগার্থ বুদ্ধি এবং রূঢ়িজ্ঞান এতদুভয়ের প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাবের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। জগদীশ বলিতেছেন, পদ্মভিন্ন (পদার্থ) বিশেষ্যক পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়বুদ্ধি সামান্যের প্রতি 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই আকারের পদ্মনিরূপিত শক্তি প্রকারক পঙ্কজ পদবিশেষ্যক জ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করা যায় না। তাৎপর্য এই যে, 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এইরূপ রূঢ়িজ্ঞান থাকা কালে 'পঙ্কজাতং কুমুদম্' এইরূপ কুমুদ বিশেষ্যক পঙ্কজাতত্ব রূপ অবয়বার্থ প্রকারক অন্বয়বোধ বারণ করিবার জন্য পূর্বোক্ত প্রকারে প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব কল্পনা করিলে 'পঙ্কজং কুমুদম্' এই অন্বয়বোধ বারণ হয় বটে, কিন্তু 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্'—এইরূপ রূঢ়িজ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেও 'কর্দমজ' শব্দ হইতে উপস্থাপিত যে পঙ্কজাতত্ব তৎ প্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ সকলেই স্বীকার করেন। যদি পূর্বোক্তরূপে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক ভাব কল্পিত হয়, তাহা হইলে কর্দমজ পদের অবয়ব শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজাতত্ব পুরস্কারে কুমুদের বোধ হইতে পারে না, কারণ, পঙ্কজাতত্বরূপ অর্থটি যে কোন পদ হইতে উপস্থাপিত হউক না কেন তৎপ্রকারক অন্বয় বুদ্ধিসামান্যের প্রতি 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই রূঢ়িজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইবে, ইহাই বলা হইয়াছে, সুতরাং উক্ত প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব কল্পিত হইলে 'কর্দমজং কুমুদম্' এই বাক্য হইতেও তাদৃশ অন্বয়বোধ হইতে পারিবে না।

উক্ত অন্বয়বোধের অনুপপত্তি বারণ করিবার জন্য প্রকারান্তরে কল্পিত প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাবও সমীচীন হইবে না, এই অভিপ্রায়ে 'নাপি' ইত্যাদিগ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। 'নাপি' এই অংশটি অগ্রিম 'বিরোধিত্বম্' এই অংশের সহিত যোজনা করিতে হইবে। তাৎপর্য এই যে, 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই রূঢ়িজ্ঞানকালে কর্দমজ প্রভৃতি যৌগিক শব্দান্তর হইতে পঙ্কজাতত্বপ্রকারক পদ্মান্যবিশেষ্যক অন্বয়বোধের উপপত্তি করিবার জন্য প্রতিবধ্যাংশে পঙ্কজপদজন্যত্ব নিবেশ করিয়া যদি পঙ্কজ পদ হইতে—উৎপন্ন পঙ্কজাতত্ব প্রকারক পদ্মান্যবিশেষ্যক যে অন্বয়বোধ, তাহার প্রতি, পঙ্কজপদং পদ্মশক্তং এই রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করা হয়, তাহাও সঙ্গত হইবে না। কেন সঙ্গত হইবে না তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'রূঢ়িজ্ঞানদশায়ামপি' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই প্রকার রূঢ়িজ্ঞান থাকা কালেও পঙ্কজাতত্বরূপ অর্থে নিরূঢ়লক্ষণা অথবা শক্তিভ্রম থাকিলে 'পঙ্কজাতং কুমুদম্' এইরূপ অন্বয়বোধ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকৃত হইলে লক্ষণাগ্রহাধীন বা শক্তিভ্রমাধীন তাদৃশ অন্বয়বোধ হইতে পারিবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, পঙ্কজ পদসমুদায়ের লক্ষণাবৃত্তিকে গ্রহণ করিয়াই যখন পঙ্কজাতত্ব পুরস্কারে কুমুদবিষয়ক বোধ সম্ভবপর হয়, তখন শক্তিভ্রমাধীন তাদৃশবোধ অনুসরণ করিবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, পঙ্কজপদজন্যত্ব যাহা প্রতি-

বধ্যাংশে নিবেশ করা হইয়াছে, সেখানে পঙ্কজপদজন্যত্ব স্থলে যদি পঙ্কজ পদশক্তিগ্রহজন্যত্ব নিবেশ করা হয়, তাহা হইলে পঙ্কজপদের লক্ষণাধীন শাব্দবোধের অনুপপত্তি হইবে না, কারণ লক্ষণাজনিত তাদৃশ শাব্দবুদ্ধি 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্'—এই রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্য নহে এইজন্য লক্ষণাগ্রহজনিত শাব্দবুদ্ধির অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া পঙ্কজপদের শক্তিভ্রমজনিত শাব্দবোধের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'যদ্যপি' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে পূর্বপক্ষ-স্থাপন করিয়া 'তথাপি' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা উক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান করিতেছেন। 'অবয়বশক্ত্যা' অর্থাৎ পঙ্কজ পদের ঘটক পঙ্ক প্রভৃতি প্রত্যেক পদের শক্তির দ্বারা, 'নিরুক্ত রূঢ়িজ্ঞানত্বেন' এই অংশের 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই আকারের সমুদায় শক্তি গোচর জ্ঞানত্ব পুরস্কারে, এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। তাৎপর্য এই যে, পঙ্কজ পদের অবয়বশক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজনি-কর্তৃত্ব প্রকারক পদ্মভিন্নবিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি 'পঙ্কজপদং পদ্ম-শক্তম্' এই আকারের রূঢ়িজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইবে। এইরূপ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব কল্পনার ফলে, পঙ্কজপদ হইতে পঙ্কজাতত্বপ্রকারক পদ্মভিন্ন যে কুমুদাদি তদ্বিশেষ্যক বোধের আপত্তি যেরূপ বারিত হইবে, তদ্রূপ পঙ্কজ পদের লক্ষণা বা শক্তিভ্রমজনিত পঙ্কজাতত্ব-প্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধের অনুপপত্তিও হইবে না।

'ন চ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রন্থকার অপর একটি শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন। 'ন চ' এই অংশটি অগ্রিম "বাচ্যম্" এই অংশের সহিত অন্বিত হইবে। 'কুমুদ এব পদ্মত্বেন রূঢিভ্রমদশায়াম্' ইত্যাদি। তাৎপর্য এই যে, যখন পঙ্কজপদের পদ্মত্বপুরস্কারে কুমুদে শক্তির ভ্রম হইবে, তখন কিন্তু পঙ্কজাতত্বরূপ যৌগিক অর্থপ্রকারক পদ্মত্বপুরস্কারে কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে। পূর্বে যে, পদ্মান্যধর্মিক পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এইরূপ রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করা হইয়াছে, বর্তমান ক্ষেত্রেও উক্ত রূঢ়িভ্রম হইতে পদ্মত্বপুরস্কারে পদ্মভিন্ন যে কুমুদ তদ্বিশেষ্যক অন্বয়বোধের বিরোধী 'পঙ্কজাতং পদ্মম্' এই আকারের পদ্মত্বাবচ্ছিন্ন কুমুদবিষয়ক রূঢ়িজ্ঞান প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাদৃশ অন্বয়বোধের অনুপপত্তি হইবে, কারণ উক্ত অন্বয়বোধের বিরোধী ভ্রমরূপ রূঢ়িজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার 'পদ্মান্যধর্মিকেত্যনে' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। অর্থাৎ প্রতিবধ্য কোটিতে প্রবিষ্ট বোধে যে, 'পদ্মান্যধর্মিক' বলা হইয়াছে ইহার দ্বারা পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাকরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। ইহার ফলে পঙ্কজাতত্বপ্রকারক পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতানিরূপক অন্বয়বোধের প্রতি 'পঙ্কজ-পদং পদ্মশক্তম্' এইরূপ রূঢ়িজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইবে। ঈদৃশ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব কল্পনা করার ফলে পদ্মত্বপুরস্কারে কুমুদ পদার্থে রূঢ়িভ্রম কালেও পঙ্কজাতং পদ্মম্ এই আকারের পঙ্কজাতত্ব প্রকারক পদ্মত্বাবচ্ছিন্ন কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উপপন্ন হইবে, কারণ উক্ত অন্বয়বোধ পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতার নিরূপক না হওয়ায় ভ্রমাত্মক তাদৃশ রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্য নহে, ইহাই গ্রন্থকারের তাৎপর্য।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, প্রতিবধ্যজ্ঞানে পদ্মত্বভিন্ন ধর্মাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাকত্ব নিবেশ করিলেই যখন পদ্মত্বপুরস্কারে কুমুদ বোধের উপপত্তি হইতে পারে, তখন প্রতিবধ্যাংশে

পদ্মত্বভিন্নধর্মাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাকত্ব নিবেশ না করিয়া পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাকত্ব নিবেশ করিবার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার উত্তরে কৃষ্ণকান্ত বলেন, উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, কারণ, 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এইরূপ রূঢ়িজ্ঞান থাকা কালেও 'সরসি পঙ্কজমুৎপন্নম্' ইত্যাদি বাক্য হইতে সরোবরাধিকরণক 'উৎপত্তিমদভিন্নং পঙ্কজম্' এই আকারের পঙ্কজাতত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যক অভেদসম্বন্ধেন উৎপত্তিমৎপ্রকারক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত অন্বয়বোধে বিশেষ্যতার অবচ্ছেদক যে পঙ্কজাতত্ব, তদংশে কোনও ধর্মিতাবচ্ছেদকের ভান না হওয়ায় অবশ্যই উক্তবোধ পঙ্কজাতত্বাংশে নির্ধর্মিতাবচ্ছেদকক হইবে, সুতরাং পদ্মত্বভিন্ন ধর্মাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক হইবে না। অতএব তাদৃশ বোধে পদ্মত্বাভিন্নধর্মানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাকত্ব থাকার জন্য উক্তবোধ পূর্বোক্ত রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্যও হইতে পারে না। সুতরাং উক্তবোধের প্রতিবধ্যত্ব রক্ষার অনুরোধে প্রতিবধ্যাংশে পদ্মত্বভিন্নধর্মাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ না করিয়া পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাকত্ব নিবেশ করা হইয়াছে। ইহার ফলে, উক্তবোধ পঙ্কজাতত্বাংশে নির্ধর্মিতাবচ্ছেদকক হইলেও পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক হওয়ায় রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইতে পারিবে।

এখন আপত্তি হইতে পারে 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এইরূপ রূঢ়িজ্ঞান সমকালে 'পঙ্কজপদং কুমুদশক্তম্' এই আকারের রূঢ়িভ্রম থাকিলে তাদৃশ রূঢ়িজ্ঞান হইতে যেরূপ পঙ্কজাতত্ব প্রকারক পদ্মবিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকৃত হয় তদ্রূপ পঙ্কজাতত্বপ্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধও স্বীকৃত হইয়া থাকে, পূর্বোক্ত রূপ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব কল্পিত হইলে পঙ্কজাতত্বকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইতে পারে না, কারণ উক্ত বোধ পদ্মত্বভিন্ন যে কুমুদত্বরূপ ধর্ম তদবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতার নিরূপক হইয়াছে, সুতরাং 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্য হওয়ায় তাদৃশবোধের অনুপপত্তি হইবে না কেন? এই আপত্তির সমাধান কল্পে গ্রন্থকার "পদ্মস্যেব কুমুদস্যাপি" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, "পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্" এইরূপ যথার্থ রূঢ়িজ্ঞান সম কালে যদি পঙ্কজপদং কুমুদশক্তং এই আকারের সমুদায় শক্তির ভ্রম উপস্থিত থাকে এবং তদুত্তরক্ষণে 'পঙ্কজাতং পদ্মম্' এইরূপ পঙ্কজাতত্বপ্রকারক পদ্মত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক অন্বয়বোধ যেরূপ উৎপন্ন হইবে, অনুরূপভাবে, 'পঙ্কজাতং কুমুদম্' এই আকারের পঙ্কজাতত্ব প্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উক্ত অন্বয়বোধের উপপত্তি করিবার জন্য প্রতিবধ্য জ্ঞানে যেরূপ পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাকত্ব নিবেশ করা হইয়াছে তদ্রূপ কুমুদাদি শক্তিজ্ঞানগত জনকতানিরূপিত জন্যতা শূন্যত্বও নিবেশ করিতে হইবে। উক্ত নিবেশের ফলে তাদৃশ সমূহাবলম্বন রূঢ়িজ্ঞান হইতে উৎপন্ন পঙ্কজাতত্বপ্রকারক কুমুদবিশেষ্যক বোধটি 'পঙ্কজপদং কুমুদশক্তম্' এইরূপ রূঢ়িজ্ঞানজনিত হওয়ায় 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইবে না।

বাস্তবিক পক্ষে পঙ্কজ "পদং পদ্মশক্তম্" এই রূঢ়িজ্ঞান সমকালে 'পঙ্কজপদং কুমুদশক্তম্' এই আকারের রূঢ়িভ্রম থাকিলেও তদুত্তরক্ষণে উৎপন্ন বোধটি যে পঙ্কজাতত্বপ্রকারক কুমুদবিশেষ্যক হইবে, ইহার অনুকূল কোনও প্রমাণ অনুভবসিদ্ধ নহে। সুতরাং প্রমাণ-

সিদ্ধ নয় এইরূপ বোধের অনুরোধে কুমুদশক্তত্বজ্ঞানাজন্যত্বরূপ একটি বিশেষণ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এই অভিপ্রায়েই 'পঙ্কজাতং কুমুদমিত্যাকারকধীস্বীকারে তু' এই তুকারের দ্বারা গ্রন্থকার তাদৃশবোধের সন্দিগ্ধতা ব্যক্ত করিয়াছেন।

मूलम्

न च यत्र तात्पर्यादिधीविलम्बादयोग्यताभ्रमादिना प्रतिबन्धकाद्वा, रूढ्योपस्थिते पद्मे योगार्थस्य पङ्कजनिकर्तुरनन्वयस्तत्रावयवशक्त्या पङ्कजातत्वेन कुमुदादिबोधो न स्यात् विरोधिनो रूढिज्ञानस्य सत्त्वादिति वाच्यम्। मीमांसकानामिष्टत्वात्, ते हि 'मण्डपं भोजयेदित्या'दावपि गृहादौ रूढिधीसत्त्वे मण्डपादिपदानामवयवशक्त्या मण्डपानकर्त्रादिर्न मन्वते बोधम्, भ्रमत्वग्रहानास्कन्दितस्यैव रूढ्यर्थगोचरतत्तदयोग्यताज्ञानाद्यभावविशिष्टस्यैव रूढिज्ञानस्य विरोधिताया सुवचत्वाच्च। यदि च समुदाय एव पङ्कजनिकर्तृत्वेन पद्मत्वेन च शक्त्योः भ्रमप्रमाभ्यां पङ्कजातं पद्ममित्याकारको बोधः प्रामाणिकः, तदानीं च पङ्कजनिकर्तृत्वेन कुमुदस्य नान्वयधीः तदावयवशक्त्येत्यपहाय पङ्कजपदघटकशब्दशक्त्येति प्रतिवध्यकुक्षौ निक्षेपणीयम्। तद्घटकत्वञ्च तद्विषयिताव्यापकविषयिताकत्वमात्रं तदवयव इव तत्राप्यविशिष्टम्।

অনুবাদ

(আশঙ্কা) যেখানে তাৎপর্যজ্ঞানের বিলম্ববশতঃ অথবা অযোগ্যতাভ্রমরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ (পঙ্কজপদের) সমুদায় শক্তির দ্বারা উপস্থিত পদ্মে যোগার্থ পঙ্কজনিকর্তৃত্বের অন্বয়বোধ হয় না, সেখানে পঙ্কজাতত্ব পুরস্কারে কুমুদাদিবিষয়ক বোধ হইতে পারে না, (কারণ) (তাদৃশবোধের) বিরোধী রূঢ়িজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। (উক্ত আশঙ্কার সমাধান) ইহা মীমাংসকগণেরও অভিপ্রেত। (কারণ, মীমাংসক সম্প্রদায়) 'মণ্ডপানকর্তাকে ভোজন করাও' ইত্যাদি স্থলে মণ্ডপপদং গৃহে শক্তম্ এইরূপ গৃহাদিতে রূঢ়িজ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে মণ্ডপাদি-পদের অবয়ব শক্তিমূলে মণ্ডপানকর্তা প্রভৃতির অন্বয়বোধ স্বীকার করেন না।

এইজন্য ভ্রমত্বজ্ঞানবিরহ বিশিষ্টের ন্যায় রূঢ্যর্থ বিষয়ক তৎ তৎ অযোগ্যতাজ্ঞানাদির অভাব বিশিষ্ট রূঢ়িজ্ঞানের বিরোধিত্বও বলা যাইতে পারে।

যদি পঙ্কজ পদ সমুদায়মাত্রেই পঙ্কজনিকর্তৃত্ব পুরস্কারে এবং পদ্মত্ব পুরস্কারে শক্তিভ্রম ও প্রমাবশতঃ 'পঙ্কজাতং পদ্মম্' এই আকারের (পঙ্কজনিকর্তৃত্ব প্রকারে পদ্মের) বোধ প্রমাণসিদ্ধ হয়, এবং তাদৃশ বোধ কালে পঙ্কজনিকর্তৃত্ব পুরস্কারে কুমুদবিষয়ক অন্বয়বোধ না হয়, তাহা হইলে, অবয়ব শক্তি প্রযোজ্য যাহা বলা হইয়াছে তাহা পরিহার করিয়া পঙ্কজ পদ ঘটক পদশক্তি প্রযোজ্যত্ব প্রতি-বধ্যকোটিতে নিবেশ করিতে হইবে। এখানে তদ্ ঘটকত্বও তদ্বিষয়িতাব্যাপক-বিষয়িতাকত্ব মাত্র বুঝিতে হইবে। ইহার ফলে উক্ত ঘটকত্ব পঙ্ক প্রভৃতি অবয়বে যেরূপ থাকিবে, পঙ্কজ এই সমুদায়েও অনুরূপভাবে থাকিবে।

বিবৃতি

"পঙ্কজপদং পদ্মশক্তং" এই আকারের রূঢ়ি জ্ঞান থাকা কালীন পঙ্কজাতত্বপ্রকারক পদ্মবিশেষ্যক অন্বয়বোধের অনুকূল কারণান্তর যদি না থাকে অথবা "পদ্মং পঙ্কজাতভিন্নম্" এইরূপ ভ্রমাত্মক অযোগ্যতাজ্ঞান থাকে তাহা হইলে পঙ্কজাতত্বপ্রকারক পদ্মবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু এই ক্ষেত্রে পঙ্কজপদের যোগার্থ যে পঙ্কজনিকর্তৃত্ব তৎপ্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ হওয়াই সমীচীন, কিন্তু পঙ্কজপদের যোগার্থ যে পঙ্কজাতত্ব তৎপ্রকারক পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি পঙ্কজপদং পদ্মশক্তং এই রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পিত থাকায় 'পঙ্কজং কুমুদম্' এই আকারের পঙ্কজাতত্বপ্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ সম্ভবপর নহে। 'ন চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে এই আশঙ্কাই ব্যক্ত হইয়াছে। 'ন চ' এই অংশটি 'অগ্রিমবাচ্যম্' এই অংশের সহিত অন্বিত হইবে। 'তাৎপর্যাদি ধী বিলম্বাৎ' এখানে আদি পদের দ্বারা আসত্তি প্রভৃতির জ্ঞান গৃহীত হইবে। যদি তাৎপর্য জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে পঙ্কজাতত্বপ্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধও স্বীকৃত হইবে না। এইভাবে যদি ইষ্টাপত্তি করা হয়, তাহা হইলেও পদ্মত্ববিশিষ্টে পঙ্কজাতত্বের অভাব নিশ্চয়কালে "পঙ্কজাতং কুমুদম্" এই আকারের বোধ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "অযোগ্যতা ভ্রমাদিনা প্রতিবন্ধাদ্বা"। তাৎপর্য এই যে, পঙ্কজাতত্বশূন্যং পদ্মম্ অথবা পঙ্কজনিকর্তৃভিন্নং পদ্মং এই আকারের অযোগ্যতার ভ্রমাত্মক নিশ্চয় থাকিলে উক্ত নিশ্চয় "পঙ্কজাতং পদ্মম্" এইরূপ অন্বয়বোধের বিরোধী হইবে, সুতরাং তাদৃশ নিশ্চয়ের পরক্ষণে পঙ্কজাতত্ব প্রকারক পদ্মবিশেষ্যক অথবা অভেদ সম্বন্ধে পঙ্কজনিকর্তৃপ্রকারক পদ্ম-বিশেষ্যক অন্বয়বোধের সম্ভাবনা না থাকায় সেখানে পঙ্কজাতত্ব প্রকারক কুমুদাদি বিশেষ্যকবোধ উৎপন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাদৃশবোধও উৎপন্ন হইতে পারিবে না। কারণ, পঙ্কজাদিপদ জনিত যোগার্থ প্রকারক কুমুদাদি বিশেষ্যক অন্বয়-

বোধের বিরোধী রূঢ়িজ্ঞান তাদৃশ অযোগ্যতা ভ্রমকালে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই আশঙ্কাই "ন চ ইত্যাদি বাচ্যমিত্যন্ত" সন্দর্ভের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত আশঙ্কার সমাধানকল্পে যোগার্থ-বুদ্ধির প্রতি রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাবাদি মীমাংসক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—"মীমাংসকানামিষ্টত্বাৎ" অর্থাৎ তাদৃশ অযোগ্যতা ভ্রমকালীন রূঢ়িজ্ঞান ও পঙ্কজাতত্বপ্রকারক কুমুদাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধের বিরোধী হওয়ায় উক্ত বোধ উৎপন্ন হইবে না। ইহা মীমাংসকমতসিদ্ধ হওয়ায় মীমাংসকগণ উক্ত বোধের অনুৎপত্তি বিষয়ে ইষ্টাপত্তি করিবেন।

কেন মীমাংসকগণ উক্ত যোগার্থ বোধের অনুৎপত্তি বিষয়ে ইষ্টাপত্তি করিবেন তাহাই "তে হি ইত্যাদি ন মন্যতে বোধম্" ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা সমর্থন করিতেছেন। "মণ্ডপং ভোজয়েৎ" অর্থাৎ মণ্ডপায়ীকে ভোজন করাও এই স্থলে "মণ্ডপপদং গৃহে শক্তম্" এইরূপ রূঢ়িজ্ঞান মণ্ডপায়ীর ভোজনরূপ যোগার্থ বুদ্ধির বিরোধী হওয়ায় উক্ত যোগার্থবুদ্ধি উৎপন্ন হইবে না। ইহা যেমন মীমাংসকগণের সম্মত, তদ্রূপ পঙ্কজপদস্থলেও তাদৃশ অযোগ্যতা ভ্রমকালীন রূঢ়িজ্ঞানও বিরোধী হওয়ায় পঙ্কজনি কর্তৃত্ব প্রকারক কুমুদাদিবিশেষ্যক অন্বয় বুদ্ধিও উৎপন্ন হইবে না। ইহাই মীমাংসক সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত।

"মণ্ডপং ভোজয়েৎ" এখানে 'ভোজয়েৎ' এই ক্রিয়াপদটি থাকার ফলে মণ্ডপপদের রূঢ্যর্থ গৃহাদি গোচর অন্বয়বোধ যে এই ক্ষেত্রে কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে; ইহা সূচিত হইয়াছে।

যদি উক্ত অযোগ্যতা ভ্রমকালীন রূঢ়িজ্ঞান থাকা কালেও "পঙ্কজং কুমুদং" এই বাক্য হইতে পঙ্কজাতত্ব প্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইহার অনুকূলেও সমাধান প্রদর্শন করিবার জন্য "ভ্রমত্বগ্রহানাস্কন্দিতস্যৈব" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন।

তাৎপর্য এই যে, যোগার্থবুদ্ধির প্রতি পূর্বোক্তক্রমে রূঢ়িজ্ঞানের যে প্রতিবন্ধকত্ব কল্পিত হইয়াছে, উক্ত রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাতে "ইদং জ্ঞানং তদভাববতি তৎ প্রকারকম্" এইরূপ অপ্রামাণ্যজ্ঞান উত্তেজক হওয়ায় উক্ত অপ্রামাণ্যগ্রহাভাব বিশিষ্ট রূঢ়িজ্ঞানের যেরূপ প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করিতে হয়, তদ্রূপ অযোগ্যতা জ্ঞান ও উক্ত প্রতিবন্ধকতাতে উত্তেজক হওয়ায় রূঢ্যর্থধর্মিক তাদৃশ অযোগ্যতাজ্ঞানাদ্যভাববিশিষ্ট রূঢ়িজ্ঞানের তাদৃশ যোগার্থবুদ্ধির প্রতি প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃতস্থলে রূঢ়িজ্ঞান, রূঢ্যর্থধর্মিক অযোগ্যতাজ্ঞান—বিরহ বিশিষ্ট না হওয়ায় উক্ত রূঢ়িজ্ঞান থাকাকালে পঙ্কজপদজনিত পঙ্কজাতত্বপ্রকারক কুমুদাদিবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে। ইহাই গ্রন্থকার, 'ভ্রমত্বগ্রহানাস্কন্দিতস্যৈব' ইত্যাদি 'সুবচত্বাচ্চ' ইত্যন্ত সন্দর্ভের মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছেন।

তদ্গোচর শাব্দবোধের প্রতি তদ্বিষয়ক উপস্থিতির মাধ্যমে তদ্বিষয়ক শক্তিজ্ঞান কারণ হয়। পঙ্কজপদের পঙ্কজনি কর্তৃরূপ অর্থে ভ্রমাত্মক শক্তিগ্রহকালে অর্থাৎ 'পঙ্কজপদং পঙ্কজাত-শক্তম্' এইরূপ পঙ্কজ পদ সমুদায়ের ভ্রমাত্মক রূঢ়িজ্ঞানকালে, পঙ্কজপদং পদ্মশক্তং এই

আকারের পদ্মত্বাবচ্ছিন্নে পঙ্কজ পদের যথার্থ সমুদায় শক্তিগ্রহ হইতে যদি 'পঙ্কজাতং পদ্মম্' এইরূপ পঙ্কজনি কর্তৃত্ব প্রকারক পদ্মবিশেষ্যক অন্বয়বোধ প্রমাণসিদ্ধ হয় এবং পঙ্কজাতত্ব প্রকারক কুমুদাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ যদি প্রমাণসিদ্ধ না হয় 'যদি চ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রন্থকার এই আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন। 'যদি চ' এই অংশটি পরবর্তী 'বোধ-প্রামাণিকঃ' এই অংশে এবং 'নান্বয়ধীঃ' এই অংশে অন্বিত হইবে। 'সমুদায় এব' অর্থাৎ পঙ্ক-জন্-ড-এতৎ সমুদায়মাত্রে। "পদ্মজনি-কর্তৃত্বেন পদ্মত্বেন চ ভ্রমপ্রমাভ্যাম্" এখানে যথাক্রমে ভ্রমাংশে তৃতীয়ান্ত পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্বপদের দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্বরূপ ধর্মবিশিষ্টের, এবং প্রমাংশে তৃতীয়ান্ত পদ্মত্বপদোপস্থাপিত পদ্মত্বরূপ ধর্মবিশিষ্টের অন্বয় করিতে হইবে। কোনও কোনও পুস্তকে প্রমাভ্রমাভ্যাম্ এইরূপ পাঠ দেখা যায়। এইরূপ পাঠ কিন্তু সংগত নহে, কারণ, ক্রমিক দুইটি পদার্থ উল্লিখিত হওয়ার পরে পরবর্তী দ্বন্দ্ব-সমাসের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থদ্বয়ে, পূর্বের উল্লিখিত ক্রম অনুসারে পদার্থদ্বয়ের অন্বয় হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। পূর্বে তৃতীয়ান্ত পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্বেন পদ্মত্বেন এইরূপ উল্লিখিত হওয়ার পরে যদি প্রমাভ্রমাভ্যাম্ এইরূপ দ্বন্দ্বসমাস নিষ্পন্ন পদ উল্লিখিত হয় তা হইলে উক্ত প্রমা এবং ভ্রম পদার্থে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থের বিপরীত ক্রমে অন্বয় স্বীকার করিতে হয়। যেখানে ক্রম অনুসারে অন্বয় সম্ভবপর হয় সেখানে বিপরীত ক্রমে অন্বয় বুৎপত্তিবিরুদ্ধ। অতএব ভ্রমপ্রমাভ্যাম্ এই পাঠই সমীচীন। 'পঙ্কজাতং পদ্ম'মিত্যাকারক-বোধঃ প্রামাণিকঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব প্রকারে পঙ্কজ পদ সমুদায়ে শক্তি-ভ্রমকালীন উক্ত সমুদায়ে পদ্মত্ব প্রকারে যথার্থ শক্তিজ্ঞান হইতে পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব প্রকারক পদ্মবিশেষ্যক শাব্দবোধ যদি প্রমাণসিদ্ধ হয় এবং তাদৃশ শক্তিজ্ঞানের পরে পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব প্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ যদি প্রমাণসিদ্ধ না হয়। এখানে যদি পদটির উভয় স্থলে অন্বিত হওয়ায় তাদৃশ স্থলে, পঙ্কজ পদ সমুদায়ের দ্বারা শক্তিভ্রমাধীন উপস্থাপিত পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব প্রকারক কুমুদ বিশেষ্যক অন্বয়বোধে বিশেষণ পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব, পঙ্কজ পদের অবয়ব শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত না হওয়ায় পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্ এইরূপ রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইবে না। সুতরাং কোনরূপ বাধক না থাকায় তাদৃশ রূঢ়িজ্ঞান থাকিলেও পরবর্তীক্ষণে 'পঙ্কজাতং কুমুদম্' এইরূপ পঙ্কজপদের সমুদায় শক্তি দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্ক-জনি কর্তৃত্ব প্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়বোধ অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। 'যদি চ' পদের দ্বারা এই পক্ষান্তর সূচিত হইয়াছে।

"পঙ্কজপদম্ পদ্মশক্তম্" এই রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্য কোটিতে যে অবয়বশক্ত্যা পঙ্ক-জাতত্ব প্রকারকত্ব নিবিষ্ট হইয়াছে সেখানে অবয়ব পদের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে শঙ্কিত স্থলে "পঙ্কজপদম্ পঙ্কজনিকর্তৃশক্তম্" এইরূপ শক্তি ভ্রম জনিত পঙ্কজনিকর্তৃত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ "পঙ্কজপদম্ পদ্মশক্তম্" এই রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইতে পারে না, কারণ উক্ত জ্ঞানে প্রকারীভূত পঙ্কজনিকর্তৃত্বরূপ ধর্মটি অবয়ব শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত নহে। এইভাবে শঙ্কাগ্রন্থ উপস্থাপিত করিয়া গ্রন্থকার প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদক কোটিতে প্রবিষ্ট অবয়বশব্দটির যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ঘটকত্বরূপ লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ

পূর্বক উক্ত শঙ্কার সমাধান করিবার জন্য "তদাবয়বশক্ত্যোত্যপহায়" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, পঙ্কজপদের ঘটক শব্দের শক্তি দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজাতত্ব প্রকারক পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি 'পঙ্কজপদম্ পদ্মশক্তম্' এইরূপ রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা কল্পিত হইবে। সুতরাং পঙ্কজনিকর্তৃরূপ অর্থে পঙ্কজপদসমুদায়ের শক্তিভ্রমজনিত অন্বয়বোধ পঙ্কজপদের অবয়বশক্তিলভ্য অর্থ-প্রকারক না হইলেও পঙ্কজপদের ঘটক যে পঙ্কজ শব্দ তদ্গতশক্তিভ্রমাধীন উপদর্শিত স্থলীয় পঙ্কজাতত্বপ্রকারক কুমুদাদিবিশেষ্যক হওয়ায় উক্ত বোধ "পঙ্কজপদম্ পদ্মশক্তম্" এই রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইতে পারিবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে—অবয়বশক্ত্যা এই স্থলে পঙ্কজপদঘটক শব্দশক্তি প্রযোজ্য এইরূপ অর্থ গৃহীত হইলেও তাদৃশ পঙ্কজনিকর্তৃবিষয়ক বোধ পঙ্কজপদের ঘটক শব্দশক্তির প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ, তদ্ভিন্ন হইয়া তদ্বিষয়িতার ব্যাপক যে বিষয়িতা তন্নিরূপকত্বকেই ঘটকত্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং পঙ্কজপদে পঙ্কজপদভিন্নত্ব না থাকায় পঙ্কজ পদ পঙ্কজপদের ঘটক হইতে পারে না। এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন এখানে পঙ্কজপদের ঘটকত্বগর্ভে পঙ্কজপদভিন্নত্ব নিবেশ করার কোনরূপ প্রয়োজন না থাকায় ভেদগর্ভ ঘটকত্ব পরিহার করিয়া কেবলমাত্র তদ্বিষয়িতা ব্যাপক বিষয়িতাকত্বমাত্রই ঘটকত্বরূপে গৃহীত হইবে। অতএব পঙ্কজপদ বিষয়িতার ব্যাপক বিষয়িতারূপে যেরূপ পঙ্কবিষয়িতা জন্ধাতুবিষয়িতা, ড প্রত্যয় বিষয়িতা গৃহীত হওয়ার ফলে পঙ্ক—জন্ + ড এই প্রত্যেক পদে যেরূপ পঙ্কজ পদের ঘটকত্ব থাকিবে, তদ্রূপ পঙ্কজ পদ বিষয়িতার ব্যাপক বিষয়িতারূপে পঙ্কজ এই সমুদায় বিষয়িতাও গৃহীত হওয়ায় তাহার নিরূপক পঙ্কজ এই সমুদায়াত্মক পদটিও পঙ্কজপদের ঘটক হইতে পারিবে। এই অভিপ্রায়ে জগদীশ বলিয়াছেন, তদ্ঘটকত্বঞ্চেহ তদ্বিষয়িতাব্যাপক বিষয়িতাকত্বম্, তদ্ অবয়ব এব তত্রাপি অবিশিষ্টম্।

मूलम्

यत् तु, स्वावयवशक्त्या पङ्कजपदजन्यं पङ्कजनिकर्तृत्वेनान्वयबोधं प्रति पद्मत्वं हेतुस्तत्र कार्यस्य विशेष्यत्वं तदवच्छेदकत्वं वा कारणस्य तु समवायस्तादात्म्यं वा, प्रत्यासत्तिरित्येतावतैव योगार्थमर्यादया कुमुदादेर्बोध-व्युदाससम्भवात्, उक्तक्रमेण प्रतिबन्धकतायां मानाभावः, पद्मत्वं पङ्कजपद-प्रयोगोपाधिरिति प्राचीनप्रवादस्याप्युक्तार्थ एव पर्यवसानादिति।

অনুবাদ

কোনও (প্রাচীন) মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন স্বকীয় অবয়ব শক্তি প্রযোজ্য পঙ্কজ পদজনিত পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি পদ্মত্ব (ধর্ম) কারণ সেখানে কার্যের বিশেষ্যত্ব অথবা বিশেষ্যতার অবচ্ছেদকত্ব (সম্বন্ধ) কারণের কিন্তু সমবায় অথবা তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হইবে। এই উপায়েই যোগার্থ মর্যাদায় (যোগার্থ প্রকারক) কুমুদাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ বারিত হইবে। পূর্বোক্ত ক্রমে যে, প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব কল্পিত হইয়াছে (তাহা) প্রামাণিক নহে। পদ্মত্ব (ধর্মটি) পঙ্কজ পদ প্রয়োগে উপাধি হইবে। এই প্রাচীনপ্রবাদেরও উক্ত (কার্যকারণভাবরূপ) অর্থেই পর্যবসান হইবে।

বিবৃতি

যাঁহারা পদ্মত্বকে পঙ্কজ পদ প্রয়োগের উপাধি স্বরূপ বলেন 'যত্তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে, উক্ত প্রাচীন মীমাংসক সম্প্রদায়ের মত উপস্থাপিত করিতেছেন। ইঁহারা বলেন পঙ্কজপদের অবয়ব শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত যে পঙ্কজনি-কর্তৃত্ব তৎ প্রকারক অন্বয় বোধের প্রতি পদ্মত্ব কারণ। এখানে তাদৃশ অন্বয়বোধ কার্য এবং তাহার কারণ বলা হইয়াছে পদ্মত্ব। যদি সমবায় সম্বন্ধকে কার্য ও কারণের নিয়ামক সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বোধরূপকার্যটি সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে থাকায় এবং পদ্মত্ব ধর্মটি সমবায় সম্বন্ধে পদ্মে বর্তমান থাকায় কার্য ও কারণ ব্যধিকরণ হওয়ায় কার্যকারণভাব কল্পনা করা সম্ভবপর নহে, এইজন্য অর্থাৎ তাদৃশ অন্বয় বোধরূপ কার্য এবং পদ্মত্বরূপ কারণ এতদুভয়ের সামানাধিকরণ্য ব্যবস্থিত করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন 'কার্যস্য বিশেষ্যত্বং তদবচ্ছেদত্বং বা কারণস্য তু সমবায়স্তাদাত্ম্যং বা প্রত্যাসত্তিঃ' অর্থাৎ বিশেষ্যতা সম্বন্ধে তাদৃশ অন্বয়বোধ রূপ কার্যের প্রতি সমবায় সম্বন্ধে পদ্মত্ব কারণ। এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পিত হওয়ার ফলে উক্ত অন্বয়বোধের কারণ পদ্মত্ব ধর্মটি পদ্মরূপ ধর্মীতে অবস্থিত থাকায় উক্ত ধর্মীতে পঙ্কজপদের অবয়ব শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ বিশেষ্যতা সম্বন্ধে উৎপন্ন হইতে পারিবে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, পদ্মরূপ ধর্মীটি বর্তমান থাকিলে উক্ত কার্যকারণভাব মূলে উক্ত ধর্মীতে পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ সম্ভবপর হইলেও অতীত বা অনাগত পদ্মকে বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া যখন পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব প্রকারক শাব্দবোধ উৎপন্ন হইবে তখন পদ্ম অনুপস্থিত থাকায় সমবায় সম্বন্ধে কারণীভূত পদ্মত্ব ধর্মটি অতীত বা অনাগত পদ্মরূপ ধর্মীতে না থাকায় সেখানে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে তাদৃশ অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ সবিষয়ক (জ্ঞানাদি) ভিন্ন কোনও পদার্থ যে কোনও সম্বন্ধে বিনষ্ট অথবা অনাগত পদার্থে বিদ্যমান থাকে না অথচ উক্তস্থলে বিশেষ্যটি অতীত বা অনাগত হইলেও তাহাকে

অবলম্বন করিয়া পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ, বিশেষ্যতাসম্বন্ধে উৎপন্ন হয় ইহা সর্ববাদিসম্মত—ফলে, বিশেষ্যতা সম্বন্ধে কার্যের অধিকরণে অতীতপদ্মে সমবায় সম্বন্ধে পদ্মত্ব-ধর্মটি কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে বর্তমান না থাকায় ব্যতিরেক ব্যভিচার হইবে, সুতরাং তাদৃশ কার্যকারণভাব কল্পিত হইতে পারেনা।

এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার উক্ত কার্যকারণ ভাবের নিয়ামক বিশেষ্যত্ব ও সমবায় সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্ব এবং তাদাত্ম্য সম্বন্ধকে কার্যতার এবং কারণতার নিয়ামক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। ইহার ফলে উক্ত মীমাংসক মতে বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধে তাদৃশ পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পদ্মত্বজাতি কারণ—এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে। পদ্মত্বজাতিটি নিত্য হওয়ায় তাদৃশ অন্বয়বোধের পূর্বক্ষণে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অবশ্যই পদ্মত্বে বিদ্যমান থাকিয়া উক্ত অন্বয়বোধের কারণ হইতে পারিবে। পূর্বকল্পিত প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব উপেক্ষা করিয়া প্রাচীন মীমাংসক কল্পিত কার্যকারণভাব কল্পনা করার অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'ইত্যেতাবতৈব যোগার্থমর্যাদয়ে'ত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। প্রাচীন মীমাংসকগণের বক্তব্য এই যে পদ্মান্যধর্মিক পঙ্কজশব্দঘটক পদোপস্থাপ্য পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব প্রকারকবোধের প্রতি যে রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করা হইয়াছে, উক্ত প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব কল্পনা না করিলেও উক্তকার্যকারণভাব স্বীকৃতির ফলে পদ্মান্য-ধর্মিক অবয়বশক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়বোধের প্রসক্তি যখন বারিত হইতে পারে তখন উক্ত প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব প্রমাণসিদ্ধ নহে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে উক্ত কার্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে, পদ্মত্বকে বৃদ্ধ মীমাংসক-সম্প্রদায় যে 'পঙ্কজপদপ্রয়োগের উপাধি' বলেন এই প্রাচীন ('পদ্মত্বং পঙ্কজপদ-প্রয়োগোপাধিঃ') প্রবাদবাক্যটি কি করিয়া সঙ্গত হইবে এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার উক্ত মীমাংসক মত সমর্থন করিবার জন্য বলিতেছেন 'পদ্মত্বং পঙ্কজপদপ্রয়োগোপাধিঃ' যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পূর্বোক্ত কার্যকারণভাবেই তাৎপর্য পর্যবসিত হওয়ায় উক্ত প্রবাদবাক্যের কোনরূপ অসঙ্গতি হইবে না।

मूलम्

तत्तुच्छं, पद्मागृहीतशक्तिकस्यापि पुंसः पङ्कजनिकर्तृत्वेनावयव-शक्त्या कुमुदस्य बोधानुदयप्रसङ्गात्, न चेष्टापत्तिरनुभवविरोधात्, न च रूढ़िज्ञानकालीनमेव योगार्थस्य बोधं प्रत्युक्तरीत्या पद्मत्वस्य हेतुत्वम्, तथा सति रूढ़िधीदशायामपि तदसमानकालीनस्य पङ्कजातत्वेन कुमुदबोधस्य

सामान्यसामग्रीमहिम्ना दुर्वारतापत्तेः, रूढ़िज्ञानासमानकालीनतादृशबोधं प्रति विशेषतो हेत्वन्तरस्याक्लृप्तत्वात्, तत्कल्पने चातिगौरवात् ।

অনুবাদ

(পূর্বোক্ত) প্রাচীন মীমাংসক সম্প্রদায়ের এই মত তুচ্ছ অর্থাৎ গ্রহণের অযোগ্য কারণ পূর্বোক্ত কার্যকারণভাব গৃহীত হইলে যেই পুরুষের পদ্মে সমুদায়-শক্তি গৃহীত হয় নাই সেই পুরুষের পক্ষে পঙ্কজপদের অবয়ব শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজনিকর্তৃত্বপ্রকারক কুমুদ বিশেষ্যক বোধ উৎপন্ন হইতে পারে না, উক্ত বোধের অনুৎপত্তিকে ইষ্টাপত্তি করাও সম্ভব পর নহে, কারণ তাহা হইলে অনুভবের বিরোধ হইবে। যদি বলা হয়, রূঢ়িজ্ঞানকালীন যোগার্থ বোধের প্রতি পূর্বোক্ত রীতিতে পদ্মত্বের কারণত্ব কল্পনা করা হইবে, এই উক্তিও সঙ্গত নহে। (কারণ) তাহা হইলে রূঢ়িজ্ঞান থাকা কালেও সামান্য সামগ্রী হইতে রূঢ়িজ্ঞানের অসমানকালীন পঙ্কজাতত্বপ্রকারক কুমুদবিশেষ্যকবোধের আপত্তি বারণ করা যাইবে না। কেননা, রূঢ়িজ্ঞানের অসমানকালীন তাদৃশ বোধের প্রতি কোনও বিশেষ কারণান্তর কল্পিত হয় নাই। (যদি তাদৃশবোধের প্রতি বিশেষ কোনও কারণান্তর কল্পনা করা হয় তাহা হইলে তন্নিবন্ধন মহাগৌরব হইবে।)

বিবৃতি

'পঙ্কজ'পদের অবয়ব শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজাতত্ব প্রকারক কুমুদাদি বিশেষ্যক অর্থাৎ পদ্মান্যবিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি পূর্বোক্তরীতিতে পদ্মত্বধর্মটিকে প্রতিবন্ধক স্বীকার করিলে পঙ্কজাদিপদের 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই আকারের রূঢ়িজ্ঞান না থাকা কালেও পঙ্কজাদি পদ হইতে পঙ্কজাতত্ব প্রকারক কুমুদাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইতে পারেনা, এইরূপ আশয় গ্রহণ করিয়া শঙ্কিত 'যত্তু'মত অর্থাৎ প্রাচীন মীমাংসকগণের মত 'তত্তুচ্ছম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা খণ্ডন করিতেছেন। কেন বৃদ্ধমীমাংসক সম্মত উক্ত কার্যকারণভাব গৃহীত হইবেনা, এই প্রশ্নের উত্তরে 'পদ্মাগৃহীতশক্তিকস্যাপি পুংসঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, যেই পুরুষের পদ্মত্ববিশিষ্টে পঙ্কজপদের রূঢ়িজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই তাদৃশ রূঢ়িজ্ঞানশূন্য পুরুষের পক্ষে পঙ্কজাদি পদ হইতে পঙ্কজাতত্ব প্রকারক কুমুদাদিবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইতে পারেনা। যদি উক্তবোধের অনুপপত্তি ইষ্টাপত্তি করা হয় ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ 'ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নম্' অথবা 'তৈলং পত্রম্' এই সকল স্থলে 'পঙ্কজ' বা 'তৈল' পদ হইতে যথাক্রমে পঙ্কজাতত্ব প্রকারক বা তিলপ্রভবত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় তাদৃশ অনুভবের বিরোধ হয় বলিয়া ইষ্টাপত্তি করা সম্ভবপর নহে।

শঙ্কা হইতে পারে, বৃদ্ধমীমাংসক সম্প্রদায় যে পঙ্কজাদিপদ জনিত অবয়বশক্তিমূলে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে অথবা বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধে যোগার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি সমবায়সম্বন্ধে অথবা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পদ্মত্বধর্মকে কারণ বলেন, উক্ত কার্যকারণ-ভাবের অন্তর্গত তাদৃশ অন্বয়বোধরূপ কার্যাংশে রূঢ়িজ্ঞান সমানকালীনত্ব নিবেশ করিয়া উক্তকার্যকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং যে পুরুষের 'পঙ্কজপদং-পদ্মশক্তম্' এই আকারের রূঢ়িজ্ঞান থাকিবে না সেই পুরুষের পক্ষে পঙ্কজাদি পদ হইতে অবয়বার্থ প্রকারক কুমুদাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইতে পারিবে। এই আশঙ্কাও ঠিক নহে। যদি রূঢ়িজ্ঞান সমানকালীনত্বরূপ বিশেষণের দ্বারা কার্যটিকে বিশেষিত করা হয়, তাহা হইলে 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এইরূপ রূঢ়িজ্ঞান যে পুরুষের থাকিবে সেই পুরুষের পক্ষে রূঢ়িজ্ঞান সমানকালীন যোগার্থগোচর শাব্দবোধ উৎপন্ন না হইলেও সামান্যসামগ্রী বশতঃ রূঢ়িজ্ঞানের অসমানকালীন পঙ্কজাতত্ব প্রকারক কুমুদাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধের আপত্তি বারণ করা সম্ভবপর নহে। জগদীশ যে 'সামান্য সামগ্রী মহিম্না' বলিয়াছেন এখানে সামান্য সামগ্রী পদের দ্বারা যে সামগ্রী হইতে পঙ্কজাতত্ব প্রকারক পদ্মবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে সেই সামগ্রীকে অর্থাৎ পঙ্কজাতত্ব এবং পদ্মত্ববিশিষ্টের উপস্থিতি ঘটিত সামগ্রী এখানে বিশেষ সামগ্রী বুঝিতে হইবে। এবং পদ্মত্বের অনুপস্থিতি ঘটিত পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়-বোধের সামগ্রী হইবে সামান্য সামগ্রী। তাদৃশ সামান্য সামগ্রী হইতে রূঢ়িজ্ঞানাসমান-কালীন যোগার্থ প্রকারক অন্বয় বোধের আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে পদ্মত্বঘটিত বিশেষ সামগ্রী না থাকার ফলে রূঢ়িজ্ঞান সমানকালীনত্ব বিশেষিত যোগার্থ প্রকারক অন্বয়বোধরূপ বিশেষ কার্যটি উৎপন্ন না হইলেও পদ্মত্বাঘটিত তাদৃশ সামান্য সামগ্রীকালে রূঢ়িজ্ঞানাসমানকালীন পঙ্কজাতত্ব প্রকারক কুমুদবিশেষ্যক অন্বয়-বোধের আপত্তি অবশ্যই হইবে। উক্ত বোধের প্রতি কোনও রূপ বিশেষ কারণান্তর কল্পিত না থাকায় তাদৃশ বোধের প্রতি সামান্য সামগ্রী নিয়ামক হইবে। যদি বৃদ্ধ মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন, রূঢ়িজ্ঞানের অসমান কালীন তাদৃশ অন্বয়বোধের প্রতি রূঢ়ি-জ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকার করিলেই তাদৃশ রূঢ়িজ্ঞানের অভাব উক্ত অন্বয়বোধের বিশেষ কারণরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারে। মীমাংসকগণের উক্ত বক্তব্যের উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন 'তৎ কল্পনে চাতিগৌরবাৎ' অর্থাৎ রূঢ়িজ্ঞানাসমান কালীন পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি রূঢ়িজ্ঞানের অভাবকে কারণ স্বীকার করিলে গুরুতর কার্যকারণভাব কল্পনা নিবন্ধন মহা গৌরব[১] হইবে।

১। পূর্বে যে পঙ্কজপদের যোগ শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজাতত্ব প্রকারক পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক শাব্দবোধের প্রতি 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এইরূপ রূঢ়িজ্ঞানত্ব পুরস্কারে প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করা হইয়াছে, যাহার ফলে তাদৃশ অন্বয়বোধের প্রতি উক্ত রূঢ়িজ্ঞানের অভাব কারণ কল্পিত হইবে। এখানে পদ্মত্বানবচ্ছিন্নবিশেষ্যক পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়বোধগত প্রতিবধ্যতার অবচ্ছেদককোটিতে পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাকত্ব নিবেশ না করিয়া যদি রূঢ়িজ্ঞানাসমানকালীনত্ব নিবেশ করা হয়, তাহা হইলে পদ্মত্বান-

মূলম্

যদ্যপি—পঙ্কজননকর্তৃষু পঙ্কজাদিপদানাং শক্তিসত্ত্বেঽপি পঙ্কজপদান্ন তাদ্রূপ্যেণ পদ্মস্য বোধঃ পরন্তু পদ্মত্বমাত্রেণ, যোগার্থমর্যাদয়া পঙ্কজাতত্বপ্রকারকবোধসামান্যং প্রত্যেব পদ্মত্ববিশিষ্টে রূঢ়িজ্ঞানস্য লাঘবেন বিরোধিত্বাত্, পদ্মান্যধর্মিকত্বাদের্গৌরবেণ প্রতিবধ্যকোট্যপ্রবিষ্টত্বাদতো যোগরূঢ়ং নামৈব নাস্তি, যুধিষ্ঠিরাদিশব্দাদপি রণস্থিরত্বাদিকং যোগার্থং পরিত্যজ্যৈব বৈজাত্যাদিপ্রকারেণ কুন্তীপুত্রাদ্যবগমাত্ । যদুক্তমভিযুক্তৈঃ—

যা বৃত্তিরজহত্স্বার্থা সেয়মত্রোপপাদিতা[1]
জহত্স্বার্থা তু তত্রৈব যত্র রূঢ়ি বিরোধিনী ॥[2]
পঙ্কজং মনসাদেবী পদ্মনাভো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ইতি ॥

অনুবাদ

যাঁহারা (যে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়) বলেন, পঙ্ক-জনন এবং কর্তৃরূপ অর্থে পঙ্কজাদি পদের অবয়বশক্তি বিদ্যমান থাকিলেও পঙ্কজপদ হইতে পঙ্কজনিকর্তৃত্ব পুরস্কারে পদ্মবিষয়ক বোধ হইবে না, পরন্তু কেবলমাত্র পদ্মত্বপুরস্কারে (পদ্ম-বিষয়ক বোধ হইবে)। ইঁহারা বলেন যে পঙ্কজপদের অবয়ব শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজনিকর্তৃত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ সামান্যের প্রতি পদ্মত্ববিশিষ্টে রূঢ়িজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইবে, এইরূপ কল্পনা করিলে লাঘব হইবে। গৌরব হয় বলিয়া প্রতিবধ্য কোটিতে পদ্মান্যধর্মিকত্ব প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইবে না।

সুতরাং এই মতে যোগরূঢ় নামক কোনও সার্থক শব্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে।

বচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাকত্ব অপেক্ষায় রূঢ়িজ্ঞানাসমানকালীনত্ব বিশেষণটি পঙ্কজপদসমুদায় শক্তিগ্রহাসমানকালীনত্বরূপ অধিক পদার্থ ঘটিত হওয়ায় গুরুধর্মাবচ্ছিন্ন কার্যতা কল্পনা নিবন্ধন গৌরব স্বীকার করিতে হয়। ইহাই 'তৎকল্পনে চাতিগৌরবাৎ' এই সন্দর্ভের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

১। অতিপ্রাচীন মুদ্রিত 'পরিশিষ্টে' সমাসপ্রকরণ 'নাম্নাং' সূত্র, পৃঃ ৪২৮।
২। অতিপ্রাচীন মুদ্রিত 'পরিশিষ্টে' সমাস প্রকরণ 'নাম্নাং' সূত্র পৃঃ— ৪২৯।

বিবৃতি

পঙ্কজপদ প্রভৃতি পদস্থলে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট মত পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা বলেন, পঙ্কজ প্রভৃতি পদ যোগরূঢ় নহে; পরন্তু সার্থকশব্দ,—কখনও যৌগিক কখনও বা রূঢ় হইবে। ইহার অতিরিক্ত যোগরূঢ় নামক কোনও সার্থক শব্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। গ্রন্থকার 'যদ্যপি' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে উক্ত বৈয়াকরণমত পূর্বপক্ষরূপে আশঙ্কা করিয়া খণ্ডন করিতেছেন। 'পঙ্ক-জনি-কর্তৃষু' এখানে একবচন নির্দেশ না করিয়া যে বহুবচন নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহারও একটি বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। তাৎপর্যটি এই—দ্বন্দ্বসমাসের মাধ্যমে পঙ্কজপদের ঘটক পঙ্ক প্রভৃতি প্রত্যেকটি পদের অর্থ ব্যর্থ হইয়াছে। 'পঙ্কজাদিপদানাম্' এখানেও যেরূপ পঙ্ক পদ এবং জন্ ধাতু গৃহীত হইয়াছে তদ্রূপ আদি পদের দ্বারা ড প্রত্যয়ও গৃহীত হইবে। 'শক্তিসত্ত্বেঽপি' পঙ্ক অর্থাৎ পঙ্কপদের পঙ্করূপ অর্থে, জন্ ধাতুর উৎপত্তিরূপ অর্থে এবং ড প্রত্যয়ের কর্তৃরূপ অর্থে শক্তি থাকিলেও পঙ্কজ-পদ হইতে পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব প্রকারক পদ্মবিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে, পরন্তু পঙ্কজাদি পদ হইতে কেবলমাত্র পদ্মত্ব প্রকারক পদ্ম বিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য—পঙ্কজপদের পঙ্ক প্রভৃতি অর্থে শক্তি থাকা সত্ত্বেও পঙ্কজনিকর্তৃত্ব প্রকারক পদ্মবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে না কেন?

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বৈয়াকরণ সম্প্রদায় বলেন যে, পঙ্কজপদের ঘটক প্রত্যেকটি শব্দের দ্বারা উপস্থাপিত যে পঙ্ক-জনি-কর্তৃত্ব তৎপ্রকারক অন্বয়বোধমাত্রের প্রতি 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই আকারের রূঢ়ি অর্থাৎ সমুদায় শক্তিজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইবে। সুতরাং উক্ত রূঢ়িজ্ঞান থাকাকালে কোনক্রমেও পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ হইতে পারিবে না। এই বৈয়াকরণমতে লাঘবও পরিস্ফুট, কেননা পূর্বে মীমাংসক মতে যে অবয়বার্থবোধের প্রতি রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করা হইয়াছে সেখানে প্রতিবধ্য জ্ঞানাংশে পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যকত্ব প্রভৃতি প্রবিষ্ট থাকার ফলে উক্ত প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব গৌরবগ্রস্ত হইবে। ঐ সকল বিশেষণ প্রবিষ্ট না থাকায় স্পষ্টতঃই লাঘব হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে—জগদীশ যে বলিয়াছেন বৈয়াকরণমতে "যোগরূঢ়ং নামৈব নাস্তি"— ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে। যদি যোগরূঢ় নাম থাকে তাহা হইলে যোগরূঢ় নামের অভাব সিদ্ধ করা যায় না, যদি যোগরূঢ় নাম না থাকে তাহা হইলেও যোগরূঢ় নামের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, কোনও একটি আশ্রয়ে প্রতিযোগীর প্রসিদ্ধি না থাকিলে আশ্রয়ান্তরে তৎ প্রতিযোগীর অভাবও সিদ্ধ হইতে পারেনা। প্রকৃতস্থলে যোগরূঢ় নাম বৈয়াকরণ মতে অলীক হওয়ায় কোনও আশ্রয়ে তাহার প্রসিদ্ধি সম্ভবপর হইবে না। প্রতিযোগীর প্রসিদ্ধি না থাকার ফলে অলীক প্রতিযোগী যে যোগরূঢ় নাম তাহার অভাবও অপ্রসিদ্ধ হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে, জগদীশ যে বলিয়াছেন 'যোগরূঢ়ং নামৈব নাস্তি'—এখানে নাস্তি পদের দ্বারা যোগরূঢ় নামের অভাব বিবক্ষিত নহে। পরন্তু যোগরূঢ় নামের গোচর প্রসিদ্ধির অভাবই বিবক্ষিত

হওয়ায় প্রসিদ্ধি বা অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন অভাব ব্যাহত হইবে না। ইহার ফলে 'রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব' ইত্যাদি কারিকায় নামের যে চতুর্বিধ বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে বৈয়াকরণ মতে যোগরূঢ় নাম অপ্রসিদ্ধ হওয়ার ফলে উক্ত বিভাগের ব্যাঘাত হইবে। টীকাকার কৃষ্ণকান্তও এইভাবেই "যোগরূঢ়ং নামৈব নাস্তি" এই সন্দর্ভের তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন।

এখন আপত্তি হইতে পারে যদি বৈয়াকরণমতে যোগরূঢ় নাম স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে 'যুধিষ্ঠির' প্রভৃতি নাম হইতে রণকালীন স্থিরতা প্রকারক কুন্তীপুত্রত্ব বিশিষ্ট বিশেষ্যক অন্বয়বোধ সম্ভবপর হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে জগদীশ বৈয়াকরণ-মত অনুসরণ করিয়া "যুধিষ্ঠিরাদিশব্দাদপি" ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে ইষ্টাপত্তি করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি শব্দ হইতে রণকালীন স্থিরত্বরূপ যোগার্থকে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরত্বরূপ জাতি বিশেষ পুরস্কারে কুন্তীর প্রথম পুত্র বিষয়ক অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে। 'যুধিষ্ঠিরাদি' এই 'আদি' পদের দ্বারা পদ্মনাভ প্রভৃতি শব্দকে গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, যেখানে পঙ্কজ, যুধিষ্ঠির বা পদ্মনাভ প্রভৃতি শব্দের তত্তৎ জাতি বিশেষ পুরস্কারে রূঢ়িজ্ঞান থাকিবে তখনই ঐ সকল শব্দের যোগার্থকে পরিহার করিয়া কেবল-রূঢ্যর্থের বোধ হইবে। যদি ঐ সকল পদের রূঢ়িজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে কিন্তু ঐ সকল পদ যোগলভ্যার্থমাত্রের বোধজনক হওয়ায় যৌগিক শব্দরূপেই গণ্য হইবে।

কাতন্ত্র ব্যাকরণের পরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্তকৃত সমাস প্রকরণের 'নাম্নাম্' এই প্রথম সূত্রের 'যা বৃত্তিরজহৎ স্বার্থা' ইত্যাদি কারিকার উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত বৈয়াকরণমত বিবৃত করিতেছেন। 'যা বৃত্তিরজহৎ স্বার্থা[১]'। এখানে বৃত্তি শব্দের দ্বারা সমাস, তদ্ধিত-প্রত্যয়যুক্ত, কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত এবং ক্যঙ্ ক্যচ্ কাম্য প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহ গৃহীত হইবে। ভাষ্যকার পতঞ্জলির মতেও উক্ত বৃত্তি শব্দসমূহকে রূঢ় বলা হয়। শ্রীপতি দত্ত বলেন যে বৃত্তি-শব্দমাত্রই যে রূঢ় শব্দ রূপে পরিচিত হইবে তাহা নহে কারণ নীলোৎপল, রাজপুরুষ প্রভৃতি সমাস বৃত্তিশব্দ হইলেও ঐ সকল শব্দ অবয়ব শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের বোধক হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন 'সেয়মত্রোপপাদিতা'। তাৎপর্য এই যে নীলোৎপল বা রাজপুরুষ ইত্যাদি বৃত্তিশব্দ নীলপদ, উৎপলপদ প্রভৃতি অবয়ব শব্দের শক্তি বা লক্ষণার দ্বারা উপস্থাপিত নীল পদার্থ এবং উৎপল পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবক্রমে অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় এই সকল শব্দকে শ্রীপতি দত্ত 'অজহৎস্বার্থ' বৃত্তি শব্দরূপে পরিগ্রহ করিয়াছেন। অজহৎস্বার্থা এই অংশটির 'ন জহন্ স্বার্থো যস্য' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে শব্দটি সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দের বৃত্তিলভ্য অর্থকে পরিত্যাগ করে না, সেই শব্দটি হইবে অজহৎস্বার্থরূপ বৃত্তিশব্দ। এই কারিকাটিরই পরার্ধে শ্রীপতি

১। যা বৃত্তিরজহৎস্বার্থা সেয়মত্রোপপাদিতা।
পদানাং প্রত্যয়ৈর্যোগে সমাসাশ্চেহ বৃত্তয়ঃ॥
(কলাপপরিশিষ্ট সমাসের ১ম সূত্র।)

দত্ত বৃত্তি শব্দের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য 'পদানাং প্রত্যয়ৈর্যোগে সমাসাশ্চেহ বৃত্তয়ঃ' অর্থাৎ কোনও পদের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হইলে ঐ সকল প্রত্যয়ান্ত পদ এবং সমাস, বৃত্তি-শব্দরূপে গণ্য হইবে। উক্ত রীতিতে অজহৎস্বার্থবৃত্তি নিরূপণ করিবার পরে জহৎস্বার্থ-বৃত্তি নিরূপণ করিবার জন্য 'জহৎস্বার্থা তু তত্রৈব যত্র রূঢ়ি র্বিরোধিনী'। 'পঙ্কজং মনসাদেবী পদ্মনাভো যুধিষ্ঠিরঃ' ॥ এই কারিকার মাধ্যমে জগদীশ বৈয়াকরণ সম্মত উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক 'জহৎ স্বার্থাবৃত্তি' নিরূপণ করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে পঙ্কজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি শব্দ নিজ নিজ অবয়ব শক্তি বা লক্ষণার দ্বারা উপস্থাপিত অর্থকে পরিহার করিয়া বৈজাত্যরূপে (জাতিবিশেষ পুরস্কারে) পদার্থ বিশেষের প্রতিপাদক হওয়ায় ঐ সকল শব্দ জহৎস্বার্থ বৃত্তিশব্দরূপে গণ্য হইবে। কেন শক্যার্থ গৃহীত হইবে না? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন 'যত্র রূঢ়ি র্বিরোধিনী', সমুদায় শক্তিরূপ রূঢ়িজ্ঞান এবং অবয়বলভ্য শক্যার্থ উপস্থিত হইলে উক্ত অবয়ব শক্যার্থবোধের প্রতি রূঢ়িজ্ঞান প্রতিবন্ধক হওয়ায় পঙ্কজ প্রভৃতি পদ হইতে কেবলমাত্র পদ্মত্ব ধর্ম পুরস্কারে পদ্মেরই বোধ হইবে, পঙ্কজাতত্ব পুরস্কারে নহে। ইহাই উক্ত বৈয়াকরণ মত।

मूलम्

यदेतद्वैयाकरणमतं पङ्कजमस्तीत्यादितः पङ्कजातं पद्ममस्तीत्याद्यनुभवस्य न्यायमीमांसादिसकलतन्त्रसिद्धत्वेन गौरवस्य प्रामाणिकत्वादनादेयम्, अन्यथा अवयवशक्तेरपि प्रतिबध्यतायामप्रवेशापत्तेर्लाघवेन पङ्कजातत्वप्रकारकशाब्दसामान्यं प्रत्येव रूढ़िधियः प्रतिबन्धकत्वस्य सुवचत्वात्।

नन्वेवं द्रव्ये "सरसिजमस्ती"त्यादितो द्रव्यनिष्ठं सरोजमिव द्रव्याभिन्ने सरसि जातं पद्ममपि प्रतीयेत, नामार्थयोरभेदान्वये तन्त्रस्य नाम्नोः समानविभक्तिकत्वस्यानपायादिति चेत्।

सत्यम्, सविभक्तिकनामार्थस्य नामान्तरार्थान्वये वृत्तिशब्दैकदेशान्येनैव समानविभक्तिकनामान्तरेण स्मारितत्वस्य तन्त्रतायाः स्वीकार्यत्वादिति ॥ २७ ॥

অনুবাদ

এই ব্যাকরণ মত গৃহীত হইতে পারে না। কারণ 'পঙ্কজমস্তি' (পঙ্কজ বিদ্যমান) এইরূপ বাক্য হইতে 'পঙ্কজাতং পদ্মমস্তি' (পঙ্কে উৎপন্ন পদ্ম বিদ্যমান) এইরূপ শাব্দানুভব ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রসম্মত হওয়ায় প্রামাণিক বলিয়া পূর্বোক্ত রূপে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব কল্পনা নিবন্ধন গৌরব দোষাবহ নহে। যদি তাদৃশ গৌরবনিবন্ধন পূর্বোক্ত প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে লাঘববশতঃ প্রতিবধ্যাংশেও অবয়ব শক্তি প্রযোজ্যত্ব নিবেশ না করিয়া কেবলমাত্র পঙ্কজাতত্ব প্রকারক শাব্দানুভব সামান্যের প্রতি রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব বলা যাইতে পারে।

বৈয়াকরণ সম্প্রদায় উক্ত ন্যায়সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলেন, যদি যোগরূঢ় নাম স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে 'দ্রব্যে সরসিজমস্তি' দ্রব্যে সরোজ রহিয়াছে, এই সকল বাক্য হইতে দ্রব্যগত সরোজের ন্যায় দ্রব্যাভিন্ন যে সরোবর তাহাতে জাত পদ্ম প্রতীয়মান হইবে না কেন? কারণ নামার্থদ্বয়ের অভেদান্বয়বোধের নিয়ামক নামদ্বয়ের সমানবিভক্তিকত্ব স্বরূপতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। বৈয়াকরণ-গণের এই আপত্তিও সমীচীন নহে। কারণ উক্তস্থলে নামদ্বয় সমানবিভক্তিক হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা হইলেও সবিভক্তিক কোনও নামার্থের অপর কোনও নামার্থে অন্বয়বোধের প্রতি বৃত্তিশব্দের একদেশভিন্ন যে সমান বিভক্তিক নামান্তর তজ্জনিত উপস্থিতিবিষয়ত্ব কারণ। এইরূপ কার্যকারণভাব স্বীকার করিতে হইবে।

বিবৃতি

'যদ্যপি' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে যে বৈয়াকরণমত প্রদর্শিত হইয়াছে, উক্ত বৈয়াকরণ-মত খণ্ডন করিবার জন্য গ্রন্থকার, "তদেতদ্‌বৈয়াকরণমতং" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'বৈয়াকরণমতং' এই অংশটি 'অনাদেয়ম্' এই পরবর্তী অংশের সহিত অন্বিত হইবে! 'অনাদেয়ম্' এই অংশের অগ্রাহ্যরূপ অর্থ গৃহীত হইবে।

উক্ত বৈয়াকরণ মত কেন গ্রহণ যোগ্য নহে তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য "পঙ্কজমস্তি" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'পঙ্কজমস্তি' এই সকল বাক্য হইতে কেবলমাত্র পঙ্কজাতত্ব প্রকারক বোধ অথবা পদ্মত্ব পুরস্কারে কেবলমাত্র পদ্ম বিষয়ক বোধ অনুভবসিদ্ধ নহে, পরন্তু নৈয়ায়িক, মীমাংসক প্রভৃতি সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই পঙ্কজাতত্বপ্রকারক পদ্মবিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকার করেন, সুতরাং 'পঙ্কজ' প্রভৃতি পদ হইতে পঙ্কজপদের অবয়বার্থ যে পঙ্কজাতত্ব তৎপ্রকারকসমুদায় শক্যার্থ যে পদ্ম

তদ্‌বিশেষ্যক অন্বয়বোধ সকলদার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় বৈয়াকরণ সম্প্রদায় যে যোগরূঢ়নামের অপলাপ করিয়া পঙ্কজ প্রভৃতি পদ হইতে কেবলমাত্র যোগার্থবিষয়ক অথবা কেবলমাত্র রূঢ্যর্থবিষয়ক বোধ স্বীকার করেন তাহা সঙ্গত নহে।

যদি বৈয়াকরণ সম্প্রদায় বলেন যোগরূঢ় নাম সিদ্ধ হইলে, রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবধ্য যে যোগার্থবুদ্ধি তদ্‌গত প্রতিবধ্যতার অবচ্ছেদক কোটিতে পদ্মান্য ধর্মিকত্ব অথবা পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যকত্ব নিবেশ নিবন্ধন গৌরব হইবে, অতএব তাদৃশ গৌরব স্বীকার না করিয়া পঙ্কজ প্রভৃতি পদস্থলে, যোগরূঢ় নামের অপলাপ করিয়া কেবল যোগার্থ বা কেবল রূঢ্যর্থ গোচরবোধের অনুকূল যৌগিক নাম এবং রূঢ় নাম স্বীকার করাই সমীচীন হইবে। বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের এই উক্তির প্রতিবাদে যোগরূঢ় নাম সমর্থন করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"গৌরবস্ত প্রামাণিকত্বাৎ"। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, পঙ্কজ প্রভৃতি পদ হইতে "পঙ্কজাতং পদ্মম্" ইত্যাদিবোধ যখন ন্যায়, মীমাংসাদি সকল সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত তখন উক্ত অনুভবসিদ্ধ বোধের অনুরোধে পঙ্কজ পদস্থলে, 'পঙ্কজপদং পদ্মশক্তম্' এই রূঢ়ি জ্ঞানের প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদক কোটিতে পদ্মান্যধর্মিকত্ব বা পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাকত্ব-নিবেশ নিবন্ধন গৌরব ফলানুরোধে অবশ্যই প্রামাণিকরূপে স্বীকৃত হইবে। অতএব উক্ত বৈয়াকরণ মত গৃহীত হইতে পারে না। যদি বৈয়াকরণ সম্প্রদায় উক্ত 'ফলমুখ গৌরব' সমর্থনযোগ্য স্বীকার না করেন; তাহা হইলে পূর্বোক্তবৈয়াকরণ মতও সিদ্ধ হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার "অন্যথা" ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তেরও অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। "অন্যথা" অর্থাৎ সকল মত সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ স্বীকৃত হইলে। তাৎপর্য এই যে ন্যায় মীমাংসাদি সকল সম্প্রদায় সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ যদি বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে বৈয়াকরণ মতেও রূঢ়ি জ্ঞানের প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদক কোটিতে যে অবয়ব শক্তি প্রযোজ্যত্বনিবেশ করা হইয়াছে সেখানেও উক্ত নিবেশ নিবন্ধন গৌরব হয় বলিয়া, অবয়ব শক্তি প্রযোজ্যত্ব রূপ বিশেষণটি পরিহার করিয়া লাঘবতঃ পঙ্কজাতত্ব প্রকারক শাব্দবুদ্ধি সামান্যের প্রতি রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পিত হইবে না কেন? অতএব বৈয়াকরণ সম্প্রদায় তাহাদের অনুভবের অনুরোধে যদি প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদক কোটিতে গুরুতর অবয়বশক্তি প্রযোজ্যত্বনিবেশ করিতে চাহেন তাহা হইলে ন্যায়-মীমাংসক সম্প্রদায়ও অবশ্যই বলিতে পারেন যে তাহারাও 'পঙ্কজ' প্রভৃতি অনুভবসিদ্ধ যোগার্থ প্রকারক রূঢ্যর্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের অনুরোধে পদ্মান্যধর্মিকত্ব বা পদ্মত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যকত্ব নিবেশ করা সমীচীন হইবে।

উক্ত রীতিতে নৈয়ায়িক প্রভৃতি কর্তৃক বৈয়াকরণ মত খণ্ডিত হইলে ক্ষুব্ধ বৈয়াকরণ সম্প্রদায় 'নম্বেবং' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে যোগরূঢ় নাম যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতবাদের উপর দৃঢ়তার সহিত একটি পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—'এবং' অর্থাৎ যোগরূঢ় নাম যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে 'দ্রব্যে সরসিজমস্তি' ইত্যাদি বাক্য হইতে যোগরূঢ় নাম স্বীকৃতিপক্ষে যেরূপ দ্রব্যগত সরোজ-প্রতীয়মান হইয়া থাকে তদ্রূপ দ্রব্য হইতে অভিন্ন সরোবরে জাত পদ্মবিষয়ক দ্রব্যাভিন্নে 'সরসি জাতং পদ্মম্' এইরূপ অন্বয়বোধও হওয়া

উচিত, কারণ, নামার্থদ্বয়ের অভেদান্বয়বোধের কারণ (হেতু) নামদ্বয়ের সমানবিভক্তিকত্ব উক্তবাক্যে স্বরূপতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব কারণ বিদ্যমান থাকায় সিদ্ধান্তিগণের মতেও 'দ্রব্যে সরসিজমস্তি' এই বাক্যে 'সরসি' এই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত সরঃ পদার্থে সপ্তম্যন্ত দ্রব্যপদার্থের অভেদান্বয়বোধ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। গ্রন্থকার উক্ত পূর্বপক্ষের সমাধানকল্পে বলিতেছেন সবিভক্তিক নামার্থে নামান্তরার্থের অন্বয়বোধ করিতে হইলে উক্ত নামান্তরার্থটি বৃত্তি শব্দের একদেশ হইতে ভিন্ন হইবে। সুতরাং বিশেষ্যতা সম্বন্ধে অভেদসংসর্গাবচ্ছিন্ন সবিভক্তিক নামার্থপ্রকারতাক অন্বয়বোধের প্রতি বৃত্তিশব্দের একদেশ-ভিন্ন স্বসমানবিভক্তিক নামান্তরের দ্বারা উপস্থাপিতত্ব, স্বরূপসম্বন্ধে কারণ—এইভাবে কারণতার অবচ্ছেদক কোটিতে নামান্তরাংশে বৃত্তিশব্দের একদেশভিন্নত্ব নিবেশ করিবার ফলে 'দ্রব্যে সরসিজমস্তি' এই বাক্যের অন্তর্গত 'সরসি' এই অংশ বৃত্তিশব্দের একদেশ হওয়ায় বৃত্তিশব্দের একদেশভিন্নত্ব থাকিবে না। অতএব তাদৃশ একদেশভিন্নত্ব ঘটিত তাদৃশ উপস্থাপিতত্বরূপ কারণ না থাকায় দ্রব্যাভিন্ন সরোবরে জাত পদ্মবিষয়ক অন্বয়বোধ হইবে না। 'পদানাং প্রত্যয়ৈর্যোগঃ সমাসাশ্চেহ বৃত্তয়ঃ' শ্রীপতিদত্তের এই উক্তি অনুসারে সুপ্‌তিঙন্ত পদের পরে কোনও প্রত্যয় যুক্ত হইলে ঐ সকল শব্দ এবং সমাস বৃত্তি শব্দরূপে ব্যপদিষ্ট হইবে। ইহার ফলে 'দ্রব্যে সরসিজমস্তি' এখানে অলুকসমাসের দ্বারা নিষ্পন্ন 'সরসিজ' এই শব্দটিও অবশ্যই বৃত্তি শব্দরূপে গণ্য হইবে। 'রাজপুরুষোঽস্তি' এইরূপ বাক্যস্থলে রাজপদে লাক্ষণিক অর্থ যে রাজসম্বন্ধী তাহার তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। উক্ত অন্বয়বোধে ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য নামান্তরে সমানবিভক্তিকত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে বৃত্তিশব্দের একদেশান্যত্ব এই অংশের দ্বারা প্রত্যয় সাকাঙ্ক্ষপদভিন্ন হইয়া সমাসভিন্নত্বই প্রতীয়মান হইবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, 'দ্রব্যে সরসিজমস্তি' এই বাক্যান্তর্গত 'সরঃ' রূপ যে নাম তাহাতে সমাসভিন্নত্ব থাকায় উক্ত কার্যকারণভাবমূলে অন্বয়বোধের আপত্তি হইবে না কেন? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে বলিতে হইবে সমাসান্তপদের দ্বারা সমাসের ঘটক পদভিন্নত্ব গৃহীত হইবে। সুতরাং সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত 'সরসি' এই পদটিও সমাসের ঘটক হওয়ায় সমাসের ঘটক ভিন্ন হইবে না। ইহার উপরেও আশঙ্কা হইতে পারে সমাসঘটক ভিন্নত্ব নিবেশ করিলেই যখন উক্ত অভেদান্বয়ের আপত্তি বারিত হইতে পারে, তখন বৃত্তি শব্দের অন্তর্গত প্রত্যয় সাকাঙ্ক্ষ-পদের ভেদ নিবেশ করা নিরর্থক হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে ইষ্টাপত্তি করিয়া বলিতে হইবে মূলে যে বৃত্তিতে 'শব্দৈকদেশান্যত্ব' নিবেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে সমাস-ঘটকভিন্নত্বরূপ অর্থেই উক্ত মূলের তাৎপর্য গৃহীত হইবে। মূলে যে 'সমানবিভক্তিকত্ব' নিবেশ করা হইয়াছে, উক্ত সমানবিভক্তিকত্ব পদের বিরুদ্ধ বিভক্তি রাহিত্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। এই রূপ অর্থ গৃহীত না হইলে 'নীলপীতৌ ঘটপটৌ' ইত্যাদি স্থলের সবিভক্তিক নীলপদ এবং সমান বিভক্তিক ঘটপদ না থাকায় নীলপদার্থের সহিত ঘট পদার্থের অন্বয়বোধ হইতে পারিবে না। এইজন্য সমানবিভক্তিক পদের দ্বারা বিজাতীয় বিভক্তি শূন্যত্বরূপ অর্থ অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

मूलम्

यद्यद्यदाकाङ्क्षितं योग्यं सन्निधानं प्रपद्यते ।
तेन तेनान्वितः स्वार्थः पदैः समधिगम्यते ॥

इति रूढ्यर्थयोगार्थयोर्युगपदुपस्थितयोराकाङ्क्षादिसाचिव्यादाहत्यान्वयबुद्धिस्थल एव योगार्थस्य रूढ्यर्थस्य वा नान्यत्रान्वयो, न तु तयोरेव मिथः साकाङ्क्षत्वम्, अन्यत्र योगार्थस्य बोधने रूढ़िधियः प्रतिबन्धकत्वं वा, प्रमाणाभावात्, एवञ्च यत्र योगार्थरूढ़िलभ्यार्थयोस्तात्पर्य्यग्रहाद्विरोधिसमवधानाद्वा न प्रथममन्वयधीस्तत्र योगार्थमर्यादया पङ्कजातत्वेन कुमुदादेः समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन स्थलकमलस्य बोधो भवत्येवेति मणिकृन्मतं दर्शयति—

रूढ्यर्थेऽन्यत्र वा यत्र यदाऽऽकाङ्क्षादि निश्चयः ।
तदैव तत्र योगार्थस्यान्वयो मणिकृन्मतः ॥ २८ ॥

অনুবাদ

যে যে পদার্থ স্বকীয় অর্থের সহিত সাকাঙ্ক্ষ, যোগ্যতা বিশিষ্ট এবং আসন্ন হয় সেই সেই পদার্থের সহিত অন্বিত যে স্বকীয় অর্থ, তাহাই স্বার্থাদিবোধক পদসমূহের দ্বারা অন্বয়বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে। অতএব, যেখানে (কোন পদের) সমুদায়ার্থ এবং যৌগিকার্থ এতদুভয়ের উপস্থিতি হইলে, উক্ত পদার্থদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষাদি কারণকলাপ হইতে প্রথমতঃ অন্বয়বুদ্ধি হইবে, তাদৃশ স্থলেই যোগার্থকে পরিত্যাগ করিয়া রূঢ্যর্থের অথবা রূঢ্যর্থকে পরিত্যাগ করিয়া যোগার্থের অন্বয়বোধ হইবে না, কিন্তু যোগার্থ এবং রূঢ্যর্থ উভয়মাত্রেরই পরস্পর সাকাঙ্ক্ষত্ব অথবা রূঢ্যর্থভিন্ন যোগার্থবুদ্ধির প্রতি রূঢ়িজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকৃত নহে, কারণ, তাদৃশ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাবের অনুকূল কোন প্রমাণ অনুভূত নহে। সুতরাং যেখানে যোগার্থ এবং রূঢ়ি-লভ্য পদার্থদ্বয়ের (অন্বয়বোধের অনুকূল) তাৎপর্যাদি গ্রহ থাকিবে না, অথবা (অন্বয়বোধের বিরোধী কোন জ্ঞানাদি) উপস্থিত থাকার ফলে প্রথমতঃ অন্বয়বোধ হইবে না, (সেখানে কিন্তু) যোগার্থমাত্রকে অবলম্বন

করিয়া পঙ্কজাতত্ব পুরস্কারে কুমুদাদি বিষয়ক এবং সমুদায় শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত স্থলকমলের অন্বয়বোধ অবশ্য স্বীকৃত হইবে।—এই যে মণিকারের মত তাহা বিবৃত করিবার জন্য বলিতেছেন—"রূঢ়িজ্ঞানের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থে অথবা অন্যবিধ পদার্থে যখন আকাঙ্ক্ষাদির নিশ্চয় থাকিবে, তখনই সেই পদার্থে যোগার্থের অন্বয়বোধ হইবে, ইহাই মণিকারের মত।"

বিবৃতি

শাব্দবোধের প্রতি যোগ্যতাজ্ঞান, এবং আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান এবং আসত্তিজ্ঞান সাক্ষাৎ কারণ—ইহা আমরা 'শব্দপ্রামাণ্য' প্রকরণে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। এখন বিবেচনা করিতে হইবে—'ঘটমানয়' ইত্যাদি বাক্য হইতে যে ঘটগতকর্মতার নিরূপক আনয়নের অনুকূল কৃতিবিষয়ক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হয় তাহা কি 'খলে কপোতন্যায়' রীতিতে 'বিশেষ্যে বিশেষণম্, তত্রাপি বিশেষণান্তরম্'—এইভাবে উৎপন্ন হয়? অথবা প্রথমে ঘট-পদার্থের সহিত কর্মত্বপদার্থের অন্বয়বোধ, অর্থাৎ অবান্তর বাক্যার্থবোধ উৎপত্তিক্রমে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী মহাবাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হইবে? এই দ্বিবিধ বোধের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ 'খলে কপোতন্যায়' রীতিতে অন্বয়বোধ প্রাচীনসম্মত। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধ তত্ত্বচিন্তামণিকার প্রভৃতি নবীনসম্প্রদায়ের অভিমত। উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে প্রাচীনসম্প্রদায়ের অভিপ্রায় এই যে, বৃদ্ধ, যুবা ও শিশু কপোতবৃন্দ শ্রেণীবদ্ধভাবে যেরূপ অঙ্গনে পতিত হয় তদ্রূপ, 'ঘটমানয়' ইত্যাদিবাক্যের অন্তর্গত প্রথমোক্ত পদের সহিত দ্বিতীয় পদের, দ্বিতীয় পদের সহিত তৃতীয় পদের আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা এবং আসত্তিবিষয়ক যথার্থজ্ঞানরূপ কারণ হইতে বিশেষ্যবিশেষণভাবক্রমে ঘট, কর্মত্ব, আনয়ন, কৃতি ইত্যাদি পদার্থের যুগপৎ অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে। উক্ত বোধে কর্মত্বের অংশে বৃত্তিত্বসম্বন্ধে ঘট, আনয়ন অংশে নিরূপকত্বসম্বন্ধে কর্মত্ব বিশেষণ। আবার কৃতির অংশে অনুকূলত্বসম্বন্ধে আনয়নক্রিয়া বিশেষ্য-বিশেষণভাবে ভাসমান হইবে। এই প্রকারবোধকে 'খলে কপোতন্যায়' অন্বয়বোধ বলা হয়। বিভিন্ন সন্নিকর্ষ হইতে যেরূপ একটি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, পূর্বানুভূত পদবিষয়ক সংস্কারের সহিত চরমপদবিষয়ক অনুভবরূপ উদ্বোধক হইতে সমূহালম্বন পদার্থসমূহের উপস্থিতি হইতে শাব্দবোধ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত।

মণিকার উক্ত মতের বিরুদ্ধে বলেন—

যদ্যদাকাঙ্ক্ষিতং যোগ্যং সন্নিধানং প্রপদ্যতে।
তেন তেনাঽন্বিতঃ স্বার্থঃ পদৈরেবাবগম্যতে ॥

অর্থাৎ 'ঘটমানয়' ইত্যাদিস্থলে ঘট প্রভৃতি পদের অর্থ যে ঘটাদি তাহার সহিত আকাঙ্ক্ষিত (ঘটপদ প্রয়োগজনিত জিজ্ঞাসা বিষয়ীভূত) যোগ্য (ঘটাদি পদার্থের সহিত যোগ্যতাবিশিষ্ট) যে যে পদার্থসন্নিহিত (অর্থাৎ ঘটাদিপদার্থবিষয়ক সমূহালম্বন

উপস্থিতির বিষয় হয় সেই সেই পদার্থের সহিত সম্বন্ধ ঘটাদি পদার্থ অন্বয় বোধের বিষয় হইয়া থাকে। ইহার ফলে প্রথমতঃ ঘটকে বৃত্তিত্বসম্বন্ধে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া কর্মত্ব বিশেষ্যক অবান্তর বাক্যার্থবোধ হওয়ার পরে ঘটবৃত্তিকর্মতানিরূপক যে আনয়ন তদনুকূল কৃতি বিষয়ক মহাবাক্যার্থ বোধ হইবে। ইহাই মুক্তাবলী গ্রন্থে মতান্তর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। জগদীশ কিন্তু উক্ত কারিকাটিকে সুস্পষ্টভাবে মণিকারের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

मूलम्

समुदायशक्त्युपस्थापिते, पदान्तरवृत्त्युपस्थापिते वा, यत्र धर्मिणि अवान्तरवृत्तिलभ्यार्थस्य यदाकाङ्क्षानिश्चयादिस्तदैव तत्र तस्यान्वयबोध उत्पद्यते, सम्भूतसामग्रीकत्वात्, रूढ्यर्थभिन्ने योगार्थस्यान्वयबोध-व्युदासाय तु रूढेर्योगापहारिता प्रवादो रूढ्यर्थमात्रे योगार्थस्यान्वयबोध-सामग्रीस्थलाभिप्रायक इति चिन्तामणिकृतां मतम् ॥ २८ ॥

অনুবাদ

সমুদায় শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত অথবা পদান্তরের বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত যে ধর্মী, তাহাতে অবয়ববৃত্তিলভ্য পদার্থপ্রকারক (অন্বয়বোধের অনুকূল) আকাঙ্ক্ষানিশ্চয়াদিরূপ কারণকলাপ যখন থাকিবে তখন তাহার পরবর্তীক্ষণে সেই সেই ধর্মীতে যোগার্থপ্রকারক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হয়, যেহেতু পূর্বক্ষণে মিলিতভাবে (অন্বয়বোধের) সম্ভূত সামগ্রী অবস্থিত থাকে। রূঢ্যর্থ ভিন্নে যোগার্থপ্রকারক অন্বয়বোধ বারণ করিবার জন্য রূঢ়ির যোগাপহারিতা এইরূপ প্রবাদ কিন্তু রূঢ্যর্থমাত্রে যোগার্থকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধের সামগ্রী যে স্থলে অবস্থিত থাকিবে, তাদৃশ স্থলাভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে—ইহাই তত্ত্বচিন্তা-মণিকারের সিদ্ধান্ত।

বিবৃতি

বিবরণ গ্রন্থোক্ত "সমুদায় শক্ত্যুপস্থাপিতে" এই অংশের দ্বারা কারিকোক্ত রূঢ্যর্থের বিবরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি কেবলমাত্র 'সমুদায় শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থে' এইমাত্র বলা হয়, তাহা হইলে "পঙ্কজং পদ্মম্" এই স্থলের পদ্মপদের দ্বারা উপস্থাপিত পদ্মরূপ অর্থটি সমুদায় শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত না হওয়ায় উক্ত পদ্মরূপ ধর্মীতে পঙ্কজপদের

যৌগিক অর্থ যে পঙ্কজাত, তাহার অন্বয় হইতে পারে না, এইজন্য "পদান্তর বৃত্ত্যুপস্থাপিতে" এই অংশটি কারিকোক্ত 'অন্যত্র' শব্দের বিবরণ রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে।

'অবান্তর বৃত্তিলভ্যার্থস্য' ইহার দ্বারা পঙ্কজ পদের অন্তর্গত পঙ্ক প্রভৃতি প্রত্যেকটি শব্দের বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত পঙ্কজনিকর্তৃত্ব রূপ 'যৌগিক' অর্থ প্রতীয়মান হইবে। 'যদা'—যখন। 'আকাঙ্ক্ষাদি নিশ্চয়' এখানে 'আদি' পদের দ্বারা যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। তদৈব—তখনই। তত্র—পূর্বোক্ত ধর্মীতে। 'তস্য'—যোগার্থের। তাৎপর্য এই যে, পঙ্কজ পদের সমুদায় শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত অথবা পদ্মপ্রভৃতি পদের দ্বারা উপস্থাপিত পদ্মপ্রভৃতি ধর্মীতে পঙ্কজ পদের যৌগিক অর্থ, যে পঙ্কজনি কর্তৃত্ব তৎপ্রকার অন্বয়বোধের অনুকূল আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা, আসত্তি এবং তাৎপর্যজ্ঞানরূপ শাব্দবোধ সামান্যের সামগ্রী যখন অবস্থিত থাকিবে, তখনই 'পঙ্কজাতং পদ্মম্' এইরূপ পঙ্কজাতপ্রকারক পদ্মাদিবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে। কেন উৎপন্ন হইবে তাহা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—'সম্ভূত সামগ্রীকত্বাৎ' অর্থাৎ তাদৃশ অন্বয়বোধ সামান্যের উৎপাদক আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্যজ্ঞানঘটিত কারণ-কলাপ উক্ত অন্বয়বোধের পূর্বক্ষণে অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব পঙ্কজ পদের সমুদায়ার্থ যে পদ্ম এবং পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতি শব্দান্তরের বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতি ধর্মীতে ও পঙ্কজ পদের যোগশক্তিলভ্য যে পঙ্কজনিকর্তৃত্ব, তৎপ্রকারক শাব্দবোধ অবশ্য উৎপন্ন হইবে। মণিকারের এই সিদ্ধান্তের উপরে আপত্তি হইতে পারে, রূঢ্যর্থভিন্নে যোগার্থপ্রকারক অন্বয়বোধ পরিহার করিবার জন্য প্রাচীনগণ যে রূঢ়িজ্ঞান কেবল যোগার্থ প্রকারক বোধের বিরোধী বলেন এবং সমুদায় শক্তিরূপে রূঢ়িকেই যোগাপহারক বলেন—ইহার কি গতি হইবে? এই আপত্তির সমাধানকল্পে মণিকারের মত অবলম্বন করিয়া জগদীশ বলিতেছেন—রূঢ়ির যোগাপহারিত্ব যাহা বলা হইয়াছে উক্ত প্রবাদ কেবলমাত্র সমুদায় শক্তিলভ্য পদ্মরূপ ধর্মীতে যখন যোগার্থের অন্বয়বোধের অনুকূল সামগ্রী থাকিবে, তখনই যোগার্থ প্রকারক সমুদায় শক্তিলভ্য রূঢ্যর্থ পদ্মাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইবে। ইহাই তাদৃশ প্রবাদের তাৎপর্য।

পঙ্কজপদস্থলে রূঢ়িজ্ঞান থাকাকালে পদান্তরের দ্বারা উপস্থাপিত কুমুদ প্রভৃতি ধর্মীতে আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়াদিরূপ অন্বয়বোধের অনুকূল কারণ কলাপ থাকিলেও সেখানে সমুদায় শক্তির দ্বারা—উপস্থাপিত পদ্মে পঙ্কজাতত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং এই অনুভবের অপলাপ মণিকার কি রূপে করিবেন।

যোগরূঢ় শব্দস্থলে সর্বত্র যোগার্থমাত্র মর্যাদায় রূঢ্যর্থভিন্নে অন্বয়বোধ বারণ করিবার জন্য তাদৃশ প্রতিবন্ধকাভাবের কারণত্ব কল্পনা করিলে গৌরব স্বীকার করিতে হইবে। অতএব গৌরব প্রযুক্তই উক্ত প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব কল্পিত হইবে না। মণিকারের এই উক্তিও সমর্থন করা যায় না কারণ প্রতিবন্ধকাভাব কারণের যদি অপলাপ করিতে হয়, তাহা হইলে জগতে প্রায়শঃ কার্যকারণভাবের বিলুপ্তি ঘটিবে। গ্রন্থকার "মতম্" এই উক্তি দ্বারা মণিকারোক্ত উদ্ধৃতির এই অস্বরস সূচনা করিয়াছেন॥ (২৮)

मूलम्

योगरूढं विभजते—

सामासिकं तद्धिताक्तमिति तद्विविधं भवेत् ।

योगरूढं कृदन्तस्य समासत्वव्यवस्थितेः ॥ २९ ॥

অনুবাদ

যোগরূঢ় নামের বিভাগ করিতেছেন—সমাস ও তদ্ধিতভেদে সেই যোগরূঢ় নাম দ্বিবিধ হইবে। কৃদন্ত (যোগরূঢ়) সমস্ত হওয়ায় সমাসরূপেই ব্যবস্থিত হইবে।

বিবৃতি

যোগরূঢ় নাম সম্পর্কে উদ্দেশ লক্ষণ ও পরীক্ষাবিধি বিশদভাবে পর্যালোচিত হইয়াছে। কোনও পদার্থ নিরূপণ করিতে হইলে উপায়রূপে উদ্দেশ লক্ষণ ও পরীক্ষা যেরূপ প্রয়োজনীয় তদ্রূপ বিভাগও অপরিহার্য। এইজন্য প্রসঙ্গত: 'সামাসিকমিত্যাদি' কারিকার মাধ্যমে যোগরূঢ় নামের বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন "যোগরূঢ়ং বিভজতে"। অর্থাৎ পূর্বে (১৬ কারিকায়) উদ্দিষ্ট যোগরূঢনামের বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন। সমাস পদের পরে স্বার্থে ইকন্ প্রত্যয়ের দ্বারা সামাসিক পদটি নিষ্পন্ন হওয়ায় সমাসরূপ অর্থে সামাসিক পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। সমাস রূপ যোগরূঢ় নামের দৃষ্টান্তরূপে লোহিতশালি, পদ্মনাভ, মহেশ্বর প্রভৃতি শব্দ গৃহীত হইবে। তদ্ধিতাক্ত পদের অর্থ তদ্ধিতান্ত। তদ্ধিতান্ত যোগরূঢ় নামের উদাহরণ—রাঘব, বাসুদেব প্রভৃতি। এইভাবে যোগরূঢ় নাম বিভক্ত হওয়ায় উক্ত যোগরূঢ় নাম দ্বিবিধ হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে কৃদন্ত যোগরূঢ় নাম বিভক্ত না হওয়ায় ন্যূনতা হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে 'কৃদন্তস্য' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে কৃদন্ত পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ সমাস রূপে ব্যবস্থিত হওয়ায় সমাস বিশেষ হইবে, অতএব সমাস ও তদ্ধিতান্ত ভেদে যোগরূঢ় নাম দ্বিবিধ হওয়ায় তদ্ধিতান্ত নামের স্বতন্ত্রভাবে বিভক্ত না হওয়ায় ন্যূনতার সম্ভাবনা নাই ॥ ২৯ ॥

মূলম্

तद् योगरूढम्, सामासिकं समासात्मकं, कृष्णसर्पादि। तद्धिताक्तं वासुदेवादि। कृदन्तस्य पङ्कजादि योगरूढस्य सामासिक एवान्तर्भाव इति नाधिक्यम्।

অনুবাদ

(কারিকার অন্তর্গত) তৎপদের অর্থ যোগরূঢ়। "সামাসিক" স্বরূপ (যথা) কৃষ্ণসর্প প্রভৃতি (নাম)। তদ্ধিতাক্ত (অর্থাৎ) তদ্ধিতাক্ত (নাম) যথা বাসুদেবাদি। কৃৎ প্রত্যয়ান্ত—পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় নাম সমাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ফলে অধিক অর্থাৎ সমাস হইতে অতিরিক্ত নহে।

বিবৃতি

বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্বোপলক্ষিত ধর্মাবচ্ছিন্নে তৎপদ স্বীকৃত। সুতরাং কারিকায় উল্লিখিত তৎপদের দ্বারা বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্বোপলক্ষিত ধর্মবিশিষ্ট কে হইবে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন তৎ—যোগরূঢ়ম্ অর্থাৎ যোগরূঢ় নামই এখানে তৎপদের দ্বারা পরামৃষ্ট হইবে। কারিকায় উল্লিখিত ইকন্ প্রত্যয়ান্ত সামাসিক পদটির সমাসরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—"সামাসিকম্"—"সমাসাত্মকম্'। সমাসরূপ যোগরূঢ় নামের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন "কৃষ্ণ সর্পাদি"। কৃষ্ণসর্পপদ হইতে কৃষ্ণসর্পত্বরূপ বৈজাত্য পুরস্কারে কৃষ্ণাভিন্ন বিজাতীয় সর্পের বোধক রূপে নিত্যকর্মধারয় সমাস হইয়াছে। অতএব উক্ত নামটি যোগরূঢ় নাম। কৃষ্ণসর্পাদি এই আদি পদের দ্বারা পদ্মনাভ প্রভৃতি সমাস গৃহীত হইবে। কারিকোক্ত তদ্ধিতাক্ত নামের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন "তদ্ধিতাক্তং বাসুদেবাদি"। বাসুদেবপদটি অপত্যরূপ অর্থে অণ্ প্রত্যয়ান্ত হইলেও কেবলমাত্র বসুদেবের অপত্যবোধক নহে পরন্তু বসুদেবাপত্যত্ব পুরস্কারে কৃষ্ণত্ববিশিষ্টের বোধক হইয়াছে। সুতরাং এই পদটি ও সরসিজ এই পদটির ন্যায় যোগরূঢ় নাম হইবে। বাসুদেবাদি এই আদি পদের দ্বারা পার্থপ্রভৃতি তদ্ধিতান্ত যোগরূঢ়নাম পরিগৃহীত হইবে।

"কৃদন্তস্য পঙ্কজাদি যোগরূঢ়স্য" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা 'কৃদন্তস্য সমাসত্ব ব্যবস্থিতেঃ' এই কারিকাংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে সমাস এবং তদ্ধিতান্ত নামকে গ্রহণ করিয়া দ্বিবিধ যোগরূঢ় নাম বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কিরূপে সঙ্গত হইবে? পঙ্কজপ্রভৃতি তৃতীয় যোগরূঢ় নাম প্রসিদ্ধ থাকায় যোগরূঢ় নাম ত্রিবিধ হইবে না কেন? এই জিজ্ঞাসার

উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন সরসিজ, পঙ্কজ প্রভৃতি নাম কৃদন্ত হইলেও সমাসও বটে। অতএব ঐ সকল নাম সমাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সমাস অপেক্ষা অধিক নহে। এইজন্য যোগরূঢ় নাম দ্বিবিধই হইবে ; ত্রিবিধ নহে।

মূলম্

যৌগিকং নাম লক্ষয়তি বিভজতে—
যোগলভ্যার্থমাত্রস্য বোধকং নাম যৌগিকম্।
সমাসস্তদ্ধিতাক্তং চ কৃদন্তশ্চেতি তত্ ত্রিধা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ

যৌগিক নামের লক্ষণ ও বিভাগ করিতেছেন—যোগলভ্য পদার্থমাত্রের বোধক নাম যৌগিক নাম রূপে কীর্তিত হয়। সমাস, তদ্ধিত সম্বন্ধ ও কৃদন্ত-ভেদে সেই (যৌগিক নাম) ত্রিবিধ ॥ ৩০ ॥

বিবৃতি

'রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব' ইত্যাদি (১৬) কারিকায় যে চতুর্বিধ নাম বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে রূঢ়, লক্ষক ও যোগরূঢ়—এই ত্রিবিধ নাম নিরূপণ করার পরে অবসর সঙ্গতির দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত চতুর্থ যৌগিক নাম নিরূপণের উপযোগী ভূমিকা রচনা করিতেছেন। "যৌগিকং নাম লক্ষয়তি বিভজতে চ' অর্থাৎ যৌগিক নাম লক্ষিত ও বিভক্ত হইতেছে। কারিকার প্রথমার্ধের দ্বারা যৌগিক নামের সামান্যলক্ষণ বলা হইয়াছে। লক্ষণের অন্তর্গত 'মাত্র' পদের দ্বারা যোগরূঢ় নাম ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, "সমাসস্তদ্ধিতাক্তঞ্চ কৃদন্তশ্চেতি তৎ ত্রিধা" এই দ্বিতীয়ার্ধ দ্বারা যৌগিক নামের বিভাগ প্রদর্শন ছলে তিনটি বিশেষ লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে। সমাসরূপ যৌগিক নামের লক্ষণ হইবে সমাসত্ব, তদ্ধিতাক্ত নামের লক্ষণ হইবে তদ্ধিতাক্তত্ব। 'বহুগুড়ো দ্রাক্ষা' এই সকল নামের পূর্বে বহুচ্ প্রত্যয় হওয়ায় তদ্ধিতান্তত্বরূপ লক্ষণ স্বীকৃত হইলে উক্ত বহুচ্ প্রত্যয়যুক্ত যৌগিক তদ্ধিত নামে লক্ষণ সমন্বয় হইতে পারে না। এইজন্য তদ্ধিতান্ত না বলিয়া তদ্ধিতাক্তরূপে তদ্ধিত নাম বিভক্ত হইয়াছে। 'কৃদন্তম্' এই অংশের দ্বারা কৃদন্ত নামের কৃদন্তত্বরূপ বিশেষ লক্ষণ প্রতীয়মান হইবে। কৃষ্ণসর্প, বাসুদেব, পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় নামে উক্ত বিশেষ লক্ষণসমূহের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "রূঢ়ান্যত্বে সতি" এই সত্যন্ত দল নিবেশ করিতে হইবে।

मूलम्

यन्नाम स्वान्तर्निविष्टशब्दानां योगलभ्यस्यैव यादृशार्थस्यान्वयबोधं प्रति हेतुस्तन्नाम तादृशार्थे यौगिकम्। योगरूढस्तु कृष्णसर्पादिपदं योगेनावच्छिन्नस्य रूढ्यर्थस्य बोधकं न तु तन्मात्रस्य। तच्च यौगिकं त्रिविधम्—समासः, तद्धिताक्तम्, कृदन्तश्चेति। द्वन्द्वोऽपि समासः स्वघटकशब्दानामाकाङ्क्षया लभ्यस्य धव-खदिराद्यर्थस्यान्वयबोधकतया यौगिक एव। सर्वञ्चेदं रूढान्यत्वेन विशेषणीयं नातः कृष्णसर्पादौ, वासुदेवादौ, पङ्कजादौ च योगरूढे नातिप्रसङ्गः। 'ब्राह्मणी, श्वश्रूः, शूद्रेत्यादौ, ङीवादेः स्त्रीत्ववाचित्वे तादृशं नाम यौगिकमेव। अन्यथा तु स्त्रीत्वादिमति तत्तदर्थे रूढमेव नातो विभागस्य व्याघातः।

इति श्रीजगदीश-तर्कालङ्कारकृतौ शब्दशक्तिप्रकाशिकायां
नामप्रकरणं समाप्तम्।

অনুবাদ

যেই নাম নিজের অন্তর্গত শব্দসমূহের যোগলভ্য যাদৃশ অর্থগোচর অন্বয়-বোধের প্রতি কারণ হয়, সেই নাম তাদৃশ অর্থে যৌগিক হইবে। যোগরূঢ় কৃষ্ণসর্প প্রভৃতি পদ কিন্তু, যোগলভ্য অর্থের দ্বারা অবচ্ছিন্ন রূঢ়ি-অর্থের বোধক হয়, কেবল মাত্র যোগার্থের নহে।

সেই যৌগিকনাম সমাস, তদ্ধিতাক্ত ও কৃদন্তভেদে ত্রিবিধ। দ্বন্দ্বসমাসও নিজের ঘটক শব্দসমূহের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা লভ্য ধব খদির প্রভৃতি অর্থগোচর অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় যৌগিকই হইবে।

এই সকল যৌগিক নামের বিশেষ লক্ষণসমূহ রূঢ়ভিন্নত্বরূপ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণসর্প, বাসুদেব এবং পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় নামে অতিব্যাপ্তির প্রসক্তি হইবে না।

ব্রাহ্মণী, শ্বশ্রূ, শূদ্রা ইত্যাদি নামের পরবর্তী ঙীপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের স্ত্রীত্ব-বাচকত্ব স্বীকৃত হইলে তাদৃশ নাম যৌগিক নামরূপেই পরিগণিত হইবে।

অন্যথা (যদি ঙীপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের স্ত্রীত্ব-বাচকত্ব স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে) স্ত্রীত্বাদি রূপ জাতি-বিশিষ্ট-তৎতৎ অর্থে উক্ত নাম রূঢ় নামই হইবে। অতএব নামের যে বিভাগ করা হইয়াছে, তাহার কোনও ব্যাঘাত হইবে না॥ ৩০ ॥

বিবৃতি

'যোগলভ্যার্থমাত্রস্য' ইত্যাদি কারিকার পূর্বার্ধের দ্বারা যে যৌগিক নামের লক্ষণ বলা হইয়াছে (৩০) তাহার বিশদার্থ প্রদর্শন করিবার জন্য 'যন্নাম' ইত্যাদি বিবরণ গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। যাদৃশ আনুপূর্বী বিশেষের দ্বারা বিশিষ্ট যে নাম নিজের অন্তর্গত শব্দমাত্রের দ্বারা উপস্থাপিত যাদৃশ বিশিষ্টার্থ বিষয়ক অন্বয় বুদ্ধিত্বাবচ্ছিন্ন জন্যতা নিরূপিত জনকতার বিষয়িত্ব সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতার আশ্রয় হইবে, তাদৃশানুপূর্বী-বিশিষ্ট নামত্বই হইবে যৌগিক নামের পর্যবসিত লক্ষণ। রাজপুরুষ ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাস স্থলে, রাজপদোত্তর পুরুষ পদত্ব রূপ আনুপূর্বী বিশিষ্ট রাজপুরুষ এই সমাসাত্মক নামটি, স্বত্ব সম্বন্ধে রাজবিশিষ্ট পুরুষ বিষয়ক অন্বয়বোধগত জন্যতা নিরূপিত জনকতার বিষয়িত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতার আশ্রয় হওয়ায় রাজপুরুষরূপ যৌগিক নামে লক্ষণ সমন্বয় হইবে। এইভাবে কেবল যৌগিক অর্থমাত্রের অন্বয়বোধক অন্যান্য সমাসে তদ্ধিতান্ত নামে এবং কৃদন্ত নামে যৌগিক নামের লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। যোগরূঢ় নামে যৌগিক নাম লক্ষণের অতিব্যাপ্তি পরিহার করিবার জন্য "যোগরূঢ়ন্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণসর্প, পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় নাম তত্তৎনামগত যে অবয়বশক্তি তৎপ্রযোজ্য অর্থের বোধক হইলেও সমুদায় শক্তি প্রযোজ্য যে রূঢ্যর্থ বিজাতীয় সর্প ও পদ্ম প্রভৃতি, তাহার বোধক হওয়ায় যোগার্থ মাত্রের বোধক নহে বলিয়া ঐ সকল যোগরূঢ় নামে যৌগিক নাম লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। 'কৃষ্ণসর্পাদি' এই 'আদি' পদের দ্বারা পঙ্কজ, পদ্মনাভ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যোগরূঢ় নাম গৃহীত হইবে।

"তচ্চ যৌগিকং ত্রিবিধম্" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সমাস, তদ্ধিতান্ত এবং কৃদন্ত ভেদে যৌগিক নামের ত্রিবিধ বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে তদ্ধিতান্ত না বলিয়া তদ্ধিতান্তরূপে তদ্ধিত প্রত্যয়যুক্ত নামের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে— কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য, তদ্ধিত প্রত্যয়যুক্ত যৌগিক নাম সর্বত্রই তদ্ধিতান্ত নহে কারণ, 'বহুগুড়ো দ্রাক্ষা' এই সকল স্থলে বহুচ্ প্রত্যয় প্রকৃতির পূর্বে বিহিত হওয়ায় তদ্ধিতান্ত নহে, অতএব ঐ সকল তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত নাম যাহাতে যৌগিক নাম রূপে সংগৃহীত হইতে পারে—এইজন্য তদ্ধিতান্ত না বলিয়া তদ্ধিতান্ত রূপে একটি যৌগিক নাম বিভক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আপত্তি হইবে সমাসত্বপুরস্কারে সমাসমাত্র যৌগিক নাম হইতে পারে না। কারণ "ধব-খদির-পলাশাংশ্ছিন্ধি" ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-সমাসস্থলে

সমাস ঘটক ধব প্রভৃতি প্রত্যেক পদই প্রধান হওয়ায় ধব খদির প্রভৃতি পদসমূহের অর্থসমূহ প্রত্যেকেই প্রধান। কোন নামের অর্থ কোন নামার্থের বিশেষণ নহে। সুতরাং উক্ত দ্বন্দ্ব সমাস বিশিষ্ট অর্থের বোধক না হওয়ায় সেখানে যৌগিক নাম লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না কেন? এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার "দ্বন্দ্বোঽপি সমাসঃ" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। "স্বঘটক পদানামাকাঙ্ক্ষয়া লভ্যস্যেত্যাদি।" তাৎপর্য এই যে "ধব-খদির-পলাশান্ ছিন্ধি" বাক্যের অন্তর্গত সাকাঙ্ক্ষ ধব-খদির-পলাশ শব্দসমূহ হইতে উপস্থাপিত যে ধব-খদির পলাশরূপ অর্থসমূহ তাহাদের প্রত্যেকটি পদার্থের স্বাধীনভাবে ছিদ্ ধাতুর অর্থ ছেদন ক্রিয়াতে ধব-খদির-পলাশপদগত আকাঙ্ক্ষাভাস্য অন্বয়বোধ হওয়ায় দ্বন্দ্বসমাসও যোগলভ্য বিশিষ্টার্থমাত্রের বোধক হওয়ায় সেখানেও লক্ষণ সমন্বয় হইবে। অতএব দ্বন্দ্বসমাস যৌগিক নামরূপে গণ্য হইতে পারিবে। উক্ত বিশিষ্টার্থগোচর অন্বয়বোধের অনুকূলে "একদৈকক্রিয়া যোগাদ্ ভবতি দ্বন্দ্বসংজ্ঞকঃ" এই শাব্দিক প্রমাণও রহিয়াছে।

সমাসত্ব, তদ্ধিতান্তত্ব, কৃদন্তত্ব যৌগিক নামের এই বিশেষ লক্ষণত্রয় রূঢ়ান্যত্বরূপ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিবার জন্য গ্রন্থকার "সর্বঞ্চেদং রূঢ়ান্যত্বেন বিশেষণীয়ম্" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে—সমাসত্ব, তদ্ধিতান্তত্ব এবং কৃদন্তত্ব এইরূপ যৌগিক নামের বিশেষ লক্ষণত্রয় স্বীকৃত হইলে উক্ত লক্ষণত্রয় যথাক্রমে কৃষ্ণসর্প, বাসুদেব এবং পঙ্কজ এই সকল যোগরূঢ় নামে যৌগিক নামের বিশেষ লক্ষণসমূহের অতিব্যাপ্তি হইবে। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য যৌগিক নামের প্রত্যেকটি বিশেষ লক্ষণকে রূঢ়ান্যত্ব—এই বিশেষ ধরণের বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে। ইহার ফলে "রূঢ়ান্যত্বে সতি সমাসত্বম্" এই বিশেষ লক্ষণ কৃষ্ণসর্প প্রভৃতি কোনও যোগরূঢ় নামে, "সমাসত্বে সতি তদ্ধিতান্তত্বম্" এই বিশেষ লক্ষণের বাসুদেব প্রভৃতি যোগরূঢ় নামে এবং "সমাসত্বে সতি কৃদন্তত্বম্" এই বিশেষ লক্ষণের পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় নামে অতিব্যাপ্তি হইবে না, কারণ ঐ সকল যোগরূঢ় নাম রূঢ়ভিন্ন নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে 'ঙীপ্,' 'উঙ্', 'টাপ্' এই সকল স্ত্রীলিঙ্গে বিহিত প্রত্যয়সমূহ স্ত্রীত্বের বাচক হওয়ায় ব্রাহ্মণী, শ্বশ্রূ, শূদ্রা প্রভৃতি নাম যৌগিক হইবে অথবা রূঢ় হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন "ঙীবাদেঃ স্ত্রীত্ববাচকত্বে তাদৃশং নাম যৌগিকমেব" অর্থাৎ ব্রাহ্মণপদের পরবর্তী ঙীপ্ প্রত্যয়, শ্বশুর পদের পরবর্তী উঙ্ প্রত্যয়, শূদ্রপদের পরবর্তী টাপ্ প্রত্যয় যদি স্ত্রীত্বের বাচক হয়, তাহা হইলে উক্ত শব্দসমূহ যৌগিক হইবে। ঙীবাদেঃ এই আদি পদের দ্বারা 'উঙ্' এবং 'টাপ্' প্রত্যয় গৃহীত হইবে।

কোন কোন শাব্দিক সম্প্রদায়ের মতে ঙীবাদি প্রত্যয়ের স্ত্রীত্বের বাচকত্ব স্বীকৃত হইলেও ন্যায়সিদ্ধান্তে 'ঙীপ্' প্রভৃতি প্রত্যয়ের স্বরূপার্থকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার 'অন্যথা' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। অর্থাৎ 'ঙীপ্' প্রভৃতি প্রত্যয় যদি স্ত্রীত্বের বাচক না হয় পরন্তু স্বরূপার্থক হইয়া কেবলমাত্র পদ

সংস্কারের সাধক রূপে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণী, শশ্রূ এবং শূদ্রা প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দসমূহ স্ত্রীত্ববিশিষ্ট রূপ অর্থে রূঢ় নামই হইবে, যৌগিক নহে। ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত।

ইতি শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্যকৃত
শব্দশক্তিপ্রকাশিকার নামপ্রকরণের বিবৃতি সমাপ্ত।

নামপ্রকরণান্ত দ্বিতীয় খণ্ড
সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৩	গবাদিবুদ্ধৌ	গবাদিবুদ্ধৌ
৯	১	আধারণহেতুকত্ব	অসাধারণহেতুকত্ব
১১	২৫	বায়ুর্নিস্পর্শং	বায়ুর্নিঃস্পর্শং
১৬	২২	যিঁনি	যিনি
১৮	৮	বিধ্যর্থাকাঞ্চয়া	বিধ্যর্থাকাঙ্ক্ষয়া
১৮	৯	স্বারাজ্যকামোঽগ্নিষ্ঠোমেন	স্বারাজ্যকামোঽগ্নিষ্টোমেন
১৯	১১	আর্য	আর্ষ
১৯	২১	উদাহণ	উদাহরণ
২৫	১৫	অন্তর্ভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত
২৭	৭	স্ফটিকে	স্ফটিকে
৩০	৭	পরিভাষিকী	পারিভাষিকী
৩৩	৯	ডিথ	ডিত্থ
৩৬	১১	অনুকুল	অনুকূল
৩৬	২৮	বলিতে বলিতে	বলিতে
৪১	২	তথাত্বাত	তথাত্বাৎ
৪৬	১২	ম্লেচ্ছৈর্বির্বার্থৈরপি	ম্লেচ্ছৈরিবার্থৈরপি
৪৬	২০	গদর্ভ	গর্দভ
৪৭	১৫	পানিণীয়	পাণিনীয়
৪৮	৮	গোগু'ণো বেত্যাদৌ	গৌনির্ত্যা গুণো বেত্যাদৌ
৫১	১৮	সমানবাচকত্ব	সমানবচনকত্ব
৫২	৬	অন্তঃপাতা	অন্তঃপাতী
৫২	১১	তাহা	তাহার
৫২	২৫	গীরস্তি	গৌরস্তি
৫৩	১০	অনুকুলে	অনুকূলে
৫৪	৪	গবাদিবিশিষ্টক	গবাদিবিশেষ্যক
৫৪	১৭	ক্তিন	ক্তিন্
৫৪	২৩	নিষ্পন্ন	নিষ্পন্ন
৫৯	১৬	সম্বন্ধের	সম্বন্ধের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১	২৩	গ্রন্থসমুহে	গ্রন্থসমূহে
৬৩	৫	ইত্যদিস্থলে	ইত্যাদিস্থলে
৬৫	২৩	গঙ্গাপ্রভৃভি	গঙ্গাপ্রভৃতি
৬৮	২২	সমুহের	সমূহের
৬৯	২১	মুলোক্ত	মূলোক্ত
৬৯	২৪	তীরসম্বন্ধা	তীরসম্বন্ধী
৭০	৫	তদ্বিযয়ক	তদ্বিষয়ক
৭০	২৩	বিশেযণ	বিশেষণ
৭১	১০	তোরং	তীরং
৭৬	৫	সম্প্রদায়েয়	সম্প্রদায়ের
৭৭	১৮	বর্ণণা	বর্ণনা
৮২	১৫	উংপন্ন	উৎপন্ন
৯০	১৯	দোয-নিবন্ধন	দোষ-নিবন্ধন
৯৮	৩	তীরাদিনিরূপিভ	তীরাদিনিরূপিত
৯৯	৭	ঘোয	ঘোষ
১০০	২৪	স্বাব্যবহিতাত্তরত্ব	স্বাব্যবহিতোত্তরত্ব
১০০	২৯	যেহেতু	যেহেতু
১০২	৮	পরস্পর	পরস্পর
১০৪	৬	সমুহের	সমূহের
১০৪	২৬	জনকতবচ্ছেদক	জনকতাবচ্ছেদক
১০৬	২৪	নিরূপকতারচ্ছেদকত্বে	নিরূপকতাবচ্ছেদকত্বে
১০৮	২২	যাদৃশর্থধর্মিক	যাদৃশার্থধর্মিক
১০৮	২৭	অবচ্ছেকত্ব	অবচ্ছেদকত্ব
১০৯	২	পজাতত্ববিশিষ্ট	পঙ্কজাতত্ববিশিষ্ট
১১১	১০	পর্বোক্ত	পূর্বোক্ত
১১১	২২	পঙ্কজসদার্থের	পঙ্কজপদার্থের
১১১	২৪	সমূদায়	সমুদায়
১১৪	১২	বক্ষ্যমান	বক্ষ্যমাণ
১১৪	২৩	সমুহের	সমূহের
১১৫	১০	বিশেষ্যে	বিশেষ্য
১১৬	১০	অস্তিত্ববিশিষ্ট	অস্তিত্ববিশিষ্ট
১১৯	২৫	উভ	উভয়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৪	১২	তং	তৎ
• ১৩০	২১	শক্তিভ্রমাধান	শক্তিভ্রমাধীন
১৩৬	২২	স্বাকার	স্বীকার
১৪০	১০	বিরুন্ধে	বিরুদ্ধে
১৪২	৩৩	বিজাতীর	বিজাতীয়
১৪৪	১০	অনুকূল	অনুকূল
১৪৪	২১	নিরূপকত্বসম্বদ্ধে	নিরূপকত্বসম্বন্ধে
১৪৮	৯	হওয়ায়	হওয়ার

—